৬৭৭২)

ক্লিওপেট্রা।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীকামিনীপ্রসাদ রায়।

১৩১২ সন।
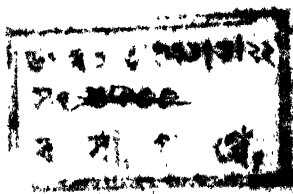
মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

মদীয় চিরস্নেহময়, শ্রদ্ধাস্পদ সহোদর

সুকবি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুনাথ রায় চৌধুরী

মহাশয়ের করকমলে

এই গ্রন্থখানি

প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত

অর্পিত হইল।

নরেন্দ্র।

মুখবন্ধ।

'ক্লিওপেট্রা ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' নামে যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'ধূমকেতু' নামক মাসিক পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল, তাহাই এখন পরিবর্ত্তিত ও বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্লিওপেট্রা নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। সাধারণতঃ বাঙ্গালী পাঠকদিগের অনেকেই ইতিহাস পাঠে ততটা অনুরাগী নহেন ; শুধু ইতিহাস কেন, যে শ্রেণীর রস উপভোগ করিতে একটু মানসিক ব্যায়ামের প্রয়োজন, তাহাতেই তাঁহারা বীতস্পৃহ। এই জন্য ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পুস্তকখানিকে উপন্যাসের ছাঁচে গড়িতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। পরিশ্রম কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা বিদ্বৎসমাজের বিচার-সাপেক্ষ।

সারস্বত-পত্রের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক মদীয় একান্ত শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় আমার এই গ্রন্থখানির স্থলে স্থলে নানা ত্রুটী সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার।

"Let Rome in Tiber melt, and the wide arch
Of the rang'd empire fall! Here is my space.
Kingdoms are clay: our dungy earth alike
Feeds beast as man: the nobleness of life
Is to do thus; when such a mutual pair
And such a twain can do 't, in which I bind,
On pain of punishment, the world to weet
We stand up peerless."

—*SHAKESPEARE.*

ক্লিওপেট্রা।
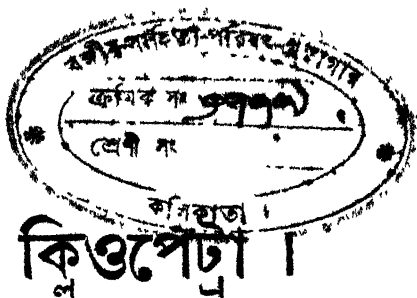
উপক্রম।

ব্যক্তিগত চরিত-আখ্যানের নাম জীবন-চরিত; জাতীয় জীবন-চরিতের নাম ইতিহাস। অক্ষরে অক্ষরে সত্যের সম্মান রক্ষা করিয়া জীবন-চরিত লেখা যেমন কঠিন কর্ম্ম, ইতিহাস লেখাও তেমন, বা ততোধিক দুরূহ ব্যাপার। যেখানকার যে সময়ের ঘটনা, সেই স্থানে, সেই সময়ে উপস্থিত থাকিয়া, প্রত্যক্ষদ্রষ্টাও যদি ঐ ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিতে যত্ন করেন, তাহা হইলেও সত্যের মর্য্যাদা, সকল সময়ে অক্ষুণ্ণ থাকে কি না সন্দেহ। কারণ, প্রথমতঃ মনে যাহা বুঝা যায়, বর্ণে তাহা সম্যক্ ফোটে না। ভাষা ভাবের আভাস মাত্র,—অবিকল প্রতিকৃতি নহে। দ্বিতীয়তঃ, মনে যাহা বুঝা যায়, তাহাই ঠিক্ কি না, ইহাও অনিশ্চিত। দৃষ্টি-দোষে, অনেক সময়, মানুষ রামকে শ্যাম বুঝিয়া, তাঁহার করে ধনুর পরিবর্ত্তে মুরলী তুলিয়া দিয়া, একে আর করে ও পদে পদে বিড়ম্বিত বা উপহসিত হয়। এই সকল কারণেই বলি, প্রকৃত ইতিহাস পৃথিবীতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাণী এলিজাবেথের সভাসদ্ ও প্রিয়পাত্র স্যার ওয়াল্টার রেলী যখন ভাগ্য-বিপাকে কারাগৃহে আবদ্ধ হন, তখন তিনি কারাগারে বসিয়া পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা বলাই বাহুল্য যে, তিনি সেখানে সাধারণ্যে পরিচিত, নিত্যপ্রত্যক্ষ জেলখানার কয়েদীর মত ছিলেন না। তিনি একদা কারাগারের বাতায়নে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়, অদূরে কতকগুলি লোক চীৎকার ও উচ্চ কলরব সহকারে কলহ করিতেছিল। তিনি ঐ স্থানে, কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, ইহা জানিবার জন্য, ঐকান্তিক আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বশতঃ, একাদিক্রমে তিন চারিটি ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিলে, তিনি এক এক জনের মুখে এক একরূপ কথা শুনিয়া, বিস্ময়ের সহিত, চিন্তা করিলেন যে, এইমাত্র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটনার বর্ণনাই যখন এইরূপ পরস্পর-বিরোধী, তখন পৃথিবীর ইতিহাসে যে কি পরিমাণ ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভবপর, তাহার ইয়ত্তাই করা যায় না। অতএব, তিনি নিরাশচিত্তে পৃথিবীর ইতিহাস লেখার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত ইতিহাস যে লিখিত হইতে পারে না, তদ্বিষয়েই এক বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করিলেন।

বস্তুতঃ, এই অর্থে, প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন অসম্ভব ও অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া, ইতিহাস লিখন ও পঠন অনাবশ্যক পণ্ডশ্রম, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। অপূর্ণ মানবকৃত, আধ-প্রকৃত, আধ-অপ্রকৃত বৃত্তান্তমূলক অপূর্ণ ইতিহাস দ্বারাও, জগতের যখন প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে, তখন

সেই অপ্রকৃত ও অপূর্ণ ইতিহাসও উপেক্ষার সামগ্রী নহে। যদি আত্মোৎকর্ষ-বিধানে যত্ন করিতে হয়, 'আপনি কি',—আগে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। আত্মগত অভাব, সদ্ভাব, অপকর্ষ ও উৎকর্ষ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে, উৎকর্ষ ও উন্নতির প্রকৃত পথ পাওয়া যাইতে পারে না। একথা যেমন ব্যক্তি সম্বন্ধে, তেমন জাতি সম্বন্ধে; যেমন জাতি সম্বন্ধে, তেমন সমগ্র মানবজগৎ সম্পর্কে প্রযুজ্য। জাতীয় উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, সেই জাতি কি ছিল, কি হইয়াছে,—কোন্ সূত্রে, কখন, কিভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, আবার কি কারণে, কি রূপে অধঃপাতের পথে অবতরণ করিয়াছে, দুই দিকের এই দু'টি সোপান জানিয়া, চিনিয়া ও বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে, ভাবী উন্নতির যথার্থ পথ বাহির করা কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না। ইতিহাসই এ অংশে প্রকৃত পথ প্রদর্শক। ইতিহাস, বিবরণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষে, অশেষ ভুল ভ্রান্তি ও অসত্যের শত অভ্রাক্ষণে কলঙ্কিত হইলেও, মোটামোটিরূপে মানবীয় উন্নতি ও অবনতিরই ধারাবাহিক প্রস্ফুট চিত্র। এই হেতুই, ইতিহাস শত ভ্রম-প্রমাদ সত্ত্বেও শিক্ষাপ্রদ ও মানুষের চির আদরণীয় উপাদেয় সম্পদ্। অসাধারণ প্রতিভাশালী ও অলোকসাধারণ মনীষী স্যার ফ্রেন্সিস্ বেকন (Sir Francis Bacon) "On Studies" নামক প্রবন্ধে ইতিহাসের গৌরব ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"History makes a man wise."

* * * * * *

যেমন স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস, তেমন পরদেশ ও পর জাতির ইতিহাস, উভয়েই এ অংশে প্রয়োজনীয়। জাতিগত বৈষম্য হেতু, বাহ্য আকৃতি ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে, এক জাতির ইতিহাসের সহিত অন্য জাতির ইতিহাসের বহিরঙ্গে উপর-ভাসা পার্থক্য থাকিলেও, উহা মূলে এক। সমস্ত ইতিহাসই এক মানবজাতির আখ্যায়িকা। সুতরাং কোন জাতির ইতিহাসই, উন্নতি-প্রয়াসী কোন জাতির পক্ষে অবহেলার বস্তু হইতে পারে না। এই কারণেই, শত আয়াস স্বীকার করিয়াও, ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ, নানা দেশের নানা পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া, আপন আপন ভাষায় আগ্রহের সহিত গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন।

স্বদেশের ও বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস লেখা অনেকটা সুসাধ্য। কিন্তু শত সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী পরদেশ, এবং তৎসংক্রান্ত, শত সহস্র যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ইতিহাস লিখিয়া তোলা, যার-পর-নাই কৃচ্ছ্র-সাধ্য ব্যাপার। ইহার পরে, মিশরীয় রাজবংশের ইতিহাসে, একই নামাঙ্কিত বহু ব্যক্তির উল্লেখ থাকা হেতু, বিষম গোলে পড়িতে হয়। প্রাচীন ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ সকলেই এই নাম-বিভ্রাটে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন। তাঁহারা, এতদুপলক্ষে প্রাচীন মৈশর-সভ্যতা কিংবা তৎসাময়িক রাজবংশের উপর একটু তীব্র কটাক্ষপাত করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। মিশরীয় রাজাদিগের মধ্যে টলিমি রাজবংশের ইতিহাস এই অংশে, অধিকতর দুরূহ ও দুরধিগম্য। প্রসিদ্ধনামা কৃতী

ঐতিহাসিকগণও টলিমি-ইতিহাসের জটিল বর্ত্মে প্রবিষ্ট হইয়া, এক এক বার ধৈর্য্যচ্যুত ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। আমিও আজি তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই টলিমি ধাঁদা-খানায় পা ফেলিয়া বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার জন্য, ক্লিওপেট্রার কাহিনী সঙ্কলনে প্রয়াসপর হইলাম।

পৃথিবী যখন অজ্ঞানতার গভীর তিমিরে আচ্ছন্ন, মনুষ্য যখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় বন্যভাবাপন্ন বনচর মাত্র,—পৃথিবীর সেই ঘোর তমসান্ধ অমানিশার নিবিড়-অন্ধকারে, প্রথম-প্রভাত-রশ্মি বা তরুণ-অরুণ-আলোক সর্ব্বপ্রথম স্ফুরিত হয় ভারতবর্ষে,—তৎপরে প্রাচীন মিশরে। ঋক্ প্রভৃতি বেদচতুষ্টয়ের কতিপয় সূক্তের ব্যাখ্যা দ্বারা, কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে আর্য্যজাতি, মানবীয় সভ্যতার বীজ-মন্ত্র—জ্ঞানের স্ফুরন্ত প্রতিভা লইয়া, দেব-ভূমি উত্তর মেরু হইতে ভারতের দিকে প্রস্থিত হইয়াছিলেন; কেহ অনুমান করেন, তিব্বত ও তাতারের প্রান্তই তাঁহাদিগের আদি-স্থান; আবার কেহ কেহ বলেন, হিমাদ্রি প্রদেশ হইতে তাঁহারা ভারতের সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। এ সকল অনুমান ও সিদ্ধান্ত সত্য হউক, আর না হউক, আর্য্যসভ্যতার প্রথম-বিকাশ-স্থান যে ভারতবর্ষ, এবং সেই আর্য্যসভ্যতারই আলোক-পাতে যে প্রাচীন মিশর কৃতার্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রাচীন মিশরের গৌরব-সূর্য্য, অনেক কাল হইল, অস্তমিত হইয়াছে। মিশরের সেই প্রাচীন বীরত্ব, কীর্ত্তি, জ্ঞান-বৈভব বা গুণ-গরিমার কিছুই এক্ষণে নাই। কিন্তু স্মৃতির বিলোপ সহজে

ঘটে না। মানুষ মানুষকে ভালবাসে। ভালবাসে বলিয়াই কখনও ভুলিয়া থাকিতে পারে না। এইজন্য, ইতিহাস অতি যত্নের সহিত, যেন মানুষের শিক্ষার নিমিত্তই, মানুষের কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তি উভয়ই যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। ভারতীয় পুরাতন সভ্যতা ও মিশরীয় সভ্যতা প্রায় সমসাময়িক এবং একই গোমুখী-নিঃসৃত ভিন্ন পথবাহিনী দুইটি প্রবাহিনী। একটি স্ফটিক-ধবলা নির্ম্মলা গঙ্গা,—আর একটি নীল-আবিলা কালিন্দী ; সুতরাং মূলে এক হইলেও, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে একজাতীয় বস্তু নহে। ভারতীয় সভ্যতার অন্যতর গৌরব-সম্পদ একদিকে অযোধ্যার প্রফুল্লসরোজিনী রাম-মহিষী সীতা,—অন্যদিকে হস্তিনা ও ইন্দ্র-প্রস্থের রাজ-রাজেশ্বরী নীলোৎপলবরণী পাণ্ডব-দয়িতা দ্রৌপদী ; আর মিশরীয় সভ্যতার চরম পরিণতি—প্রস্ফুট লিলী (Lily) বা লীলা-নলিনী মায়া-চতুরা রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা। এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উভয় দেশীয় সভ্যতার প্রকার ও প্রকৃতিতে কিরূপ পার্থক্য, পাঠকের তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সীতা ও দ্রৌপদীর বিষয় এদেশে নিত্যশ্রুত ও নিত্যপরিজ্ঞাত কথা ; কিন্তু ক্লিওপেট্রার কাহিনী তদ্রূপ নহে। অতএব, মিশরের পুরাতন রাজবংশীয় ক্লিওপেট্রা নাম্নী কতিপয় রাজ্ঞীর বিষয় ও তাঁহাদিগের সমসাময়িক কতকগুলি কথা, এস্থলে বিবৃত হইতেছে। আশা করি, ইহা পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট অপ্রীতিকর হইবে না।

মিশর ইতিহাসে, টলিমি রাজবংশে, ক্লিওপেট্রা নাম্নী ছয়টি রাজ্ঞীর উল্লেখ আছে। টলিমি রাজ-সিংহাসন, এই ষট্‌-সরোজিনীর

বিলাস-কান্তি, রমণী-সুলভ-মাধুরী, ও দুরাকাঙ্ক্ষার চতুর-চাতুরি বা ক্রূরনীতিতে, কখনও অলঙ্কৃত, কখনও ধিক্কৃত, কখনও বা আতঙ্কিত হইয়া বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকিলেও, ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাই এ অংশে সর্ব্বাগ্রগণ্যা। ইংলণ্ডের অতুল-কীর্ত্তি মহাকবি শেক্ষপীরের অমর-তুলিকা-লাঞ্ছনে কৃতার্থ হইয়া, রোমক বীর এণ্টনীর মনোমোহিনী, অনিন্দ্য-সুন্দরী, মায়াকলা-নিপুণা, কুহকিনী ক্লিওপেট্রাই, অন্য সমস্ত ক্লিওপেট্রাকে অন্ধকারে ফেলিয়া, পৃথিবীর চক্ষু সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। কেহ কেহ আজিও এই ক্লিওপেট্রার নামেই, কি যেন এক রূপের মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া, কল্পনাবলে সেই রূপের বেদীতে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতেছে; এবং কেহ কেহ বা তাঁহার কুহক-লীলার বিচিত্র চাতুরী ভেদ করিয়া, সুষমার শোভন আবরণের অন্তরালে লুকান কালীয় নাগের ফণ-বিস্ফারণ ও বিষোদ্গার দেখিতে পাইয়া, সবিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিতেছে! মিশরের এই বিশ্ব-বিশ্রুত রাণী, এণ্টনীর প্রণয়িনী ক্লিও-পেট্রা, টলিমি অলিথসের দুহিতা এবং ক্লিওপেট্রা নাম্নী রাজ্ঞীদিগের মধ্যে ষষ্ঠস্থানীয়া। ইঁহার কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ক্লিওপেট্রা নাম্নী পঞ্চ রাজ-মহিষীর কথা, যথাসম্ভব বিবৃত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

টলিমি রাজবংশ যখন মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন বিধি-বিড়ম্বনায় মিশরের অদৃষ্ট ও অবস্থা অন্যরূপ। যে মিশর, 'ফেরেও' উপাধি-ধারী প্রবল-প্রতাপ রাজাদিগের শাসনে, আর্য্য-

সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া, ইউরোপের শিক্ষাগুরুরূপে দণ্ডায়মান ছিল, এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোম, দীক্ষার্থী শিষ্যের প্রাণে শ্রদ্ধার সহিত, একতান-নয়নে, যাহার পানে তাকাইতে ছিল, সে মিশর তখন নাই।

মিশরের স্বদেশীয় পুরাতন রাজবংশ তখন সিংহাসনচ্যুত। মিশর পারস্যের যুগযুগান্তব্যাপি দাসত্বে হীনতেজ, হতবল, নিষ্পেষিত ও বিড়ম্বিত। এই সময়ে, মাসিডনের ভুবন বিখ্যাত দিগ্‌বিজয়ী বীর আলেক্‌জাণ্ডার মিশরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মিশর, ইহাতে বিন্দুমাত্র ভীত, ত্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হইল না; বরং দুঃসহ পারসিক দাসত্ব-মোচনের পক্ষে ইহাকে বিধি-প্রেরিত উৎকৃষ্ট সুযোগ মনে করিয়া, যেন উৎফুল্ল প্রীতির অভিনন্দনেই, "অত্রাগচ্ছ ভবন্"—বলিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতে অগ্রসর হইল! দুরদৃষ্টবশে বিপন্ন শিক্ষক, আজি এইরূপে ক্ষমতাপন্ন শিষ্যের শরণাপন্ন হইলেন! আলেক্‌জাণ্ডার মিশরে প্রবেশ করিয়া, অনায়াসে মিশর জয় করিলেন। রাজধানী মেম্ফিসে মাসিডনীয় বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল। এখনও ভূমধ্যসাগরের তটে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-নগর আলেক্‌জাণ্ডারের সেই বীর-কীর্ত্তির ঘোষণা করিতেছে।

মিশর পর-পদানত ও দাসত্বের কিণাঙ্কে চিহ্নিত হইয়া থাকিলেও, তখন পর্য্যন্ত আপনার জাতীয় অস্তিত্ব অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সুতরাং আলেক্‌জাণ্ডার মিশর জয় করিয়াও, উহাকে গ্রীস বা মাসিডনিয়ার বিজিত প্রদেশবিশেষে পরিণত করিতে

পারিলেন না ; বরং আপনি যেন, একটু প্রীতির সহিত, মিশরের রাজ-রেজেষ্টারীতে আপনার "দিগ্‌বিজয়ী" নাম লিখিয়া রাখিতেই আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি বিস্তীর্ণ মরু পার হইয়া, মিশরীয় রীতি ও মৈশর ধর্ম্মযাজকদিগের উপদেশ অনুসারে, 'আমন' দেবের মন্দিরে যাইয়া, মিশরের রাজ-ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং মিশরীয় প্রথার অনুশাসনে রাজারূপে মিশরীয় দেবতাবিশেষের নামে নামাঙ্কিত হইলেন।

আলেক্‌জাণ্ডারের অধীনে সেট্রাপ (Satrap) বা গবর্ণর দ্বারা মিশরের রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা হইল। টলিমি, আলেক্‌জাণ্ডারের একজন প্রিয় পারিষদ্‌ ও দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পরে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মিশরের সেট্রাপ বা গবর্ণর হইলেন, এবং কালক্রমে, একবারে মিশরীয় ভাবাপন্ন মিশরবাসী হইয়া, স্বয়ংই মিশরের স্বাধীন রাজা হইয়া বসিলেন। ইনিই মিশরের টলিমিবংশীয় আদি রাজা। টলিমি যেমন মিশরীয় হইলেন, তেমন তাঁহার স্বদেশীয় গ্রীক সভ্যতারও কিঞ্চিৎ তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিশরীয় শাসন-ব্যবস্থা ও জাতীয় রীতিনীতির সহিত সম্মিলিত হইয়া গেল। টলিমি মিশরের স্বাধীন রাজা হইবার পরেও, আলেক্‌জাণ্ডারের প্রতিষ্ঠিত আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরই বহুকাল পর্য্যন্ত মিশর-সিংহাসনের অদ্বিতীয় নিয়ামক হইয়া রহিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম ক্লিওপেট্রা।

প্রথম ক্লিওপেট্রা সিরিয়ার রাজা তৃতীয় এণ্টিওকাসের কন্যা। তৃতীয় এণ্টিওকাস্—"দি গ্রেট" (The Great) অর্থাৎ 'মহান্' এই উচ্চ আখ্যায় অভিহিত ছিলেন। ক্লিওপেট্রা বুদ্ধিমতী সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা এবং শিশুকাল হইতেই একান্ত স্নেহশীলা, ও প্রকৃত রাজ-নন্দিনীর ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। তিনি মিশরের পঞ্চম টলিমি এপিফেইনেসের মহিষী। এই বিবাহ দ্বারা সিরিয়ার শোণিত, মাসিডনীয় শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া, মিশরীয় টলিমি রাজবংশে এক অভিনব শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল।

ক্লিওপেট্রা-পতি পঞ্চম টলিমি এপিফেইনেসের পিতা চতুর্থ টলিমিফিলোপেটার বড়ই ইন্দ্রিয়াসক্ত ও দুর্ব্বলচেতা নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে মিশরের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। ভাগ্যে আরসিনুর ন্যায় চরিত্রবতী তেজস্বিনী রমণী তাঁহার মহিষী এবং সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্য-শাসন-সংরক্ষণের অর্দ্ধ-ভাগিনী ছিলেন, তাই সিংহাসন পরকীয় শক্তি-সংঘর্ষে টলটলায়মান হইয়াও ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে নাই। আরসিনু ইন্দ্রিয়-পরায়ণ স্বামীকে সকল সময়ে সংযতচিত্ত রাখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সুমন্ত্রণা ও তেজস্বিতায় রাজ্য-রক্ষণ-কার্য্যে প্রভূত সাহায্য হইয়াছিল।

আরসিনু, টলিমি ফিলোপেটারের শুধু পত্নী নহেন,—ফিলো-পেটার ও আরসিনু, শোণিত-সম্বন্ধে, পরস্পর ভ্রাতা ও ভগিনী। একই মাতৃগর্ভে জন্মধারণ করিয়া, একই মায়ের কোলে একই স্তন্যদুগ্ধে লালিত পালিত হইয়া, উভয়ে সুখে শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যিনি জন্মাবধি কিশোর বয়স পর্য্যন্ত, আদরের সহোদরা, তিনিই যৌবনে সিংহাসনের অর্দ্ধভাগিনী প্রিয়তমা প্রেয়সী! এইরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ, অন্য দেশীয়ের চক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক ও রোমহর্ষকর মহাপাপরূপে গণ্য হইলেও, মিশরীয়-দিগের মধ্যে ইহা নিত্য-চলিত প্রথারূপে সম্মানিত ছিল। মিশর শক্তিসামর্থ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ও সভ্যতার বিবিধ বৈভবে, এক সময়ে, পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই অদ্ভুত বৈবাহিক রীতিতে, চিরদিনই মনুষ্য-সমাজে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঘৃণ্য ও অপাংক্তেয়রূপে গণ্য ছিল।

মিশরবাসীরা পশুপক্ষীর পূজা করিত। ঈদৃশ বিবাহ-প্রণা-লীর প্রথম প্রবর্ত্তন, সম্ভবতঃ, তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা,—পক্ষী জাতিরই অনুকরণে। একই পক্ষিণীর ডিম্ব হইতে উদ্ভূত পুং ও স্ত্রী-শাবক, জনক-পক্ষী ও জননী-পক্ষিণীর চঞ্চুবাহিত ধান্যকণা ও কীট পতঙ্গাদি দ্বারা একই নীড়ে পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং ক্রমে পক্ষোদগমের পর উড়িতে সমর্থ হইলে, পরস্পর অভিনব যুগল সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া, পক্ষী-মিথুনরূপে উড়িয়া যায়। সম্ভবতঃ, ইহা দেখিয়াই, মিশরবাসীরা আপনাদিগের মধ্যে ভগিনী-বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছিলেন। মিশরবাসী, কিন্তু এ অংশে,

পক্ষী জাতিরও এক সিড়ী নীচে নামিয়া ছিলেন। মিশরে যিনি শৈশবে স্নেহাস্পদ সহোদরা, তিনিই যৌবনে, প্রেমময়ী দারা, এবং হয়ত অবস্থাচক্রে, প্রৌঢ়বয়সে, আবার তিনিই শাশুড়ীরূপে প্রণম্যা! প্রাচীন মিশরের কুল-পরিচয় ও সম্বন্ধ-নির্ণয়, এই হেতু, বড়ই দুরূহ ব্যাপার ও যার-পর-নাই কঠোর সমস্যাপূর্ণ।

আর্‌সিনুর সহিত ফিলোপেটারের বিবাহ হইবার বহুকাল পরে, পঞ্চম টলিমি এপিফেইনেসের জন্ম হয়। চতুর্থ টলিমি ফিলোপেটার যখন পরলোকগত হন, তখন পঞ্চম টলিমি এপি-ফেইনেস্ অপোগণ্ড শিশু;—রাজ্যের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু। একদিকে রোমের সাধারণতন্ত্র, অন্যদিকে গ্রীস-মাসিডনের তৃতীয় ফিলিপ—আর একদিকে সিরিয়ার এণ্টিওকাস্ দি গ্রেট্। ইঁহাদিগের কেহ শস্ত্রধারী প্রকাশ্য রিপু,—কেহ অভিভাবক বেশে বকরূপী প্রচ্ছন্ন শত্রু।

মৃত্যুসময়ে, ফিলোপেটার শিশু পুত্রকে রোমের তত্ত্বাবধানে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যান। সিরিয়াধিরাজ এণ্টিওকাসের সহিত রাফিয়াতে ফিলোপেটারের এক ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল; সেই যুদ্ধে এণ্টিওকাস্ পরাভূত হন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে, পরাক্রান্ত এণ্টিওকাস্ আবার মিশরের অধিকৃত পেলেস্টাইন্ অবরোধ করেন। ফিলোপেটারের মৃত্যুসময়ে, বহু স্থান মিশরের অধিকারচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। ফিনিশিয়া ও পেলেস্টাইন্ লইয়া এণ্টিওকাসের সহিত সংঘর্ষ চলিতেছিল।

মিশরের রাজ-শিশু পঞ্চম টলিমির অভিভাবক ক্ষমতাশালী রাম। এণ্টিওকাস্ দি গ্রেট, সম্ভবতঃ এই কারণেই, বলপ্রয়োগে ফিলিষ্টিয়া ও পেলেষ্টাইন্ আত্ম-অধিকারভুক্ত রাখা সম্ভবপর মনে করেন নাই। সুতরাং বলের পরিবর্ত্তে কৌশলের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি মিশরের সহিত সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া চিরস্থায়ি সৌহার্দ্দ-স্থাপন মানসে, স্বীয় কন্যা ক্লিওপেট্রাকে তরুণবয়স্ক পঞ্চম টলিমিরাজের সহিত বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। খৃঃ পূঃ ১৯৮ অব্দে বাগ্দান-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বাগ্দানের পর, পাঁচ ছয় বৎসর অতিবাহিত হইলে, পঞ্চম টলিমির বয়ঃক্রম সপ্তদশ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, তৃতীয় এণ্টিওকাস্ দি গ্রেট্ মহাসমারোহের সহিত তাঁহার কন্যা প্রথম ক্লিওপেট্রাকে পঞ্চম টলিমির সহিত বিবাহ-বন্ধনে সম্বদ্ধ করিলেন। মিশর ও সিরিয়া, এই উভয় রাজ্যের সীমান্ত-রেখায় অবস্থিত রাফিয়াতে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সিরিয়ার রাজপুত্রী মিশরের রাজমহিষী হইয়া, পরস্পর বিবদমান মিশর ও সিরিয়াকে চিরসৌহার্দ্দ-সূত্রে বদ্ধ করিলেন।

কলিসিরিয়া ও পেলেষ্টাইনের যে কর আদায় হইত, এণ্টিওকাস্ তাঁহার কন্যাকে তাহা যৌতুক স্বরূপ দান করিলেন। ঐ সকল প্রদেশ পূর্ব্বে মিশরের অধিকারে ছিল। এই বিবাহ দ্বারা মিশরীয় কোন লুপ্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হইল না। ক্লিওপেট্রা যৌতুক স্বরূপ ঐ সকল স্থানের কর মাত্র প্রাপ্ত হইলেন,—ভূমি সিরিয়ারাজের অধিকারেই রহিয়া গেল।

ক্লিওপেট্রা পতিপরায়ণা, পতি-অনুরাগিণী ও বুদ্ধিমতী রাণী ছিলেন। তিনি যাহাতে পতিকুলের সহিত পিতৃকুলের কোনরূপ সংঘর্ষ না ঘটে, তৎপক্ষে যথাশক্তি যত্ন করিতেন। তিনি বুদ্ধি-কৌশলে, ছয় সাত বৎসর ব্যাপি শান্তির সময়ে, পেলেষ্টাইন ও লোয়ার সিরিয়াতে মিশরের আধিপত্য ও প্রভুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অনেকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এণ্টিওকাসের সহিত এই প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপনের পরে, পঞ্চম টলিমি, লুপ্ত রাজ্য উদ্ধারের কোনই চেষ্টা করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে, এণ্টিওকাস্ যখন রোমের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন অক্লেশে পেলেষ্টাইন এবং সিরিয়া প্রভৃতি অবরোধ করিয়া লইতে পারিতেন। সম্ভবতঃ প্রিয়তমা মহিষী ক্লিওপেট্রার মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি ইহা করেন নাই।

নীতি-পরায়ণা প্রথম ক্লিওপেট্রা, পিতৃ-রাজ্যের সহিত যখন পতি-রাজ্য মিশরের কোনরূপ বিগ্রহ ঘটিত, তখন পতিপক্ষ-পাতিনী হইয়া, কায়মনঃপ্রাণে পতি পঞ্চ টলিমিরই মঙ্গল কামনা করিতেন।

রাণী প্রথম ক্লিওপেট্রা, অমন তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী এবং স্বয়ং চরিত্রবতী হইয়াও, মিশরের বৈবাহিক পাপ-পদ্ধতির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন নাই। এই প্রথানুসারে, পরস্পর ঘনিষ্ঠ রক্ত মাংসের সম্পর্ক স্থলে, বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন-হেতু, মিশর রাজ-বংশ ক্রমশঃ হতশ্রী হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল; তিনি এই রীতির পরিবর্ত্তন কল্পে কিছুই করেন নাই। কিন্তু সিরীয়

শোণিতের সহিত মিশরীয় রাজ-শোণিতের মিশ্রণ হেতু, নূতন শক্তি-সঞ্চারে, সম্ভাবিত অধঃপাতকে একটু দূরে অপসারিত করিবার উপায় যে তৎকর্ত্তৃক পরোক্ষভাবে বিহিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

টলিমি এপিফেইনেস্ দীর্ঘজীবী হন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে, রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী পুত্র টলিমি ফিলোমেটারের রিজেণ্ট (Regent) বা প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পুত্র তখন সাত বৎসরের শিশু। তিনি পুত্রের প্রতিনিধি বা অভিভাবিকারূপে সাত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া, খৃঃ পূঃ ১৭৪ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যু সময়ে তদীয় পরিবারভুক্ত অলেইয়াস্ (Eulaeus) এবং সিরিয়া-নিবাসী লিনেয়াস্ নামক দুইটি বিশ্বস্ত খোজার হাতে কিশোরবয়স্ক পুত্র দু'টি ও কন্যাটিকে সমর্পণ করিয়া যান। তিনি অন্য বিষয়ে বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিয়া থাকিলেও, দুই পুত্রেরই এক নাম 'টলিমি' রাখিয়াছিলেন, এবং কন্যাটিকেও 'ক্লিওপেট্রা' বলিয়া, আত্মনামেই অভিহিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা।

কি ক্ষণেই, সিরিয়ার রাজপুত্রী ক্লিওপেট্রা মিশরীয় টলিমি রাজ-কুলের বংশবর্দ্ধিনীরূপে মিশরের সিংহাসনে, সংবর্দ্ধিত হইলেন, আর অমনি ক্লিওপেট্রার পর ক্লিওপেট্রা-ফুল ফুটিয়া টলিমি

বংশটিকে ক্লিওপেট্রা-সৌরভে সুরভি করিয়া তুলিল! ক্লিওপেট্রা-দিগের কেহ, ভগিনীরূপে রাজমহিষী, কেহ কিষ্কিন্ধ্যার পদ্ধতি অনুসারে ভ্রাতৃবধূরূপিনী রাজরাণী, কেহ ভ্রাতৃষ্পুত্রীরূপেও রাজ্যেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইলেন! প্রথম ক্লিওপেট্রা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দু'টি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র টলিমি ফিলোমেটর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কন্যা দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পতিত্বে বরণ করিয়া, রাজপুত্রীর পরিবর্ত্তে রাজমহিষীরূপে মিশরের শাসন-কার্য্যের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া পড়িলেন। 'ব'দ্বীপের মুখে রোছেটা শাখার নিকটে ১৮৯১ খৃঃ অব্দে যে প্রস্তর-লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রথম ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, তদীয় তরুণবয়স্ক ও রাজ্-পদে সমাসীন পুত্র সপ্তম টলিমি ভগিনী দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার পাণিগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ এই পরিণয়-কার্য্য খৃঃ পূঃ ১৭৩ অব্দে সম্পন্ন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা মায়ের উপযুক্ত দুহিতা; যেমন কর্ম্মশীলা, তেমনই তেজস্বিনী ও বুদ্ধিশালিনী। রাজ-দম্পতির কেহই, কোন অংশে, রাজকীয় গুণগ্রামে হীন ছিলেন না।

প্রথম ক্লিওপেট্রার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হইলেন,—কন্যা হইলেন রাণী। দ্বিতীয় পুত্র ইউয়ারজেটিস্ একেবারেই ফাঁকে পড়িয়া গেলেন। ইহা তাহার প্রাণে সহ্য হইল না। প্রভুত্ব উন্মাদন মন্ত্র বিশেষ। উহার গন্ধে ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণেরও অকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়,—জাগন্ত ও লুব্ধ ইউয়ারজেটিস্ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন, বিচিত্র

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা।

কি ? তিনি আর ভ্রাতার মুখপ্রেক্ষী হইয়া রাজগৃহের গলগ্রহরূপে রহিতে পারিলেন না। ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ভ্রাতার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ইউয়ারজেটিস্ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন। কিন্তু উদারাশয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা ফিলোমেটর, পরাজিত ভ্রাতার প্রতি বিন্দুমাত্রও অসদ্ব্যবহার করিলেন না। তাঁহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃস্নেহে আবরিয়া লইলেন। এই স্নেহ, দয়া ও মহত্বের প্রতিদানে সর্পের ন্যায় খলপ্রকৃতি ক্রূরমতি ইউয়ারজেটিস্ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে, পাষাণের প্রাণও শিহরিয়া উঠে !

দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার গর্ভে, টলিমি ফিলোমেটরের দুইটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। টলিমি ফিলোমেটরের মৃত্যু হইলে, রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার স্থানীয় ইহুদিগণ কর্ত্তৃক পোষকতা প্রাপ্ত হইয়া, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া, টলিমি নিয়স্ বা দ্বিতীয় ফিলোপেটর নামে বিঘোষিত করিলেন। সাইপ্রাসে যে প্রস্তর-লিপি পাওয়া যায়, তাহাতে বস্তুতঃই দৃষ্ট হয় যে, দ্বিতীয় ফিলোপেটর সেখানে রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ফিলোপেটরের রাজত্ব নাম মাত্র। এই সময়ে মিশরের সৈন্যদল সিরিয়ার সমর-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। এদিকে ইউয়ারজেটিস্ ফিস্‌কন্, সাইরিন হইতে ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য আক্রমণার্থ আয়োজন উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি, সিরিয়া হইতে মিশরীয় সৈন্য ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই, সৈন্য সামন্ত

সংগ্রহ করিয়া আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ পরাভূত হইল। ইউয়ারজেটিস্ ভগিনীরূপিণী বিধবা ভ্রাতৃবধূ দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার রূপে বা বৈভবে তৎপ্রতি মনে প্রাণে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি ভ্রাতার সিংহাসনের সহিত বিধবা ভ্রাতৃবধূর পাণি-পীড়ন প্রত্যাশায়, সাধারণের সহানুভূতি লাভের অভিসন্ধিতে, যাহারা বিধবা রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা ও তাঁহার পুত্র টলিমি নিয়স্ বা দ্বিতীয় ফিলোপেটরের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না। তাহারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করাতেই, তিনি পরিতৃপ্ত রহিলেন; এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিবর্ত্তে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াদিলেন।

দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা, ঘোরতর স্বার্থপর নিষ্ঠুরস্বভাব দুর্বৃত্ত ভ্রাতা বা দেবরের প্রতি অন্তরে অনুরাগিণী ছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি নিতান্ত বিপদে পড়িয়া, চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন; এবং সম্ভবতঃ এই নিষ্ঠুর রাক্ষসের করাল গ্রাস হইতে প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষার্থেই ভ্রাতা ও দেবর ইউয়ারজেটিসের প্রার্থিত দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু পুত্রবৎসলা দুঃখিনী জননীর আশা সফল হইল না।

ইউয়ারজেটিস্ ফিস্‌কন্ বরবেশে দণ্ডায়মান। দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা বিধবার শোক-পরিচ্ছদ দূরে ফেলিয়া দিয়া, আজি পুনরায় বিবাহের বিনোদ সজ্জায় সজ্জীভূতা হইয়াছেন। বিবাহের শুভক্ষণ উপস্থিত। চারিদিকে জাঁকজমক ও বৈবাহিক আমোদ প্রমোদের দেশব্যাপি আনন্দ-হিল্লোল চলিয়াছে। ঠিক

এই সময়ে, ক্লিওপেট্রার স্নেহের পুতুল প্রাণধন পুত্র দ্বিতীয় ফিলোপেটর, নির্দ্দয় ও নৃশংস ইউয়ারজেটিসের ইঙ্গিতক্রমে, জননীর নয়ন-সান্নিধ্যে, প্রকাশ্যভাবে, যার-পর-নাই নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হইল! বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তথাপি, এই জঘন্য বিবাহ-প্রস্তাবের ব্যত্যয় ঘটিতে পারিল না।

যেখানে বিবাহে সম্পর্ক-বিচার নাই; পরিণয়ের সহিত প্রণয়, প্রীতি, অনুরাগ বা দয়াধর্ম্ম প্রভৃতি উচ্চ মানবীয় ভাবের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই; বিবাহ যেখানে চিরভঙ্গপ্রবণ সাময়িক চুক্তি মাত্র; যেখানে দাম্পত্যবন্ধন নাই,—আছে কেবল মানবমিথুনের যুগল মিলন এবং ভোগতৃষ্ণা ও নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিতর্পণ, ক্ষতিলাভ-গণনা ও স্বার্থমাত্র যেখানে বিবাহের মূলসূত্র; সেখানে, বিবাহের নামে এইরূপ পাশব-বিড়ম্বনা, এইরূপ অস্বাভাবিক রোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতা, কিছুতেই অসম্ভব কথা নহে। সেখানে বর, মার্জ্জারের প্রাণে, ভাবী পত্নীর বক্ষ হইতে শাবকটিকে কাড়িয়া লইয়া, তাহারই চক্ষের উপর কবলিত করিবে, এবং পত্নীও মার্জ্জারীর হৃদয়ে তাহা সহিয়া লইয়া, অনায়াসে সেই নির্দ্দয় রাক্ষস ও নিষ্ঠুর পিশাচেরই শয্যাসঙ্গিনী হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

এই নিহত বালক বা যুবকের চরিত্র সম্বন্ধে ইতিহাসে বিশেষ কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। ইউয়ারজেটিস্ ফিস্‌কন্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত যার-পর-নাই দুর্ব্যবহার করিয়াও, জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃস্নেহ ও দয়ায়, শুধু যে অক্ষতদেহে অব্যাহতি মাত্র পাইয়াছিলেন, এমন

নহে,—জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া, তাঁহার সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে স্নেহে ও প্রীতিতে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আজি ফিস্‌কন্ সেই স্নেহশীল উদারপ্রকৃতি ভ্রাতার পুত্রটিকে এইরূপে নিহত করিয়া, সেই মহত্ত্বেরই উচিত প্রতিদান করিলেন! এইরূপ প্রতিদান ও প্রত্যুপকার অধঃপতিত মানব-সমাজে দুর্লভ নহে! কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠা যে ইহাতে চিরকলঙ্কিত হইয়া রহে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মানুষ, সাময়িক শক্তিবলে, বুদ্ধি-কৌশলে অথবা মানুষের কাপুরুষতায়, দুষ্কর্ম্ম করিয়া, লৌকিক প্রতিশোধ হইতে কিছু-দিনের জন্য অব্যাহত থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু যে অনন্তদেবের ন্যায়দণ্ডের সহিত অনন্তকালের সম্পর্ক, তাঁহার সেই অমোঘ ন্যায়-দণ্ড হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না। ইউয়ারজেটিস্ সিংহা-সনে অধিরোহণ করিলেন। সাধের ক্লিওপেট্রাও পত্নীরূপে তাঁহার বামে বিরাজিত হইলেন। কিন্তু রাজ্যসুখ দীর্ঘকাল তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। তিনি পনর বৎসরকাল আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় রাজত্ব করি-লেন। তদীয় রাজত্ব নিষ্ঠুরতার এক সুদীর্ঘ কাহিনী। তাঁহার নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রজাবর্গ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সকলেই তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। তিনি অবশেষে, খৃঃ পূঃ ১৩০ অব্দে গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কায়, চতুর্দ্দশ বৎসরবয়স্ক পুত্র মেম্‌ফেনেসরকে সঙ্গে লইয়া সাইপ্রাসে পলায়ন করিলেন।

ইউয়ারজেটিস্ পলায়ন করিলে, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া-বাসিগণ ইউয়ারজেটিস্ কর্ত্তৃক জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পরিত্যক্তা, ভগিনী, ভ্রাতৃ-

বধূ ও রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার হস্তেই রাজ্যের ভারার্পণ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া সাইপ্রাসে লুক্কায়িত ফিস্‌কন্‌ সর্প-প্রতিহিংসা-বহ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল! তাঁহার প্রতিহিংসা ও নিষ্ঠুরতা যার-পর-নাই অদ্ভুত, বিচিত্র ও বিস্ময়াবহ। তিনি, রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার যে পুত্রটি তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহাকে হত্যা করিলেন। তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটি সুন্দর বাক্সে বন্ধ করিয়া, দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে, সেই বাক্স তাঁহার নিকট উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন! বাক্স খুলিয়া হতভাগিনী রাজ্ঞীর যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক! এরূপ দৃশ্যে পুতনারও প্রাণ শিহরিয়া উঠে,—তাড়কা রাক্ষসীর চক্ষেও জল ঝরে! রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা, টলিমিকুলের সন্তান, টলিমি রাজকুলের কুলবধূ এবং মিশরের সিংহাসনারূঢ়া রাজ্যেশ্বরী হইলেও, সন্তানের মা; তিনি যে ইহা দেখিয়াও জীবিত রহিতে পারিলেন, ইহাই যথেষ্ট!

এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায়ও ফিস্‌কনের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির তৃপ্তি হইল না। ফিস্‌কন্‌ অচিরেই সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সিরিয়ার পথে, মিশর আক্রমণের জন্য মিশরের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা, ইহার পরে, আর পত্নীরূপে আত্ম-সমর্পণের বুদ্ধি করিতে পারিলেন না। সৈন্যসামন্ত লইয়া, ফিস্‌-কনের গতিরোধার্থ দণ্ডায়মানা হইলেন। যুদ্ধ হইল। বিধাতার বজ্র এখনও দুর্ম্মতি ফিস্‌কনের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হয় নাই। ফিস্‌কন্‌ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ডিমেট্রিয়াস্‌ নিপেটার নামক

একব্যক্তি, এই সময়ে, সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ডিমেট্রিয়াস্ বড়ই শক্তিশালী ও প্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরাজিতা দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কিছু-তেই তাঁহার অদৃষ্টে মিশরে অবস্থান ঘটিয়া উঠিল না। অবশেষে, তিনি মিশর পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সিরিয়াতে চলিয়া গিয়া, ডেমিট্রিয়াসের শরণাপন্ন হইলেন।

এস্থলে, মিশরের কদর্য্য বৈবাহিক সম্বন্ধ-নির্ণয় প্রসঙ্গে পুনরায় কিছু বলিয়া লওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার গর্ভে, ভ্রাতা ও প্রথম পতি টলিমি ফিলোমেটরের ঔরসে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। ভ্রাতা, দেবর, ও দ্বিতীয় পতি ইউয়ারজেটিস্ ফিস্-কনের হাতে পুত্র দুইটির যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বাকি ছিল কন্যা। কন্যার নাম ক্লিও-পেট্রা। ইনিই মিশর ইতিহাসে তৃতীয় ক্লিওপেট্রা নামে পরিচিতা। তৃতীয় ক্লিওপেট্রা মাতৃসম্পর্কে ফিস্কনের ভাগিনেয়ী, পিতৃসম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ফিস্কনের আত্মসম্পর্কে ক্ষেত্রজ* কন্যা। দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা মিশর ত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন। কন্যা ক্লিওপেট্রা মিশরেই রহিলেন। এক্ষণে ইউয়ারজেটিস্ এই তৃতীয় ক্লিওপেট্রাকে প্রাণে না মারিয়া, মানে মারিবার উদ্যোগ করিলেন।

---

* বিবাহিত পত্নীর গর্ভে অন্য পুরুষ হইতে পুত্র ও কন্যা জন্মিলে, ঐ পুত্র ও কন্যাকে ক্ষেত্রজ পুত্র বা কন্যা বলে। কিন্তু এ স্থলে ক্ষেত্রজ ঠিক্ সেই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা যখন তৃতীয় ক্লিওপেট্রাকে প্রসব করেন, তখন তিনি ফিস্কনের ক্ষেত্র-রূপে পরিণত হন নাই। তখন তিনি তাহার ভ্রাতৃবধূ। কিন্তু এরূপ সম্বন্ধ-নির্ণয়ের জন্য এশ্রেণীর সাধুভাষায় কোন শব্দ নাই বলিয়াই এস্থলে 'ক্ষেত্রজ' শব্দের প্রয়োগ করা গেল।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ পশু-প্রকৃতি ইউয়ারজেটিস্, ভ্রাতুষ্পুত্রী ভাগিনেয়ী ও ক্ষেত্রজকন্যা যুবতী ক্লিওপেট্রাকে অসহায় অবস্থায় মিশরে পাইয়া, তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করিলেন! অন্য দেশে হইলে, ইহা হত্যা অপেক্ষাও অধিকতর মারাত্মক অনিষ্টের কারণ হইত। মিশরে তাহা হইল না। কিছুদিন পরে, ইউয়ারজেটিস্ দ্বিতীয় ক্লিও-পেট্রাকে পত্নীত্ব হইতে অপসারিত করিয়া, তাঁহার এই বল-বিড়-ম্বিতা কন্যা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার পাণি-গ্রহণ করিলেন। সুতরাং মাতা যখন দেশান্তরে, কন্যা তখন নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াও, মিশরের পাশব বৈবাহিক পদ্ধতির প্রসাদে, আদরের আদরিণী গৃহিণী ও রাজ্যেশ্বরী রাণীরূপে, মাতার পতি, খুল্লতাত, মাতুলের বামে বসিয়া, সকল কলঙ্ক অপসারণ করিয়া ফেলিলেন!

ইহার পরে, এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যে, দ্বিতীয় ক্লিও-পেট্রা আর সিরিয়ায় রহিতে পারিলেন না। তিনি ইউয়ারজেটিস্ ফিস্কনের সমস্ত দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া, এমন কি, তৎকর্ত্তৃক প্রিয়তম-পুত্র-হত্যারূপ সেই অমার্জ্জনীয় দুঃসহ অত্যাচারেও ক্ষমা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আবার মিশরে ফিরিয়া আসিলেন; এবং ফিস্কন্ ও মিশরের রাণী তাঁহার কন্যা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। কন্যা তৃতীয় ক্লিওপেট্রা তখন মিশরের রাজরাণী; সুতরাং খুবই আড়ম্বরের সহিত দিন যাপন করিতে-ছিলেন। দুঃখিনী ও বিপন্না জননী দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রা তাঁহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া পড়িলেন! সম্পর্কে মাতা ও পুত্রী হইলে কি হইবে? বিবাহের অদ্ভুত ব্যবস্থায় উভয়ের মধ্যে এক্ষণে এক

প্রকারের সপত্নী-সম্বন্ধ! সদ্ভাব আর থাকিবে কিরূপে? কিছু দিন পরে, মিশরেই দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিল।

তৃতীয় ক্লিওপেট্রা।

তৃতীয় ক্লিওপেট্রা কোন অংশেও তেমন মানসিক শক্তিসম্পন্না বা কোন বিষয়েই তেমন প্রশংসনীয় প্রকৃতির রমণী ছিলেন না। রাণীরূপে তিনি একদিকে বাঘিনী, অন্য দিকে সাপিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করী ছিলেন। সম্ভবতঃ, ইহা কিঞ্চিন্মাত্রায় নিষ্ঠুর ও লুব্ধ-স্বভাব ইউয়ারজেটিসের মত স্বামীসাহচর্য্যেরই ফল। যাহা হউক, রাজকার্য্যে প্রথমতঃ তাঁহার বেশী আধিপত্য ছিল না। ইউয়ার-জেটিস্ কিস্‌কনের জীবনের শেষভাগে কয়েক বৎসর তিনি প্রকৃত রাণীর ক্ষমতায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি পতির পূর্ব্ব সম্পর্কে ভাগিনেয়ী ছিলেন। সুতরাং, তাঁহার বয়স, ফিস্‌কনের তুলনায় অনেক কম ছিল। ফিস্‌কন্ হইতে তাঁহার পাঁচটি সন্তান জন্মিয়াছিল। দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস, কনিষ্ঠের নাম আলেক্‌জাণ্ডার। প্রথমা কন্যার নাম চতুর্থ ক্লিওপেট্রা, মধ্যমার নাম সেলিন্, কনিষ্ঠা ট্রিফেনিয়া। পুত্র আলেক্‌জাণ্ডারই তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। ফিস্‌কনের মৃত্যু সময়ে, আলেক্‌জাণ্ডার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। কনিষ্ঠ পুত্রের উপরেই মাতার প্রাণের টান একটু বেশী ছিল।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সোটার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। সোটার কৃতদার, প্রাপ্তযৌবন ও বয়স্থ। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা চতুর্থ ক্লিওপেট্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, মাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রা কেন জ্যেষ্ঠ পুত্র সোটারের তত পক্ষপাতিনী ছিলেন না, তাহা জানা যায় না। জ্যেষ্ঠা কন্যা চতুর্থ ক্লিওপেট্রার প্রতিও তাঁহার মনের ভাব ভাল ছিল না।

স্বামী ফিস্‌কনের যখন আসন্ন অবস্থা, তখন তিনি তাঁহার নিকট হইতে, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্থানান্তরে গবর্ণর করিয়া পাঠাইবার অনুমতি গ্রহণ করেন। অনুমতি গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ফিস্‌কনের মৃত্যু হওয়াতে, তখন ইহা কার্য্যে পরিণত হইল না। লোকে বুঝিল উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু তৃতীয় ক্লিওপেট্রার অন্তরে একটা গভীর দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল। ফিস্‌কনের মৃত্যুর পরে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। যদিও জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সোটার রাজসিংহাসনের অধিকারী হইলেন, তথাপি প্রকৃত রাজক্ষমতা, মাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার হস্তেই রহিয়া গেল। দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে রাজমাতার এই ক্ষমতা চির-অক্ষুণ্ণ। রাণী অতঃপর কৌশলে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াবাসীদিগের মত জন্মাইয়া সোটারের পরিবর্ত্তে প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র আলেক্‌জাণ্ডারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, জ্যেষ্ঠকে সাইপ্রাসের শাসনকর্ত্তারূপে দূরে পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যত্নবতী হইলেন। তিনি বহুচেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার এই অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত

হইতে পারিল না। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াবাসী, ইহাতে সম্পূর্ণ অমত করিল। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে, সমগ্র মিশর রাজ্যের মধ্যে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল। রাণী তখন আর কি করেন, নিরাপদ হইবার নিমিত্ত কনিষ্ঠ পুত্র আলেক্‌জাণ্ডারকেই সাইপ্রাসে পাঠাইয়া দিলেন; এবং জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস্‌কে এই সর্ত্তে ভাবী রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন যে সে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও স্ত্রী চতুর্থ ক্লিওপেট্রাকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী সেলিন্‌কে বিবাহ করিবে। সুতরাং, অচিরেই দ্বিতীয় সোটার কনিষ্ঠ ভগিনী সেলিনের পাণিগ্রহণ করিলেন। জ্যেষ্ঠা চতুর্থ ক্লিওপেট্রা, মায়ের অভিপ্রায় অনুসারে, পরিত্যক্তা ও বিতাড়িতা হইলেন।

দ্বিতীয় সোটার ও তদীয় মাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার যুক্ত-শাসন সময়ে, ইহুদিগণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। দেশের সর্ব্বত্র তাহাদিগের প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। হির্‌কেনিয়াস্‌ সেমেরিয়া অবরোধ করিলেন। দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস্‌, সেই সঙ্কুল আক্রমণ হইতে সেমেরিয়ার উদ্ধার-কামনায় এণ্টিওকাস্‌ সাইজিসিনাসের সাহায্যার্থ ছয় সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সূত্রে মাতা পুত্রে ঘোরতর বিসম্বাদের সূত্রপাত হইল।

রাণীমাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রা ইহুদিদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। হির্‌কেনিয়াস্‌ ইহুদি। দ্বিতীয় সোটার্‌ বা লেথিরাস্‌ সেই ইহুদি-বীরের বিরুদ্ধে সৈন্য সাহায্য প্রেরণ করিয়া রাণী-

মাতার মতবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেন। রাণীমাতা পুত্রের এই ব্যবহারে যার-পর-নাই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। অতএব রাণী তাঁহার পেলেষ্টাইন-স্থিত ক্ষমতাপন্ন ইহুদি-সেনাধ্যক্ষ চেল্‌কিয়াস্‌ ও এনানিয়াস্‌কে হির্‌কেনিয়াসের সাহায্য করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সুতরাং লেথিরাসের সৈন্য-সাহায্য-দানে কোন ফল হইল না। ইহুদিগণ সেমেরিয়া অধিকার করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিল। ঘরে ঘরে এরূপ অশান্তির সূচনা পূর্ব্ব হইতেই বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছিল। পেলেষ্টাইনে ইহুদিদিগের প্রতিকূলে ঐরূপে হস্তক্ষেপ করাতে, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়াতে রাণী-মাতার সহিত প্রকাশ্যভাবে দ্বিতীয় সোটারের মতান্তর ও গোলযোগ ঘটিয়া উঠিল। এই সময়ে, দ্বিতীয় সোটার বা লেথি-রাস্‌ পূর্ণশক্তিতে সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তদানীন্তন মিশরীয় মুদ্রায় সোটারের নাম অঙ্কিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষমতাপ্রয়াসিনী লুব্ধস্বভাবা রাণীমাতা সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি পুত্রের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্নবতী হইলেন। রাণীর যত্ন সফল হইল। তিনি কতক ষড়যন্ত্রে, কতক বা বল-প্রয়োগে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার জনসাধারণকে পুত্র দ্বিতীয় সোটারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস্‌ গত্যন্তর অভাবে, মিশর পরিত্যাগ করিয়া, সাইপ্রাসে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। এতদিনে মাতার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল। সোটার যেই মিশর ত্যাগ করিলেন, অমনই টলিমি আলেক্‌জাণ্ডার মিশরে ফিরিয়া

আসিয়া, জননীর আনুকূল্যে, মিশরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

রাজমাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রা মিশর হইতে বিতাড়িত চির-বিদ্বেষভাজন জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সোটারকে সাইপ্রাস হইতেও তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সোটার মাতার বিদ্বেষে বিপন্ন হইলেও, বিবিধ রাজগুণে অলঙ্কৃত এবং প্রকৃতই ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পেলেষ্টাইনে পুনঃ মিশরের অধিকার ও আধিপত্য স্থাপনের পূর্ণ আয়োজন করিয়া লইলেন। স্থানীয় জনসাধারণ যদিও তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে নাই, তথাপি তিনি, কিছুদিন বল বিক্রম ও কলে কৌশলে ইহুদিদিগের উপর আপন প্রাধান্য, অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ টলিমি-রাজাদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশেষ পেলেষ্টাইনকে পুনর্ব্বার সর্ব্বতোভাবে মিশরের আজ্ঞাধীন ও আয়ত্ত করিতে যত্ন করেন। কিন্তু যখন রাণী তৃতীয় ক্লিওপেট্রা অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত সহকারে স্থলপথে এবং আলেকজাণ্ডার নৌসৈন্য সহ জলপথে তাঁহাকে যুগপৎ আক্রমণ করিলেন, তখন দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাসের সমস্ত রণকৌশলই ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত, পরাভূত ও একান্ত হীনশক্তি হইয়া পড়িলেন। ইহার পরে দীর্ঘকাল তিনি কি ভাবে কোথায় অবস্থিত ছিলেন, ইতিহাসে তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

পেলেষ্টাইন পূর্ব্বে মিশরের অধিকারে ছিল। মিশর-রাজের শক্তিহীনতা হেতু উহা হস্তচ্যুত হইয়া যায়। দ্বিতীয় সোটারের

যত্ন সফল হইলে, এঅংশে প্রকারান্তরে মিশরীয় হৃত রাজ্যেরই একাংশের পুনরুদ্ধার হইত। রাণী মাতা, তৃতীয় ক্লিওপেট্রা, পুত্রবিদ্বেষে অন্ধীভূত হইয়া, মিশরের এই গৌরব বৃদ্ধির কথা গণনায় আনিলেন না। পুত্র পাছে পেলেষ্টাইনে রাজ্য স্থাপন করিয়া সুখে থাকিতে সমর্থ হয়, এই আশঙ্কায় আকুল হইয়া পড়িলেন। সুতরাং, পেলেষ্টাইন-অধিকারে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন। তিনি পুত্রকে শুধু রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াই তৃপ্ত হইলেন না, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা,—লেথিরাসের দ্বিতীয় পত্নী সেলিনকে কৌশলে কাড়িয়া আনিয়া, কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে, এণ্টিওকাস্ গ্রীপাসের সহিত পুনরায় তাহার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের নিকট তৃতীয় বেরিনিক নামে পরিচিতা, একটি যুবতী রাজ্ঞীর কথা, খৃঃ পূঃ ১০০—৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি কখনও রাণীমাতা এই বিশেষণে বিশেষিত কখনও বা কেবল বেরিনিক নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই যুবতী দ্বিতীয় সোটারের দুহিতা ও তাঁহার একমাত্র ঔরসজাত সন্তান। আলেক্জাণ্ডার ভ্রাতুষ্পুত্রী বেরিনিকের পাণিগ্রহণ করেন। আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পর, তাঁহার অন্য পত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্র দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডার, রোমানদিগের অনুমতি অনুসারে, এই বিমাতা বেরিনিককে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পুরাতন সময়ে, ন্যক্কারজনক ঘৃণার্হ সামাজিক পদ্ধতি অনুসারে, বিধবা বিমাতা পর্য্যন্ত সপত্নী-পুত্র কর্ত্তৃক পরিণীতা হইতে পারি-

তেন! হিন্দুজাতির নিকট এ কদর্য্য কথা মুখে আনাও কঠোর চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্তার্হ—মহাপাপ!

রাণী তৃতীয় ক্লিওপেট্রা যৌবনে জননীকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন করিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে, জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি যেরূপ সন্তান-বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, পূর্ব্বেই তাহা বিবৃত হইয়াছে। তিনি মাতা জানিতেন না, পতি বুঝিতেন না, পুত্র কন্যার ধার ধারিতেন না; তাঁহার প্রথম উপাস্য রাজবৈভব,—অন্যতব আরাধ্য বস্তু রাজ-ক্ষমতা ও প্রভুত্ব। তদীয় প্রভুত্বের পথে পরিপন্থীরূপে দণ্ডায়মান হইয়া, সদয়হৃদয় ক্ষমাশীল জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র আলেক্‌জাণ্ডার অনেক দিন মাতার দুঃসহ ও দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষা-অনলের আহুতি যোগাইয়া, প্রীতিভাজন ছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাহা অসাধ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং সে প্রীতিও দীর্ঘস্থায়িনী রহিল না।

তৃতীয় ক্লিওপেট্রা এক্ষণে বর্ষীয়সী ও প্রাচীনা। কিন্তু তথাপি তাঁহার উদ্ধত ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিন্দুমাত্র প্রশমন হয় নাই। সমগ্র সৈন্যদল, ক্ষমতাপন্ন ইহুদি সম্প্রদায় এবং আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার জনসাধারণ রাণীমাতার একান্ত পক্ষপাতী; প্রিয়পুত্র আলেক্‌জাণ্ডারের পক্ষেও ক্রমে রাজ্যভার দুর্ব্বহ ও দুঃসহ হইয়া পড়িল, মাতা পুত্রে ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। এই কলহ-প্রসঙ্গেই ইতিহাসে রাণী বেরিনিকের কথা বারংবার উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

অবশেষে, আলেক্‌জাণ্ডার, মিশরে অবস্থান, এত ক্লেশকর বোধ করিলেন যে, তিনি মিশর ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই তাহা ঠিক্ করিতে পারিল না। তিনি শান্তি-লাভের প্রত্যাশায় কোথায় লুকাইয়া আছেন, সাধারণতঃ লোকের ইহাই ধারণা হইল। কিন্তু রাণীমাতা ক্লিওপেট্রা ঈদৃশ সহজ বিশ্বাসের মোহে নয়ন মুদ্রিত করিয়া, চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নহেন। তিনি মনে করিলেন, পুত্র শান্তির জন্য যায় নাই। সম্ভবতঃ সে উচ্চ মিশরের থিবিস্ প্রদেশে অবস্থিত আছে; এবং সেই স্থানে শান্তির আবরণে গা-ঢাকা দিয়া, নিভৃতে ঝটিকার বীজ বপন করিতেছে। সে হয় ত, নীরবে থিবিসে বসিয়া, একটা বিপ্লব-কারী জাতি গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুযোগ পাইলেই সেই সৈন্যদল লইয়া, তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত ভীষণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইবে। এই সন্দেহে, রাণীমাতা পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যার-পর-নাই অধীর হইয়া উঠিলেন। পুত্র বুঝিলেন, মায়ের এই আহ্বান আদরের আবদার বা স্নেহের অত্যাচার নহে,—সর্ব্বনাশের অভিসন্ধি!

রাণীমাতা আলেক্‌জাণ্ডারকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন; আলেক্‌জাণ্ডারও, প্রত্যুত্তরে, রাণীর প্রতিকূলে, অনুরূপ ষড়যন্ত্রের বন্দোবস্ত করিলেন। এই সময়ে, রাণীমাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার মৃত্যু হইল। সম্ভবতঃ রাণীর মৃত্যু হইল, স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু লোকের ধারণা হইল যে, আলেক্‌-জাণ্ডার কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত কোন কৌশলে বা ষড়যন্ত্রে রাণীমাতা

নিহত হইয়াছেন। যেখানে মায়ের ঐরূপ সন্তান-বাৎসল্য, সেখানে পুত্রের এইরূপ মাতৃভক্তি একেবারেই অসম্ভাবিত কথা নহে। ধন্য প্রভুত্বের উন্মাদিনী মদিরা! ধন্য ক্ষমতার মধু-মাখা হলাহল! উহার বাতাসে দাম্পত্য-বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়— সৌভ্রাত্রের অমৃতফল খসিয়া পড়ে,—স্নেহের সমুদ্র শুকাইয়া উঠে,—ভক্তির উৎস, সুখ-শীতল জাহ্নবীর পরিবর্ত্তে, জ্বালা-করাল অনল-ধারা উদ্গীরণ করে! এরূপ ধন-গর্ব্বিতের সম্পদ্-হাস্য-বিলসিত ব্যোমস্পর্শী উচ্চ প্রাসাদের চরণে কোটি নমস্কার! স্নেহ প্রীতি ও প্রেমের বিনিময়ে, হৃদয় মন ও প্রাণটা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া দিয়া, কাঙ্গালের কুটীরে শাকান্নে জীবন যাপনও, ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ও শ্লাঘ্য নয় কি?

আলেক্জাণ্ডারের মন্ত্রণায়ই রাণীমাতা নিহতা হইয়াছে, এই সন্দেহে, এবং আলেক্জাণ্ডার থিবিসে বসিয়া, ঘোরতর বিপ্লবের উদ্দেশ্যে সৈন্য-সঞ্চয় করিতেছেন, এই বিশ্বাসে, আলেক্জাণ্ড্রিয়ার জন-সাধারণ ক্ষিপ্তবৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা আলেক্জাণ্ডারকে আর সময় দেওয়া সঙ্গত নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস্‌কে সাদরে আহ্বান করিল। লেথিরাস্‌ও সাইপ্রাস হইতে অবিলম্বে মিশরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে উত্তর মিশরে বিদ্রোহের অনল জ্বলিয়া উঠিল!

চঞ্চল-মতি জনসাধারণ, লেথিরাস্‌কে, আদর করিয়া, "ইপ্সিত" (The Desired) নামে সংবর্দ্ধনা করিল। আলেক্জাণ্ডারের অনুসরণে, পীর্হাসের (Pyrrhus) নায়কতায় মিশরে সৈন্যদল

প্রেরিত হইল। পীর্‌হাস প্রথমতঃ আলেক্‌জাণ্ডারকে নৌ-যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। আলেক্‌জাণ্ডার স্ত্রী এবং কন্যা ট্রিফেনিয়া সমভিব্যাহারে তাড়িত হইয়া, প্রথমে লিসিয়ার অন্তর্গত থিরাতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি নৌ-সেনাপতি চেইরিয়াস্‌ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইবার নিমিত্তই যেন, নিয়তির তাড়নায়, থিরা পরিত্যাগ করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, সাইপ্রাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। টলিমি-রাজগণ সাধারণতঃ স্থূলতনু বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডার এমনই প্রকাণ্ড মাংসপিণ্ড ছিলেন যে, দুটি লোক দুইদিকে আশ্রয়-স্বরূপ না থাকিলে, তিনি তাঁহার বিশাল বপুর ভার বহন করিয়া, এক পদও চলিতে পারিতেন না।

অন্য কোন সভ্য সমাজে এই দুঃসাহসিনী রাণী-মাতা তৃতীয় ক্লিওপেট্রার ন্যায় দীর্ঘ-জীবিনী ও সফলকামা রাজমহিলা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইটালীতে শিল্প-বিজ্ঞানের পুনঃ-সংস্কার যে যুগে হইয়াছিল, সেই যুগের প্রজাপীড়ক শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে, এরূপ ষড়-যন্ত্রনিপুণা, অপরিণাম-দর্শীনী, সাহসিকা রাণী থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু কেহই, তাঁহার ন্যায়, একাদিক্রমে পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া, সিংহাসনারূঢ় রাজা ও রাণীদিগকে কর-ধৃত-ক্রীড়া-পুত্তলের ন্যায় যথেচ্ছ পরিচালনা করিয়া, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

চতুর্থ ক্লিওপেট্রা।

চতুর্থ ক্লিওপেট্রা টলিমি দশমের ভগিনী ও রাণী ছিলেন। তিনি কিরূপে দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া, জননীরূপিণী শাশুড়ীর নিদেশে স্বামী দ্বিতীয় সোটার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন, পূর্ব্বেই তাহা সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় সোটার বা লেথিরাস্ তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী সেলিন্‌কে বিবাহ করেন। এই সময় হইতে চতুর্থ ক্লিওপেট্রার প্রাণে ভগিনীর প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষের ভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে। তিনি স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ও মাতাকর্ত্তৃক নিগৃহীতা হইয়া, সিরিয়ার রাজ-পদ-প্রার্থী এণ্টিওকাস্ সাইজিসিনাসের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন; এবং আপনার বিপুল অর্থবলে সাইপ্রাসে একটি বেতনভুক্ সৈন্য-দল গঠন করিয়া লইলেন।

এণ্টিওকাস্ সাইজিসিনাসের ভ্রাতার নাম এণ্টিওকাস্ গ্রীপাস্। গ্রীপাস্ প্রথমে চতুর্থ ক্লিওপেট্রার ভগিনী সেলিন্‌কে ও তৎপরে ট্রিফেনিয়াকে বিবাহ করেন। চতুর্থ ক্লিওপেট্রা ইহাঁদিগের দলভুক্ত হইয়াছিলেন। অবস্থা-চক্রে অবিলম্বেই, চতুর্থ ক্লিওপেট্রা এণ্টিওকাস্ গ্রীপাসের হাতে পড়িয়া নিহত হইলেন। কি উদ্দেশ্যে ও কি ভাবে এই হত্যা সংসাধিত হয় তাহার রহস্য কেহই সম্যকরূপে অবগত নহেন। ইহার পর, ভাগ্য-

বিপর্য্যয়ে, এণ্টিওকাস্ গ্রীপাসের স্ত্রী ট্রিফেনিয়া, এণ্টিওকাস্ সাইজিসিনাসের ক্ষমতার অধীন হইয়া পড়েন। এই সময়, চতুর্থ ক্লিওপেট্রার দ্বিতীয় স্বামী এণ্টিওকাস্ সাইজিসিনাস্ ট্রিফেনিয়াকে বধ করিয়া, পত্নীহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

পঞ্চম ক্লিওপেট্রা।

পঞ্চম ক্লিওপেট্রার ডাক নাম ট্রিফেনিয়া। টলিমি লেথিরাসের অবৈধ পুত্র টলিমি অলিথস্ পঞ্চম ক্লিওপেট্রার পাণিগ্রহণ করেন। পঞ্চম ক্লিওপেট্রার গর্ভজাতা কন্যা চতুর্থ বেরিনিকা টলিমি অলিথসের উত্তরাধিকারিণীরূপে মিশরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম ক্লিওপেট্রা, টলিমি অলিথসের কন্যা ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার জননী নহেন, ইহাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। চতুর্থ বেরিনিকার জন্মের অনেক বৎসর পরে, অলিথসের আবার সন্তান হইয়াছিল। এই হেতু অনেকে মনে করেন যে, টলিমি অলিথস্ দুইবার দারপরিগ্রহ করেন। অলিথস্ পূর্ণ এক বৎসরকাল মিশরে অনুপস্থিত ছিলেন। ‘এই সময়ে পঞ্চম’ ক্লিওপেট্রা রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার পরেই পঞ্চম ক্লিওপেট্রার মৃত্যু হয়। এড্‌ফুতে একটি বৃহৎ মন্দির

নির্ম্মিত হইতেছিল। টলিমি ইউয়ারজেটিস্ ফিস্কন্ এই মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সমস্ত টলিমিই এই মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। টলিমি অলিথসের সময়ে, এই মন্দিরের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। অলিথস্, এই মন্দিরে, তাঁহার ও তদীয় পত্নী পঞ্চম ক্লিওপেটা ট্রিফেনিয়ার নামে উৎসর্গ-পত্র (Dedication) খোদিত করিয়া রাখেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা।

মিশরীয় কৈশোর যুগ।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা, টলিমি সিংহাসনের পৃথ্বী-প্রসিদ্ধ অন্তিম বিগ্রহ;—মিশরীয় মিশ্র-সভ্যতার চরম-বিকাশ বা শেষ ফল। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা ভুলিবার বস্তু নহে। কোষ্ঠির গণনায়, দশা-বিভাগে ষড়দশকের স্থান যেখানে, মিশরের টলিমি-ইতিহাসেও ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার স্থান সেই খানে। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার কাহিনীই ক্লিওপেট্রা ও টলিমি-ইতিহাসের এক প্রকার উপসংহার বা শেষ অধ্যায়।

প্রথম কথা,—ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা, ক্লিওপেট্রা-পংক্তিতে ষষ্ঠস্থানীয়া ও ক্লিওপেট্রা-নামিকা অন্তিম দীপ-বর্ত্তিকার শেষ-রশ্মি হইয়াও, তীব্র আলোকের প্রবল উজ্জ্বল উচ্ছ্বাসে, এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া পৃথিবীর চক্ষু আকর্ষণ করিলেন কিরূপে? ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা রূপসী। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কোন্ ক্লিওপেট্রা না, রূপের তেমনই উচ্ছলিত ছটায়, টলিমি-সিংহাসনের অলঙ্কার-স্বরূপা ছিলেন? ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা রাজ্যকামুকী, প্রতাপ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার দুঃসহ পিপাসায় উন্মাদিনী, এবং রণ-ক্ষেত্রে আত্ম-বিভূতি স্বরূপ অসংখ্য সেনা প্রেরণে চির-উৎসাহিনী রণরঙ্গিণী ও অবস্থা বিশেষে দৃক্‌পাত-শূন্যা ও নির্ভীকা ছিলেন। কিন্তু কোন্ ক্লিওপেট্রাই বা এই সকল আসুর-সম্পদে হীন-প্রভ?—ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা ভ্রাতৃঘাতিনী;

এ অংশেও তিনি অদ্বিতীয়া নহেন। ক্লিওপেট্রাদিগের অনেকেই, প্রয়োজন পড়িলে, ভ্রাতা বা ভ্রাতৃরূপী-পতি হননে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার আর এক আভরণ দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-লালসা। ইহাতেও পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চ ক্লিওপেট্রা,—টলিমি-পুরাবৃত্তের চিরস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা একেবারেই গণনার অযোগ্যা বা অপ্রসিদ্ধা ছিলেন, এমন নহে।

বস্তুতঃ ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা এমন এক রাজবংশ হইতে উদ্ভুত হইয়াছিলেন যে, সেই বংশের সিংহাসনারূঢ়া প্রায় সকল রাণী বা রাজকন্যাই, গত দুই শত বৎসর কাল, অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রলয়-বাত্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন এবং মনুষ্যোচিত স্বাভাবিক দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, ভ্রাতৃহত্যাদিরূপ রোমহর্ষণ দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। টলিমি রাজবংশের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কোন আরসিনু বা কোন ক্লিওপেট্রাই স্বীয় অভিসন্ধি সাধন উদ্দেশ্যে, স্বামী কিংবা ভ্রাতৃহত্যা করিতে,—বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিতে,—কিংবা কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সৈন্য-সংগ্রহ কিম্বা উহার পরিচালনা করিতে,—কোন গূঢ় অভিপ্রায়-সাধন হেতু সিংহাসনের কোন ভাবী উত্তরাধিকারীকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তথাপি এই সর্ব্বশেষ বা ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার এত শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব কিসে?—তাঁহার এমন জগৎ-যোড়া নাম ও খ্যাতি কোন্ মন্ত্র-বলে?

কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে, সময়ে সময়ে, সীতা সাবিত্রীর মত কত সতী অন্ধকারে বিকশিত হইয়া অন্ধকারেই লয় প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীর

কোন বাল্মীকি বা কোন বেদব্যাস, তাঁহাদের সংবাদ লইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। কত মণি খনির অন্ধকারে নির্জ্জনে জ্বলিয়া নির্জ্জনেই নিবিয়া যায়, কত পারিজাত জনশূন্য অরণ্যে ফুটিয়া বিজনেই ঝরিয়া পড়ে, কেহ তাহার খবর লয় না। কিন্তু, পারিজাত যখন ইন্দ্রের কণ্ঠ-ভূষণ, তখন তাহার সৌরভে ত্রিলোক মুগ্ধ। মণিকুলের কহিনুর যখন ইংলণ্ডীয় রাজমুকুটের মধ্য-মণি, তখন পৃথিবী তাহার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। সীতা যখন পৃথিবীর অতুলকীর্ত্তি, আত্মোৎসর্গের অভাবনীয় বিগ্রহ,—রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের প্রিয়তমা ও অযোধ্যার রাজ-লক্ষ্মীরূপে সিংহাসনে আসীনা, বাল্মীকির মত কবিও তখন রামায়ণী বীণায় তাঁহার গুণ গাহিয়া কৃতার্থম্মনা, ও স্বনামধন্য, তখন হইতেই জগৎ যুড়িয়া লোক-ললাম-ভূতা সীতাসতীর অনন্তকালব্যাপী জয়ধ্বনি।

পৃথিবীর এইরূপ পুণ্যপুঞ্জময় সুখশীতল অপার্থিব দুর্ল্লভ ধন সম্বন্ধে যে কথা, সর্ব্বত্রসুলভ প্রাণাতঙ্ক নরকানল বা ভয়াবহ ও মর্ম্মভেদী শল্যগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা। কত ক্যাথেরিন্ বা শোণিত-শোষিণী রাক্ষসী, কত পিশাচী বা ত্রিকুলমর্দ্দিনী কুলটা অন্ধকারে মাথা গুঁজিয়া স্বজনশোণিতে লালসার তর্পণ করে, অথবা দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরে আগুন ধরাইয়া দিয়া হি হি করিয়া পৈশা- চিক হাসি হাসিয়া লয়, কোন্ ইতিহাস তাহার সংবাদ লইতে পারে? কোন্ কবির প্রাণ সে দৃশ্যে ব্যথিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়? কত কাল-নাগিনী মূষিকের গর্ত্তে তনু ঢাকিয়া অন্ধ- কারে কালকূট উদ্গীরণ করে, এবং কত নগণ্য রাখাল ও কৃষক

সেই বিষে লোক-চক্ষুর অগোচরে ঢলিয়া পড়ে, কে তাহার খবর লয় ? কিন্তু সেই নাগিনী যখন, ধূর্জ্জটির জটায় নাগমালা রূপে জড়িত রহিয়া, মণিভূষণা ফণা বিস্তার পূর্ব্বক হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করে, তখন সে ধন্বন্তরির মত অদ্বিতীয় বৈদ্যরাজেরও ব্রহ্ম-রন্ধ্রে দংশন করিতে সমর্থ হয়। পাতালের তক্ষক যখন ঊর্দ্ধ লোক স্বর্গে স্থান পাইয়া, ইন্দ্রের দেবসিংহাসনের আভরণ-রূপে, পুচ্ছবন্ধনে সিংহাসন বাঁধিয়া গর্জ্জন করে, এবং জন্মেজয়ের মন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া, ইন্দ্রসহ যজ্ঞানলে পুড়িবার নিমিত্ত শূন্যপথে আন্দোলিত হইতে থাকে, তখনই ভীত ও বিস্মিত পৃথিবী ঊর্দ্ধ-নেত্রে তাকাইয়া, সভয়ে তাহাকে নমস্কার করে ; তখনই পৃথিবীর পূজনীয় আস্তিকও, ক্ষণকালের তরে, সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই মারাত্মক পাপ-বিগ্রহকেও, "তিষ্ঠ" বলিয়া অমর-বর-প্রদানে প্রস্তুত হন।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাও এই শ্রেণীর অবস্থাপন্ন ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই শ্রেণীর বস্তু। ক্লিওপেট্রা কখনও তদানীন্তন অদ্বিতীয় বীর রোমান সাম্রাজ্যের ধূর্জ্জটিরূপী সীজারের ন্যায় পুরুষসিংহের কণ্ঠ-দেশে মণিমালার মত দোদুল্যমানা রহিয়াছেন ; কখনও বা ইন্দ্র-প্রতিম বীর এণ্টনীকে পুচ্ছে বাঁধিয়া জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা ও লালসার প্রলয়-বহ্নির দিকে ধাবমান হইয়াছেন। এমন সুদূর লক্ষ্যে শরচালনা, এমন উন্নত গিরিশৃঙ্গে শক্তিসঞ্চালন, মিশরের অন্য কোন আরসিনু বা কোন ক্লিওপেট্রার ভাগ্যেই ঘটে নাই। ক্লিওপেট্রার বিশেষত্বের ইহাই প্রধান কারণ।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। টলিমি যখন মিশরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, পূর্ব্বেই একবার ইহা দেখান হইয়াছে যে, তখন 'ফেরেও'র সেই পুরাতন মিশর বিলুপ্তপ্রায়। পারস্যের দাসত্ব-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত মিশর তখন মাসিডনীয় প্রতাপ-বিগ্রহের চরণতলে লোটাইয়া পড়িয়া, গ্রীকশক্তিকে করপুটে নমস্কার করিতেছিল। এই অবধি মিশর, গ্রীস ও মাসিডনীয় সভ্যতার বিদেশীয় সৌরভে আংশিক সুরভিত। টলিমি-সিংহাসন যখন টলটলায়মান, তখন ঘটনাচক্রে, রোম মিশরের অদ্বিতীয় অভিভাবকরূপে দণ্ডায়মান হইল। রোমের প্রজাতন্ত্র তখন অর্দ্ধপৃথিবীর অধিপতি। তদানীন্তন সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জগতের অধিকাংশই রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, রোমীয় শক্তির নিকট অবনত, অথবা উহার পদাশ্রিত বা পদানুগত। মিশরও তখন এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। মিশর, এইরূপে আপনার সেই পুরাতন গৌরবাত্মক শক্তিসম্পদে অংশতঃ দরিদ্র হইয়া থাকিলেও, এই সময়ে, পৃথিবীর প্রভুপদে যাঁহারা আসীন ছিলেন অতি ঘনিষ্ঠভাবে ক্রমশঃ তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে; সুতরাং অত্যদ্ভুত দৃশ্য বা ক্রিয়ার রঙ্গভূমি বা রঙ্গমঞ্চরূপে, অন্যপ্রকারে পুরাতন ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠে।

ঈদৃশ অবস্থার অবশ্যম্ভাবি আবরণ-পরিধির মধ্যে ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার অভ্যুদয়। পৃথিবী ভগবানের এক বিচিত্র নাট্যশালা। মানুষ উহার অভিনেতা। যাঁহারা মিশর-ইতিহাসের এই অংশ

পাঠ করিতে একটু শ্রমস্বীকার করিবেন, তাঁহাদের অনেকেই, এই রূপ-কুসুমবিলসিতা পীযূষভাষিণী বিলাসিনী, এই ভ্রাতৃঘাতিনী করালী ক্লিওপেট্রার বিলাস-ঢল্ ঢল্ অতুলনীয় সাজসজ্জা, দুর্দ্দমনীয়া ভোগাসক্তি দেখিয়া, প্রাণে কিছু নূতনত্ব অনুভব এবং মনে বিস্ময়ের ভাব পোষণ করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ, যাহা কিছু বিরল বিচিত্র বা অভাবনীয়, মানুষ তাহাতেই আশ্চর্য্য বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার উপর আরও একটি কথা আছে। স্বভাবের উল্লিখিত বৈচিত্র্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্লিওপেট্রা বা টলিমি রাজ-মহিষীদিগের তুলনায় ষষ্ঠক্লিওপেট্রার খুব বেশী পার্থক্য না থাকিলেও, সময়-ধর্ম্মে এবং ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনাক্রমে অন্যবিধ আবরণ-পরিধির কেন্দ্রস্থানে অবস্থান নিবন্ধন, ষষ্ঠ ক্লিও-পেট্রার উপরেই তদানীন্তন ভাবজগতের আলোক-রশ্মি সমধিক-রূপে ও বিশেষভাবে নিপতিত হইয়াছিল। মানুষ অবস্থারই কর-ধৃত পুত্তলী মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী রাণীগণ জীবন ও রাজ্য পণ করিয়া, প্রতিনিয়তই ভয়াবহ অক্ষ-ক্রীড়ায় নিরত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সে ক্রীড়া মিশর কিংবা সিরিয়ার রাজপুত্র বা রাজেশ্বর দিগের সহিতই হইয়াছে। তাঁহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র মিশর ও সিরিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রীস বা মাসিডনিয়ার ক্রীড়ক-গণ, কখনও মধ্যস্থরূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন, কখনও উদাসীনভাবে অদূরে দাঁড়াইয়া ক্রীড়ার শেষ ফলাফল পরিদর্শন করিয়াছেন মাত্র।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার সময়, এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাকে মিশর ও সিরিয়ার গণ্ডী পার হইয়া

রাজনৈতিক অক্ষ-ক্রীড়ায় রোমের ভুবনবিখ্যাত প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়-দিগের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছিল। তিনি রূপের তনু কুহক-কলার বিচিত্র বর্ম্মে আবরিয়া লইয়া, কখনও অস্ত্র-ঝন্-ঝনায়, বীর-বপুর উপর আধিপত্য ফলাইতে চেষ্টা করিতেন; কখনও বা বাহ্যিক সম্ভ্রমের আবরণে, নিজ রূপলাবণ্যে প্রচুর আত্মনির্ভরজনিত বিশ্ববিমোহন মধুর শ্লেষাত্মক হাসি অধরে ফুটাইয়া, কৌশলময় বাক্‌চাতুরীর মনোমদ ঝঙ্কারে ও মদির নয়নের বিলোল কটাক্ষে স্বাভিলাষসঙ্গিনী অসাধারণ শক্তিতে অনায়াসে বীরবক্ষ ভেদ করিয়া মনের দুর্গ জয় করিয়া লইতেন। রোমান্ খেলোয়াড়গণ অন্য দেশীয় খেলোয়াড় অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী, বিক্রমশালী ও ক্ষমতাপন্ন; তাঁহারা ঈদৃশ খেলায় সহজেই উত্তেজিত ও উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। এ অক্ষক্রীড়ার পণও বড় গুরুতর ছিল। খেলায় জয়লাভ করিলে, দ্বিগুণিত খ্যাতি ও গৌরবে দেশ ভরিয়া যাইত; এবং হারিলেও আবার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি ও বিপদের আশঙ্কা ঘটিত; এই সকল কারণেই, সম্ভবতঃ ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা প্রায় সমগ্র পৃথিবীর কল্পনা-রাজ্যে সেই এক প্রকার বিস্ময়কর ও বিচিত্রভাবে অদ্বিতীয় আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বোধ হয়, চিরকালই তিনি তাঁহার সেই বিশ্ববিশ্রুত নামে জগতে পরিচিত থাকিবেন।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার পিতা টলিমি অলিথস্ মৃত্যুশয্যায় শয়ান আছেন। রোমের জয়ডঙ্কায় পৃথিবী কম্পিত হইতেছে। রোমের প্রজাতন্ত্র, অন্যান্য রাজ্য ও সাম্রাজ্যের ন্যায়, মিশর রাজ্যেরও

অভিভাবক। অলিথস্ রোম-প্রজাতন্ত্রের তদানীন্তন কর্ণধার, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, খ্যাতনামা পম্পের একান্ত কৃপাভাজন ও স্নেহ-পাত্র। কিন্তু রাজনৈতিক গগনে ধীরে ধীরে কালমেঘের সঞ্চার হইতেছে। অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর, রণপণ্ডিত সিংহ-বিক্রম সীজারের উদীয়মান শক্তি ও প্রতিভার পানে রোমকগণ প্রাণের অনুরাগে সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সময় সময় পম্পের সহিত তাঁহার ক্রুদ্ধ কটাক্ষের নীরব বিনিময় চলিয়াছে। এই সময়ে মিশররাজ টলিমি অলিথসের অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে, সদয় অভিভাবক পম্পের অবস্থা ও সীজারের অভ্যুদয় বিষয়ে চিন্তা করিয়া, আপন রাজ্যের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে একটুকু উৎকন্ঠিত হইলেন; এবং তাঁহার রেহানী সম্পত্তি, যাহাতে রোমান উত্তমর্ণগণের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্কতার আশ্রয় লইলেন। তিনি মিশরীয় চিরন্তন রাজকীয় রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া একখানি উইল প্রস্তুত করিলেন।

টলিমি অলিথসের দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা তখন জীবিত ছিল। জীবিত সন্তানদিগের মধ্যে ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাই বয়সে সকলের বড়। ক্লিওপেট্রা অলিথসের ঔরসপুত্রী বটে, কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই তাঁহার মাতার নাম অবগত নহেন। কেহ বলেন,—অলিথস্ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং এই দ্বিতীয় পত্নীই ক্লিওপেট্রার জননী। কেহ বলেন,—ক্লিওপেট্রার গর্ভধারিণী অলিথসের বিবাহিতা পত্নী নহেন,—উপপত্নী, এবং ক্লিওপেট্রা সেই উপপত্নীর গর্ভসম্ভূত অবৈধ বা জারজ সন্তান।

ফল কথা, ক্লিওপেট্রার জন্ম-তত্ত্ব অন্ধকারে আবৃত। বড়ই বিচিত্র ও বিস্ময়কর যে, জগতে যে সকল পুরুষ বা স্ত্রীলোক কোন অনন্য-সাধারণ শক্তির বিকাশ হেতু, বিশেষরূপে পরিচিত ও পূজনীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেরই জন্ম-রহস্য এইরূপ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদিগের পবিত্র নামের সহিত ক্লিওপেট্রার নাম এক সূতায় গাঁথিতে যাওয়া অসঙ্গত হইলেও, তাঁহাদিগের সঙ্গে বিশেষত্বের হিসাবে ক্লিওপেট্রারও যে এ অংশে সাদৃশ্য আছে, তাহাতে আর বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ক্লিওপেট্রার বয়স, এই সময়ে, ষোল বৎসরের বেশী নহে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স দশ বৎসর মাত্র। কনিষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা উভয়েই দুগ্ধপোষ্য শিশু। কনিষ্ঠ পুত্র অপেক্ষা কনিষ্ঠা কন্যার বয়স কিছু বেশী। টলিমি অলিথস্ উইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাকে যুগপৎ সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিলেন।

মিশরে এই রীতি চলিত ছিল যে, রাজা, উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন সময়ে কতিপয় জাতীয় দেবতার যথাবিধি পূজা অর্চ্চনা করিতেন। এদেশে যেমন বিবাহাদি ব্যাপার অগ্নি সাক্ষী করিয়া সম্পন্ন করা হয়, প্রাচীন মিশরেও সেইরূপ নানা কার্য্যেই দেবতা সাক্ষী করিয়া লওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। দেবতা সাক্ষী রাখিয়া যে কর্ম্ম সম্পাদিত হইত, তাহা রেজেষ্টারী-করা দলিল অপেক্ষাও অধিকতর পাকা হইত। তাহার অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। অন্যথা করিলে, সমগ্র জাতির প্রাণে আঘাত

লাগিত। সমগ্র মিশর তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। অলিথস্ তাহার উইলখানিকে, অমোঘ ও অব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, উইল সম্পাদন সময়ে দেবতাদিগের যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া, দেবতাদিগকে উহাতে সাক্ষী করিয়াছিলেন, সেই সকল সন্ধির কাগজ পত্র যাচাই করিয়া, যাহাতে সন্ধির সর্ত্ত সকল অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাও দেখিয়া লইলেন। এই সমস্তের একখণ্ড প্রতিলিপি রাজদূতের যোগে রোমে প্রেরিত হইল। উহা যে পম্পের হস্তগত হইল, তিনি তাহারও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। দলিলের আর একখণ্ড প্রতিলিপি তাঁহার নামাঙ্কিত মোহরযোগে আলেক্জেণ্ড্রিয়াতে রক্ষিত হইল। চপল-চিত্ত জনসাধারণের মন বা দৃষ্টি ঐ চরমপত্রে সবিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং উহা যথাস্থানে নিরাপদে সুরক্ষিত ছিল। যাহাতে উক্ত উইলের মর্ম্ম ও তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্ম হইতে পারে, তজ্জন্য মৃত্যুসময়ে তিনি উত্তরাধিকারীদিগকে বিশেষ ভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ক্লিওপেট্রাকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া আনিয়া ইহাও কহিয়াছিলেন,—"মা, তুমি বয়সে সকলের বড়, তুমি আমার শিশু ক'টিকে দেখিও, যাবৎ না উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তাবৎ তুমি উহাদিগকে যত্নে রক্ষা করিও।"

অলিথসের মৃত্যু হইল। রোমের প্রজাতন্ত্র তখন সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত। প্রজাতন্ত্রের শক্তিসামর্থ্য, বলবিক্রম ও প্রভাবপ্রতিপত্তি তখন মানবজগতে অদ্বিতীয়। সমগ্র পৃথিবী করায়ত্ত করার চেষ্টাকেও তখন তাহার পক্ষে অসম্ভাব্য

দুরাশা বলিয়া কেহই মনে করে নাই। সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে পারিলে ক্ষুদ্র মিশরের সম্বন্ধে আর কথা কি? তাহা হইলে, মিশর যে প্রজাতন্ত্রের হস্তগত হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু মিশর যে উত্তরাধিকারসূত্রে রোমের প্রাপ্য, একথা কাহারও কল্পনায়ই আসে নাই।

রোমীয় প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ ও দুরাতিক্রম্য হইলেও, তখন রোমের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল; এবং সেই নিবিড়-কৃষ্ণ মেঘরাশি হইতে ক্ষণে ক্ষণে চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণ ও দূরশ্রুত ঘনগম্ভীর বজ্রনির্ঘোষে সন্নিহিত প্রলয়-ঝটিকার আভাস প্রদান করিতেছিল। যুদ্ধ বাধে নাই। কিন্তু পৃথ্বী-বিখ্যাত অদ্বিতীয়নামা পুরুষ, রোমের সেই ভীষ্মপ্রতিম বীর, নব-অভ্যুদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভান্বিত সীজার, একদিকে; মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-তেজে উদ্ভাসিত প্রতাপান্বিত পম্পে অন্যদিকে। তখন সকলের চক্ষুই এই দুজনের দিকে;—সকলের মনই ঐ দুইজনে কেন্দ্রীভূত। সুতরাং, মিশরের ক্ষুদ্র কথায় রোমে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। মিশরে কোনরূপ উপদ্রবের আশঙ্কাও কাহার মনে জাগিল না। দেশপ্রচলিত প্রথা এবং টলিমি অলিথসের অভিপ্রায় ও উইল অনুসারে, ষোড়শী সুন্দরী ক্লিওপেট্রো, দশম বর্ষীয় বালক-ভ্রাতার সহিত মিশর-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া কোন প্রতিবাদ করিল না। ম্যাসিডনিয়ার দিক্ হইতেও এবিষয়ে কোনরূপ তর্ক বিতর্ক বা বাদবিতণ্ডা উপস্থিত হইল না। মিশরের সিংহাসন, কিশোর-

বয়স্ক বালচন্দ্র সদৃশ কমনীয়-কান্তি নৃপ-বালক ও তাঁহার পার্শ্ব-বর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী চন্দ্রলেখার ন্যায় ষোড়শী নৃপ-নন্দিনীর মনোমোহন মধুর ছটায় বিলসিত দেখিয়া, সকলেই যেন একবাক্যে ও প্রফুল্ল-মুখে মস্তক অবনত করিল, ও বাহু তুলিয়া জয়-আশীর্ব্বাদে সংবর্দ্ধনা জানাইল।

সূচনায় শুভ সূচিত হইল। কিন্তু এ শুভ সূচনার লক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। সর্ব্বপ্রথমে রাজপরিবারের মধ্যেই গোল-যোগের সূত্রপাত ঘটিল।

বালক-রাজা ও যুবতী রাণী ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা,—ভ্রাতা ও ভগিনী মিলিয়া কিছুদিন শান্তিতে রাজ্য শাসন করিলেন। বালক-রাজার একটি অতি প্রিয় বাল্য সঙ্গী ছিল। সে রাজা অপেক্ষা বয়সে একটু বড়, স্বভাবতঃ তেজস্বী ও কর্ম্মঠ। তাহার নাম পথিনস্। পথিনস্ খোজা,—পুরাতন রাজাদিগের অন্তঃপুরচারী সেই সর্ব্বত্র পরিচিত হতভাগ্য জীব। পথিনস্ বালক-রাজার সহিত, মিশরীয় প্রথা অনুসারে একত্র লালিত পালিত। রাজগৃহে, রাজকীয় পদ্ধতি অনুসারেই, তাহার শিক্ষাদীক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে রাজকুমারের সহিত একত্র আহার, বিহার, ও অবস্থান এবং তাঁহার সহিত একত্র খেলা করিত। রাজপুত্র তাহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, এবং তাহার কথায় একান্ত বশবর্ত্তী ছিলেন। সুতরাং বালক-রাজার শিক্ষক ও মন্ত্রীদিগের মধ্যে, নৃপ-বালকের বয়োবৃদ্ধি সহকারে, পথিনসের আসনই অগ্রগণ্য হইয়া উঠিল।

পথিনসের প্ররোচনায়, বালক-রাজা, ক্রমশঃই জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে আপনার প্রতাপ ও প্রতিপত্তির পথে গুরুতর অন্তরায় বা কণ্টক-স্বরূপ মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমসঞ্চিত বিদ্বেষ-বিষ অচিরেই বাহিরে ফুটিয়া পড়িল। পথিনসের পরামর্শ ও কৌশলে তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে সিংহাসনের স্বত্ব-স্বামিত্ব হইতে বঞ্চিত করিলেন। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার জনসাধারণ রাজার পক্ষ অবলম্বন করিল। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা রূপের মোহিনী শক্তিতে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার জনসাধারণকে প্রশান্ত রাখিতে পারিলেন না। খোজা-মন্ত্রীর কুহক প্রবলতর হইল। ক্লিওপেট্রা নির্ব্বাসিতার ন্যায় সিরিয়াতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। —

ক্লিওপেট্রা সিরিয়ায় চলিয়া গেলেও, পথিনস্-পরিচালিত তরুণবয়স্ক রাজা নিরুপদ্রব হইতে পারিলেন না। ক্লিওপেট্রা যে সিরিয়ায় যাইয়া, তপোবনবাসিনী তপস্বিনীর মত, দিবা যামিনী নয়ন জলে বুক ভিজাইয়া, তাপস-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিবেন, তিনি সে শ্রেণীর জীব নহেন। মিশরীয় রাজপুত্রীগণ রাজাসনে যেমন সিংহবিক্রমা, নির্ব্বাসনেও তেমনই সিংহিনীর ন্যায় বিক্রম-শালিনী। ইহার উপরে ক্লিওপেট্রার অদ্বিতীয় সম্বল আপনার তরুণ যৌবন ও অতুলন রূপরাশি। কমল-নয়না ক্লিওপেট্রার নয়নজল ও দৃষ্টি-মাধুরীতে, বীর-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইল ;— সিরিয়ায় অচিরেই একদল সৈন্য গঠিত হইয়া, তাঁহার আজ্ঞায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইল। তিনি এই সৈন্যদল সহায় করিয়া, আপনার লুপ্ত স্বত্বের পুনরুদ্ধারার্থ পেলুসিয়ামের

পথে মিশরে উপস্থিত হইলেন। খৃঃ পূঃ ৪৮ অব্দে এই ঘটনা হয়।

এই সময়ে, রোমে সীজার ও পম্পের মধ্যে, প্রবল সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য লইয়া রোমের এই দুই অদ্বিতীয় দিক্‌পালের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ চলিয়াছে। সীজারের সহিত এক সঙ্কুল-সংগ্রামে পম্পে পরাভূত হইলেন। তিনি এই পরাজয়ের পরে সদলবলে, এসিয়ার উপকূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, গ্রীক্‌নাগরিকগণ যথোচিত আদর অভ্যার্থনার সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতেছে না। বরং তাহারা যেন, বিজয়ী সীজারের আগমন প্রতীক্ষায়ই উৎকণ্ঠিতমনে ও উৎসুক-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া উদীয়মান সূর্য্যকে নমস্কার করাই মানুষের চির-পরিচিত অভ্যাস।

এদিকে কোন প্রত্যাশা নাই বুঝিয়া, পম্পে পার্থিয়ার সাহায্য প্রার্থনায় সমুৎসুক হইলেন। কিন্তু সম্পদ্-বিপদের সঙ্গী বিশ্বস্ত অনুচর থিওফেনিস (Theophanes) ইহাতে একান্তই অমত করিলেন। তিনি বলিলেন, এরূপ বিপন্ন অবস্থায় এমন জীবনান্তকর মরুময় স্থানে পরিভ্রমণ করিতে সাহসী হওয়া নিতান্তই অপরিণামদর্শী অর্ব্বাচীনের কাজ। সমুদ্রপথে মাত্র তিনটি দিন জাহাজ চালাইলেই মিশরে পঁহুছা যায়। মিশরের রাজা যুবক। তাঁহার পিতা পম্পের একান্ত অনুগত সুহৃদ্ ছিলেন। এরূপ সেনাবলসম্পন্ন, সিংহাসনারূঢ় সুহৃৎপুত্র এত নিকটে

থাকিতে অন্যত্র সাহায্যপ্রার্থী হওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত বা সমীচীন নহে। পম্পে যেন নিষ্ঠুর নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়াই, থিওফেনিসের এই পরামর্শে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় গ্রীক্ উপাদান প্রবল ছিল বলিয়া, তিনি সে দিকে না যাইয়া, পেলুসিয়ামের দিকে যাত্রা করিলেন।

পম্পে যখন সপারিষদ্ পেলুসিয়ামের উপকূলে, তখন উহার প্রান্তরপ্রদেশে বালক-টলিমি ও যুবতী ক্লিওপেট্রার,—ভ্রাতা ও ভগিনীর ব্যূহ-নিবদ্ধ সেনা, পরস্পরের প্রতি আস্পর্দ্ধা করিয়া, কৃপাণ-করে ভীষণ-মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান! পম্পে বিশ্বস্ত দূত দ্বারা টলিমির শিবিরে তাঁহার আগমন সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনি বালক-টলিমির কাছে, তদীয় পিতার অভিভাবক ও সুহৃদ্‌রূপে, আজি এই বিপন্ন অবস্থায় আতিথ্যপ্রার্থী হইলেন, এবং এই বিপদে কূল পাইবার নিমিত্ত, কাতরপ্রাণে আশ্রয় ও সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। পম্পের ইঙ্গিতে একদিন শত সহস্র লোক উঠিত বসিত। তাঁহার দৃষ্টিপাতে কৃতার্থ হইবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ চক্ষু চাহিয়া থাকিত। কত রাজারাজড়া তাঁহার আশ্রয় পাইলে তরিয়া যাইতেন। সেই আশ্রয়-পুরুষ, আজি আশ্রিতের বেশে অন্যের কৃপাভিখারী! মানুষ যখন ক্ষমতাচ্যুত, বিপদাপন্ন,—সুতরাং সাংসারিক হিসাবে দুর্ব্বহ ভার, তখন বস্তুতঃই সে জগতে একক।

দূত মৈশরীয় শিবিরে উপনীত হইয়া, সেখানে যে সকল রোমান্ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া

লইলেন, এবং তাঁহাদিগের যোগে পম্পের আন্তরিক অভিপ্রায় রাজসমীপে যথাযথরূপে বিজ্ঞাপিত করিতে সমর্থ হইলেন। যুবক-রাজা পম্পের গৌরব সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম ছিলেন কি না, বুঝা যায় না। প্রাচীন মন্ত্রীদিগের কেহই শিবিরে ছিলেন না। পারিষদ্ ও মন্ত্রীবর্গের মধ্যে তখন একমাত্র পথিনস্ই রাজসমীপে উপস্থিত ছিল। তথাপি পম্পের প্রার্থনায় কি উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত, রাজ-শিবিরে এক গুপ্তসমিতি আহূত হইল।

যুবক টলিমি পথিনসের কর-ধৃত পুতুল। পথিনস্ ধূর্ত্ত, চতুর ও স্বার্থপর। সমিতিতে স্থিরীকৃত হইল যে, পম্পেকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পম্পে একদিন, অলিথসের আশ্রয় অভিভাবক ও বন্ধু ছিলেন, এবং তখন তিনি মিশরের অনেক উপকারও করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এখন তিনি পদচ্যুত ও আপন্ন। এখন আর তাঁহার উপকার করিবার কোন ক্ষমতা নাই ; অপকার করিবারও যে তাঁহার কোন শক্তি আছে, এমত বোধ হয় না। এ অবস্থায়, তাঁহার সাহায্য করিতে যাইয়া, ক্ষমতাপন্ন ও শক্তিশালী সীজারের রোষ আকর্ষণ করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। সীজারের শুধু রোষ অপহার করিলেই চলিবে না, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। গ্রীস্, সাহায্যপ্রার্থী পম্পে হইতে কেবল মুখ ফিরাইয়াই নিরস্ত হইয়াছিল,—মিশর ততটুকু মাত্র করিয়াই তৃপ্ত রহিতে পারিল না। মিশর, আরও একটু বেশী করিবার অভিপ্রায়ে ভয়ঙ্কর পৈশাচিক বুদ্ধির অনুসরণ করিল।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর চার্ব্বাক-নীতিদর্শী ভণ্ড থিওডোটস্ (Theodotes) এর নিষ্ঠুর পরামর্শ অনুসারে স্থির হইল যে, মৌখিক সাদর সম্ভাষণ দ্বারা পম্পেকে হস্তগত করিয়া লইয়া, গোপনে তাঁহার হত্যার ব্যবস্থা করা হউক। পদভ্রষ্ট পম্পেকে হত্যা করিয়া পদারূঢ় সীজারের চিত্তরঞ্জনই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। ইহা স্বার্থপর খোজা ও নিষ্ঠুর ধূর্ত্তের উপযুক্ত উপদেশই বটে! কৃত উপকারের ইহাই উপযুক্ত প্রতিদান, সন্দেহ নাই। উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। টলিমির শিবির হইতে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার একিলাস্ (Achillas) ও সেপ্‌টিমিয়াস্ (Septimious) যাইয়া বিশেষ সমাদর ও সংবর্দ্ধনা সহকারে পম্পেকে তীরে অবতরণ করাইল। একিলাস্ ও সেপ্‌টিমিয়াস্ এক সময়ে পম্পের অনুগ্রহে তাঁহার অধীনে সম্মানার্হ পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। পম্পে পূর্ব্বপরিচিত ও পূর্ব্বকার অনুগত কর্ম্মচারী একিলাস্ ও সেপ্‌টিমিয়াসের সহিত সরল মনে ও আশ্বস্ত হৃদয়ে টলিমির শিবির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু হায়, পথিমধ্যে ইহারাই হঠাৎ সেই আশ্বস্তচিত্ত বীরের হৃদয়ে ছুরি বসাইয়া দিয়া, রাজকীয় আতিথ্য ও প্রভু-পরিচর্য্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল! পম্পে যার-পর-নাই নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইলেন! এইরূপে সীজারের বর্ত্তমান প্রবীণ শত্রু বিলয়-প্রাপ্ত হইল।

পম্পের ছিন্নমুণ্ডের শোণিত শুষ্ক হইতে না হইতেই, দিগ্‌বিজয়ী সীজার তাঁহার স্বভাবসুলভ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত, বহু-

সংখ্যক পদাতিক, আটশত অশ্বারোহী ও দুইখানি রণতরী সমভি-ব্যাহারে আলেকজেণ্ড্রিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যদিগের মধ্যে অনেকে পীড়িত ও আহত ছিল এবং অনেকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সৈন্য-দলের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে মাত্র তিনসহস্র দুইশত লোক কর্ম্মক্ষম। এই মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া মিশর অবতরণে তাঁহার বীর-প্রাণে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বা শঙ্কা হইল না! তিনি জানি-তেন, যেস্থানে যে অবস্থায়ই তিনি গমন করুন না কেন, সৈন্য-সংখ্যা কমই হউক আর বেশীই থাকুক, সর্ব্বত্রই তাঁহার বীর-কীর্ত্তি, সুনাম ও সুযশ তাঁহার অদ্বিতীয় রক্ষক এবং অব্যর্থ ও অক্ষয় বর্ম্মরূপে কার্য্য করিবে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, বজ্র-পুরুষ সীজার নির্ভীকচিত্তে আলেকজেণ্ড্রিয়ার বন্দরে প্রবেশ করিলেন।

আলেকজেণ্ড্রিয়া তাঁহাকে অবনত মস্তকে অভ্যর্থনা করিল। নির্দ্দয় থিওডোটস্ বন্দরের প্রবেশ-পথে, সীজারকে আপ্যায়িত করিবার অভিপ্রায়ে পম্পের ছিন্নমুণ্ড ও শিরস্ত্রাণ বা শির-ভূষা করে লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল; এবং সেই ভয়াবহ বিকট রাক্ষসিক উপহার প্রীতির সহিত তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া-দিল! উদার-প্রকৃতি সীজার পম্পের মুণ্ড দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; এবং তাঁহার হত্যার কাহিনী শুনিয়া তাঁহার বীরহৃদয় ক্রোধে ও ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি তাঁহার ক্ষীণবল সৈন্যের দিকে তাকাইয়া, নৃশংস হত্যাকারীদিগের প্রতি উপযুক্ত

দণ্ডবিধানে নিরস্ত রহিলেন। বিশেষতঃ, এই হত্যা-ব্যাপারে রাজ-মন্ত্রীদিগের অনেকে লিপ্ত ছিলেন। হঠাৎ এবিষয়ে হানা দিলে, যুবক টলিমির পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, এদিকেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। অতএব, তিনি দন্তে অধর দংশন করিয়া, নীরবে সেই জ্বলন্ত ক্রোধ চাপিয়া রাখিলেন। হত্যাকারীদিগকে কিছুই বলিলেন না। কিন্তু পম্পের ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ যাহাতে মিশরে বিড়ম্বিত ও বিধ্বস্ত না হয়, তজ্জন্য যথাশক্তি যত্ন করিয়া হৃদয়ের মহত্ব প্রদর্শন করিলেন।

সীজার নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, টলিমি কর্ত্তৃক রাজধানী রক্ষার্থে নিয়োজিত সৈন্যদল বিদ্রোহের ভাবে উত্তেজিত; ইহা দেখিয়া তিনি যার-পর-নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সীজারের সশস্ত্র শরীর-রক্ষিগণ তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল। বিদ্রোহী সৈন্যগণ সীজারের এইরূপ রাজকীয় ভাবের চাল-চলন দেখিয়া, সহসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল, সীজার রাজা নহেন; তাঁহার পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠান, তাহাদের টলিমি রাজার পক্ষে নিতান্তই অপমানসূচক। অতএব, তাহারা ভীম-বিক্রমে সীজারকে আক্রমণ করিল। কিন্তু বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। সীজার বল-প্রকাশে ও বুদ্ধি-কৌশলে, ক্ষিপ্ত সৈন্যদলের এই ক্ষিপ্ততা থামাইয়া দিলেন।

এই গোলযোগ সহজেই থামিল বটে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল না। নিত্য নূতন গোলযোগের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ

হইল। রাস্তায় গুপ্তহত্যাকারীদিগের দ্বারা প্রতিদিনই সীজারের সৈন্য সকল হত ও আহত হইতে লাগিল। সীজার একটু চিন্তিত হইলেন; এবং এসিয়াতে তিনি যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মিশরে লইয়া আসিবার নিমিত্ত দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন।

ইত্যবসরে, তিনি মিশরে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, মৈশরীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে বিবাদের ফল, প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবেও যখন রোমের জনসাধারণকে ভোগ করিতে হইতেছে, তখন, তিনি সেই রোমীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে মিশরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এবিষয়ে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উপেক্ষা প্রদর্শনে অসমর্থ। বিশেষতঃ মিশরের সম্পর্কে তিনি অপরিচিত আগন্তুক বা পর নহেন। তিনি পূর্ব্বেও মিশররাজের সুপরামর্শদাতা বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে পরিচিত ছিলেন; এখনও তাহাই আছেন। অতএব সীজার স্পষ্টাক্ষরে এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, টলিমি ও ক্লিওপেট্রা স্ব স্ব শিবির হইতে সৈন্য সামন্ত অপসারণ করুন, এবং ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে মিশর-সিংহাসনে ন্যায্য দাবী কাহার, কে উহার প্রকৃত অধিকারী, যুদ্ধের পরিবর্ত্তে, দলিল প্রমাণ প্রয়োগে ও উপযুক্ত হেতুবাদ প্রদর্শনে, ন্যায় বিচারে, তাহা নির্ণীত হউক।

সীজারের এই ঘোষণার পরে কোন্ পক্ষ কিরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডিওকেসিয়াস্ ভিন্ন অন্য সমস্ত

ঐতিহাসিকগণই একবাক্যে বলেন যে, সীজার ক্লিওপেট্রাকে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তাঁহার দাবী প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, ক্লিওপেট্রার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডিওকেসিয়াস্ বলেন যে, ক্লিওপেট্রা নিজেই যত্নবতী হইয়া সীজারের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সীজার ডাকিয়া ক্লিওপেট্রাকে তাঁহার সমীপে লইয়া গিয়া থাকুন, অথবা ক্লিওপেট্রা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াই যাইয়া থাকুন,—সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকুক, অথবা পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে যাউক, পরিণামফল একই। তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই।

চতুরা ক্লিওপেট্রা, রণ-কঠোর বীরাগ্রণী সীজারের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা,—স্বভাবের রন্ধ্র বা সহজ-ভেদ্য স্থান কোথায়, কৌশলক্রমে অচিরেই তাহা বুঝিয়া লইলেন। তিনি প্রতিনিধি দ্বারা নিজের কথা ভাল করিয়া বুঝান যায় না, উকীল দ্বারা তাঁহার আপত্তিগুলি বিশদরূপে প্রদর্শিত হইতেছে না, এই হেতুবাদে, স্বয়ং সীজারের নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। এই অনুমতিলাভে তাঁহাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সীজার আহ্লাদ-সহকারে তাঁহার প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। সীজার অশেষ পৌরুষ-গুণের আধার ও তদানীন্তন পৃথিবীতে দিক্‌পালের ন্যায় অদ্বিতীয় পুরুষরূপে সম্মানিত হইলেও, তাঁহার বীর-হৃদয় রমণীরূপের একটু অনুচিত পক্ষপাতী ছিল। সুন্দরীর কুসুমাঙ্গুলিস্পর্শে তাঁহার

তপোভঙ্গ হইত। কিন্তু তাঁহার তপোভঙ্গে কন্দর্প ভস্মীভূত হইত না, বরং অবস্থা বিশেষে, ভস্মীভূত কন্দর্প সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত। ক্লিওপেট্রা যুবতী ও সুন্দরী, সীজার পূর্ব্বেই ইহা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত মনে মনে ঈষৎ একটু লালায়িত ছিলেন। ক্লিওপেট্রা সীজারের এই অরক্ষিত গুপ্তদ্বার দিয়াই তাঁহার দুর্গে প্রবেশ করিতে মনস্থ করিলেন; এবং অবশেষে মুহূর্ত্তেকে সীজারের মনোদুর্গ সর্ব্বতোভাবে আপনার করায়ত্ত করিয়া লইলেন। যথাসময়ে সাক্ষাৎকারের দিন ও সময় অবধারিত হইল!

ক্লিওপেট্রার বয়স বিংশতি বৎসর। ক্লিওপেট্রা এক্ষণে প্রস্ফুট যৌবন-সম্পদে পূর্ণ বিকশিত। তাঁহার লাবণ্য-ঢল-ঢল শরীরে যৌবনের ফুল-বন্যা বা বাসন্তি-সুষমা যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। রূপসী ক্লিওপেট্রা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সীজারের দরবারে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যে, বেশ-বিন্যাসে মনোনিবেশ করিলেন। বেশ-বিন্যাস-নিপুণা নেপথ্যাধিষ্ঠাত্রী পরিচারিকাগণ বেশ-বিন্যাসের বিচিত্র কৌশলে প্রকৃতই তাঁহাকে ভুবনমোহিনী সাজাইয়া তুলিল। অথচ, এই সাজসজ্জার মধ্যে এমনই একটু চতুর-চাতুরি ফলাইয়া লওয়া হইল যে, উহা সর্ব্বাংশে চতুরা ক্লিওপেট্রা নামেরই উপযোগী। তাঁহাকে দেখিলেই সীজারের মনে যেন দয়ার উদ্রেক হয়, তিনি যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, ক্লিওপেট্রা সিংহাসনারূঢ়া রাণী হইলেও, আশ্রয়হীনা কাঙ্গালিনী। সাজসজ্জায় এই বন্দোবস্ত পূর্ণমাত্রায় রহিল। তিনি কোন মূল্যবান্ বস্ত্র বা অলঙ্কার পরিধান করিলেন

না। স্বল্পমূল্যের সুদৃশ্য বসনে অঙ্গ আবরিয়া লইলেন। সরো-বরের পদ্ম ও বনের ফুল আভরণের স্থলবর্ত্তী হইল।

নয়ন-ভঙ্গিতে কিরূপে চপলা-চমক খেলাইলে, বজ্রের মন বিচলিত হয়; অধরে কি ভাবে হাসির জ্যোৎস্না মাখাইলে, যোগীর যোগভঙ্গ ঘটে; ক্লিওপেট্রা, আজি প্রসর মুকুর সাহায্যে, কুহক-কলার এই অনভ্রান্ত বিদ্যায় পূর্ণমাত্রায় দীক্ষিত ও অভ্যস্ত হইয়া লইলেন। স্বভাবতঃই তাঁহার কণ্ঠস্বরে অমৃত ক্ষরণ হইত। তাঁহার কথোপকথন-ভঙ্গি ও আলাপ-প্রণালীতে এমনই একটু বিচিত্র মাধুরী ও মোহকর মহিমা ছিল যে, মানুষ যতই কেন, পাষাণ-হৃদয় ও লৌহ-বিগ্রহ হউক না, বার্দ্ধক্যের ছায়াপাতে সে যতই কেন মলিন হইয়া পড়ুক না, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লিওপেট্রা তাহাকে বংশীমুগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় বশীভূত করিয়া ফেলিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার সেই স্বভাব-মধুর কণ্ঠস্বরের বিমোহিনী মূর্চ্ছনায়, আজ আরও একটু নূতন ভাবের যোজনা করিয়া, করুণা ও প্রীতির একটা নূতন সা-রে-গা-মা একটু ভাল করিয়া সাধিয়া লইলেন। নয়নপ্রান্তে, কোন্ সময়ে, কি ভাবে অশ্রুদ্গম হইলে, পাষাণের প্রাণ ভিজে, কোন্ সময়ে হাসির স্ফুরণ হইলে সাহারার বুকে ফুল ফুটে, এবং কোন্ সময়ে হাসি ও কান্নার একত্রে সমাবেশ ঘটিলে, বদ্ধ হ্রদও উথলিয়া উঠে, তিনি এই সমস্তই তাঁহার উর্ব্বর কল্পনাবলে, যথাযথরূপে ঠিক্ করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইলেন। এইরূপ বিবিধ কৌশলময় সম্মোহন-অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, সীজারকে মুগ্ধ করিয়া

তাঁহার আত্ম-অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতে, তাঁহাকে তত বেশী কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।

তিনি রাত্রিকালে গুপ্তভাবে সীজারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। গুপ্তভাবে কেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ, ভ্রাতার মন্ত্রী পথিনসের কোনরূপ চতুর-চালে পাছে তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হয়, এই জন্যই তিনি এই সাক্ষাৎকার-ব্যাপার এত গোপনে সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। পথিনসের লোকজন, তাঁহাকে পথে পাইয়া হত্যা করিলেও করিতে পারে এই আশঙ্কায়, তিনি কোনরূপ প্রকাশ্য যান-বাহনের আশ্রয় না লইয়া, বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা, একটা গালিচার পুঁটুলীর মত, বাহিত হইয়া সীজারের প্রাসাদে নীত হইলেন। গালিচার পুঁটুলী হইতে সহসা মূর্ত্তিমতী রূপময়ীর বিকাশে, না জানি, প্রাসাদে, তখন লোকের চক্ষে কেমন একটা বিচিত্র চমক লাগিল! ক্লিওপেট্রার বিশ্বাস ছিল যে, যে মুহূর্ত্তে তিনি সীজারের শরীররক্ষীদিগের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই নিরাপদ হইবেন। কিন্তু সীজারের প্রাসাদে পদার্পণ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আপদ বিপদের ত কথাই নাই, পরন্তু তিনি এক্ষণে শত সমাদরে সংবর্দ্ধিতা ও সর্ব্বপ্রকার আপদ বিপদের বহু উর্দ্ধে অবস্থিতা।

ক্লিওপেট্রার সহিত সীজারের সাক্ষাৎ হইল। সীজার সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সম্মানার্হ আসনে উপবেশন করাইলেন। প্রথম-সম্ভাষণসূচক দুই চারিটি কথার পর বৈষয়িক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। যখন সীজারের সমক্ষে রাজকীয় বিবাদের আলোচনা

হইতে লাগিল, তখন ক্লিওপেট্রা অতি ধীরে ও অতি সাবধানে, তাঁহার নীরব কুহক-মায়া বিস্তারে এবং তাঁহার সেই হসিত মুখচ্ছবির বিচ্ছুরিত কিরণে সীজারকে এমনই এক মোহিনী শক্তিতে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন,—তাঁহার মনপ্রাণের উপরে এমনই একটা আশাতিরিক্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন যে, তিনি প্রার্থিত বৈষয়িক ব্যাপারে জয়লাভ ত করিলেনই, ইহার উপরে আরও কিছু হইল। সিংহ চিরজীবনের তরে বাগুরাবদ্ধ হইয়া রহিল। সে প্রেম-বাগুরা বা মোহ-নাগ-পাশ হইতে সীজার অবশিষ্ট জীবনে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

সীজার, টলিমি অলিথসের উইল-অনুসারে বিবাদের নিষ্পত্তি করিলেন। সাইপ্রাসকে মিশরের শাসনাধীন রাখা হইল। কনিষ্ঠ রাজসহোদর ও কনিষ্ঠা ভগিনী আরসিনুকে সাইপ্রাস্ শাসনার্থ পাঠাইয়া দেওয়া স্থিরীকৃত হইয়া গেল। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা ও জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুগপৎ মিশর সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। সীজার, টলিমি অলিথসের নিকট তাঁহার ও তাঁহার পক্ষগণের যাহা প্রাপ্য রহিয়াছে, এই সময়ে, অন্ততঃ উহার কতক অংশ পরিশোধ করিয়া লইবার নিমিত্ত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করাইয়া লইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম সীজারিয় যুগ।

মিশরের সিংহাসন সম্বন্ধে সীজার যে ব্যবস্থা করিলেন, জনসাধারণের তাহাতে কোন অংশেই অপ্রীতির কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সীজার অলিথসের ঋণশোধের নিমিত্ত যে কঠোর প্রণালী অবলম্বন করিলেন, তাহার ফল বিষময় হইয়া উঠিল। সীজারের প্রাপ্য পরিশোধের জন্য, মিশররাজ কিশোরবয়স্ক টলিমিকে তাঁহার বক্ষস্থলস্থ রাজচিহ্নাঙ্কিত স্বর্ণপদকটি পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হইয়াছিল। এই ঘটনায়, খোজা পথিনসের পক্ষে, সীজারের বিরুদ্ধে লোকের মন উত্তেজিত করিবার বড়ই একটি সুন্দর সুযোগ হইল। ক্লিওপেট্রার ন্যায়, যুবক টলিমিও তখন সীজারের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। পথিনস্ স্বর্ণপদক বন্ধক দেওয়ার কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়া, সীজার অর্থলালসায় কিরূপ নিকৃষ্ট ও নীচ-প্রকৃতি, লোকের মনে এই ধারণা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করিল। রাজার বন্ধুবর্গও পথিনসের উক্তির সমর্থন করিলেন। পথিনস্ তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, মৈশরীয় সৈন্যদিগকে পেলুসিয়াম হইতে উঠাইয়া আনিয়া অবাধে আবার আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে সংস্থাপিত করিল। একিলাস্ এই সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন।

পেলুসিয়ামে, ক্লিওপেট্রার একদল সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ঐ সকল সৈন্য কোথায় গেল; উহাদিগের কি অবস্থা ঘটিল, তাহার কোনই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহাতে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ টলিমি-সৈন্যের সহিত ক্লিওপেট্রা-সৈন্যের পেলুসিয়ামে একটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতে ক্লিওপেট্রা-পক্ষেরই পরাজয় হইয়াছিল। ক্লিওপেট্রার সমস্ত সৈন্যই বেতনভুক্। সে বেতনেরও, বোধ হয় তাদৃশ সুবন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং অর্থমাত্র-প্রয়াসী, বিদেশী সেনা যে পরাজয়ের পরে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে, বিচিত্র নহে। অথবা বিজয়ীদলের পক্ষাবলম্বন করাও তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব কথা হইতে পারে না। ক্লিওপেট্রা যখন সীজারের সমীপে, সিংহাসনের উপর আপনার দাবী ও স্বত্বস্বামিত্বের কথা লইয়া বিচারপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তখন তিনি হয়ত, সেনাবলবিহীনা ও অর্থসম্বলে পরিক্ষীণা এবং সর্ব্বতোভাবেই বিপন্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। পেলুসিয়ামের এই ব্যাপারে পথিনসের বেশ্ একটু সাহসিকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ, পেলুসিয়ামের যুদ্ধের পর পথিনস্ আলেক্জেণ্ড্রিয়াতে ফিরিয়া আসিয়াছিল; এবং সে আলেক্জেণ্ড্রিয়ায় চলিয়া আসিবার পরে ক্লিওপেট্রা আলেক্-জেণ্ড্রিয়ায় আসিয়া সীজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

পথিনস্ কর্ত্তৃক আলেক্জেণ্ড্রিয়াতে সেনা আনীত হইবার পূর্ব্বে, সীজার রাজকীয় পর্ব্বোৎসবের ব্যপদেশে, তাঁহার বহু-সংখ্যক সৈন্য আলেক্জেণ্ড্রিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই

আশায় আগ্রহের সহিত সেই সৈন্যদিগের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য আসিল না। আসিল পথিনসের মৈশরীয় সেনা, তিনি পথিনসের এই চতুরতায় একটু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, মৈশরীয় সৈন্যদল, কি সংখ্যা, কি সমর-নৈপুণ্য কোনদিকেই অবহেলার বস্তু নহে। অতএব তিনি সাবধান হইলেন। বুঝিলেন নগর বহির্ভাগে এই সেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রকারেই জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং, তিনি সত্বরে সৈন্যদল সজ্জিত করিয়া রাজ-প্রাসাদ অধিকার করিয়া লইলেন। তাঁহার প্রবেশ-পথগুলি দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করা হইল। তিনি ইহার উপরে আরও এই করিলেন যে, একিলাস্ যাহাতে দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া অসময়ে হানা দিতে সমর্থ না হয়, তজ্জন্য সন্ধির প্রস্তাব সহকারে, রাজদূত পাঠাইয়া দিলেন।

সীজার যাহাদিগকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন, অলিথসের সময়ে, তাহারা একবার রোমেও রাজদূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিল। সকল দেশে, সকল সময়েই, রাজদূতের একটা বিশেষ সম্মান ও অধিকার আছে। হিন্দুর সমর-ধর্ম্মে রাজদূত সর্ব্বথা রক্ষণীয় ছিল। রাবণ যখন কোপভরে দূতরূপী হনুমানের প্রতি বধ-দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিভীষণ, দূতেরসম্পর্কে এরূপ ব্যবহার সর্ব্বথা বিধিবিরুদ্ধ, এই কথা বলিয়া, রাবণ হেন রক্ষো-রাজকেও তখন দূতহত্যারূপ পাতক হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। মিশরে এই সময়ে, বোধ হয়, দূত তেমন রক্ষণীয়রূপে পরিগণিত

ছিল না। পথিনস্ রাজদূতদ্বয়ের সাক্ষাৎকার মাত্রেই, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সৈন্যদলের প্রতি আদেশ করিল। সৈন্যদিগের আক্রমণে দূতদ্বয়ের একজন নিহত হইল, অন্যজন সঙ্গিগণকর্ত্তৃক মৃতবৎ বাহিত হইয়া নগরে প্রত্যানীত হইল। দূতের প্রতি এইরূপ দুর্ব্যবহার দেখিয়া সীজার বুঝিলেন যে, তাহারা প্রকাশ্যভাবেই যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে। তিনি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, যুবক টলিমির পক্ষাবলম্বন করিলেন। যুবক টলিমি তখন আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ তাঁহার দরবারেই উপস্থিত ছিলেন। রক্ষিগণ দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টিত রাখিয়া, যেন সেই দেশীয় রাজার স্বার্থে এবং তাঁহারই ক্ষমতায়, তিনি রণব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছেন, জনসাধারণকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

ঐতিহাসিক ডিও এই ঘটনার আরও একটু বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় এই অবস্থার কারণ, অন্যরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, বালক-রাজা সীজারের প্রাসাদে আগমন করিয়াই সীজার ও তাঁহার ভগিনী ক্লিওপেট্রাকে একত্র অবস্থিত দেখিয়া, অভিমানে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন; এবং ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া, "আমি প্রতারিত হইয়াছি। আমি বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক শত্রুহস্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।"—এই বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেই স্থান হইতে বেগে বাহির হইয়া আইসেন; এবং মস্তক হইতে মুকুট ছিঁড়িয়া লইয়া ক্রোধভরে মাটীতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। এই ঘটনায় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। সীজারের কর্ম্মঠ ও চতুর শরীররক্ষি-

গণ অমনি রাজাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং ধরিয়া লইয়া যায়। ইহাতে জনতা অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠে; এবং বেগে রাজ-প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই বিদ্রোহী জনতার গতিরোধ করা যাইতে পারে, সীজারের তখন, তেমন সৈন্যবল ছিল না। বিদ্রোহীদল ইচ্ছা করিলে, তখন অনায়াসেই রাজ-প্রাসাদ অধিকার এবং সীজারকেও অতর্কিত অবস্থায় অক্লেশে বন্দী করিতে পারিত। কিন্তু সীজার-নামের এমনই একটা অদ্বিতীয় প্রতাপ ও মহিমা ছিল যে, তাহারা সেরূপ কিছু করিতে যেন কোন প্রকারেই সাহস পাইল না। সীজারও সুযোগ পাইয়া ঘটনার গতি আর একদিকে ফিরাইয়া ফেলিবার জন্য সময়-অনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন।

যাঁহারা জনসাধারণের মন যোগাইয়া, জনসাধারণের মতের উপর নির্ভর করিয়া, উন্নতির সোপানে আরোহণ করেন; এবং অবশেষে সেই ঝটিকার উপরেই সওয়ার হইয়া সাম্রাজ্যের কর্ণধার-পদে অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন; জনসাধারণরূপ বিরাট বিগ্রহ কোন্ মন্ত্রের বশ, কোন্ ফুলের দ্বারা কিরূপে পূজা করিলে বা কিরূপ আহুতি দিলে এই দেবতার তুষ্টি বা পুষ্টি হয়, তাহা তাঁহাদের নিত্য-অধীত অভ্যস্ত বিদ্যা। এইরূপ অভিনয়-চাতুর্য্যে ও নট-নৈপুণ্যে তাঁহারা স্বভাবতঃই সিদ্ধহস্ত। সেই জন্য রাজ-প্রাসাদ সমীপে সমবেত ক্রুদ্ধ ও সশস্ত্র জনতার উদ্বেল ও উন্মত্ত কোলাহলে সীজা-রের নিঃশঙ্ক ও নির্ভীক নয়নে ক্ষণকালের তরেও পলক পড়িল না। তিনি রাজ-প্রাসাদের কোন নিরাপদ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া,

ক্ষিপ্ত জনতাকে সম্ভাষণ করিয়া, সময়-উচিত মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন; বলিলেন,—"তোমাদিগের সহিত আমার কোন বিবাদ নাই। তোমরা যাহা চাহিতেছ, আমারও তাহাই বিধান করিবার ইচ্ছা। তোমরা যাহা চাও, তোমাদিগের যাহাতে ভাল, আমি তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্তই মিশরে আগমন করিয়াছি।" এইরূপ প্রতিশ্রুতি দ্বারা তিনি তাঁহার অসাধারণ বাগ্‌বিন্যাস-পটুতায় মুহূর্ত্তেকে বিদ্রোহী-দিগকে প্রশমিত করিলেন। অবশেষে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে জনাকীর্ণ সভায় উপস্থিত হইয়া, তিনি সর্ব্বসমক্ষে, রাজা ও ক্লিওপেট্রার পরলোকগত পিতা টলিমি অলিথসের উইল পাঠ করিলেন। উইলের সর্ত্তানুসারে ক্লিওপেট্রা ও তদীয় ভ্রাতার সিংহাসনে তুল্য-অধিকার, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, মিশরের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে রাজা ও ক্লিওপেট্রা,—বালক-ভ্রাতা ও যুবতী-ভগিনী, পরস্পর দাম্পত্য-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, যুগপৎ রাজত্ব করুন; এই উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি, ইহাও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন যে, তাঁহারা সিংহাসনের অধিকারী হইলেও রোমান্‌গণ তাঁহাদিগের অভিভাবক থাকিবেন; এবং তিনি রোমান্ সাম্রাজ্যের ডিক্‌টেটার (Dictator) রূপে, উইলের সর্ত্তানুসারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ইহার পরে, লোকের চিত্তানুরঞ্জন-মানসে, তিনি কনিষ্ঠ রাজপুত্র ও রাজপুত্রী আর্‌সিনুকে সাইপ্রাসের কর্ত্তৃত্বপদ প্রদান করিলেন। সাইপ্রাস্ মিশরের হস্তচ্যুত হইয়া-ছিল, সীজার তাহা ফিরাইয়া দিয়া মিশর-সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। জনতা অতঃপর প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ

করিল। সীজারও একপ্রকার কৃতকার্য্য হইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

নগর উগ্রমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু বাহিরের সেনা-কোলাহল থামিল না। নগর-বহির্ভাগে একিলাসের বিংশতি সহস্র সৈন্য দণ্ডায়মান। ইহাদিগের এক অংশ গেবিনিয়ান জাতীয়। এই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অন্যভাগ সিরিয়া, সিলিসিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জল ও স্থলদস্যুদিগের দল হইতে সংগৃহীত। তৃতীয় অংশ ইটালীর কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত অপরাধী ও পলাতক ক্রীতদাসগণ কর্ত্তৃক গঠিত। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া অনেককাল হইতে এই শ্রেণীর লোকদিগের প্রধান আশ্রয়-স্থান হইয়াছিল! এখানে আসিলেই সৈন্যদলভুক্ত হইতে পারিবে, এই আশায় দলে দলে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইত। কোন ক্রীতদাসের প্রভু আসিয়া দাবী করিলে, সেই ক্রীতদাসকে তাহার সঙ্গীরা সম্মিলিত হইয়া রক্ষা করিত; এবং এইরূপে তাহারা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় সুখে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে পারিত। গেবেনিয়ানেরা রোমীয় শাসন-নীতির সেই সংযত জীবন ভুলিয়া গিয়া, আলেকজেণ্ড্রিয়ার যথেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অনেকে বিবাহাদি করিয়া আলেক্‌-জেণ্ড্রিয়ায় সপরিবারে বাস করিতেছিল। এই সৈন্যদলের মধ্যে মিশরের খাঁটি লোক ছিল কি না, ইতিহাসে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

একিলাসের সৈন্যদলভুক্ত এই সকল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত প্রকৃতির লোকেরাই, কোন রাজমন্ত্রী জনসাধারণের অপ্রীতিভাজন হইলে, তাঁহার সংহার-বাসনায় বল প্রকাশ করিতে উদ্যত হইত। ইহারাই জনসাধারণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত; বেতনের হার বাড়াইয়া লইবার নিমিত্ত, অনায়াসে রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া বসিত; এবং আলেক্জেণ্ড্রিয়ার পুরাতন মাসিডনীয় দুর্গসংস্থিত সৈনিকদিগের অনুকরণে, যাহাকে ইচ্ছা হইত, তাহাকেই নির্ব্বাসিত করিত ও ইচ্ছা হইলে পুনরায় সেই নির্ব্বাসন হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিত। ইহাদিগের মধ্যে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ইহারাই টলিমি অলিথস্‌কে রাজ-সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহারাই বাইবুলাসের দুই পুত্রকে হত্যা ও দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া অপরিসীম উপদ্রব ঘটাইয়াছিল। ইহাই এই ভীষণ সৈন্যদলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

একিলাস্ এই শ্রেণীর আসুর সৈন্যের সাহায্যে সীজারের নগরস্থ আবাস-প্রাসাদের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং এইরূপে অবরুদ্ধ স্থানগুলিকে বীর-বিক্রমে বিধ্বস্ত করিয়া, একেবারে উড়াইয়া দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই।

আলেক্জেণ্ড্রিয়ার নিকটবর্ত্তী পোতাধিষ্ঠানে সীজারের বায়াত্তরখানি রণপোত সমর-উপকরণে সুসজ্জিত ছিল। একিলাস্ এই রণপোতগুলিকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত অশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। সীজার দেখিলেন, রণপোত-

গুলিকে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার তেমন সৈন্যবল বা অস্ত্র-সম্পদ্ নাই। অথচ এগুলি আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াবাসীর করায়ত্ত হইলে, কি স্থলপথ, কি জলপথ, কোন দিক দিয়াই আর তাঁহার বহির্গমনের পথ থাকিবে না। তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ, তিনি সর্ব্বতোভাবেই পরাজিত ও বন্দীকৃত হইবেন।

সীজার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আর কি করিবেন; রণ-পোতগুলিতে আগুন লাগাইয়া দিয়া, নৌ-যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ সহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার অমোঘ আদেশে অচিরেই সাগরের জল জ্বলিয়া উঠিল। প্রলয়-অনল শত-জিহ্বা মেলিয়া বহু আয়াস ও অর্থব্যয়ে সংগৃহীত রণোপকরণসহ রণতরিগুলিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল! পোতাধিষ্ঠানের নিকটে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার পৃথ্বী-বিখ্যাত পুস্তকাগার ছিল। এই আগুনে মুহূর্ত্তেকে শতযুগের যত্ন-সঞ্চিত মিশরের জ্ঞানভাণ্ডারও ভস্মে পরিণত হইয়া গেল!

বিজয়াভিলাষী সীজার আপনার কার্য্যতৎপরতা ও জয়-পরাজয়ের দিকেই চক্ষু রাখিয়া চলিয়াছিলেন; সুতরাং এই অনিষ্টপাতের কথা ভাবিবার অবসর তাঁহার ছিল না। কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে এতদূর মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, তদ্দর্শনে অনেকেই মনে করিয়াছিল, না জানি কি, ঘোরতর বিপদই সংঘটিত হইয়াছে। এই অগ্নিদাহ হইতে যাহা কিছু রক্ষা করা যায়, তাহা যেন রক্ষিত হয়, তিনি যদি তাঁহার সৈন্যদিগের প্রতি এইরূপ আদেশ করিতেন, তাহা

হইলেও, কথাটা যে তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, এবং প্রতিকারকল্পে তিনি যে একটু চেষ্টা করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যাইতে পারিত। কোন ঐতিহাসিকই এই পুস্তকালয়-ধ্বংস সম্বন্ধে কোন কথা কহেন নাই। বাগ্মাকুল-চূড়ামণি সিসিরোও এ বিষয়ে কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি করেন নাই। সেনেকার একটি পংক্তিতে মাত্র এই দুর্ঘটনার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

রণপোত ভস্মীভূত হইল। কিন্তু সীজার ইহাতেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। প্রাসাদের চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ। অবরোধকারী সেনাদিগের সহিত প্রত্যহই খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র-যুদ্ধে ক্রমেই তাঁহার বহুতর সৈন্য হতাহত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি শত্রুর শক্তিবৃদ্ধির পথে কাঁটা দিবার উদ্দেশ্যে, রোমীয় রণতরির একটা বৃহৎ বহর স্বহস্তে আগুন লাগাইয়া নষ্ট করিলেন, তথাপি অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল না। সেনার অভাব। রসদ যোগাইবার উপায় নাই। বিপদ কম নহে। সীজার অন্যদিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল, রাজকীয় পোতাধিষ্ঠানটি আপনার আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন। ইহার সম্মুখভাগে কিয়দ্দূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। ঐ দ্বীপের উপরে, পরে একটি আলোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বীপটির পুরাতন নাম ফেরস্। উহাতে কতকগুলি দস্যু বাস করিত। ইহারা সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিত। ইহাদিগের মধ্যে অতীব পুরাতন একটা অসভ্য রীতি প্রচলিত ছিল। যে কোন পোত প্রতিকূল-বায়ু-তাড়নে, অথবা কোন প্রতিবন্ধক হেতু, পোতাধিষ্ঠানে পহুঁছিতে না পারিয়া, উক্ত

দ্বীপের নিকটস্থ পাহাড়ে নঙ্গর করিয়া থাকিত, সে পোতের আর অব্যাহতি ছিল না। এই দ্বীপবাসী অসভ্যগণ উহা আক্রমণ করিয়া সমস্ত লুটপাট করিয়া লইয়া যাইত। প্রাচীন টলিমিদিগের সময়ে, এই উপদ্রব ছিল কি না, সীজার তাহা ঠিক্ জানিতেন না। যাহা হউক, তিনি কৌশলক্রমে ঐ দ্বীপটিকে অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা দ্বারা সীজারের সৈন্য-সঞ্চয় এবং রসদ-সংগ্রহের পক্ষে এক অভিনব-পথ আবিষ্কৃত হইল।

সর্ব্বকনিষ্ঠা রাজকুমারী আরসিন্নু ক্লিওপেট্রার তুলনায় একটু হীনপ্রভা হইলেও, পরমাসুন্দরী ছিলেন। যৌবন-সমাগমে, তিনিও প্রস্ফুট নলিনীর ন্যায় শোভার আধার হইয়া উঠিলেন। আরসিন্নু এক্ষণে বয়স্থা। তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, সীজার ক্লিওপেট্রার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; এবং তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্লিওপেট্রার দু'চক্ষের বিষ। ক্লিওপেট্রার ভুবনমোহন রূপ ও মধুমাখা হাসির অভ্যন্তরে বিদ্বেষের কালকূট লুক্কায়িত ছিল। তিনি এতদিনে তাহা বুঝিতে পারিলেন। ইহাও স্থির বুঝিলেন যে, সীজারের সদয়দৃষ্টি পাছে, তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়, ক্লিওপেট্রা এই আশঙ্কায় ও সন্দেহে সর্ব্বদাই উৎকন্ঠিতা থাকেন। তিনি বলিয়া কথা কি, যে-ই ক্লিওপেট্রার আশা, আকাঙ্ক্ষা বা প্রেমের পথে পরিপন্থী বা প্রতিযোগী হইবে, সেই তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষভাজন। জগতে আর কোথাও আরসিন্নুর আশ্রয় অবলম্ব নাই, আরসিন্নু কাহার মুখের দিকে চাহিবেন? কে তাঁহাকে আদরে আবরিয়া রাখিবে? বালিকা বড়ই ভীতা ও

শঙ্কিতা হইয়া পড়িলেন। যদিও সীজার তাঁহাকে সাইপ্রাসের রাজ্ঞীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আর আশ্বস্ত-চিত্তে তাঁহাদের কবলে অবস্থিত থাকিতে সাহস পাইলেন না। অতএব তিনি তাঁহার বিশ্বাসভাজন ও প্রতিপালক খোজা চাকরের সাহায্যে গুপ্তভাবে প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া, বিদ্রোহী-দলের শরণাপন্ন হইলেন।

ক্লিওপেট্রার রূপে মধু, মুখে মধু, কিন্তু অন্তরে শীধুর ভাণ্ডে হলাহল! টলিমিকুলের এই গরল-গর্ভ 'মাকাল' ফলটিকে ক্রমে অনেকেই চিনিতে পারিয়াছিল। এক্ষণে আরসিনুও তাহা বুঝিতে পারিয়াই আপনার পথ আপনি দেখিয়া লইবার নিমিত্ত নাগিনীর করাল কবল হইতে বহির্গত হইলেন। আরসিনুর ভিতরে টলিমি-বংশের তেজ ও সেই প্রাণবল কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিহিত ছিল, তাঁহার এই সাহসিক কর্ম্ম দেখিয়া অনেকেই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিল। কথাটা এখন আর লুকাইবার জিনিষ নহে। এখন আর উহা সতর্ক জিহ্বার মৃদুরবে, অপরিস্ফুট ভাষায় উচ্চারিত হইয়া, লোকের কানে কানে বিচরণ করে না;—প্রকাশ্যস্থলে, স্পষ্টকণ্ঠে কথিত ও উচ্চারিত হয় যে, ক্লিওপেট্রা সীজারের উপপত্নী। ক্লিওপেট্রা সীজারের উপপত্নীরূপে দুর্গাভ্যন্তরেই রহিয়া গেলেন। দুটী রাজ-কুমারও সেইখানে রহিলেন। কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে সীজারের নজরবন্দী কয়েদী। পথিনস্‌ও, সীজার কর্ত্তৃক জনসাধারণী সমতিতে অলিথসের উইল পঠিত হইবার পর হইতেই, দুর্গাভ্যন্তরে ছিল। কিন্তু সে রাজপ্রাসাদ হইতে গুপ্তভাবে বিদ্রোহীদিগের নিকট চিঠি

পত্র লিখিত এবং ভিতরের অনেক গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দিত। অবশেষে এই চিঠি লেখা ব্যাপারে ধরা পড়িয়া পথিনস্ সীজার কর্ত্তৃক নিহত হইল।

সীজারের অবস্থা তখনও ঘোর বিপদাপন্ন। একিলাসের বিংশতি সহস্র সৈন্য। তাহার সহিত গেনিমিডগণ সম্মিলিত হইয়াছে। সীজারের হত্যাসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার উত্তেজিত জনতার একাংশ অন্যদিকে উলঙ্গ কৃপাণ করে ভীষণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শত্রুব্যূহের এই বিপুল বাহিনীর গতিরোধার্থ সীজারের সর্ব্বসাকল্যে দুই সহস্র সৈন্যও ছিল কি না, সন্দেহ। তথাপি তিনি সীজার বলিয়াই যেন তখনও কোন প্রকারে দুর্গরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

শত্রুপক্ষীয়গণ দুর্গাভ্যন্তরস্থিত পানীয় জল দূষিত করিবার অভিপ্রায়ে, কৌশলক্রমে সমুদ্রের লবণাক্ত জল উহাতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। প্রথমে কেহই ইহা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সীজারের সুচতুর সেনানায়কদিগের অনেকে পূর্ব্বেই এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন। যাহা হউক, দুর্গস্থ পানীয় এইরূপে লবণাক্ত হইলেও, বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটে নাই। অল্প খনন করিলেই ভূগর্ভ হইতে নির্ম্মল জল উত্থিত হইত। সীজারের সৈন্যগণ অসংখ্য কূপ খনন করিয়া, জলের অভাব দূর করিয়া লইয়াছিল।

আলেক্‌জেণ্ড্রীয়গণ ফেরস্ দ্বীপ পুনরায় অধিকার করিয়া লইল। ইহার পরে, তাহারা পশ্চিমদিকের পোতাধিষ্ঠান হইতে

সীজারের দগ্ধাবশিষ্ট রণপোত আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। তাহাদিগের উদ্দেশ্য যে, পোতাধিষ্ঠানের প্রবেশ-পথ অবরোধ করিয়া, তাহারা সীজারের রণতরিগুলিকে বহিঃসমুদ্রে রাখিয়া বিপন্ন করিবে। এই অভিসন্ধিতে তাহারা তাহাদিগের রণ-পোত সহ বহির্গত হইল; এবং প্রাণপণে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু সীজারের পোতাধ্যক্ষ ডমিটিরাসের গতিরোধ করা,—কিম্বা তাঁহাকে পোতাধিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে না দেওয়া, সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। সীজার তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহারা যখন সমুদ্রবক্ষে বিধ্বস্ত হইয়া উপকূলের আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন তাহাদিগের অনুসরণ করা সীজারের পক্ষেও আবার অসম্ভব হইয়া উঠিল। সীজার, ভাবী যুদ্ধে তাঁহার রণ-পোতের পক্ষে এইরূপ অসুবিধা যাহাতে আর না ঘটিতে পারে, তাহার উপায় বিধানার্থ পুনরায় আলোকস্তম্ভবিরাজিত ফেরস্ দ্বীপ অধিকৃত করিলেন।

এই সময়, সীজারের সাহায্যার্থ জল-পথে সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছিল। বহর ছাড়া কতকগুলি রণপোত যদিও প্রতারকের কৃত্রিম পতাকার আশ্বাস-চিহ্নে বঞ্চিত হইয়া, শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল, তথাপি জাহাজের প্রধান বহর ক্রমে অপ্রতিহতগতিতে মিশরের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। সীজারের অন্যতর নৌ-সেনাপতি প্রসিদ্ধ বীর ইউফ্রেনর, অবরুদ্ধ রণতরীর অবরোধ মোচনার্থ আপন রণতরী সহ শত্রুপক্ষের উপর ভীমবেগে আপতিত হইলেন। কিন্তু রণতরীর বহর, তাঁহার সাহায্যার্থ, যথাসময়ে উপস্থিত হইতে

পারিল না। সুতরাং তিনি তাঁহার রণ-পোতসহ শত্রু কর্ত্তৃক কবলিত ও নিহত হইলেন।

একদিকে সাগর-বক্ষে ও উপকূলে রণতরি লইয়া এইরূপ সংঘর্ষ চলিয়াছে, অন্যদিকে সীজারের পরিচিতনামা সুদক্ষ সেনা-নায়ক পারগেমামের মিথ্রেডেইটস্ প্রচুর সৈন্য সামন্ত লইয়া স্থল-পথে সীজারের সাহায্যের নিমিত্ত আগমন করিতেছেন; আলেক্-জেণ্ড্রিয়ায়, সীজারের সাহায্যার্থ এই প্রচুর সৈন্যাগমের সংবাদ আসিয়া পঁহুছিল। আলেক্জেণ্ড্রিয়া স্থিত সীজারের বিপক্ষ পক্ষ ইহাতে যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল, যদি এসময়ে যুবক রাজা টলিমি, তাহাদের নায়করূপে সৈন্য চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, সেনাদল ও জনসাধারণের উৎসাহ ও বল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইত। তাহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া, সীজারের অবরোধ হইতে টলিমিকে বাহির করিয়া আনিবার নিমিত্ত, এক নূতন ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবন করিল। তাহারা বালক টলিমি সমীপে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিল যে, তাহারা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সন্ধির জন্যই লালায়িত। টলিমি যদি সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অবধারণার্থ স্বয়ং তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহা হইলে, তাহারা সেই মুহূর্ত্তেই সকল আপত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পদানত হইবে।

চতুর সীজার এই কথা শ্রবণ মাত্রই তাহাদিগের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া লইলেন। বালক-রাজা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া বিপক্ষ দলের

নায়ক হইলে যে, তিনি একান্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন এধারণা তাহার মনের ত্রিসীমায়ও স্থান পাইল না। তিনি তাহাদের প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি জানিতেন, বালক রাজা অজ্ঞ ও অক্ষম। এমন অনভিজ্ঞ ও শিশুর ভয়ে, অমন সিংহের একটা কেশরও কম্পিত হইতে পারে না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আত্মরক্ষণের উপায় ও ভবিষ্যৎ শান্তি দূরবর্ত্তী নহে। ইহাও বুঝিলেন যে, বিদ্রোহীদিগের এই বিশ্বাসঘাতকতায়, তাঁহার ও তাঁহার প্রণয়িনী ক্লিওপেট্রার পথ বরং একটু সুগম এবং তাঁহাদের পক্ষের কথা জনসাধারণের চক্ষেও অধিকতর সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইবে এবং পক্ষান্তরে, বালক টলিমি ও তাঁহার পক্ষভুক্ত বিদ্রোহীদিগের আপত্তি সাধারণের বিচারে একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। অতএব তিনি টলিমিকে অবাধে প্রাসাদের বাহিরে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

টলিমি বিদ্রোহীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই তাহারা জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিল; এবং তাঁহাকে সর্ব্বাধ্যক্ষ ও নায়করূপে বরণ করিয়া, সীজারের বিরুদ্ধে রণযাত্রার বিরাট আয়োজন করিতে লাগিল। টলিমি তরুণ-বয়স্ক বালক। তিনি সৈন্যদলের এই উল্লাসে ভুলিয়া গেলেন। রোম প্রজাতন্ত্র কি পদার্থ, রোমীয় প্রজাতন্ত্রের ডিক্‌টেটার বা অধ্যক্ষের অর্থ কি, এবং একমাত্র সীজারের শক্তি ও ওজন যে পঙ্গপাল সদৃশ মিশরীয় সেনার একটা বিপুল ব্যূহ অপেক্ষাও অনেক বেশী, বালকের সে অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভবপর নহে। মন্ত্রীদিগের মধ্যেও

বোধ হয়, তেমন পরিপক্ক লোক কেহই ছিলেন না। সুতরাং টলিমি এই তরঙ্গে আত্মহারা হইয়া ভাসিয়া চলিলেন। আরসিন্যু কিছু পূর্ব্বেই বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সন্ধির সমস্ত প্রস্তাব অমনি ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, তাহারা বীরদর্পে রণভেরী বাজাইয়া আপতিতপ্রায় বিপদ,—অর্থাৎ 'ব' দ্বীপের অভিমুখে ধাবমান সেনাপতি মিথ্রেডেইট্‌সের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইল।

এদিকে মিথ্রেডেইট্‌স্ পেলুসিয়াম বিধ্বস্ত করিয়া মেম্ফিসের পথে 'ব' দ্বীপের অভিমুখে ঝটিকার বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে আরও একটা যুদ্ধ হইল, তাহাতেও মিথ্রেডেইট্‌স্ জয়লাভ করিয়া পশ্চিমদিক্ দিয়া নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সীজার যাহাতে সসৈন্যে আসিয়া মিথ্রেডেইট্‌সের সহিত মিলিত হইতে না পারেন, তজ্জন্য বিদ্রোহিদল বিবিধ উপায় অবলম্বন করিল। সীজারও, গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পাইয়াই হউক, অথবা বীরব্রত সেনানায়কের উপযোগী স্বাভাবিক বুদ্ধি-কৌশলেই হউক, মিথ্রেডেইট্‌সের গতিবিধি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌশলে অবরোধকারীদিগের চক্ষে ধূলি দিবার অভিসন্ধিতে, লিবিয়ার দিকে মেরিয়া হ্রদের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল সংস্থাপন করিয়া, তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিবার নিমিত্ত প্রস্থিত হইলেন। এদিকে মিথ্রেডেইট্‌সের গতিরোধের উদ্দেশ্যে বালক-টলিমিরাজ

দলবলের সহিত জল-পথে যাত্রা করিলেন। এই পথটি যদিও হ্রস্ব ও সহজগম্য এবং সীজারের অবলম্বিত স্থল-বর্ত্ম যদিও দুর্গম ও দীর্ঘতর, তথাপি সীজার তাঁহার সুশিক্ষিত সেনার শ্রম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও ক্ষিপ্রকারিতাগুণে বালক-রাজার সৈন্যদলকে পশ্চাতে ফেলিয়া, অনেক দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। আলেক্-জেণ্ড্রিয়ায় দুর্গ ধ্বংস করণার্থ বিদ্রোহিদল যে সকল আয়োজন উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহার সমস্ত কার্য্য এখন স্থগিত রাখা হইল। মিথ্রেডেইট্‌সের গতিরোধার্থ সমস্ত মৈশরীয় সৈন্য বালক-রাজার নেতৃত্বে "ব" দ্বীপের কোন একস্থানে যাইয়া কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিল।

মিথ্রেডেইট্‌স্ সসৈন্যে আসিয়া যেমন মৈশরীয় সৈন্যদলের সম্মুখে পহুঁছিলেন, অমনই তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। এই সময়, ইরম্মদগতিতে, অন্যদিক হইতে, সীজারের সৈন্যদল আসিয়া মিথ্রেডেইট্‌সের সহিত সম্মিলিত হইল। ইহাতে বিদ্রোহী আলেক্‌জেণ্ড্রীয় সৈন্যদলের সম্পূর্ণরূপে গতিরোধ হইয়া গেল। তাহারা সীজারকে এই অবস্থায় আক্রমণ করিবে কি না, এই কথা লইয়া যখন ইতস্ততঃ করিতেছিলে, তখন সীজারই তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই সমবেত সৈন্যের সম্মুখে মৈশরীয় সৈন্যদল ক্ষণমাত্রও দাঁড়াইতে সমর্থ হইল না। সীজার তাহাদিগকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃ নদীর দিকে হটাইয়া লইয়া গিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে বাধ্য করিলেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। টলিমিরাজও এই

পলাতকদিগের সঙ্গেই নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার সঙ্গীয় অনেকে উঠিল, কিন্তু তিনি আর উঠিলেন না। বিধি-বিড়ম্বিত টলিমি-রাজ নদীগর্ভে চিরতরে অন্তর্হিত হইলেন!

সীজার জয়লাভের পর তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিলেন না। অমনি স্থলপথে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার অভিমুখে ধাবিত হইয়া, আলেক্‌-জেণ্ড্রিয়ার অবরোধকারীদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারাও পরাজিত হইল। সীজার আপনার অবরুদ্ধ সৈন্যদিগকে অবরোধ হইতে মুক্ত করিয়া লইলেন। ক্ষিপ্ত জনতা এক্ষণে বিক্ষিপ্ত ও বিপন্ন। জয়লাভের আর কোন প্রত্যাশা নাই। তাহারা নিতান্ত হতাশ হইয়া সীজারের নিকট করুণস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সীজারও তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও মহত্ত্বগুণে, প্রতিহিংসার কোন ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। কুমারী আর্‌সিনু ফিরিয়া আবার তাঁহার হস্তে বন্দিনী হইলেন।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইল। সীজার, মৈশরীয় প্রথা অনুসারে, কনিষ্ঠ টলিমির সহিত ক্লিওপেট্রার পরিণয়-প্রস্তাব করিয়া ক্লিওপেট্রা ও কনিষ্ঠ টলিমিকে মিশর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে, কনিষ্ঠ টলিমি, ক্লিওপে-ট্রার নাম-মাত্র স্বামী হইয়া, ক্লিওপেট্রার করধৃত পুত্তলের ন্যায় সিংহাসনের অংশভাগী হইয়া রহিলেন মাত্র। সীজার অতঃপর আর মিশরে অবস্থান নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া, রোমে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যাইবার সময়, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে

শান্তিরক্ষার্থ বিশেষ পরিপক্ক ও শক্তিশালী একদল সেনা রাখিয়া গেলেন। রোফিনাস্ নামক তাঁহার একজন প্রিয়পাত্রের পুত্রকে এই সেনাদলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হইল। বন্দিনী কুমারী আর্সিনু তাঁহার সঙ্গে রোমে নীত হইলেন। সাইপ্রাস ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব চিরতরে মুলতুবি রহিল। টলিমিকূলে আর কোন রাজকুমার কিংবা রাজকুমারী নাই। কে উহা শাসন করিবে?

সূর্য্য অস্তগমন করিলে যেমন অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করে, সীজার রোমে প্রস্থান করিলে পর, মিশরও তেমন, কিছুদিনের জন্য অন্ধকারে ডুবিয়া রহিল। এই সময়ে মিশরে কি হইল, ঐতিহাসিকেরা তাহা বলেন নাই। সম্ভবতঃ এই সময়ে, মিশরে, উল্লেখ-যোগ্য বিশেষ ঘটনা কিছুই ঘটে নাই। কিন্তু সীজার-কৃত ব্যবস্থা মিশরবাসিগণ ও আলেক্জেণ্ড্রিয়ার লোকেরা কি ভাবে গ্রহণ করিল, তৎসম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণ নীরব।

খৃঃ পূঃ ৪৬ অব্দে সীজার মিশর হইতে রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। রোমে মহা-আড়ম্বরের সহিত বিজয়ী সীজারের সংবর্দ্ধনা হইল। তিনি ক্রমান্বয়ে চারিটা প্রলয় সমরকাণ্ডে জয়-লাভ করিয়াছেন। জয়োল্লাসে সমগ্র দেশ প্রতিধ্বনিত। তিনি জনসাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য, রোমীয় প্রজাতন্ত্রের চারিটি বৈদেশিক শত্রুর প্রতিনিধিকে, তাঁহারই আপনার ব্যক্তিগত মর্ম্মান্তিক শত্রুবৎ, বিশেষ কঠোরতার সহিত, মিছিলের সমারোহে রোমের-রাজ-পথে প্রদর্শিত করাইলেন। এই শত্রুরই একজন মিশরের বালিকা রাজকুমারী দুর্ভাগিনী আর্সিনু।

যখন প্রহরীরা বালিকা রাজনন্দিনী আর্‌সিনুকে তাঁহার কিশলয়সদৃশ কোমল ও কচি হাত দুখানিকে লৌহ নিগড়ে দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া, রোমের রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, তখন বিজয়োৎসবের সেই তাণ্ডব-উল্লাসও যেন, ক্ষণকালের তরে, স্তম্ভিত ও বিষাদ-ছায়ায় একটু ম্লান হইয়া পড়িল। বালিকার সেই কাঁচা বয়স, প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায় মধুর-মূর্ত্তি, বালিকা-সুলভ নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল মুখচ্ছবি, তেজঃ-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু, নিটোল কপোলে আহত অভিমানের রক্তিম রাগ এবং শৃঙ্খলিত সিংহ-শিশুর ন্যায়, তাঁহার তখনকার সেই ক্রুদ্ধ গ্রীবা-ভঙ্গি, যে দেখিল, সে-ই বিস্মিত হইল, তাহারই চক্ষে জল ঝরিল, সে-ই মনের আবেগে বীরকেশরী সীজারকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না।

ধরিতে গেলে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধিক্কারের পাত্র সীজার তত নহেন,—যত আর্‌সিনুর ভগিনীরূপিণী সর্ব্বনাশিনী কাল-নাগিনী ক্লিওপেট্রা। পিতৃমাতৃহীনা রাজতনয়া আর্‌সিনুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্লিওপেট্রাই তখন জগতের স্থূলগণনায় তাঁহার মাতৃ-স্থানীয়া। কিন্তু সেই ক্লিওপেট্রা আধিপত্য-বিস্তার ও রাজ্য-কামনার দুর্দ্দম পিপাসায় নরকের কীট ও পিশাচ হইতেও অধম এবং ক্ষমতার অংশভাগী ভ্রাতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভগিনী সম্বন্ধে বিকার বিদ্বেষপূর্ণ সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপিণী। ক্লিওপেট্রা তদীয়া কনিষ্ঠা ভগিনী আর্‌সিনুকে বন্দিনীবেশে রোমের রাজপথে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে টানিয়া লওয়ার প্রতিকূলে একটি কথা বলিলেও,

বোধ হয়, সীজার তাদৃক্ অনুষ্ঠান হইতে দিতেন না। ক্লিও-পেট্রার পক্ষে সে অনুরোধ করা দূরের কথা,—বিজ্ঞ ঐতিহাসিক-দিগের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস যে, ক্লিওপেট্রার ইঙ্গিতেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। ক্লিওপেট্রার নির্ম্মম প্ররোচনা ব্যতিরেকে ঈদৃশ মর্ম্মান্তিক দৃশ্য কখনই প্রকটিত হইত না। সীজার ক্লিওপেট্রার উত্তেজনায় বাধ্য হইয়াই, এই কার্য্যে সম্মতি দিয়া কলঙ্কিত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু হায়, ইহাতেও কি ক্লিওপেট্রার ভগিনী-বিদ্বেষ মন্দীভূত হইয়াছিল!

সীজারের মিশর পরিত্যাগের কয়েক মাস পরেই, ক্লিওপেট্রার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। ক্লিওপেট্রা নবজাত শিশুকে নির্ব্বি-বাদে ডিক্টেটার অর্থাৎ সীজারের ঔরসজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহার শিশু ভ্রাতা বা স্বামী ইহাতে কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না, অন্য কোন দিক্ হইতেও ইহার কোনও প্রতিবাদ হইল না। মিশরবাসী এই পুত্রকে 'সীজারিয়ণ্' নামে অভিহিত করিল। ক্লিওপেট্রা পুত্রের রাজকীয় স্বত্ব ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কখনও যত্নের ক্রুটি করেন নাই। পুত্র রাজকীয় কাগজপত্রে টলিমি ও সীজার এই দুই নামেই চিহ্নিত হইলেন।

যে দেশে ব্যভিচারে লজ্জা নাই; যে দেশে মাতা মুক্তকণ্ঠে আপনার সন্তানকে উপপতি হইতে উৎপন্ন জারজ বলিয়া সগৌরবে নির্দ্দেশ করিয়া, উপপতির নামে উহার নামকরণ করিতে সাহস পায়; এবং সন্তানকে উপপতির স্বত্বে স্বত্ববান

করিবার নিমিত্ত প্রকাশ্যভাবে চেষ্টা করিতে পারে; পতি একটি বাক্যব্যয় না করিয়া নীরবে বসিয়া ইহা দেখিতে থাকে; যেখানে পতি ও উপপতি তুল্য; যে দেশে পতি আছে, দাম্পত্য-ধর্ম্ম নাই; উপপতি আছে, প্রেম নাই; ইন্দ্রিয়-সংযম ও নৈতিক জীবন যেখানে উপহাসের সামগ্রী; সে দেশে প্রণয় অলীক প্রলাপ—বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র। মিশর এই সময়ে নৈতিক হিসাবে, পশুভাবাপন্ন পিশাচ-প্রকৃতি লুব্ধ মানুষের ভারে অধঃপাতের চরম স্তরে অবনমিত হইয়াছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শিশুপতির সহিত এই পুত্র-জনন-ব্যাপারে কোনরূপ সংশ্রব থাকা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। ক্লিওপেট্রার অন্য কোন প্রণয়ী ছিল, এমন কথাও কেহ অবগত ছিলেন না। সীজার যখন মিশরে আগমন করেন, তখন ক্লিওপেট্রা বিংশতিবর্ষীয়া পূর্ণা যুবতী। রূপলাবণ্যময়ী সুখ-লালসাতুরা ক্লিওপেট্রা, এই বয়স পর্য্যন্ত মিশরের ন্যায় দেশে অবস্থিত রহিয়াও, অনাঘ্রাত পূজা-পুষ্পের ন্যায়, যৌবন-সুলভ স্বাভাবিক সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত ছিলেন; এমন অসম্ভব কথায় কেহই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহা হউক, তাহার পুত্রটিকে সকলে তখন সীজারের পুত্র বলিয়াই মানিয়া লইল।

সীজার চলিয়া আসিলে, ক্লিওপেট্রা অন্তরে একটু ভীত হইলেন। সীজার তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে, তাঁহার কুহক-মন্ত্র বা মোহন-ইন্দ্রজালের বহির্ভাগে দূরে অবস্থান করেন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল। অতএব তিনি দীর্ঘকাল

সীজারকে রোমে রাখিয়া মিশরে নিশ্চিন্ত রহিতে পারিলেন না। সীজারের সেই ভয়াবহ ও শোচনীয় হত্যার কিছুকাল পূর্ব্বে ক্লিওপেট্রা রোমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার শিশু ভ্রাতা বা পতি টলিমি-রাজকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। টাইবার নদীর অপর পারস্থিত অদূরবর্ত্তী সীজার-প্রাসাদে তাঁহারা সাদরে পরিগৃহীত ও অবস্থাপিত হইলেন। এই প্রসঙ্গে গোঁড়া রোমানদিগের মধ্যে একটু নিন্দাবাদও প্রচারিত হইয়াছিল—সীজারের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

রোমের তদানীন্তন অদ্বিতীয় রাজনৈতিক পণ্ডিত প্রখ্যাতনামা সিসিরো একদিন ক্লিওপেট্রার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সিসিরো বলিয়াছেন, এই সাক্ষাৎকারের সহিত রাজনৈতিক কোন ব্যাপারের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। ক্লিওপেট্রা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া হইতে কয়েক খানি দুর্ল্লভ গ্রন্থ আনাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি এমোনিয়াস্ উক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষণে অসমর্থ হন। এই উপলক্ষেই সিসিরোর সহিত ক্লিওপেট্রার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সিসিরো ক্লিওপেট্রার তেমন অসামান্য রূপলাবণ্য ছিল, কোন প্রসঙ্গে এমন কথা কখনও প্রকাশ করেন নাই। ক্লিওপেট্রা বড় উদ্ধত প্রকৃতির রমণী, সিসিরো তাঁহার সম্পর্কে মাত্র ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। রোমীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্লিওপেট্রার কোন হাত বা ক্ষমতা ছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সিসিরো এতৎসম্বন্ধে মনে মনে সন্দিহান ছিলেন।

ক্লিওপেট্রা আফ্রিকার সেই যথেচ্ছ-বিহারিণী অনীতির উন্মুক্ত গতি অপেক্ষা নীতির গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রোমের সঙ্কীর্ণ জীবন ভাল বাসিতেন, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। অনেকে বলেন যে, তিনি সীজারকে তদীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি তাঁহাকে তাঁহার রাজধানী ইলিয়াম্ বা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে উঠাইয়া আনিবার নিমিত্ত বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। ক্লিওপেট্রা সীজারকে পার্থিয়ান্‌দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করিতে বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সমস্ত অনুরোধ, উপরোধ, ও উত্তেজনার মূলমন্ত্র তাঁহার কোনও মনোভীষ্ট সিদ্ধি বা অভিলষিত স্বার্থ উদ্ধার ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সিরিয়া সীজারের করায়ত্ত হইলে, উহা পরিণামে তাঁহারই শিশু-পুত্রের সম্পত্তি হইবে। ক্লিওপেট্রা যে অত কষ্টস্বীকার করিয়া স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী ভ্রমরীর পাখায় স্বেচ্ছাক্রমে আঠা মাখাইয়া, সীজারের মুখ চাহিয়া রোমে আবদ্ধ ছিলেন, ইহার মূল প্রবর্ত্তক, প্রেম নহে, সীজারের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বা সীজারের অদর্শন ও বিরহ জনিত দুঃখও নহে। ইহার মূল কারণ, প্রভাব প্রতিপত্তি ও আত্ম-সম্পদ-বৃদ্ধির দুঃসহ দুরাকাঙ্ক্ষা।

ক্লিওপেট্রা রোমে আগমন ও অবস্থান সম্বন্ধে মেরেভিল্ লিখিয়াছেন :—ক্লিওপেট্রার, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা পতি বালক-টলিমির সহিত রোমে আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার সাম্রাজ্য ও

রোম-প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটা স্থায়ি সন্ধি সংস্থাপন। টাইবারের পর পারে সীজার-পল্লীতে মিশর-রাজ অবস্থান করিতে লাগিলেন। মিশরের লোক সাধারণতঃ রোমীয়দিগের বন্ধুরূপেই পরিগৃহীত হইল। মিশরীয় রীতির অনুসরণে সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী ও প্রেম-দেবতার মন্দিরে বহু মনোমোহিনী রমণী-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ক্লিওপেট্রার সহিত সীজারের গুপ্তসম্বন্ধের কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ্যভাবে আলোচিত ও স্বীকৃত হইল। সীজার মৈশরীয় রাণী ক্লিওপেট্রার ঐরূপ নিকৃষ্ট ভোগ-লালসা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির দুর্দ্দমনীয়া লালসায় অন্ধভাবে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করাতে, তদীয় পরিণীতা পত্নী খণ্ডিতা ক্যাল্‌পার্‌নিয়াকে উপর্য্যুপরি এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে এতদূর মর্ম্মাহত হইতে হইয়াছিল যে, পরিশেষে ক্যাল্‌পারনিয়া স্বামীকৃত উপেক্ষার অবমাননায় কিছু মাত্র কষ্ট বোধ করিতেন না,—তাঁহার হৃদয় এই শ্রেণীর কষ্টবোধের অতীত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্লিওপেট্রাও সাহস পাইয়া আপন মুখে সকলের সম্মুখে পুত্র সীজারিয়ণ্‌কে তাঁহার রোমান প্রণয়ী সীজারের ঔরস-পুত্র বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ জ্ঞান করিতেন না। রাজসভার একজন সভাসদ সন্তানসন্ততির জন্য বহু বিবাহ দূষণীয় নহে, এই মর্ম্মে সীজারের অনুমোদন ক্রমে, একটা অভিনব আইনের পাণ্ডুলিপি অনায়াসে উত্থাপন করিতে পারেন, বলিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বলা-বলি যেরূপই হউক না কেন, কার্য্যতঃ এরূপ কোন নিন্দনীয় অনুষ্ঠান হয় নাই।

ক্লিওপেট্রার রোমে অবস্থান কাহারও পক্ষে সুখ-প্রীতিকর হয় নাই। ক্লিওপেট্রা রোমের নীতিবান্ ভদ্রলোক ও বিজ্ঞদিগের সমাজে সর্ব্বত্রই চরিত্রহীন লম্পট জাতির প্রতিনিধি রূপে উপহসিত ও ঘৃণার চক্ষে পরিলক্ষিত হইতেন। সীজারকে তিনি একেবারে তাঁহার হাতের পুতুল করিয়া রাখেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিসন্ধি ছিল। তিনি সীজারকে এই উদ্দেশ্যে পরিহাস ও বিদ্রূপের কেন্দ্র রোম হইতে সরাইয়া, মিশরে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি রোমনগরের উপকণ্ঠে একবার একটি দরবারের অনুষ্ঠান করেন। এই দরবারে শুধু ডিক্‌টেটার সীজারের পক্ষাবলম্বিগণই উপস্থিত থাকিবেন,—দরবার শুধু সীজারিয়ান্‌দিগকে লইয়াই করা হইবে, এই কথা ছিল। অথচ কার্য্যকালে তাহা হইল না। ক্লিওপেট্রার হাস্যবিলসিত মুখমাধুরী দেখিয়া লইবার নিমিত্ত, সীজারের শত্রুপক্ষীয় বহু লোক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, গুপ্তভাবে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ক্রমে রোমের সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন, সেই ঘোরতর বিপ্লব, সীজারের সেই রোমহর্ষণ নিষ্ঠুর হত্যার সময় উপস্থিত হইল। ক্লিওপেট্রা এক দিন সীজারের হত্যার সংবাদ পাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভীত, ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত সীজারপল্লীর হাহাকার ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। স্বার্থপরায়ণা মায়াবিনী এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু দ্বারাও তাঁহার রোমান-প্রণয়ীর অন্তিম

তর্পণ করিয়াছিলেন কি না, কেহই তাহা অবগত নহেন। কিন্তু সীজারের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন তিনি রোমে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যে, সীজারিয়ান্ অর্থাৎ সীজারের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহার শিশুপুত্রকে সীজার-সন্তানরূপে সাদরে পরিগ্রহ করিবে। তিনি এই উদ্দেশ্যে বহু চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা ফলবতী হইল না। জারজ বলিয়া, তাঁহার পুত্রের পানে কোন রোমান ভদ্রলোক ফিরিয়াও চাহিলেন না। তখন তিনি গোপনে কোন জাহাজের যোগে মিশরে পলায়ন করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, সিসিরোর ন্যায় সাবধান ব্যক্তিও আপদ্ গিয়াছে ভাবিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ক্লিওপেট্রা পুনরন্তর্ব্বর্ত্তী এইরূপ একটা জনরব উঠিয়াছিল। কিন্তু এ জনরব সর্ব্বৈব মিথ্যা।

সিসিরো ক্লিওপেট্রার পলায়ন প্রসঙ্গে বালক টলিমির কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহার পরেও আর তাঁহার কোন কথা শুনা যায় নাই। ইহাতে বোধ হয়, ঐ যুবক রাজা তখন জীবিত ছিলেন না। ক্লিওপেট্রার রোম পরিত্যাগের পূর্ব্বে, রোমেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

পতি ও ভ্রাতা যুবক টলিমির বয়স যত বাড়িতে লাগিল, ততই তিনি ক্লিওপেট্রার অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি এতদিন সম্পর্কে ভ্রাতা ও পতিমাত্র ছিলেন। বালক্-পতি অভিভাবিকা-রূপিণী পত্নীর ইঙ্গিতে শিশুর ন্যায় পরিচালিত হইতেন। তিনি কোন অংশেও ক্লিওপেট্রার যথেচ্ছ-গতি বা

সুখের পথে কোনরূপ অন্তরায় ছিলেন না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এখন তিনি তাঁহার পথের কাঁটা ও চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া মিশরে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, ক্লিওপেট্রা বিষ প্রয়োগে সেই পথের কাঁটা দূর করিয়া ফেলিয়াছিলেন! ইহাই সর্ব্বসাধারণের দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস। তিনি রাজত্বের প্রথম চারি বৎসর কাল, দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠের সহিত তৎপর চারি বৎসর কাল কনিষ্ঠের সহিত একত্র রাজ্য শাসন করিয়া সীজারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে সর্ব্বময়ী রাজ্যেশ্বরী রূপে মিশরে প্রত্যাগত হইলেন।

সীজারের হত্যার পরে, রোমে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন দলের দলপতিগণের মধ্যে ক্ষমতালাভের নিমিত্ত ঘোরতর সংঘর্ষ চলিল। তাঁহাদের কেহ কেহ এসিয়া-মাইনর ও দ্বীপসমূহের উপর অসহ্য উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। ক্লিওপেট্রা মিশরে বসিয়া, দূরদর্শিনী তীব্র দৃষ্টিতে রাষ্ট্র-বিপ্লবের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দলপতি রোম-প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিরূপে, রণতরী ও অর্থসাহায্য প্রেরণের নিমিত্ত ক্লিওপেট্রার প্রতি পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিতে-ছিলেন। যাঁহারা এসিয়া-মাইনর ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলির উপর আপতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মিশরের রাণী উপযুক্ত সাহায্য প্রেরণ না করিলে, মিশর রাজ্য লুণ্ঠন বা অবরোধ করিয়া লইবার ভয়ও প্রদর্শন করিলেন। এই সকল বিপদ হইতে মিশরকে রক্ষা করিতে যাইয়া ক্লিওপেট্রাকে, এই সময়ে,

অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও অপরিসীম প্রতিভার পরিচয় দিতে হইয়াছিল।

থিবিস্ অন্নাভাবে বিপন্ন। কিছুতেই আর নগরবাসীর প্রাণ রক্ষার আশা নাই। এই দুর্ব্বিপাকে কেলিমেকাস্ নামক এক ব্যক্তি জনসাধারণের মঙ্গলার্থ আপনার গুরুতর স্বার্থত্যাগ দ্বারা নগর রক্ষা করিলেন। কেলিমেকাস্ থিবিসের একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী। তাঁহার স্বার্থত্যাগ ও স্বাধীনচিত্ততার প্রসঙ্গে উপ-রোক্ত দুর্ভিক্ষের কথা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। কেলিমেকাস্ কৃত অন্নদানের এই মহাযজ্ঞ ক্লিওপেট্রা ও টলিমি সীজারের রাজত্ব-সময়ে ঘটিয়াছিল। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এইরূপ সর্ব্বনাশকর বিপত্তির সময়ে, প্রজাপুঞ্জ রাজা বা রাণীর পানে না তাকাইয়া, স্থানীয় কর্ম্মচারীরই অধিকতর মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিত।

দুর্ভিক্ষের সময়ে রাজার পক্ষ হইতে অন্নক্লিষ্ট প্রজাদিগের মধ্যে শস্য-বিতরণ করা হইয়াছিল। ক্লিওপেট্রা আলেক্জেণ্ড্রিয়া-বাসী ইহুদিদিগকে শস্য দান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই হেতু জোজিফাস্ নামক জনৈক ইহুদি তাঁহাকে যার-পর-নাই তিরস্কার করেন। যে দুর্ভিক্ষের কথা বলা হইল, সম্ভবতঃ ইহা খৃঃ পূঃ ৪৩—৪২ অব্দের দুর্ভিক্ষ।

কেসিয়াস্ রোমীয় রাষ্ট্রবিপ্লবে ব্রুটাসের দলভুক্ত জনৈক নায়ক। কেসিয়াস্, এই সময়ে, মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার নিকটে, রণব্যাপারে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। রোমে ঘোরতর আত্মকলহ ও দলাদলি। কোন্ পক্ষ,—কাহার দল

সর্ব্বশেষে জয়ী হইবে, কোন্ পক্ষের প্রভুত্ব রোমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তাহা অনিশ্চিত। সুতরাং এ সময়ে কোন পক্ষে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিয়া, সেই পক্ষভুক্ত হওয়া সঙ্গত নহে। চতুরা ক্লিওপেট্রা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেন। মিশরে ভয়ানক মহামারী ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তিনি সাহায্য দানে অসমর্থ, এই কথা কহিয়া কেসিয়াসের নিকট ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইলেন! কেসিয়াস্ এত সহজে ক্ষমা করিবার পাত্র নহেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল না বলিয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন ও মিশর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। মিশর তখন বস্তুতঃই দুর্ভিক্ষের ভীষণ আক্রমণে বিধ্বস্ত। মিশরের আত্মরক্ষার উপযোগী সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত নাই। ক্লিওপেট্রা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু এবার দৈব তাঁহার সহায় হইল। ব্রুটাস্ কর্ত্তৃক ফিলিপিতে আহূত হওয়ায় কেসিয়াস্ মিশর আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

সীজারিয়ান্দিগের বিরুদ্ধ পক্ষের প্রধান নায়ক ব্রুটাস্; সীজারিয়ান্দিগের নায়ক এণ্টনী। ফিলিপিতে দুই পক্ষে এক ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে এণ্টনী জয়লাভ করিলেন। বিজয়ী এণ্টনী, এই যুদ্ধের পরই, পূর্ব্বদিক্ সীজারিয়ান্ পক্ষের করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত, উদ্যোগী হইলেন। তিনি বিজয়-পতাকা উড়াইয়া ও জয়-ডঙ্কা বাজাইয়া ইফিসাসে প্রবেশ করিলেন এবং এই স্থান হইতেই, কিছুদিন পরে এসিয়ামাইনরের অর্থবল শোষণার্থ অগ্রসর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এণ্টনীয় যুগ।

ক্লিওপেট্রা মিশরে। এণ্টনী সিলিসিয়ায়। মধ্যে শত মাইলের পথ ব্যবধান। এণ্টনী দূরশ্রুত জলদ-গম্ভীর-নির্ঘোষে আহ্বান করিলেন,—"ক্লিওপেট্রা"। ক্লিওপেট্রা কেসিয়াসের অশনি-ধ্বনি নীরব হইতে না হইতেই, আবার এই অপরিচিত কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং কান পাতিয়া শুনিলেন, এণ্টনী সিলিসিয়া হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—"তুমি অবিলম্বে সিলিসিয়ায় আমার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তোমার কৃত সীজারিয়ান্ পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ হেতু উপযুক্ত কৈফিয়ৎ প্রদান কর। শুনিয়া ক্লিওপেট্রা ভাবিলেন "কৈফিয়ৎ?—হাঁ তা, অবশ্যই দিব"—বলিতে বলিতে তাঁহার সুন্দর অধরপ্রান্তে, অনেক দিন পরে, জানি না কি ভাবিয়া, সেই ভুবনমোহন হাসির চমক ঈষৎ একটু ফুটিয়া, পলকে আবার মিশিয়া গেল।

'এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা' পাশ্চাত্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুগল নাম। শুধু ইতিহাস কেন?—ইতিহাসের অনাবৃত প্রসর প্রাঙ্গণে এণ্টনী ক্লিওপেট্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেমন পৃথিবীর চক্ষে তাক লাগিয়াছে; তেমন বিস্মিত পাশ্চাত্য কবিগু, এই যুগল নাম লইয়া কাব্যের বীণায় অচিন্তিতপূর্ব্ব নূতন সুরে অভিনব তান যোজনা করিয়াছেন; নাটকের পটে এণ্টনী

ক্লিওপেট্রার বিচিত্র যুগল চিত্র, চির অনশ্বরবর্ণে অনন্তকালের জন্য চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাসে চিরকীর্ত্তিত, কাব্যে নিত্য অভ্যর্থিত ও নাট্যে মুহুঃপ্রতিফলিত এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার যুগল নামে সিলিসিয়াতেই সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থিবন্ধনের সূত্রপাত হয়।

ক্লিওপেট্রা মিশরে বসিয়া শঙ্কাকুলপ্রাণে ও ভীত ভীত নয়নে রোমীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আর তাঁহার চারিদিকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মিশরবাসী—"হা অন্ন, হা অন্ন" বলিয়া কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এদিকে এণ্টনী ব্রুটাসের সেনাদল বিধ্বস্ত করিয়া, বিজয়-উল্লাসে সিলিসিয়াতে উপস্থিত হইয়াছেন। আর তাঁহার শত-শিখা-প্রসারিত আকাঙ্ক্ষার আগুনে, ক্লিস্ট এসিয়ামাইনর নেত্রনীরে আর্দ্র হইয়া, আপনার বহুকষ্টার্জ্জিত সঞ্চিতধন আহুতি প্রদান করিতেছে! এই সময়ে, এণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে আহ্বান করিলেন। মিশরের রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর বিপক্ষ পক্ষ কেসিয়াস্‌কে রণ-সাহায্য দান করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্তা। সেই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎদানের নিমিত্তই এই আহ্বান।

এই আহ্বানের পরিণাম সম্বন্ধে, ক্লিওপেট্রার উর্ব্বর কল্পনায়, একটা ভবিষ্যপট আভাসিত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু এণ্টনী সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। তিনি জানিতেন, তিনি সমুচ্চ প্রভু-পদে সমাসীন বিচারপতি, আর ক্লিওপেট্রা অভিযুক্তা, আত্ম-দোষ-ক্ষালন-প্রয়াসিনী বিচারার্থিনী। তিনি রোমের অখণ্ড-প্রতাপ ও অমোঘ শাসননীতির নাম লইয়া ক্লিওপেট্রাকে

অভিভূত, অবনমিত ও পদানত করিয়া ছাড়িয়া দিবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত অভিসন্ধি। কিন্তু পদানত করিতে যাইয়া, তিনি আপনিই যে চিরতরে পদানত হইয়া পড়িবেন, তিনি তখন স্বপ্নেও এরূপ কল্পনা করেন নাই। সিন্ধু তরঙ্গ-গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া সুদূর-প্রবহমানা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছিল; কিন্তু সেই স্রোতস্বিনী ঐন্দ্রজালিক সলিল স্পর্শে অনন্তবিস্তৃত সমুদ্রই যে গোষ্পদে পরিণত হইয়া খরতোয়া ক্ষুদ্রপ্রবাহিনীর প্লাবন-উচ্ছ্বাসে ডুবিয়া যাইবে, ইহা বস্তুতই মনোবুদ্ধির অগোচর ও কল্পনার অতীত অসম্ভব কথা।

চরিত্র-চিত্রণে অদ্বিতীয় চিত্রকর শেক্ষপীরের তুলিকাও যাহার চরিতবিশ্লেষে সময় সময় হারি মানিয়াছে; ঐতিহাসিক ঘটনানিচয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে সেই চরিত্র বুঝিয়া লওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। তথাপি এতক্ষণ নানা স্থানের নানা প্রসঙ্গে ক্লিওপেট্রার কতকটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এণ্টনীর সহিত পাঠকের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

অতএব, এণ্টনী কি প্রকৃতির কিরূপ লোক ছিলেন, অগ্রে তাহা একটু বলিয়া লওয়া আবশ্যক। এতৎ সম্পর্কে প্লুটার্ককৃত জীবন-চরিতই শ্রেষ্ঠতম প্রামাণিক গ্রন্থ। যিনি যখন সীজার বা এণ্টনী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, প্লুটার্কের গ্রন্থই তখন তাঁহার প্রধান অবলম্ব হইয়াছে। এণ্টনীর পরিচয় প্রসঙ্গে এ স্থলেও প্রধানতঃ প্লুটার্কেরই অনুসরণ করা হইল।

চরিত্র মানুষের সর্ব্বপ্রধান সম্পদ্। প্রকৃতি প্রতিনিয়তই মানুষকে চারিত্রিক বলের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করাইতেছেন। বিশ্বনিয়ন্তার অনতিক্রম্য কর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে, তুমি আমি হইতে আরম্ভ করিয়া, যে-ই কেন মস্তক উত্তোলন করুক না, তাহারই উচ্ছ্রিত শীর্ষ অচিরাৎ নিষ্পেষিত হইবে। অনন্ত শক্তির তুলনায় তোমার ও আমার ঐ ক্ষুদ্র শক্তির কোনই মাহাত্ম্য নাই। চারিত্রিক বল কি?—না বিশ্ববিধাতার এই কর্ম্ম-নীতি-স্রোতে, বিনা বাধা বিপত্তিতে, ভাসিয়া যাইতে সমর্থ হওয়া। মানুষের মনুষ্যত্বও এই চরিত্র-বলেরই ক্রম-প্রস্ফুট ফল।

সত্য-শিব-সুন্দরের আদি প্রস্রবণরূপিণী অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির শুভ্র জ্যোতিঃ হইতে নিঃসারিত সূক্ষ্ম কিরণকণা অথবা সেই সত্য-শিব-সুন্দরের বীজভূত অণু মানব-জগতে প্রাণে প্রাণে নিহিত আছে। সাগর-সলিলের বিন্দু বিন্দু পরমাণু-সঞ্চয়ে উদ্ভূতা, পর্ব্বত-ভূমি-পালিতা, উপলবাহিনী, রজতরেখার ন্যায় ক্ষীণা নির্ঝরিণী যেমন ক্রমে বিপুলা স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়া, নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া, নানাস্থানে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, কখনও তরঙ্গ আস্ফালনে গর্জ্জিয়া, কখনও বা উচ্ছ্বসিত আবেগে দুকূল প্লাবিত করিয়া, মূলে একধর্ম্মী বলিয়াই যেন, অবশেষে আবার তাহার প্রাণারাধ্য ও সর্ব্বপ্রকার আকুলতার পরম সান্ত্বনা স্থল সাগরের নীলিম বক্ষেই মিশিয়া যাইতে সক্ষম হয়; সমস্ত মানব-জগতের প্রাণ-নিহিত, সম্মিলিত সূক্ষ্ম কিরণকণাগুলিও তেমনই ক্রমপুষ্টি-প্রসাদে, সাগরাভিমুখী

স্রোতস্বিনীর ন্যায়, ক্রমে প্রসর হইয়া, উহার চরম আশ্রয়, অনন্তের প্রশান্ত বক্ষে মিশিয়া রহিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে থাকে। আমাদিগের অভ্যন্তরে বিন্দুরূপেও যদি ঐ বিশাল সিন্ধুর সত্তা না থাকিত, তাহা হইলে আমরা প্রকৃতির এই শতমুখ-প্রবাহি নীরব ইঙ্গিত কখনও বুঝিয়া চলিতে সমর্থ হইতাম না। মন্দই যদি বিশ্বের চরম গতি ও লক্ষ্যস্থান হইত,—পাপই যদি যথার্থ সুখের উপাদানীভূত হইতে পারিত,—অসত্যই যদি জীবনের অবলম্ব হইয়া রহিত, তাহা হইলে আমরা দাঁড়াইতাম কোথায়? রাজ-রাজেশ্বর হইতে দীন ভিখারী পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই, সে যতই কেন অধঃপতিত ও কুৎসিত চরিত্র না হউক, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা ও সত্যের উপাসনায় সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে কি? বস্তুতঃ চারিত্রিক সম্পদে সম্পন্ন হইলে, পর্ণকুটীরবাসী, দিনান্তে একমুষ্টি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলমাত্রে পরিতৃপ্ত দীন ভিখারীও পূজিত হয়; আর ইহার অভাবে, পৃথ্বী-বিজয়ী সিংহাসনারূঢ় সম্রাটও ধিক্কৃত, লাঞ্ছিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার ধ্বংসের মুখে গড়াইয়া পড়েন। তিনি জীবিতকালেও ধনে, জনে ও প্রাণে অশেষ লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হন, এবং মৃত্যুর পরে, ইতিহাসও তাঁহার জন্য কঠোর সম্মার্জ্জনীরই ব্যবস্থা করিয়া রাখে। তাহার নাম করিলে মানুষের প্রাণ শিহরিয়া উঠে। পরনিন্দার প্রবৃত্তি সন্ধুক্ষিত হইলে, নিন্দুকের রসনাও, কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির জন্য, তাঁহার নামই সর্ব্বাগ্রে ধরিয়া লয়। চারিত্রিক বলে দুর্ব্বল ব্যক্তির পরিণাম প্রায়শঃই এইরূপ। কিন্তু যিনি চারিত্রিক বলে

বলীয়ান্ তাঁহার কথা পৃথক্। চারিত্রিক সম্পদ্ চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচঞ্চলকৃপা আনয়ন করে, কমল-দল-বাসিনী বাণীর প্রসন্ন কটাক্ষ অর্জ্জনে সহায় হয়, এবং পৃথ্বী-নিবাসে স্বর্গসুখ সদৃশ শারীরিক স্বাস্থ্য প্রদান করিয়া সর্ব্বপ্রকার শারীর শোভার উৎস খুলিয়া দেয়। ইংলণ্ডের একজন ঋষিতুল্য মহামনীষী তাঁহার স্ব-রচিত গ্রন্থে এই মূল্যবান উপদেশটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।—

"Let every one, therefore, who would not suffer ship-wreck on the great voyage of life, stamp seriously into his soul, before all things, the great truth of the Scripture text,—'One thing is needful'. Money is not needful ; power is not needful ; cleverness is not needful ; fame is not needful ; liberty is not needful ; even health is not the one thing needful ; but character alone—a thoroughly cultivated will—is that which can truly save us ; and, if we are not saved in this sense, we must certainly be damned. There is no point of indifference in this matter where a man can safely rest saying to himself,—'If I do not get better, I shall certainly not get worse.' The each part of his nature, if left uncultivated,

পিরামিড ও স্ফিঙ্ক্স্‌।

will, like every other neglected function, tend to shrink into a more meagre vitality and more stunted proportions.'

ক্লিওপেট্রা ও এণ্টনী তুচ্ছ কথা। চরিত্র-ভ্রংশে বিধাতার সৃষ্টির ফল বিফল হইয়া যায়, স্বর্গের পারিজাত পদদলিত হয়। চরিত্র-ভ্রংশ হেতুই, বিধাতার যত্নসঞ্চিত অনিন্দ্য-কান্তি অহল্যা, চক্ষের পলকে ভস্মাচ্ছাদিতা ভস্মময়ী; বৈজয়ন্তের অধীশ্বর দেবরাজও গৌরবভ্রষ্ট ও অধিকারচ্যুত। চারিত্র্য শক্তিই জগতে সর্ব্বপ্রধান শক্তি,—চরিত্র-বলই প্রধান বল।

মারক এণ্টনীর পিতামহ, বাগ্মী এণ্টনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। লোকে তাঁহাকে প্রসিদ্ধ বক্তারূপে সম্মান করিত। নরশোণিতরঞ্জিনী, নৃমুণ্ডমালিনী জনসাধারণী রাজনীতি লইয়া যাহারা খেলা করিত, মৃত্যু তাহাদের নিত্যসঙ্গী ও চিরসহচর ছিল। মারক এণ্টনীর পিতামহ বাগ্মী এণ্টনী, সিলা নামক জনৈক রাজনৈতিক দলপতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বিরুদ্ধদলের কর্ম্মকর্ত্তা মেরিয়াস্ কর্ত্তৃক নিহত হন। মারক এণ্টনীর পিতার নাম এণ্টনী ক্রিট্। এণ্টনী ক্রিট্ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি দূর হইতে রাজনীতির পায়ে নমস্কার করিয়া, শান্তিময় নিভৃত জীবনের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এণ্টনী ক্রিট্ সাধুপ্রকৃতির সৎলোক। তিনি রাজনৈতিক জগতে অপরিচিত হইলেও দয়া ও বদান্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

নিম্নোদ্ধৃত একটি সামান্য ঘটনা হইতেই তাঁহার বদান্যতা ও দয়াবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে ঃ—

এণ্টনী ক্রিট্ দয়ায় উন্মুক্ত প্রাণ,—দানে মুক্তহস্ত। কিন্তু তাঁহার তেমন অর্থ-সঙ্গতি ছিল না। সুতরাং তিনি দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্বৃত্তির পরিচালনায় পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার পত্নীর নাম জুলিয়া। জুলিয়া সীজার-বংশসম্ভূতা ও নানাগুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। তিনি যেমন তেজস্বিনী, তেমনই গৃহকর্ম্ম-নিপুণা পরিপক্ক গৃহিণী ছিলেন। শীলতা ও সদ্বিবেচনায় তিনি তাঁহার সমসাময়িক কোন ভদ্রমহিলার তুলনায়ই হীনা ছিলেন না। এণ্টনী আপনার সাংসারিক অবস্থা বিবেচনায়, দানাদি ব্যাপারে দূরদর্শিনী পত্নীর দিকে চাহিয়া, একটু সঙ্কুচিত ভাবে চলিতেন। একদিন, তাঁহার একটি বন্ধু বিশেষ অভাবে পড়িয়া, কিছু টাকা ধার করিবার নিমিত্ত তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এণ্টনীর হাতে টাকা নাই। বিপন্ন বন্ধুর কিরূপে সাহায্য করিবেন ? একটু চিন্তা করিয়া, বালক-ভৃত্যকে রৌপ্য-নির্ম্মিত পাত্রে জল লইয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। রৌপ্যপাত্রে জল আনীত হইল। তিনি ঐ জলদ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিতে করিতে যেন ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এইরূপ ভাণ করিয়া ভৃত্যকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেলে, তিনি বন্ধুকে ঐ রৌপ্যপাত্র দান করিয়া, উহাদ্বারা তাঁহার অর্থের অভাব পূরণ করিয়া লইতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে, প্রয়োজন অনুসারে, বাড়ীর লোকজন ঐ রৌপ্যপাত্রের অনুসন্ধান করিল। কিন্তু

কোন স্থানেই আর উহা পাওয়া গেল না। অতঃপর যখন গৃহিণী ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যাদিগের প্রতি কঠোর শাসনের উদ্যোগ করিলেন, তখন এণ্টনী ভীত ও সঙ্কুচিত ভাবে, প্রকৃত কথা বলিয়া, স্ত্রীর নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মারক্ এণ্টনী এহেন পিতা ও মাতার সন্তান। মারক্ এণ্টনী জননীর তত্ত্বাবধানেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এণ্টনীর পিতৃবিয়োগের পর তাঁহার মাতা কর্ণেলিয়াস্ লেণ্টুলাসের সহিত পুনর্বিবাহিতা হইয়াছিলেন। লেণ্টুলাস্ কেটেলিনের ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া সিসিরো কর্ত্তৃক নিহত হন। খুব সম্ভব যে, এই হত্যা ঘটনাই সিসিরোর প্রতি এণ্টনীর ঐরূপ চির-স্থায়ী ভীষণ বৈরভাবের প্রধান কারণ।

কথিত আছে যে, প্রথমতঃ লেণ্টুলাসের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিতে দেওয়া হয় নাই। পরিশেষে, সিসিরোর স্ত্রীর নিকট করুণ-কণ্ঠে আবেদন করার পরে, লেণ্টুলাসের শবদেহ জুলিয়াকে অর্পণ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তি নিতান্তই ভ্রমাত্মক ও অলীক; কারণ, সিসিরোর সময়ে, যত লোক যত প্রকারে শাস্তি ভোগই করুক না কেন, মৃতদেহের সৎকার বা অন্তিম অনুষ্ঠানে কাহারও কোনরূপ বাধা প্রদানের শক্তি ছিল না।

মারক এণ্টনী ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। পিতার শান্তিময় নিরীহ গার্হস্থ্য জীবন তাঁহার কাছে ভাল লাগিল না। বিধাতা যাঁহাকে তুফানের তরঙ্গে আরোহণ করিয়া নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল উদ্বেল সমুদ্রে বিচরণ করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি

করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কূপ-মণ্ডূকের সঙ্কীর্ণ জীবন ভাল লাগিবে কেন? এণ্টনী পিতামহের পন্থা অনুসরণ করিলেন। রাজনীতির শোণিতাক্ষরা গৌরব-পুস্তিকায় যুবক এণ্টনীর নাম লিখিত হইল। তিনি রাজনৈতিক জগতে অচিরেই পিতামহ অপেক্ষা অনেক দূর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন। তাঁহার যশ ও অপযশ উভয়ই অধিকতর স্থান ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িল। অধিক সংখ্যক চক্ষু তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল।

এণ্টনী দৈহিক সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাংশেই সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, মাংসল, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ; ললাট প্রসর, নেত্র দীর্ঘায়ত, নাসিকা খগ-চঞ্চু সদৃশ ছিল। তাঁহার বদনবিলম্বি সুচারু শ্মশ্রুরাজি, সুন্দর ও সুঠাম মুখশ্রী এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সেই পৌরুষ-ব্যঞ্জক দৈহিক গঠন দেখিলেই, প্রস্তরে খোদিত বা চিত্রে অঙ্কিত হার্‌কিউলিসের আকৃতি মনে পড়িত।

হার্‌কিউলিস্ পাশ্চাত্য জগতে ভীম না হইলেও বলদেবের স্থলবর্ত্তী। দেশে এইরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে, এণ্টনী বংশ হার্‌কিউলিস্ হইতে উদ্ভূত। হার্‌কিউলিসের এণ্টন নামক একটি পুত্র ছিল। সে-ই এণ্টনই এণ্টনী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই জনরবের সহিত সত্যের কোন সম্পর্ক ছিল কি না, বলা যায় না; কিন্তু মার্‌ক এণ্টনী ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। তিনি হার্‌কিউলিসের বংশধর, এই কথাটা যেন সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগিয়া থাকিত। গমনভঙ্গি, পোষাক পরিচ্ছদের ছাট্ কাট্ ও গঠনে, তিনি বিশেষ সাবধানতার সহিত,

হার্‌কিউলিসের অনুকরণ করিয়া চলিতেছেন, ইহা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। তিনি যখনই গৃহের বাহিরে দশ জন লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, তখনই 'টিউনিক গাট' আঁটিয়া পরিতেন, কটিতে সুদীর্ঘ অসি ঝুলাইয়া দিতেন, এবং একটা মোটা ও লম্বিত গাত্রাবরণে অঙ্গ আবরিয়া লইতেন। অন্যের নিকট তাঁহার এই শ্রেণীর সাজসজ্জা প্রীতিকর না হইলেও, সৈন্যদিগের নিকট ইহা বড়ই সুদৃশ্য ছিল। তিনি চিরদিনই সৈন্যদলের চক্ষে একান্ত প্রিয়দর্শন ও তাহাদের প্রিয়কারী সেনাপতি ছিলেন। তিনি সেনা-দিগের সহিত সমপদবীতে দাঁড়াইয়া সর্ব্বাংশে মিশিয়া চলিতেন। সেনাদিগের সহিত আলাপ করিবার সময়, ভদ্রশ্রেণীতে ব্যবহৃত সাধুভাষা পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে চলিত প্রাকৃত ভাষার আশ্রয় লইতেন। সকলের সম্মুখেই তাহাদিগের সহিত একত্র পানাহার করিতেন, এবং তাহাদিগের টেবিল হইতে তাহাদিগেরই একজনের ন্যায়, খাদ্যবস্তু অম্লানবদনে উঠাইয়া লইয়া মুখে তুলিয়া দিতেন। সেনারা তাঁহাকে তাহাদের আপন জন মনে করিয়া প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। তিনি আপনার প্রণয় ও প্রসক্তি স্থলে মনোবিনোদন সুরসিক ও অন্যের প্রণয়-অভিসারে স্বয়মিচ্ছু সহায় ছিলেন। হাস্য-পরিহাস ও বিদ্রূপাত্মক কথার বিনিময়ে তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দ ছিল। তৎকৃত পরিহাস বা বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরে কেহ তীব্র শ্লেষের আশ্রয়ে দুই একটী চিম্‌টি-কাটা কথা কহিলেও, তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র দোষ দর্শন করিতেন না, বরং সন্তুষ্ট হইতেন;

এবং সহাস্যমুখে উহা শুনিয়া লইতেন। তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গ ও অধীন সৈন্যদিগের উপকারার্থ চিরদিনই মুক্তহস্ত ছিলেন।

এই বদান্যতা, আশ্রিতবাৎসল্য ও বান্ধব-প্রিয়তাই তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আদি বীজ। তিনি এক এক বার আত্মকৃত অবৈধ অনুষ্ঠান হেতু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছেন, আর এই সুকৃতিরাশি তাঁহাকে অধঃপাতের পথ হইতে যেন সবলে টানিয়া তুলিয়া, উন্নতির উচ্চ আসনেই অধিষ্ঠিত রাখিয়াছে। তাঁহার বদান্যতা ও উদার-হৃদয়িকতার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

একদা তিনি তাঁহার কোন বিপন্ন বন্ধুকে আড়াই লক্ষ মুদ্রা দান করিবার নিমিত্ত কোষাধ্যক্ষের প্রতি অনুমতি প্রদান করিলেন। কোষাধ্যক্ষ তাঁহার এই অমিতব্যয়িতায় বিস্মিত ও যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হইল। সে এবিষয়ে এণ্টনীর দৃষ্টি আকর্ষণার্থ এণ্টনী যে পথ দিয়া গমন করিবেন, সেই স্থানে এই অর্থরাশি স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াদিল। এণ্টনী পথ মাঝে পুঞ্জীকৃত অর্থের স্তূপ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— "এ সকল এখানে রাখিবার অর্থ কি?" উত্তরে কোষাধ্যক্ষ বলিল,— "আপনার আদেশ অনুসারে এই সমস্ত আপনার জনৈক বন্ধুকে দান করা হইবে।" এণ্টনী কোষাধ্যক্ষের হিংসা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"বটে, আমি মনে করিয়াছিলাম, অর্থের স্তূপ ইহা অপেক্ষা অনেক বড় হইবে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অল্প বোধ হইতেছে। অতএব, এই অর্থ দ্বিগুণিত করিয়া দাও।"

মার্ক এণ্টনী, দৈহিক ও মানসিক, এই উভয় দিকেই, বহুবিধ পৌরুষগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি সদাশয় পিতা হইতে পাইয়াছিলেন—বদান্যতা ও উদারতা, আর মাতা হইতে,—তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা; এবং তাঁহার দেহকান্তিতে ফুটিয়া ছিল, উভয়ের দৈহিক সৌন্দর্য্যের মিশ্রিত শোভা। তাঁহার মানস-চক্ষের সম্মুখে, জীবনের আদর্শরূপে চিরপ্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রাচীন-ইতিহাস-পূজিত হারকিউলিসের বিরাট বিগ্রহ। এই সকল মূলধন হাতে লইয়া এণ্টনী সংসার-সমুদ্রে তরী ভাসাইয়াছিলেন। তরী কখনও অনুকূল বায়ুভরে আরামে গম্যস্থানে পঁহুছিয়াছে, কখনও বা প্রতিকূল বায়ু-তাড়নে জল-মগ্ন পর্ব্বতে ঠেকিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু মোটের উপর উন্নতির দিকেই চলিয়াছিল। এ অবস্থার উন্নতিই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। অতএব, এণ্টনীর এতাদৃশ অভ্যুত্থানের বীজমন্ত্র কি, তাহা বোধ হয়, এখন সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এণ্টনীর উত্থানও হইয়াছিল যেমন উন্নতির উচ্চতম শৃঙ্গে, পতনও আবার হইয়াছিল, তেমনই অধঃপাতের নিম্নতম স্তরে। এই অধঃপাতের আদি প্ররোহ, তদীয় চরিত্রের কোন্ পটলে কিরূপে কোন্ সময়ে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এণ্টনী ক্রমে একটি প্রিয়দর্শন সুন্দর যুবাপুরুষরূপে বিকশিত হইলেন। যে সময়ে, হৃদয়ে অপরিচিতপূর্ব্ব প্রবৃত্তির নূতন তরঙ্গ উত্থিত হয়, উৎসাহ, উদ্যম ও আশার প্রবাহ প্লাবন-বেগে উছলিয়া উঠে, অথচ সংসার-তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা হেতু বুদ্ধি তত

পরিপক্কতা লাভ করে না, এবং যে সময়ে, সুপথ কিংবা কুপথ অথবা এই উভয়ের মিশ্রণ-বর্ত্মে জীবনের গতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, এণ্টনী মানব-জীবনের সেই সমস্যার যুগ, সেই মহাসন্ধিস্থান, —যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া না চলিলে, চিত্তসংযমের দৃঢ় বন্দোবস্ত না থাকিলে, মনকে লাগাম-ছাড়া তাজীর ন্যায় যদৃচ্ছ ছাড়িয়া দিলে, পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। এমন কি, এই সময়ের ত্রুটি চিরজীবনেও হয় ত আর সংশোধিত হয় না। সুন্দর যুবা এণ্টনীর তরুণ বয়সেই চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শ ঘটিল।

এণ্টনী পিতা মাতার সদ্‌গুণরাশিতে স্বভাবতঃ অলঙ্কৃত ছিলেন। পিতা মাতার শাসনে ও তত্ত্বাবধানে তাঁহার যথোচিত শিক্ষালাভেও ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু তাঁহার প্রণয়-প্রবণ প্রাণই অবশেষে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিল। তিনি কুরিয়ো (Curio) নামক একটি যুবার প্রণয়-পাশে দৃঢ় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার পিতা জীবিত নাই। মাতা পুত্রের এই বালসুহৃদ্‌ কুরিয়োর চরিত্র সম্পর্কে কোন সংবাদ লইলেন না। এণ্টনী তাহার গলায়-গলায় মিলিয়া মনের আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কুরিয়োর গৃহই এণ্টনীর গৃহ হইল।

কুরিয়ো সুরাসক্ত, লম্পট ও বিলাসী। বন্ধুর সংসর্গে এণ্টনী অল্পদিনের মধ্যেই এই ত্রিবিধ মধু বা মাদকের মত্ততায় মজিয়া গেলেন। কুরিয়ো এণ্টনীকে একেবারে তাহার হাতের পুতুল বানাইয়া রাখিবার নিমিত্ত সুরা ও সুন্দরী, এই দুই লোভনীয়

পদার্থই যথেচ্ছ যোগাইতে আরম্ভ করিল। এণ্টনী, পিতা মাতার সুনাম এবং আপনার বংশমর্য্যাদা ও ভবিষ্যৎ ভুলিয়া গিয়া, বিবিধ চারিত্রিক দোষে যার-পর-নাই নিন্দনীয় হইয়া উঠিলেন। চরিত্র-ভ্রংশ হেতু এণ্টনী অল্প বয়সেই এতদূর অপব্যয়ী হইলেন যে, তিনি অচিরেই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঋণের পরিমাণ দুই শত পঞ্চাশ টেলেণ্ট। এই ঋণের জন্য কুরিয়ো জামিন ছিলেন। কুরিয়োর পিতা এই ব্যাপার অবগত হইয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু পিতার এই ক্রোধে পুত্র কুরিয়ো অবশ্যই অস্পৃষ্ট রহিল, ইহার ফলভোগ করিতে হইল, পরের পুত্র এণ্টনীকে। এরূপ অবস্থায়, পিতা মাতা প্রায়শঃই আপন পুত্রের দোষ দেখিতে চাহেন না। পরের ছেলের কুসংসর্গে পড়িয়া আপনার ভাল ছেলে নষ্ট হইতেছে, প্রকৃত কথা যাহাই হউক না কেন, সাধারণতঃ পিতা মাতা এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। কুরিয়োর পিতা এণ্টনীকে তাঁহাদিগের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

এণ্টনী এখন কাণ্ডারীবিহীন তরীর মত স্রোতের জলে ভাসমান্। কোন্ দিকে ভাসিয়া গিয়া কোথায় কূল পাইবেন, অনিশ্চিত। অবশেষে, তিনি রোমের তদানীন্তন ট্রাইবিউন (Tribune) ক্লডিয়াসের (Clodius) আশ্রয় লইলেন। এই দুঃসাহসিক ও ঘোরতর দুর্বৃত্ত ট্রাইবিউনের কৃত অসঙ্গত অনুষ্ঠান হেতু রোমের শাসন-যন্ত্রে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল; এবং ক্লডিয়াসের বিরুদ্ধ পক্ষ ক্রমেই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া

উঠিতেছিল। সম্ভবতঃ, এই কারণেই তাড়িত ও বিপন্ন এণ্টনী সহজেই ক্লডিয়াসের দলে ঠাঁই পাইয়াছিলেন। কিন্তু ক্লডিয়াসের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তির বিরাম হইল না। তাঁহার উন্মাদ বিধিব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালীর দোষে রোম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এণ্টনী নূতন অভিভাবকের কার্য্যকলাপে ত্যক্ত, বিরক্ত ও তাঁহার বিরুদ্ধে বিপক্ষপক্ষের গভীর ষড়যন্ত্র দেখিয়া অন্তরে ভীত হইলেন; এবং অচিরেই রোম ছাড়িয়া গ্রীসে পলায়ন করিলেন।

গ্রীসে গমন এণ্টনীর পক্ষে শুভজনক হইল। তিনি গ্রীসে যাইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা, শারীর-ব্যায়াম-চর্চ্চা এবং বাগ্মীসুলভ গুণাবলীর অর্জ্জনে প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্ন সফল হইল। তিনি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ এবং প্রকৃতই রণকৌশলী বীর হইয়া উঠিলেন। বক্তৃতাশক্তিও তাঁহার এতদূর পরিস্ফুট হইল যে, তিনি অচিরেই প্রসিদ্ধ বাগ্মীরূপে সম্মানিত হইলেন। শেক্ষপীর তাহার 'জুলিয়াস্ সীজার' নামক নাটকে, এণ্টনীকৃত বক্তৃতার যে নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুল ও অদ্বিতীয়। কিন্তু উহা নাটকের উক্তি,—ইতিহাসের নহে। ইতি-হাসের সাক্ষ্যও এ অংশে নাটকীয় উক্তিরই সমর্থক। এণ্টনীর বাগ্মিতায় জনসাধারণী শক্তির উন্মত্ত গতিও যে কখনও মন্দীভূত, কখনও স্তম্ভিত, কখন কখন বা প্রত্যাবৃত্ত হইত, জড়ীভূত চিত্তও যে তাহার জিহ্বানিঃসৃত জ্বলন্ত-বহ্নি-বৃষ্টিপাতে সহস্র অসিধারণ করিতে উদ্যত হইত, ইতিহাসেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সময়, গ্রীসে আহার বিহার, বাক্যালাপ, ও সাজসজ্জা প্রভৃতি ব্যাপারে এসিয়ার রীতি ষোড়শোপচারে প্রচলিত ছিল। এসিয়ার চাল চলন ও রীতি নীতির প্রধান লক্ষণ আড়ম্বর ও প্রদর্শন এবং অতিরিক্ত জাঁকজমক। এণ্টনী প্রীতির সহিত এই রীতির অনুসরণ করিলেন। ইহা তাঁহার প্রকৃতির সহিত খুবই মিলিয়া গেল। এণ্টনী স্বভাবতঃই গর্ব্বিত, আড়ম্বরপ্রিয় ও আত্মগৌরব প্রদর্শনে প্রতিনিয়তই লালায়িত ছিলেন।

এণ্টনীর গ্রীসে অবস্থান সময়ে, রোমের তদানীন্তন 'প্রোকন্সাল' বা দেশাধ্যক্ষ গেবিনিয়াস্ (Gabinius) সিরিয়াতে রণযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি এণ্টনীকে তাঁহার সঙ্গী হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। সাধারণ সৈনিকের পদে অজ্ঞাত-কুল-শীল সামান্য লোকের ন্যায় আজ্ঞাবাহী পদাতির মত রণকার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া গৌরবলিপ্সু এণ্টনীর গর্ব্বিত স্বভাবের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সুতরাং তিনি এই আহ্বানে অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করিলে, তিনি গেবিনিয়াসের সহযাত্রী রূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

এরিষ্টবুলাস্ (Aristobulus) ইহুদিদিগকে উত্তেজিত করিয়া রোমের বিরুদ্ধে চালনা করিয়াছিল। এণ্টনী প্রথমতঃ তাহার বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে দুর্গের উচ্চতম প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, এরিষ্টবুলাস্‌কে তাঁহার দুর্গ হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার পর এণ্টনী মুষ্টিমেয় সেনাসহ

এরিষ্টবুলাসের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এণ্টনীর আক্রমণে এরিষ্টবুলাসের সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন, বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইয়া যায়। এই যুদ্ধের পর এণ্টনী এরিষ্টবুলাস্ ও তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন।

এণ্টনী ইহার পরে যখন যে যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন, তাহাতেই জয়লাভ করিয়া বীর-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই তাঁহার বল, বীর্য্য, সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় পাইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

আর্কিলিয়াস্ (Archelaus) এণ্টনীর পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু। এণ্টনী এক সময়ে আর্কিলিয়াসের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আপ্যায়িত ও উপকৃত হইয়াছিলেন। মিশরের সহিত রোমের সমর-সংঘর্ষে, এণ্টনীকে সেই আর্কিলিয়াসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইল। এণ্টনী, রণক্ষেত্রে বন্ধুর মুখপানে তাকাইয়া, আপন কর্ত্তব্য পালনে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু যেই শুনিলেন, আর্কিলিয়াস্ নিহত হইয়াছেন, অমনি তিনি সমরাঙ্গণের কৃত্রিম বৈরিভাব ভুলিয়া গিয়া, বন্ধুর উপযোগি অন্তিম অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন। মৃতদেহের অনুসন্ধানার্থ বহু লোক নিযুক্ত হইল; এবং রণক্ষেত্রে নিহত সহস্র সহস্র শব হইতে আর্কিলিয়াসের দেহ বাহির করিয়া আনিয়া রাজোচিত সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত উহা প্রোথিত করা হইল। তাঁহার এই উদার অনুষ্ঠান প্রকৃতই মনুষ্যত্ব ও উচ্চ হৃদয়িকতার পরিচায়ক।

ইহাতে আলেকজেণ্ড্রিয়াবাসীদিগের মধ্যে তাঁহার খুব নাম পড়িয়া গেল। চারিদিকে তাঁহার জয়ধ্বনি উত্থিত হইল এবং রোমীয় সৈন্য দলে যাহারা কার্য্য করিত, তাহারাও মনে করিল যে, এণ্টনীর মত বীরপুরুষ আর নাই। মহত্ত্ব ও উদারতাই বীর-হৃদয়ের প্রকৃত আভরণ। বীরভুজের বলবীর্য্যে পাষাণ দুর্গ বিধ্বস্ত হইতে পারে, কিন্তু উহা অজেয় হৃদয়-দুর্গ স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। হৃদয়-রাজ্যে জয়পতাকা উড়াইতে হইলে, মহত্ত্ব ও উদারতাই উহার অমোঘ অস্ত্র। ইহার পরে, এণ্টনী প্রকৃতই বীরোচিত বিজয়-সংবর্দ্ধনায় রোমে প্রত্যাগত হইলেন। এই অভিযানের সময়েই, এণ্টনী একদিন পঞ্চদশবর্ষ বয়স্কা, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীলা, মাধুরীর উৎস-স্বরূপিণী ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাকে তাঁহার পিতা অলিথসের পার্শ্বে দেখিতে পাইয়া একান্ত প্রীত ও মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখন বুঝেন নাই যে, এই উৎসই একদিন রূপের সমুদ্ররূপে উথলিয়া উঠিবে, এবং তিনি আপনা পাসরিয়া উহাতে ঝম্প প্রদান করিয়া, হাবু-ডুবু খাইবেন। ইহাও ভাবেন নাই যে, পরিণামে এই ক্লিওপেট্রার প্রেম-কুঞ্জেই, তাঁহার কুরিয়ো হইতে প্রাপ্ত কুশিক্ষার চরমব্রত হৃদয়-শোণিতে উদ্‌যাপিত হইবে।

জন-সমাজে সীজারের একটু প্রতিপত্তি লাভ ঘটিলে, রোম দুই দলে বিভক্ত হইল। এক দল সিনেট্ বা রাজ-কর্ম্ম-সম্পাদনার্থ-নির্ব্বাচিত মন্ত্রীসভার,—অন্য দল জনসাধারণের। সিনেট্ পম্পের সহিত যোগদান করিলেন। পম্পে রোম নগরেই

অবস্থিত ছিলেন। জনসাধারণ পম্পে ও সিনেটের বিরুদ্ধে সীজারের সাহায্যপ্রার্থী হইল। সীজার তখন 'গলে' একদল সৈন্যের অধিনায়করূপে অবস্থান করিতেছিলেন। এণ্টনীর পুরাতন বন্ধু, এণ্টনীর জীবনের কুগ্রহ বা কুসঙ্গী কুরিয়ো সিনেটের পক্ষত্যাগ করিয়া সীজারের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। সে-ই এণ্টনীর মন আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকেও সীজারের দলভুক্ত করিয়া লইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এণ্টনী অসাধারণ বাগ্মী। তিনি অচিরেই রসনার ঐন্দ্রজালিক মোহে এবং সীজার-প্রদত্ত অর্থের রুণুঝুনু মধুর ঝনৎকারে জনসাধারণের উপর অপরিসীম আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিলেন। এই আধিপত্য এতদূর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল যে, সীজার তাঁহাকে অনায়াসেই প্রথমতঃ জনসাধারণের বিচারকর্ত্তা ও সৈন্যাধ্যক্ষ এবং তৎপরে (Augur) বা ভবিষ্যৎবক্তার উচ্চতর পদে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এণ্টনী পদস্থ হইবা মাত্রই, সীজার তাঁহার নিয়োগের উপকারিতা অনুভব করিতে পারিলেন। এণ্টনী প্রথমতঃ কন্সাল্ মার্সিলাসের (Marcellus) বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভীষ্ট সাধনে বাধা প্রদান করেন। মার্সিলাসের উদ্দেশ্য ছিল যে, পূর্ব্বসংগৃহীত সৈন্যদলের উপর পম্পের অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত ও পম্পের উপর নূতন সৈন্য সংগ্রহের ক্ষমতা প্রদান করা হউক। এণ্টনী মার্সিলাসের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ করিলেন। এণ্টনীর প্রতিবাদে এই ফল হইল যে, সিনেটের

অধীন যে সৈন্যদল প্রস্তুত ছিল, তাহা বাইবুলাসের (Bibulus) সাহায্যার্থ সিরিয়ায় পাঠান স্থিরীকৃত হইল। বাইবুলাস্ সে সময়ে সিরিয়ায় পার্থিয়ান্‌দিগের বিরুদ্ধে রণকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ইহাও অবধারিত হইল যে, কেহই যেন পম্পের অধীনে সৈনিকের কার্য্য করিতে না পায়।

ইহার পরে সিনেট্ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সীজারের চিঠি পত্র সিনেট্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে না, এবং ঐ সকল সিনেটে পঠিত হইতেও পারিবে না। এণ্টনী সিনেটের এই সিদ্ধান্তে দৃষ্টিপাত না করিয়া, ট্রাইবিউনের ক্ষমতা অনুসারে জনসাধারণের বিচার-কর্ত্তারূপে ঐ সকল পাঠ করিলেন। সীজারের পত্র পঠিত হইলে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সীজার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কোন অংশেই অযৌক্তিক নহে। তাঁহার দাবি সর্ব্বাংশেই ন্যায়-সম্মত ও যুক্তিযুক্ত। ইহাতে সীজারের পক্ষ আরও একটু পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

অতঃপর পম্পে তাঁহার সৈন্যদল বিদায় করিয়া দিবেন, না সীজার তাঁহার সৈন্যদল পরিত্যাগ করিবেন, ইহার কোন্‌টি করণীয়, সিনেটে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। পম্পের পক্ষে ভোটসংখ্যা বড় কম হইয়া পড়িল, অনেকেই সীজারের পক্ষে মত দিলেন। এই সময়ে, এণ্টনী দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, যদি সীজার ও পম্পে সকলেই তাঁহাদিগের আপন আপন সৈন্যদল বিদায় করিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। এই প্রস্তাব সভাগৃহে আনন্দ-করতালি সহকারে সংবর্দ্ধিত

হইল। সকলেই এণ্টনীর প্রস্তাবের প্রশংসা করিলেন; এবং এণ্টনীর প্রস্তাব সম্বন্ধে রীতিমত মতামত গ্রহণের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কন্‌সালগণ ইহার নিতান্ত বিরোধী। তাঁহারা ইহা সিনেটের যোগ্য প্রস্তাবরূপেই গ্রাহ্য করিতে চাহিলেন না। প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে, সীজারের পক্ষ হইতে আরও কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইল। সেগুলিও কাহারও নিকট অসঙ্গত বা অযৌক্তিক বোধ হইল না। কিন্তু কেটো তথাপি ঐ সকল প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; এবং কন্‌সাল লেণ্টুলাস্ কর্ত্তৃক (Lantulus) তন্মুহূর্ত্তেই এণ্টনীকে সিনেট্-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ করা হইল। এণ্টনী অমনি সিনেট্-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন; এবং সামান্য ভৃত্যের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরিয়া (Quintus Cassius) কুইণ্টাস্ ক্যাসিয়াসের সহিত ভাড়াটিয়া গাড়ীতে সীজারের কাছে চলিয়া গেলেন। সীজারের সমীপে উপস্থিত হইয়াই, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া দিলেন যে, রোমে এখন কোন কার্য্যই বিধিসঙ্গত প্রণালীতে ও যথোচিত শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে পারিতেছে না। সিনেট্ সভায় সমাহূত প্রজা-প্রতিনিধি সদস্যগণকেও, সময় সময়, কোন কথা বলিতে দেওয়া হয় না। এমন কি, যে ব্যক্তি, সর্ব্বসাধারণের উপকারকল্পে ও হিতকামনায়, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করেন, তাঁহাকেও অপমানিত, বিড়ম্বিত ও তাড়িত হইতে হয়; এবং তাঁহারই জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে।

এই ঘটনার পরে, রোমে প্রধূমিত রাষ্ট্র-বিপ্লব প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। গৃহ-বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্য, যুক্তি তর্ক, বিচার বিতর্ক ও বিবেকের বাঁধ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ধনুকের টঙ্কার সৈন্যদলের হুহুঙ্কার ও অসির ঝনৎকারে বিঘোষিত হইতে লাগিল। সীজার সসৈন্যে ইটালীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। এই হেতুই, বোধ হয়, সিসিরো তাঁহার ফিলিপিক্‌স্ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হেলেন যেমন ট্রোজান সমরের মূল, এণ্টনীও তেমনই এই সময়কার রোমীয় রাষ্ট্র-বিপ্লব বা গৃহ-যুদ্ধের মূল কারণ ছিলেন। কিন্তু সিসিরোর এই উক্তি নিন্দাবাদ মাত্র। কারণ, সীজার এমন দুর্ব্বলচেতা অপরিণামদর্শী ছিলেন না যে, দুইটি লোকের কথায়ই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, স্বদেশবাসিগণের মধ্যে একটা ভয়াবহ বিপ্লব ঘটাইবেন,—ভ্রাতার শোণিত পানের জন্য ভ্রাতার অসি উত্তোলন করাইবেন। বস্তুতঃ, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, কোন গুরুতর উদ্দেশ্যে পূর্ব্বেই দৃঢ়রূপে সঙ্কল্পবদ্ধ না হইয়া, এণ্টনী ও ক্যাসিয়াস্‌কে ঐরূপ দীনভাবে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আসিয়া তাঁহার শিবিরে আশ্রয়-গ্রহণেচ্ছু দেখিয়াই, হঠকারীর ন্যায়, এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তিনি এমন ক্ষীণচেতা অপরিণামদর্শী হইলে, রোমের পুরাতন ইতিহাস, জুলিয়াস্ সীজারের নাম লইয়া, অমন গর্ব্বিতবক্ষে কখনও দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইত না। তবে তাঁহার ন্যায় রণ-পিপাসুর, যুদ্ধ-ঘোষণার পক্ষে, ইহা যে বহির্দৃষ্টিতে খুবই ন্যায়সঙ্গত ও বেশ

সুন্দর একটী অজুহাত স্বরূপ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজ্যবিস্তার ও পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়লোক হইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা আলেক্‌জেণ্ডার ও সাইরাস্‌কে সমগ্র মানব-জাতির বিরুদ্ধে পরিচালনা করিয়াছিল, অদ্ভুতকর্ম্মা সীজারের প্রাণেও সেই দুরন্ত তৃষ্ণা তেমনই প্রবল শক্তিতে প্রবাহিত ছিল। কিন্তু পম্পেকে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যুদস্ত না করিতে পারিলে, তাঁহার সেই উল্কাতিসারি উচ্চাভিলাষ-সিদ্ধির কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

সীজার রোমে পঁহুছিয়াই, ভীমবিক্রমে নগর অধিকার করিলেন; এবং পম্পেকে ইটালী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। স্পেনে পম্পের একদল সৈন্য ছিল। সীজার রোম অধিকার করিয়াই, সেই সৈন্যদলের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন; এবং তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ের মধ্যেই কতকগুলি রণতরী প্রস্তুত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত দৃঢ় বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। স্থল-পথ ও জলপথ উভয় দিকে পম্পের অনুসরণ করিয়া, পম্পের সৈন্যসমূহকে একেবারে সমূলে উৎসন্ন করাই, তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। এই যুদ্ধ-যাত্রার সময়ে, সীজারই রোমের শাসন-ভার প্রিটার লিপিডাস্ (Lepidas) এর হাতে এবং ইটালী ও সেনা-সমূহের, ট্রাইবিউন সেনাধ্যক্ষ ও বিচারপতি এণ্টনীর করে সমর্পণ করিয়া যান।

এণ্টনী সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়াও, পূর্ব্ববৎ প্রীতির ভাবে সৈন্যদিগের সহিত মিশিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি

শারীরিক ব্যায়ামকার্য্যে সৈন্যগণের সঙ্গে সমভাবে যোগদান করিতেন; তাহাদিগের মধ্যে উপবেশন ও আলাপাদি করিয়া অধিকাংশ সময় কাটাইতেন; এবং তাহাদিগকে নানা বস্তু উপহার দিয়া তাহাদিগের চিত্ততর্পণে প্রতিনিয়ত যত্নবান্ থাকিতেন। ইহার ফল এই হইল যে, সৈন্যগণ তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। তাহারা প্রকৃতই তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিল।

সৈন্যদিগের মধ্যে এইরূপে এণ্টনীর খুব প্রতিপত্তি বাড়িল বটে, কিন্তু অন্য লোকের নিকট, তিনি অত্যন্ত অসামাজিক ও অবান্ধবরূপে প্রতিপন্ন, সুতরাং যার-পর-নাই অযশোভাজন হইয়া পড়িলেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিচার-প্রার্থনায় আবেদন-পত্র লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইত, তিনি আলস্য করিয়া তাহা শুনিতে চাহিতেন না; অথবা শুনিলেও, নিতান্ত অমনোযোগের সহিত শুনিতেন। তাঁহার নিকট আবেদন উপস্থিত হইলেই তিনি বিরক্ত হইতেন; এবং নিতান্ত অনিচ্ছুক-মনে ও অস্থির-চিত্তে উহার একটা 'সরাসরি' নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। লোকে এই জন্য তাঁহার অখ্যাতি করিত। তিনি পুরস্ত্রীদিগের সহিত ভদ্রতা ও শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া অনুচিতরূপে মিশামিশি করিতে যাইতেন। ইহাতেও লোকে শতমুখে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষণা করিত। এইরূপে এণ্টনী, রোমীয় সমাজে, নানা প্রকারেই, নিন্দনীয় হইয়া উঠিলেন। অনুগৃহীতের অযশ ও অখ্যাতি অচিরে অনুগ্রাহককেও স্পর্শ করিল। অল্পদিনের মধ্যেই, সীজারের বন্ধুবর্গের ত্রুটিতে,

তদীয় শাসন-ব্যবস্থা বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে, যদিও উহাতে লোক-পীড়ন ও অত্যাচারের নাম গন্ধও ছিল না, তথাপি, অত্যন্ত দুর্ণাম রটিত হইয়া পড়িল। সীজারের বন্ধুবর্গের মধ্যে এণ্টনীর হস্তেই শাসনসংক্রান্ত সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ভার ন্যস্ত ছিল এবং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষে দোষী ছিলেন।

জনসাধারণের মধ্যে এণ্টনী নিতান্ত অযশস্বী ও নিন্দাস্পদ হইলেও, সীজার তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বীর-কার্য্য ও রণকৌশলে এণ্টনী তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। সীজারের সেই রোমহর্ষণ হত্যার পরে, এণ্টনী কি উপায়ে পুনঃ রোমে উচ্চপদারূঢ় হইয়াছিলেন, এস্থলে সে সুদীর্ঘ কাহিনীর সবিস্তর বর্ণন অনাবশ্যক।

রোমানেরা তাহাদিগের রাজ্যশাসক সর্ব্বোচ্চ প্রভুপদে আসীন ব্যক্তিত্রয়কে ট্রায়াম্‌ভারেট্‌ কহিত। রোমে জুলিয়াস্‌ সীজারের সময়ে এক ট্রায়াম্‌ভারেট্‌ ছিল। সীজারের হত্যার পরে এণ্টনী, লিপিডাস্‌ ও অক্টেভিয়াস্‌ সীজারকে লইয়া আর এক ট্রায়াম্‌ভারেট্‌ গঠিত হইল। অক্টেভিয়াস্‌ সীজার অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এই হেতু এবং আরও বহুবিধ সৎ-কার্য্যের জন্য তিনি 'অগাষ্টাস্‌ সীজার' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ইংলণ্ডে যেমন রাণী এলিজাবেথের সময়, ভারতে যেমন বিক্রমাদিত্যের যুগ, তেমন রোমেও অগাষ্টাস্‌ সীজারের যুগ বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। এই কারণে, অগষ্টাইন্‌ পিরিয়ড্‌ (Augustine Period) বলিয়া ইতিহাসে

এই যুগের নামকরণ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সময়েই হোরেশ, (Horace) ও ভার্জ্জিল্ (Vergil) প্রভৃতি পৃথ্বী-প্রখ্যাত অসাধারণ কবিকুল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জুলিয়াস্ সীজারের প্রথম ট্রায়াম্‌ভারেট্ ও এণ্টনী প্রভৃতির দ্বিতীয় ট্রায়াম্‌ভারেট্, জনসাধারণের তেমন সুখশান্তি-বিধায়ক হয় নাই। ট্রায়াম্‌ভারেট্ রোমে ত্র্যহস্পর্শ যোগের ন্যায়, মারাত্মক পাপসংযোগরূপে গণ্য হইয়াছিল। রোমানেরা এই দ্বিতীয় ট্রায়াম্‌ভারেট্‌কে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিত। ট্রায়াম্‌ভারেটের ত্রিতয়বিগ্রহের মধ্যে এণ্টনীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নিন্দনীয় ছিলেন। অক্‌টেভিয়াস্, এণ্টনী ও লিপিডাস্ এই তিনের মধ্যে, সীজারের ক্ষমতা সকলের উপরে। এণ্টনী চারিত্রিক শক্তি ও পদের গুরুত্বে ছোট হইলেও, বয়সে অক্টে-ভিয়াস্ সীজারের অনেক বড় ছিলেন। লিপিডাসের ক্ষমতা এণ্টনীর তুল্য ছিল না। এণ্টনী এইরূপ উচ্চক্ষমতাপ্রাপ্ত ও উচ্চ-পদারূঢ় হইয়াও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না তিনি এই দ্বিতীয় ট্রায়াম্‌ভারেটে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবকের স্থল-বর্ত্তিরূপে উন্নত আসনে আসীন হইতে না হইতেই, অপরিসীম বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। কুরিয়োর নীচ-জনোচিত কুশিক্ষার ফল ষোড়শোপচারে ফলিবার সুযোগ ঘটিল। শুধু ইহাই নহে, এণ্টনী আরও একটি অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়া, লোক-সমাজে যার-পর-নাই নিন্দনীয় হইয়া পড়িলেন।

মহাত্মা পম্পে (Pompey the Great) রোমে সর্ব্বজন-প্রিয় অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তিনবার তিনটী ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অপরিসীম সম্মানলাভ করেন। তাঁহার চরিত্র এতদূর উদার, পবিত্র ও উচ্চকল্পের ছিল যে, জনসাধারণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত। পম্পের বাস-ভবন, দেবনিবাসের ন্যায়, পুণ্যময় পবিত্রস্থানরূপে গণ্য ছিল। রোমের ভিক্ষাজীবী কাঙ্গাল হইতে উন্নত মঞ্চবিলাসী রাজপুরুষ পর্য্যন্ত, সকলের জন্যই, তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। এণ্টনী এই গৃহ ক্রয় করিয়া উহাতে আপনার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। কিন্তু এণ্টনীর অবস্থান সময়ে, উহাতে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশ-অধিকার থাকা দূরে থাকুক, মাজিষ্ট্রেট ও রাজকীয় অন্যান্য কর্ম্ম-সচিবদিগের পক্ষেও, উহা, অনেক সময়ই, রুদ্ধ রহিত। রাজকীয় অতিবড় প্রয়োজনীয় গুরুতর কথা লইয়া গেলেও, উহাতে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যাইত না। সময় সময়, মান্য গণ্য পদস্থ ব্যক্তিকেও, যার-পর-নাই নির্লজ্জের ন্যায়, তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইত। অথচ, এই গৃহের অঙ্গনে নেশায় বিভোর চাটুকারদল অষ্টপ্রহর কলরব করিয়া বেড়াইত; নানারূপ ক্রীড়া কৌতুকে অভ্যস্ত কতকগুলি ইতর লোক উল্লাস-তরঙ্গে ভাসিয়া ফিরিত; এবং বিলাসের অদম্য লালসায় নিত্য নূতন আহুতি যোগাইবার নিমিত্ত, কতকগুলি নীচপ্রকৃতি অকর্ম্মণ্য লোক সমবেত হইয়া, ঐ প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে অকর্ম্ম বা কুকর্ম্মের কল্পনায় ধ্যানস্থ রহিত। রোমবাসীর চক্ষে দেবোপম

পম্পে-প্রাসাদের এই বিড়ম্বনা, বস্তুতঃই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

এণ্টনীর এক্ষণে অর্থের অভাব নাই। রাজ-ভাণ্ডার তাঁহার করায়ত্ত। বিবিধ অত্যাচার দ্বারা সংগৃহীত রাজকোষের বিপুল অর্থরাশি, এণ্টনীর বিলাস-অগ্নিতে ঘৃতাহুতিরূপে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। এণ্টনীর পার্শ্বচর অনুচর চিত্তপ্রসাদক চাটুকারবর্গ, ছলে বলে কলে কৌশলে বিধবা ও অভিভাবকবিহীন অপোগণ্ড শিশুর সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেছে; রাজশক্তির অসঙ্গত পরিচালনা দ্বারা যত প্রকার অবৈধ ও উৎপীড়ক টেক্স বা কর ধার্য্য হইতে পারে, তাহা ধার্য্য করিয়া জনসাধারণের শোণিত শোষণ করিতেছে। কিন্তু ইহাতেও সেই ক্ষুদ্র রাক্ষসদিগের তৃপ্তি হইতেছে না।

রোমে 'ভেষ্টা' (Vesta) বা সতী দেবীর মন্দির ছিল। এই মন্দিরে আজন্ম-পূত-প্রকৃতি কুমারী কন্যাগণ পূজার্চ্চনাদি ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। দেশী ও বিদেশী নাগরিকগণ, সতীদেবীর পরিচারিকা, ঋষি বা দেব-বালিকার ন্যায় নির্ম্মল-স্বভাবা, এই পুণ্যবতীদিগের হাতে, নিশ্চিন্তচিত্তে আপন আপন সঞ্চিত ধন গচ্ছিত রাখিতেন। এণ্টনীর পারিষদগণ ইহা টের পাইয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেই গচ্ছিত ধন কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। অক্‌টেভিয়াস্‌ সীজার স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত ধনরাশি আনিয়া একসঙ্গে উৎসর্গ করিয়া দিলেও, এণ্টনীর বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবার

নহে। তখন তিনি ট্রায়াম্‌ভারেটের মধ্যে রাজকোষ বিভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন। সৈন্যগুলিকেও বিভাগ করিয়া লওয়া হইল।

এণ্টনী এইরূপ বিলাস-প্রমত্ত নিন্দিতপ্রকৃতির লোক হইলেও, জনসমিতিতে অসাধারণ বক্তা ও রণক্ষেত্রে অদ্বিতীয় রণ-কৌশলী বীর। তদানীন্তন রাষ্ট্র-বিপ্লব সময়ে, এণ্টনীর প্রয়োজন নিতান্তই অপরিহার্য্য ছিল। সুতরাং অক্টেভিয়াস্ সীজার এণ্টনী হেন সাম্রাজ্যের কুপোষ্যেরও মন যোগাইয়া, তাঁহাকে মানাইয়া রাখা একান্ত আবশ্যক মনে করিলেন। ব্রুটাস্ ও ক্যাসিয়াসের বিরুদ্ধে মাসিডোনিয়ার দিকে সমর-যাত্রা করা হইল। এই যুদ্ধে অক্টেভিয়াস্ সীজারের প্রধান অবলম্ব এণ্টনী। যুদ্ধে ক্যাসিয়াস্ ও ব্রুটাস্ পরাজিত ও নিহত হইলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পরে, সীজার রোমে ফিরিয়া গেলেন। এণ্টনী কিছুদিনের জন্য গ্রীসে অবস্থিত রহিলেন।

এণ্টনী যখন কর্ম্মক্ষেত্রে, তখন তিনি অদ্বিতীয় বীর সদালাপী মিষ্টভাষী ও লোকহিতৈষী। কিন্তু কর্ম্ম হইতে অবসর ঘটিলেই, এণ্টনী আর এক প্রকৃতির জীব হইয়া উঠিতেন। একদিকে জাগিয়া উঠিত দুর্দ্দম অর্থলোভ, অন্য দিকে সন্ধুক্ষিত হইত, বিলাসপ্রিয়তা ও অনিবার্য্য ইন্দ্রিয়লালসা। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃতই হারকিউলিসের বংশধর, আর বিশ্রাম-ভবনে কুরিয়োর প্রিয়তম যৌবন-সুহৃদ্ বা অনুগত মন্ত্রশিষ্য। এণ্টনী যে কয়েকদিন গ্রীসে ছিলেন, গ্রীকগণ তাঁহার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও অনুরক্ত হইয়াছিল।

এণ্টনী গ্রীস হইতে এসিয়ায় উপস্থিত হইয়াই, আবার আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন যুদ্ধ বিগ্রহ নাই। নূতন ট্রায়াম্‌ভারেটের ডঙ্কা চারিদিকে বাজিয়া উঠিয়াছে। রোমের নামে সকলেই ভীত ও কম্পিত। এণ্টনী এসিয়ায় আসিয়া অজস্র অর্থসংগ্রহ করিয়া, সঞ্চিত অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রিয়লালসা ও বিলাসের সমুদ্র আবার প্লাবনবেগে উথলিয়া উঠিল।

এসিয়ায় বহুসংখ্যক রাজ্যেশ্বর ও রাজ্যেশ্বরী, আপন আপন স্বার্থ উদ্ধার কামনায়, পরস্পর প্রতিযোগিতার ভাবে, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রোমীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি এণ্টনীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেরই নিজ নিজ অধিকার বিস্তার ও প্রতাপ প্রতিপত্তি বাড়াইয়া লওয়া উদ্দেশ্য। এণ্টনী যাঁহাকে দয়া করিয়া বড় করিবেন, তিনিই বড় হইবেন। অতএব, সকলেই এণ্টনীর চিত্ত আকর্ষণের জন্য উৎকণ্ঠিত। এণ্টনীর চিত্ত একদিকে দোলে ধনবানের যত্নসঞ্চিত রজত কাঞ্চনে, আর একদিকে লুটাইয়া পড়ে, রূপসী রমণীর কমনীয় রূপের আকর্ষণে। রাজাদিগের মধ্যে সকলেই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া অধিকতর মূল্যবান্ উপঢৌকন লইয়া এণ্টনীর দ্বারস্থ হইতে উৎসুক হইলেন। রাণীগণ আপন আপন রূপের পসরা সাজাইয়া, কে অধিকতর মনোমোহিনীরূপে এণ্টনীর নয়ন মন আকর্ষণ করিতে পারেন, তজ্জন্য অধীরা হইয়া উঠিলেন।

অক্টেভিয়াস্ সীজার, যখন রোমে বসিয়া, আত্ম-কলহ ও স্বজন-বিদ্রোহের প্রশমনে অবিশ্রান্ত রণ-ব্যাপারে আপনার

শক্তিক্ষয় করিতেছিলেন, এণ্টনী তখন, এসিয়ার সুখ-শান্তিময় বিলাস-কুঞ্জে অবস্থিত রহিয়া, তাঁহার চিরপ্রিয় মনোমদ সুখ-সরোবরে মনের আনন্দে সাঁতার খেলিতেছিলেন। হাতে কর্ম্ম নাই; সুতরাং তিনি আবার অতীত জীবনের অতলস্পর্শি লালসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, আবার ধীরে ধীরে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইটালী হইতে বংশী ও বীণা-বাদকের দল, নৃত্য-গীত-নিপুণ নটসম্প্রদায় এবং বিশ্বজিৎ বিলাস-যজ্ঞে ঘৃতাহুতি প্রদানার্থ ইন্দ্রিয়পরায়ণ চাটুকাররূপী হোতার দল, পঙ্গপালের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া, এসিয়ায় এণ্টনীর দরবার পূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই উচ্ছ্বসিত প্রমোদ-কাণ্ডে রাশীকৃত ধনসম্পত্তি ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে সাধারণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। একদিকে যেমন আনন্দের হল-হলা ও কলকল-ধ্বনি, অন্য দিকে আবার তেমনই নৈরাশ্য ও আতঙ্কের চিত্ত-বিদারি চীৎকার। ভীত ও উৎপীড়িত জনতার চীৎকারে কর্ণ বধির হইয়া উঠিল।

এণ্টনী যখন ইফিসাসে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি বীরও নহেন, বাগ্মীও নহেন,—সাক্ষাৎ মদিরমধু বা মদনদেব। নগর-বাসিনী ললনাগণ ফুলশর-পীড়িতা উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া, অভ্যর্থনার্থ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই মদন-উৎসব-নিরতা মূর্ত্তিমতী রতি-সহচরীর অনুরূপ বসন ভূষণে সুসজ্জিতা। তাহারা সকলেই সারি সারি সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। অল্পবয়স্ক বালক ও পুরুষেরা

ফুলে ও লতায় বনদেবতা সাজিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিল। প্রেমিকার বাহুলতার ন্যায় সুকোমল 'আইভি' লতা কোথাও বর্শাগ্রে জড়িত, কোথাও বা সেই বর্শার পার্শ্বে মুরলী ও সপ্তস্বরা ইত্যাদি যন্ত্র লম্বমান। সেদিন এই দৃশ্য ভিন্ন নগরে দর্শনীয় অন্য কোন দৃশ্যই ছিল না। নগরবাসিগণ, দলে দলে আনন্দ-করতালি সহকারে, এণ্টনীকে তাহাদিগের সুখশান্তি বিধাতা, মদনদেবরূপে সম্ভাষণ করিয়া, গান গাইতে গাইতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছিল।

মদনদেবের এই মদন-উৎসব কোথাও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এণ্টনী যখন যেখানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করিয়াছেন, তখন সেই খানেই সম্প্রদায় বিশেষের নিকট সুখশান্তির বিধাতা-রূপে নিত্য পূজিত রহিলেও, অধিকাংশ স্থলেই ভয়ঙ্কর বর্ব্বর বা ভক্ষকরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই ভয়ের আস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ, তিনি তাঁহার মোসাহেব ও ইতর শ্রেণীর চাটুকারদিগের চিত্ততর্পণার্থ, অনেক সময়, অনেক গুণবান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদিগের ন্যায়-লভ্য সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। মোসাহেবের দল কোন কোন সময়, জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি দাবি করিত এবং এণ্টনীর নিকট হইতে উহা দখল করিবার অনুমতি পাইয়া বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লইত। এণ্টনীর প্রধান পাচক একদিন তাঁহার নৈশভোজের সমস্ত কার্য্য এমন ভাবে সুসম্পন্ন করিল যে, এণ্টনী-তাহার কৃতকর্ম্মে যার-পর-নাই

সন্তুষ্ট হইলেন, এবং এই প্রীতির পুরস্কার স্বরূপ ম্যাগ্‌নিসিয়াবাসী এক নাগরিকের গৃহ তাহাকে দান করিলেন। এইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার, তিনি প্রতিনিয়তই করিতেন।

এণ্টনী দ্বিতীয় বার যখন করধার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন হাইব্রিজ নামক এক ব্যক্তি তদ্দেশস্থিত সমস্ত নগরবাসীর প্রতিনিধিরূপে সাহস করিয়া এণ্টনীকে বলিলেন যে, তাঁহার প্রয়োজনে এসিয়া হইতে এ পর্য্যন্ত দুই লক্ষ টেলেণ্ট সংগৃহীত হইয়াছে। যদি তিনি উহা না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা নিশ্চিতই তাঁহার তহশীলদার কর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছে। আর যদি তিনি সেই অর্থরাশি হস্তগত করিয়া নিঃশেষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহারা নিরুপায়। তাহা হইলে, তাহারা আর নাই,—তাহারা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে! এই অবস্থা এবং এইরূপ উৎপীড়ন ও শোষণ কি যার-পর-নাই রোমহর্ষণ ও ভয়াবহ ঘটনা নহে? এক ব্যক্তির লোভ ও ভোগ-বিলাসে একটা দেশের সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষে উড়িয়া যাওয়া ভয়ানক ব্যাপার! এমন বিস্ময়কর কথায় সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কথাটা প্রকৃত ও ঐতিহাসিক সত্য।

এই সকল অত্যাচারের কাহিনী শুনিলে, স্বভাবতঃই ভাল মানুষের প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে এবং তাঁহারা এণ্টনীকে পাষাণ-হৃদয় নিষ্ঠুর রাক্ষস অথবা পরস্বাপহারী নির্দ্দয় দস্যু মনে করিয়া তাঁহা হইতে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইবেন। কিন্তু এণ্টনী, বিলাসী,

ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অমিতব্যয়ী হইলেও, হৃদয়শূন্য নির্দ্দয় বা অনুদার-চিত্ত বর্ব্বর ছিলেন না। তিনি অর্থলোভে একদিকে, জোঁকের মত অর্থ শোষণ করিতেন; আর এক দিকে মুক্তহস্তে দান করিতেন। দোষ এই ছিল যে, তাঁহার দানে, অধিকাংশ স্থলে, অনুগৃহীতেরাই কৃতার্থ হইত। তিনি অধীন ও আশ্রিতদিগকে ভালবাসিতেন ও অধীনদিগকে সরলহৃদয়ে বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু তিনি পার্শ্বচর ও পারিপার্শ্বিক নির্ব্বাচনে বুদ্ধি বিবেচনার আশ্রয় না লইয়া হৃদয়ের ক্ষণিক প্ররোচনার উপরই সমধিক নির্ভর করিয়া চলিতেন। এই ত্রুটিতেই তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণরাশিও পরিণামে লোক-সমাজে কলঙ্করূপে পরিগণিত হইত। এণ্টনী চিরদিনই কুসঙ্গীর কদাচারে পথভ্রষ্ট ও বিড়ম্বিত ছিলেন।

হাইব্রিজের উল্লিখিত উক্তি শুনিয়া এণ্টনী যার-পর-নাই লজ্জিত ও একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। কারণ, তাঁহার নামে ও তাঁহার ছায়ায়, যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত, তাহার অধিকাংশেরই তিনি বিশেষ কোন খবর রাখিতেন না। তিনি নিতান্ত অলস, অকর্ম্মা, নির্ব্বোধ বা উদাসীন ছিলেন, এমন কথা নহে। যাহারা প্রতিনিয়ত পার্শ্বচর বন্ধু, সুহৃদ্, কর্ম্মসচিব বা সেবকরূপে তাঁহার চারিদিকে অবস্থান করিত, তিনি তাহাদিগের সকলকেই ভালবাসিতেন ও সরলপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তিনি স্বভাবতঃই সরলচেতা ও সহজবিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং তিনি তাহাদিগের কৃতকর্ম্মের 'বারিজে' প্রবেশ করিয়া উহার ভাল মন্দ বিচার করা আবশ্যক মনে করিতেন না।

মানুষমাত্রই আত্মদোষও আত্মত্রুটিতে অল্পাধিক মাত্রায় অন্ধ। এণ্টনীর এই অন্ধতা সাধারণ লোক অপেক্ষা একটু বেশী ছিল। তিনি সহসা নিজের দোষ বা ত্রুটি দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু যখন দেখিতেন, তখন তাঁহার অনুশোচনাও আবার, তাদৃশ অবস্থায় অন্যের যাহা হইত, তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক হইত। তিনি আত্মগ্লানিতে একবারে দগ্ধ হইতে থাকিতেন। তাঁহার কৃত কোন কর্ম্মের পরিণামে যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও গর্ব্বিত এণ্টনীর অণুমাত্র আপত্তি ছিল না। তিনি অমিতব্যয়ী এবং বিষয় বিশেষে কঠোর শাস্তিদাতা হইলেও তাঁহার প্রাণে নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা দয়াদাক্ষিণ্যের ভাবই প্রবল ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি আলাপে পরিহাসপটু ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপে একটু তীব্রভাষী ছিলেন। কিন্তু মুখের কথা মুখেই উড়িয়া যাইত, এবং পরকীয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপও তাঁহার হৃদয়ে বিদ্বেষের দাগ বসাইয়া, বাহিরে হাসির বুকে বিষ লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইত না। তিনি অন্যকে তীক্ষ্ণ কথায় পরিহাস করিতেন; এবং প্রত্যুত্তরে আবার অমনই তীক্ষ্ণ উক্তি শুনিতে পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু এই শ্রেণীর বাক্যালাপ ও পরিহাসও, অবস্থা ও আধার বিশেষে, যে নিতান্ত শোচনীয় ঘটনায় পরিণতি প্রাপ্ত হয়, বোধ হয় এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে।

যাঁহারা তাঁহার সহিত অমন উন্মুক্তহৃদয়ে আমোদ প্রমোদ করিয়া সময় যাপন করিতেন, তাঁহারা প্রয়োজনীয় গুরুতর কর্ম্মে

তাঁহাকে বঞ্চনা করিবেন, অথবা তোষামোদপূর্ণ মিথ্যা স্তোকবাক্যে তাঁহাকে মুগ্ধ রাখিয়া কর্ম্মে হানি ঘটাইবেন, তিনি স্বপ্নেও এরূপ কল্পনা করিতে পারিতেন না। ব্যবসায়ী চাটুকারদিগের ব্যবসায়ের ফন্দি বা কৌশল তিনি বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন। ধামা-ধরা মোসাহেবেরা, সময় সময়, তোষামোদের ভিতরেও একটু মনুষ্যোচিত নির্ভীকতার ভাব টানিয়া আনিয়া, চাটুবচনেও, মিঠাইর ভাগে অম্ল চাট্‌নীর ন্যায়, দুই একটি 'চুকা' কথার বুকনী সমাবেশ করিয়া, চাটুবাদকে অধিকতর হৃদ্য করিয়া তোলে। এণ্টনী ইহা ধরিতে পারিতেন না। আহারের সময়ে, সকলে মিলিয়া যখন গল্প আমোদ চলিত, তখন নানাপ্রকার কথাই হইত, এবং সেই সময়ে তাহারা এমতভাবে কথাবার্ত্তা বলিত, যেন তাহাদিগের উক্তিতে তোষামোদ বা চাটুবাদের লেশ মাত্রও নাই, তাহারা প্রকৃতপক্ষে অন্তরের সহিতই কথা বলিতেছে, স্থূল দৃষ্টিতে এইরূপই অনুমান হইত।

এই সকল গুরুতর দোষ ও উচ্চশ্রেণীর গুণরাজী লইয়া এণ্টনীর বিকাশ। এণ্টনীর সরল দৃষ্টি, মায়া-চাতুরী ও কুহকের কুয়াসা ভেদ করিয়া, প্রকৃত সূর্য্যের রশ্মি বা চন্দ্রের জ্যোৎস্না কোথায়, তাহা দেখিয়া লইতে আজীবনই অসমর্থ ছিল। সুতরাং তিনি জীবনে পদে পদেই পরকীয় স্বার্থ-লালসায় নিজে বঞ্চিত, কলঙ্কিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন। এণ্টনী তাঁহার অসংযত চরিত্রে সহজভেদ্য অনন্ত রন্ধ্র লইয়া, পৃথিবীর ইতিহাসে যে রমণী, কুহক-কলা ও মায়া-বিদ্যায় অলৌকিক ও অদ্বিতীয়া বলিয়া

প্রসিদ্ধা, মিশরের সেই ভুবনমোহিনী কুহকিনী ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাকে আহ্বান করিলেন। পতঙ্গ আপনাকে গরুড় মনে করিয়া, গরুড়ের কণ্ঠে গর্জ্জিয়া, জ্বলন্ত অনল-শিখাকে অবহেলার ভাবে আবাহন করিল। ক্লিওপেট্রা, জীবনে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এমন সহজ-ভেদ্য উর্ব্বর-ক্ষেত্রের তাহুতী ইজারা পাট্টা লইতে সমর্থ হন নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এণ্টনীয় যুগ।

এণ্টনী যখন সিলিসিয়ায় উপবিষ্ট হইয়া পার্থিয়ানদিগের বিরুদ্ধে অভিযানার্থ আয়োজন উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন তিনি, দূত-মুখে, ক্লিওপেট্রাকে কৈফিয়ৎ দানের প্রয়োজনে অবিলম্বে সিলি-সিয়াতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অনুমতি করিয়া পাঠান। দূতের নাম ডিলিয়াস্। ডিলিয়াস্ এণ্টনীর আজ্ঞাক্রমে মিশরে ক্লিও-পেট্রার দরবারে যাইয়া যথাযোগ্য সমাদরে গৃহীত হইলেন। প্রতাপশালী এণ্টনীর দূত, প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ মাত্রায় যমদূতের উগ্রভাব মনে লইয়াই মিশরে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্লিওপেট্রার লাবণ্য-ঢল-ঢল মুখখানি দেখিয়া এবং তাঁহার আলাপে বাক্‌চাতুরীর বিচিত্র লীলা ও কথাবার্ত্তায় অনন্যসাধারণ মোহিনী শক্তি লক্ষ্য করিয়া, তিনি তাঁহার দৌত্যোচিত কঠোরতা একে-বারেই ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রথম সাক্ষাতেই এইরূপ দৃঢ় ধারণা ও প্রত্যয় জন্মিল যে, এণ্টনী এইশ্রেণীর একটি রমণীরত্নকে কখনই বিনাশের পথে ফেলিবেন না। ডিলিয়াস্ ক্লিওপেট্রার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি, তাঁহার খাড়া তলবের পরওয়ানা লুকাইয়া রাখিয়া, স্বয়মিচ্ছু পরামর্শদাতার আসন গ্রহণ করিলেন; এবং ক্লিওপেট্রাকে যত প্রকার সাজসজ্জা ও বেশভূষা আছে, তৎসমস্ত দ্বারা সুসজ্জিত

হইয়া, সিলিসিয়াতে এণ্টনী সমীপে উপস্থিত হইতে পরামর্শ দিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, এণ্টনী স্বভাবতঃই বড় ভদ্র-প্রকৃতি ও দয়ালু স্বভাবের লোক, তাঁহার কাছে ক্লিওপেট্রার কোনই ভয় বা আশঙ্কার কারণ নাই।

ক্লিওপেট্রা ডিলিয়াসের আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু তাঁহার অধিকতর বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব ছিল, তাঁহার আপনার মনোমোহিনী আকর্ষণী শক্তির উপরে। তাঁহার রূপ-লাবণ্য ও কুহক-কলায় পুরুষ-প্রবর সীজার মোহিত হইয়াছিলেন, যুবক ক্যাসিয়াস্ পম্পে মুহূর্ত্তেকে মন-প্রাণ বাঁধা দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, এণ্টনীও একবার তড়িতাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে অটল থাকিবেন, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। এই দৃঢ় বিশ্বাসেই, ক্লিওপেট্রা প্রথমে কৈফিয়তের কথা শুনিতে পাইয়া মৃদু মৃদু হাসিয়াছিলেন,—এখনও এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই, সিলিসিয়া গমনের আয়োজন উদ্যোগ করিলেন।

ক্লিওপেট্রা যে সময়ে কিশোর-বয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র, যখন তাঁহার অঙ্গে, রূপ স্ফুটনোন্মুখ গোলাপের ন্যায়, আধবিকশিত আধমুকুলিত অবস্থায়, সেই এক শৈশব ও যৌবন-মিশ্র বিচিত্র মাধুরীতে বিলসিত ছিল, সেই সময়ে সীজার ও পম্পের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও পরিচয় হয়। কিন্তু এক্ষণে ক্লিওপেট্রা রূপযৌবনে পূর্ণ বিকশিত বয়ঃপ্রাপ্তা রমণী;—প্লাবন-উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত শ্রাবণের পূর্ণ-প্রবাহিনী। রূপের তরঙ্গ তট প্লাবিয়া প্রবাহিত। সঙ্গে সঙ্গে

মায়াকলার অনন্ত প্রকার, কুহক-চাতুরীর বিচিত্র লীলা এবং প্রখরা বুদ্ধির অন্তর্দ্দর্শিনী দৃষ্টি পূর্ণবিকশিত ও পরিপক্ক অবস্থায় উপনীত। রমণীরূপের স্বভাবপ্রেমিক, রূপের ছাঁদে আযৌবন-বাঁধা এণ্টনীর মত সুরসিক বিলাসীকে ফাঁদে ফেলা, ক্লিওপেট্রার কাছে, একটা গণনার যোগ্য কথাই নহে। তথাপি তিনি আয়োজনে ত্রুটি করিলেন না। অতি বড় সমৃদ্ধ সম্রাট্, রাজ্য হইতে নানাবিধ ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া, যেরূপ প্রচুর সমারোহ সহকারে, বিদেশ-যাত্রায় বহির্গত হন, ক্লিওপেট্রাও সেইরূপ মূল্যবান্ বসন ভূষণে স্বয়ং সজ্জিত হইয়া, সঙ্গীয় লোকদিগকেও তেমনই ভাবে সজ্জিত করিয়া লইয়া, বহু ধন রত্ন সমভিব্যাহারে সিলিসিয়ায় যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। এণ্টনীর অভ্যর্থনায়, ইফিসিয়াতে যে মদন-উৎসবের ঘটা হইয়া গিয়াছে, ক্লিওপেট্রার তাহাও অবিদিত ছিল না। ইফিসিয়ার উৎসবে মদনদেবকে রতিসহচরিবর্গ অভ্যর্থনা করিয়াছিল। সে সময়ে, রতির আবির্ভাব হয় নাই। আজি মিশর হইতে, যেন স্বয়ং রতি দেবীই, মদন-সমাগমে যাত্রা করি-লেন! কিন্তু তাঁহার প্রাণের নির্ভর এই সকল বাহ্য আড়ম্বর বা সাজসজ্জার উপরে নহে। দিগ্‌বিজয়ী বীর যেমন আপনার ভুজ-বলের উপর নির্ভর করিয়াই বিজয়ী ধনুকে টঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান হন, দিগ্‌বিজয়িনী ক্লিওপেট্রাও আপনার ঐন্দ্রজালিক যাদুবিদ্যা ও অসাধারণ রূপলাবণ্যের মোহিনী শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই, সীজার ও পম্পে-বিজয়ী ভ্রূচাপে অভিনব কটাক্ষের অমোঘ শর যোজনা করিয়া লইলেন!

এণ্টনী ও তাঁহার বন্ধুবর্গ হইতে, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সিলিসিয়ায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, বারংবার জরুরি চিঠি আসিতে লাগিল। ক্লিওপেট্রা ঐ সকল চিঠির কথা শুনিয়াও যেন শুনি-লেন না। তিনি যেন একটুকু অবহেলার ভাবে, দ্রুত গমনের প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আপনার সুখ, সুবিধা ও অভি-প্রেত প্রণালীর অনুরূপ আয়োজনে, এণ্টনী সমীপে গমনের ব্যবস্থা করিলেন। যে পথে সিলিসিয়া যাত্রা করা হইল, সে পথ দ্রুত গমনের পথ নহে। তিনি সুসজ্জিত তরীতে পাল উড়া-ইয়া, ধীর মন্থর গতিতে সিণ্ডাস্ নদীর পথে চলিলেন। ভারতের প্রসিদ্ধ বণিক্‌রাজ চন্দ্রধরের 'মধুকর' ডিঙ্গার মত প্রকাণ্ড তরী; তরীর পশ্চাৎভাগ স্বর্ণমণ্ডিত। ক্ষেপণি রজত-নির্ম্মিত। ঊর্দ্ধে, মৃদুসমীরে বেগুনে রঙের মূল্যবান্ বসননির্ম্মিত পাল উড্ডীয়মান বা লম্বিত। তরীতে বীণা, বাঁশরী ও সপ্তস্বরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সুমধুর স্বরে বাজিতেছিল; আর ঐ শ্রুতি-মনোহর ঐক্যতান বাদ্যের লহরে লহরে তাল রাখিয়া, রাজপুত্রের ন্যায় সুসজ্জিত দাঁড়ী মাঝিগণ রূপার দাঁড় টানিতেছিল!

এহেন তরীর অভ্যন্তরে স্বর্ণকারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ তলে, মহার্হ সুখ-শয্যায় রাণী ক্লিওপেট্রা, বিলাস-অলস-ভাবে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন। প্রাচীন মিশর ও গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে ভিনাস্ (Venus) নাম্নিকা এক দেবীর পূজা অর্চ্চনা ঘরে ঘরে হইত। ভিনাস্, রূপ ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রাচীন গ্রীক্ চিত্র-শিল্পী কর্ত্তৃক চিত্রিত বিখ্যাত আলেখ্য

সমূহে ভিনাসের সুসজ্জিত লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি যে ভাবে অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, ক্লিওপেট্রা ঠিক্ সেই ভাবে বেশ রচনা দ্বারা মূর্ত্তিমতী ভিনাস্ দেবী সাজিয়া তরীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। ভিনাস্ রূপিণী ক্লিওপেট্রা অর্দ্ধশয়ান ভাবে অধিষ্ঠিতা। তাঁহার দুইপার্শ্বে, চিত্রিত কিউপিড্ (Cupid) বা পাশ্চাত্য কামদেবের বিনোদ-বেশে সজ্জিত চারুদর্শন, অল্পবয়স্ক বালকবৃন্দ চামর বীজনে নিরত। তাঁহার সঙ্গিনী রমণী ও পরিচারিকা কুমারীদলের সকলেই রূপসী ও যুবতী। তাহাদিগের কেহ কেহ সামুদ্রিক দেবী অর্থাৎ জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা জল-পরীর সাজে সজ্জিতা; কেহ কেহ সৌন্দ-র্য্যের রাণীরূপে নানা আভরণে বিভূষিতা। এই জলদেবী ও সৌন্দর্য্যের রাণীনিচয় কখনও হাইল চালনা, কখনও বা অন্য কোন কর্ম্মদ্বারা, নৌ-পরিচালন-ব্যাপারে সাহায্য করিতেছিল। নৌকা যে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, নৌকায় ব্যবহৃত পুষ্প-নির্য্যাস ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের মধুর সৌরভে সেই নদী-পথের উভয় তট আমোদিত করিয়া চলিয়াছিল।

এই বিচিত্র অভিসার বা অভিযান ক্লিওপেট্রার উদ্ভাবিত, এবং সর্ব্বাংশে ক্লিওপেট্রারই উপযোগি বটে। এমন দৃশ্য আর কখনও লোকের নয়ন-গোচর হয় নাই। এই সুরব, সুসৌরভ ও সুরূপের তরী যখন সোনার পুচ্ছ তুলিয়া, দুই দিকে রূপার ডানা নাড়িয়া, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব নীল-লোহিত পাখা বিস্তার করিয়া, নিশ্বাসে মধুর সৌরভ ছড়াইয়া এবং সুমধুর সঙ্গীত-নাদে কুহরিয়া, জল-বিহগীর মত, জল-স্রোতে নাচিয়া নাচিয়া চলিল, তখন কেহই

আর উদাসীন ভাবে গৃহে আবদ্ধ রহিতে পারিল না। নদীর দুই কূলে জন-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নগর ও বন্দর জনশূন্য। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমস্ত নদীতটে সমবেত! যখন এই তরীর 'মিছিল' আসিয়া সিলিসিয়ার ঘাটে পহুঁছিল, তখন এণ্টনী ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট ছিলেন। নগরের সমস্ত লোক এতদূর কৌতুহলাবিষ্ট হইয়াছিল যে, ধর্ম্মাধিকরণের গৌরব বিস্মৃত হইয়া, ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত সমস্ত লোক জন নদীর তটাভিমুখে প্রস্থান করিল। বিচারালয় জনশূন্য। এণ্টনী সেখানে একাকী উপবিষ্ট রহিলেন। জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বত্রই এই কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, স্বয়ং ভিনাস্ বা রতিদেবী, এসিয়াবাসীর কল্যাণ-কামনায়, ব্যাকাস্ (Bacchus) বা মদনদেবের সহিত একত্র আনন্দ উৎসব করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন।

যথাসময়ে এণ্টনীর সমীপে সংবাদ পঁহুছিল,—এই ভিনাস্ বা রতিদেবী আর কেহ নহেন, মিশরের ক্লিওপেট্রা। এণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে তাঁহার সহিত নৈশভোজে যোগদানের নিমিত্ত সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ক্লিওপেট্রা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। ক্লিওপেট্রা মনে করিলেন,—তিনি স্ত্রীলোক এবং এণ্টনীর দ্বারে আহূত অতিথি; এণ্টনীরই অগ্রে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। অতএব, তিনি কেন আগে এণ্টনীর নিকট যাইবেন? এণ্টনীই তাঁহার নিকট পূর্ব্বে আসিবেন। ক্লিওপেট্রার এই মনোগত ভাব এণ্টনীর নিকট

বিজ্ঞাপিত হইল। এণ্টনী বিনা বাক্যব্যয়ে ক্লিওপেট্রার ইচ্ছামত কার্য্য করিতেই সম্মত হইলেন। রূপের আবদার, লাবণ্যের ললিত আকর্ষণ, মায়ার সম্মোহিনী ও যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক শক্তি এমনই বটে! রূপ, লাবণ্য ও মোহিনী-মায়া, ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে ব্যবহারে, ঐ সকলের অধিকারিণীকে কি বিপুল আত্ম-নির্ভরতাই দান করে! ধন্য তুমি রূপ, ধন্য তোমার মোহিনী-শক্তি! তুমি তোমার প্রদীপ্ত শিখায় ট্রয় পোড়াইয়াছিলে, সোনার লঙ্কা ছারখারে দিয়াছিলে; জগতে তুমি আরও কত কি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছ, কে তাহার গণনা করিবে?

এণ্টনী তাঁহার স্বভাবসুলভ ভদ্রতা ও উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া, অগ্রেই ক্লিওপেট্রার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রস্তুত হইলেন। এণ্টনী ক্লিওপেট্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি যেমন প্রীত, তেমনই বিস্মিত হইলেন। অভ্যর্থনার সমারোহ ও আড়ম্বর বর্ণনাতীত। তিনি সাজসজ্জা, আলোকমালা, রূপের চমক, বাহ্যিক ভাবের মনোমদ মাধুর্য্য ও সৌরভের বিচিত্র উচ্ছ্বাস দেখিয়া মর্ত্ত্যলোকে আছেন, না দেব-নিবাসের কোন সজ্জিত প্রকোষ্ঠে সহসা নীত হইয়াছেন, তাহাই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সাজসজ্জার মধ্যে আলোক-মালার বিন্যাস ও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অদ্ভুত আলোক-লীলাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। আলোকশ্রেণী কোথাও সমচতুর্ভুজাকারে কোথাও বা বৃত্তাকারে বিন্যস্ত। নৃত্যের তান-লয়-বিশুদ্ধ বিচিত্রভঙ্গিতে, আলোকমালার অদ্ভুত কৌশলপূর্ণ উন্নয়ন ও অবনমন এতদূর

প্রীতিকর হইয়াছিল যে, সকলেই এই দৃশ্যের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। কোথাও, কোন অভ্যর্থনা ব্যাপারে, আলোক-শ্রেণীর এমন সুন্দর ও কৌশলময় বিন্যাস, কেহ কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। ক্লিওপেট্রার রূপ, গুণ, এবং অভ্যর্থ-নার এই অতুল সমারোহে এণ্টনী যার-পর-নাই প্রীত, মোহিত ও বিস্মিত হইয়া আপনার বাসভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন, এণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। এণ্টনী কি ভোজসমারোহ, কি সাজসজ্জা, কি অভ্যর্থনার অন্য-বিধ আড়ম্বর, সর্ব্ববিষয়েই যাহাতে ক্লিওপেট্রাকে পরাস্ত করিতে পারেন, তদ্‌বিষয়ে কায়মনঃপ্রাণে যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু কার্য্য-কালে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ক্লিওপেট্রার কাছে, তিনি, কিবা অভ্যর্থনার জাঁকজমক, কিবা বাগ্‌বিন্যাস-চাতুরী, সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছেন। পরিহাসপটু এণ্টনী নিজ-কৃত অভ্যর্থনা সমারোহের দীন-দশা নিজেই লক্ষ্য করিলেন, এবং নিজ মুখেই আপনার পরিহাসপূর্ণ, শিষ্ট-সম্মত মধুর বাগ্‌বিন্যাসে অক্ষমতা এবং সুরুচি-কোমল বিলাস-সম্পাদে অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, আপনি আপনার বিদ্রূপ করিতে করিতে, সেই নৈশসমা-গমকে আর একভাবে আমোদিত করিয়া তুলিলেন।

ক্লিওপেট্রা দেখাইতেন রূপ এবং দেখিয়া লইতেন,—অন্যদীয় মনের অন্তস্তল। চতুরা ক্লিওপেট্রার তীক্ষ্ণদৃষ্টি দুই একবার দৈব-সাক্ষাৎকারের পরই এণ্টনী কি পদার্থ, তাহা বুঝিয়া লইল। তাঁহার মনের অবস্থা তিনি যেন সমস্তই অবগত হইলেন।

বুঝিলেন, এণ্টনী রাজপ্রাসাদের শিক্ষাসম্পদে অলঙ্কৃত মার্জ্জিত বাক্‌চাতুরী ও পরিহাস-রসিকতা অপেক্ষা স্কন্ধাবার বা সেনা-নিবাসের যোগ্য অশিক্ষিত জনোচিত অমার্জ্জিত স্থূল রকমের পরিহাসেই অধিকতর পটু। ক্লিওপেট্রাও অমনি, যে দেবতা যে মন্ত্রের বশ, তাহা বুঝিয়া চলিবার অসাধারণ শক্তিবলে, এণ্টনীর প্রণালী অনুসরণ করিলেন। ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর কোন উক্তিতে বা আমোদ-প্রণালীতে বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া, সহাস্যমুখে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহাতেই যোগদান করিতে লাগিলেন। মুখচ্ছবিতে মনের বিরক্তি বা বিতৃষ্ণার ভাব অণুমাত্রও স্ফুরিত হইল না।

ক্লিওপেট্রার দৈহিক সৌন্দর্য্যে এমন কিছু ছিল না যে, পৃথিবীতে তাহার আর তুলনার স্থল নাই। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহিত হইয়া পড়িবে, মুনি ঋষিরও মন টলিবে, এমন কোন দুর্লভ সামগ্রী তাঁহার রূপের পসরায় সঞ্চিত ছিল না। কিন্তু, তিনি মানুষের মনোদুর্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের পথে না যত সহজে প্রবেশ করিতে পারিতেন, শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথে তাহা অপেক্ষা অনেক সহজে তাঁহার প্রবেশলাভ ঘটিত। তাঁহার কথা শুনিয়া মানুষ মোহিত হইত। তাঁহার সহিত একত্র অবস্থানই বিশেষভাবে মারাত্মক অবস্থা ছিল। যে তাঁহার সহিত আলাপ ব্যবহারের স্বাদগ্রহণ করিত, সে-ই কুহক-জালে চির-আবদ্ধ হইয়া রহিত। তুমি যতই কেন লৌহ-বিগ্রহ না হও, তোমার হৃদয় যতই কেন সংযম ও শিক্ষার পাষাণ-আবরণে পরিরক্ষিত না থাকুক,

ক্লিওপেট্রার সহিত একত্র অবস্থান করিলে, তাঁহার যাতুকরী শক্তি ধীরে ধীরে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্ত করিয়া লইবে। শুধু দৈহিক সৌন্দর্য্য ও মোহিনী শক্তি তাঁহার সহায় ছিল না, তাঁহার ত্রিতন্ত্রী-তানের ন্যায় সুমধুর স্বর-বৈচিত্র্য, তাঁহার অঙ্গের ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীলা মাধুরী এবং তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্য সকলই যেন এক সঙ্গে এক প্রাণে মিলিয়া মানুষ বশীকরণে তান্ত্রিক অভিচারের অনুষ্ঠান করিত। সম্মোহনের এমনই অমোঘ আয়োজন হইয়া উঠিত যে, তাহাতে ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটিরও ধৈর্য্যচ্যুতি না হইয়া পারিত না।

ক্লিওপেট্রা যে, শুধু রূপ ও কুহক লইয়া খেলা করিতেন, এমন নহে। তিনি অন্য প্রকারেও অসাধারণ শক্তিশালিনী ছিলেন। ক্লিওপেট্রা তৎকাল-প্রচলিত অধিকাংশ ভাষায়ই মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। মিশর রাজধানীতে সমাগত ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী রাজদূতদিগের সহিত তিনি তাঁহাদিগের মাতৃ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন। রাজদূতদিগের সহিত আলাপে কদাচিৎ দো-ভাষীর প্রয়োজন হইত। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী টলিমি রাজগণ, অন্য দূরে থাকুক, মৈশরীয় ভাষায়ও সম্যক্ অধিকার-লাভ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। অনেকে তাঁহাদিগের মাতৃভাষা মাসিডনীয় পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। কিন্তু ক্লিওপেট্রা ইথিওপীয়, ট্রোগ্‌লডাইটিস্, হিব্রু, আরবী, সিরীয়, মিডিস্ ও পার্থিনীয় ভাষায় অনায়াসে বাক্যালাপ করিতে সমর্থ ছিলেন। মাসিডনীয় ও মৈশর ভাষা তাঁহার মাতৃভাষা; এই দুই ভাষা সম্বন্ধে

ত কোন কথাই ছিল না। ক্লিওপেট্রার ন্যায় বিলাসিনী রাজরাণীর পক্ষে বিবিধ ভাষায় এইরূপ প্রবেশ-অধিকার-লাভ সামান্য মানসিক শক্তির পরিচায়ক নহে।

ক্লিওপেট্রার পীযূষবর্ষিণী রসনা যেমন নানা ভাষায় কথা কহিত, তাঁহার অন্তর্দ্দর্শিনী লীলাময়ী ললিত দৃষ্টিও বিদ্যুদ্‌বেগে পরকীয় হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার মনোগত ভাবনিচয় অনায়াসে বুঝিয়া লইত। ক্লিওপেট্রার এই শক্তিই তাঁহার সমস্ত যাদুমন্ত্র, কুহক ও কৌশলের মূল প্রস্রবণ। এই শক্তি বলেই, ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা মিশরের যাদুকরী রাণীরূপে পৃথিবী-প্রসিদ্ধা ছিলেন।

কিছুদিন অতীত হইতে না হইতেই, এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার মধ্যে দূরতা সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। পরস্পরের প্রতি অভ্যর্থনা ও শিষ্টতার আড়ম্বর, প্রণয়ের মিষ্টতায় মধুর হইয়া উঠিল। যে কৈফিয়তের জন্য অমন কড়া ও খাড়া তলব, সে কৈফিয়তের কথা এখন কোথায়? মদির নয়নের বিলোল-কটাক্ষ, প্রথম সাক্ষাৎকারের পরই, যেন নীরবে সমস্ত কৈফিয়ৎ বুঝাইয়া দিয়া, নিষ্কৃতির পথ মুক্ত করিয়া লইল। রোমের প্রতিনিধি বিচারপতি এণ্টনীর দরবারে মিশরের অভিযুক্তা রাণী ক্লিওপেট্রা, অর্থীর কাঠগড়া হইতে অদৃশ্যপথে উড়িয়া গিয়া, বিচারকেরই অন্তঃসিংহাসন যুড়িয়া বসিলেন! অন্ধ সভাসদেরা ইহা বুঝিল না। কি কেন্তু কি হইতেছে, তাহার কোন মর্ম্ম পরিগ্রহও করিতে পারিল না। ইহা এক দিকে টের পাইলেন এণ্টনী, অন্য দিকে বুঝিয়া লইলেন ক্লিওপেট্রা।

এণ্টনী ভুলিলেন,—ক্লিওপেট্রা ভুলাইলেন। একজন অভিনব প্রেমের প্রস্ফুট মূর্ত্তি দেখিয়া, ভাব-গদ্‌গদ-প্রাণে মাথা নোয়াইলেন; আর একজন, মন্ত্রসম্ভূত মোহের গভীর আবেশ দেখিয়া, মৃদুমন্দ হাসিলেন। এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা এক্ষণ একত্র আহার, একত্র বিহার, ও একত্র অবস্থান করেন। ক্ষণেকের অদর্শনে একদিকে উথলিয়া উঠে,—আন্তরিক ব্যাকুলতার উদ্বেল তরঙ্গ; আর একদিকে প্রদর্শিত হয়,—রঙ্গালয়ের অভ্যস্ত নৈপুণ্যে ব্যাকুলতার অনস্ত প্রসঙ্গ। যে দিকে যে ভাবেরই প্রাবল্য থাকুক না কেন, এক্ষণ যেখানে এণ্টনী সেইখানেই ক্লিওপেট্রা, যেখানে ক্লিওপেট্রা সেই খানেই এণ্টনী। তিলেকের তরে ছাড়াছাড়ি নাই, মুহূর্ত্তেকের বিচ্ছেদ বা বিরাগ নাই।

এণ্টনী অকৃতদার প্রণয়ার্থী নব্য যুবক নহেন; তিনি কৃতদার পুত্রবান্ প্রৌঢ় বয়স্ক পরিপক্ক পুরুষ। তাঁহার পত্নীর নাম ফুল্‌ভিয়া (Fulvia)। জুলিয়াস্ সীজার যখন এণ্টনীর উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, তাঁহার যথেচ্ছাচারী উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের মুখে সংযমের লাগাম লাগাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে আপনার প্রিয় সহযোগীদিগের তালিকা হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন, তখন তিনি ফুল্‌ভিয়ার পাণিগ্রহণ করেন।

ফুল্‌ভিয়া, ক্লোডিয়াসের (Clodius) বিধবা পত্নী। ক্লোডিয়াস্ দুর্দ্দান্ত রাজদ্রোহী বলিয়া রোমীয় সমাজে বিশেষ নিন্দিত ও ঘৃণিত ছিলেন। ফুল্‌ভিয়া নিরীহ গৃহস্থের গৃহিণী রূপে, গৃহকর্ম্ম-নিরত, অন্তঃপুর-নিবদ্ধ, শান্ত জীবনের পক্ষপাতিনী নহেন। তিনি

অপরিচিতনামা, অপ্রসিদ্ধ পতির উপর প্রভুত্ব করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার সাধ ছিল, যিনি অন্যকে শাসন করেন, তিনি পত্নীরূপে তাঁহারই উপর শাসনের ছটা ঘুরাইয়া লন। প্রধান সেনানায়ক মহাবাহিনীর পরিচালক, পতিরূপে তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকুক, তাঁহাকর্ত্তৃক পরিচালিত হউক, ইহাই ফুল্‌ভিয়ার মনোগত প্রিয় আকাঙ্ক্ষা ছিল।

প্রভুত্ব-প্রিয় এণ্টনী, না জানি কি মোহে ভুলিয়া, এই প্রভুরূপিণীকে পত্নীরূপে মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এণ্টনী বিবাহের পর, পত্নীকর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, ফুল্‌ভিয়া এণ্টনীকে পতিত্বে বরণ করিয়া, অনায়াসে তাঁহার চির অতৃপ্ত মনোরথের পূর্ণ তৃপ্তি সাধন করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন।

এণ্টনী ফুল্‌ভিয়ার মনস্তুষ্টি বিধানার্থ তাঁহার উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষার অনলে আহুতি প্রদানের উদ্দেশ্যে নানারূপ অদ্ভুত ক্রীড়া কৌতুকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। জুলিয়াস্ সীজার স্পেনে জয়লাভ করিয়া রোমে প্রত্যাগত হইতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া, এণ্টনী অন্যান্য বহুলোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের প্রত্যাশায় প্রত্যুদ্‌গমনার্থ প্রস্থান করিলেন। এদিকে রোমে একটা জনরব প্রচারিত হইল যে, সীজার পথে নিহত হইয়াছেন; এবং তাঁহার সেনাদল ইটালী অভিমুখে অভিযান করিয়াছে। রোম এই সংবাদে উদ্বিগ্ন। সীজারের সহিত সাক্ষাৎকার কামনায় যাঁহারা গিয়াছিলেন, রোমে অবস্থিত তাঁহাদিগের আত্মীয়

স্বজনেরা সকলেই তাঁহাদিগের জন্য যার-পর-নাই অধীর ও চিন্তাযুক্ত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে, এণ্টনী ক্রীতদাসের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, রোমে আপন গৃহে, ছদ্মবেশে পত্নী ফুল্‌ভিয়ার নিকটে, উপস্থিত হইলেন। প্রকাশ করিলেন যে, তিনি এণ্টনীর পত্র লইয়া আসিয়াছেন। ফুল্‌ভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এণ্টনী কুশলে আছেন ত?" ছদ্মবেশী দাস কোন উত্তর করিল না। দাস-সমুচিত বিনীতভাবে জানুপাত করিয়া অবনত মস্তকে ফুল্‌ভিয়ার হাতে একখানি পত্র প্রদান করিল। ফুল্‌ভিয়া পত্রের দিকে চক্ষু রাখিয়া পত্রখানি পড়িতেছেন, এই সময়ে দাসরূপী এণ্টনী হঠাৎ ফুল্‌ভিয়ার পশ্চাৎ দিকে গমন করিয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং দাসের এই বেয়াদবী ও ধৃষ্টতায় কোপারুণ-নয়না ফুল্‌ভিয়ার রক্তিম গণ্ডে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ফুল্‌ভিয়া মুহূর্ত্তেকেই বুঝিতে পাইলেন, এ এণ্টনীর পত্রবাহক দাস নহে,—স্বয়ং এণ্টনী। ক্রোধের জ্বলন্ত বহ্নি পরক্ষণেই হাস্যের হিল্লোলে ভাসিয়া গেল। এণ্টনী এইরূপে প্রায়শঃই ফুল্‌ভিয়ার সহিত নিত্য নূতন রকমের অদ্ভুত কৌতুক-রঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন।

এণ্টনী রোমে ফুল্‌ভিয়ার চিত্ততর্পণার্থ রমণীর নিকটে মাথা নোয়াইয়া নারীর আজ্ঞায় পরিচালিত হইবার যে নূতন বিদ্যা যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাই, কালে মিশরে ক্লিওপেট্রার দরবারে, অন্য আর একপ্রকারে, কাজে লাগিয়াছিল।

সেই অভ্যাসই যেন তখন তাঁহার আজন্মসঙ্গী স্বভাবের মত ষোড়শ উপচারে ফুটিয়া পড়িয়াছিল।

এণ্টনী যখন ক্লিওপেট্রার সহিত অভিনব-প্রণয়-উৎসবে উন্মত্ত, তখন তদীয় পত্নী ফুল্‌ভিয়ার গর্ভোৎপন্ন, তাঁহার ঔরস-জাত এবং তদীয় প্রকৃতির চিহ্নে চিহ্নিত বয়স্থ পুত্র রোমে বর্ত্তমান। এই পুত্রের প্রকৃতি-পরিচয়ার্থ নিম্নে একটি ইতি-কথা উদ্ধৃত হইল। ফিলোটাস্‌ যখন এণ্টনী ও ফুল্‌ভিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্রের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন এণ্টনীর পুত্র তাঁহার পিতার সঙ্গে একত্র আহার না করিলে, প্রায়শঃই ফিলোটাস্‌কে অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেন। একদিন অন্য একটি চিকিৎসাব্যবসায়ী উচ্চৈঃস্বরে নানা কথা বলিয়া সঙ্গীদিগকে নানা প্রকারে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময়, ফিলোটাস্‌ নিম্নোক্ত তর্কজাল বিস্তার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। ফিলোটাস্‌ বলিলেন,—"জ্বর রোগের কোন বিশেষ অবস্থায়, রোগীর শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য। যাহারই জ্বর হইয়াছে, তিনিই জ্বরের কোন বিশেষ অবস্থায় আছেন। সুতরাং যাহার জ্বর হইয়াছে, তাহারই শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য।" উল্লিখিত তর্কজালে কিছু সারবত্তা থাকুক আর নাই থাকুক, লোকটি উহাতে জব্দ হইয়া একেবারে নিরুত্তর হইল; এণ্টনীর পুত্রও তম্মুহূর্ত্তে এইরূপে কলরব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, একটু আরাম ও শান্তি অনুভব করিলেন; এবং ফিলোটাস্‌কে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবার

নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। কিসে এই শ্রেণীর সম্পন্ন ও স্বেচ্ছাচারী লোকদিগের মনস্তুষ্টি হয়—এবং কিসে কখন কি অলঙ্কাসূত্রে তাঁহাদের সঙ্গীয় মোসাহেব বা বন্ধুদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। হয় ত আজীবন ইহাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে কাজ করিলেও, পশ্চাতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অনেক লোকের ন্যায়, তাহাদের মাথা কাটা যায় কিংবা তাহাদিগকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হয়,—আবার সময় বিশেষে, কাকের ছানা কুলায় হইতে পাড়িয়া দিলে, তাহাতেই তাহাদেব নিম্নগামী ভাবী চৌদ্দপুরুষের অন্নচিন্তা দূর হইয়া যায়! এণ্টনীর পুত্র, ফিলোটাসকৃত ঐরূপ উক্তির পরে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইযা, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া অদূরস্থিত নানারূপ কারুকার্য্যসম্পন্ন নানা প্রকার দ্রব্য-পরিপূর্ণ একটি প্লেট্ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে দেখাইয়া দিলেন; এবং বলিলেন,—"ফিলোটাস্, তুমি ওখানে যাহা দেখিতেছ, তাহা আমি তোমাকে সমস্তই উপহার দিতেছি।" ফিলোটাস্ এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি ইহা কল্পনা করিতে পারিলেন না যে, এরূপ অল্পবয়স্ক বালক এরূপ মূল্যবান দ্রব্যসমূহ কিরূপে দান করিতে পারে। শীঘ্রই প্লেট্খানি তাঁহার নিকট আনীত হইল ও তাহাতে ফিলোটাসের নামাঙ্কিত করিয়া, বস্তুগুলি যে তাহার হইল, তাহাই চিহ্নিত করিবার জন্য ফিলোটাস্কে অনুরোধ করা হইল। কিন্তু তিনি যখন ঐ দ্রব্যগুলি দূরে সরাইয়া রাখিলেন ও এই উপহার গ্রহণ করিতে ভীত হইলেন, তখন

যে লোকটি প্লেট্‌খানা আনিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল,—"কিসের জন্য আপনি এত সঙ্কুচিত ও শঙ্কিত হইতেছেন! আপনি কি জানেন না যে, ইহা যিনি দান করিতেছেন, তিনি স্বয়ং এণ্টনীর পুত্র এবং ইহা যদি সম্পূর্ণরূপে সুবর্ণময়ও হইত, তাহা হইলেও ইঁহার দানে কাহারও বাধা দিবার শক্তি নাই। যদি আপনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে এইমাত্র বলিতে পারি যে, জিনিষগুলি অপেক্ষা এই সকলের উপযুক্ত মূল্য আপনি গ্রহণ করিলেই ভাল হয়; কারণ ইহাদের মধ্যে হয়ত পুরাতন জিনিষ বা নানা কারুকার্য্যময় অন্য এমন কিছু থাকিতে পারে, যাহা হস্তান্তর হইলে, এণ্টনী নিতান্ত দুঃখিত ও ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন।" এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এণ্টনীর বয়স্থ পুত্র পিতার ন্যায়ই একটু বেহিসাবী অথচ উদার প্রকৃতির লোক হইয়া উঠিতেছিলেন।

রোমের অসাধারণ বীর ও বাগ্মী, রোমসাম্রাজ্যের অন্যতর কর্ণধার, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ এণ্টনী, ফুল্‌ভিয়ার মত রমণীর প্রেমের 'মক্তবে' উচ্ছ্বসিত যৌবন সময়ে, দীর্ঘকাল, আজ্ঞাবাহী 'তালবেলাম'—ছাত্র বা ভৃত্যরূপে, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রৌঢ়-বয়সে, মিশরের রাণী বিদেশিনীর প্রেমকুঞ্জে দাসখৎ দিয়া বসিলেন! ইহা বস্তুতঃই বড় বিস্ময়ের কথা। ধন্য ক্লিওপেট্রার মহামন্ত্র, ধন্য তাঁহার মোহিনীশক্তি! এণ্টনী এই শক্তিতে আকৃষ্ট বা মুগ্ধ হইয়া প্রথমে ভুলিলেন,—সন্তান-সন্ততিসহ তাঁহার বৈবাহিক প্রেমের আদি গুরু ফুল্‌ভিয়াকে; তাহার পর ভুলি-

লেন—রোম, রোমের সেই রাজনৈতিক আবর্ত্ত ও তথাকার আত্মীয়, অনাত্মীয়, শত্রু মিত্র ও বন্ধু-বান্ধব, সকলকে ; এবং অবশেষে ভুলিয়া বসিলেন,—তাঁহার অত গৌরবের সম্পদ, পৌরুষী প্রতিভার ছবি আপনাকে। পদমর্য্যাদা ও আত্মসম্মান সমস্তই যেন ক্লিওপেট্রার কুহকের অচ্ছেদ্য কুজ্ঝটিকায় চিরকালের তরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এণ্টনী প্রণয়িনীর আঁচল-ধরা প্রেমের পুতুল মদন সাজিয়া, বালকের ন্যায়, বিড়ম্বিত জীবনে কৃতার্থ রহিতে শিখিলেন।

এণ্টনীর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা অন্তর্হিত হইল। তিনি কর্ত্তব্য-ব্রত হইতে সম্পূর্ণরূপে স্খলিত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, নিজের অতি বড় গুরুতর স্বার্থও এখন তাঁহার এ মোহ ভঙ্গ করিতে সমর্থ রহিল না। তিনি ইহার পূর্ব্বেও সময়ে সময়ে বিলাসের সমুদ্রে সন্তরণ করিয়াছেন, কিন্তু এমনই ভাবে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া, একবারে ডুবিয়া পড়েন নাই। সাময়িক প্রয়োজনে বা গুরুতর কর্ত্তব্যের উত্তেজনায় আবার তাঁহার স্বাভাবিক চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে,—আবার তিনি বিলাসের জড়তাকে দূরে ফেলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন ; এবং কর্ম্মদেবীর পাষাণ-পীঠে নমস্কার করিয়া পুরুষের মত দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহার সেই সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইবার শক্তি বা প্রবৃত্তিটুকুও যেন বিলয়প্রাপ্ত হইল। একদিকে তাঁহার পত্নী ফুলভিয়া তাঁহারই স্বার্থরক্ষার্থ, তাঁহার ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী অক্টেভিয়াস্ সীজারের বিরুদ্ধে, রমণী হইয়াও, নিজেই সৈন্য

পরিচালনা দ্বারা, রোমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। অন্যদিকে পার্থিয়ান সৈন্যগণ লেবিমাসের (Labienus) চালকতায় মেসোপটেমিয়ায় সমবেত হইয়া, সিরিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিল। এণ্টনী বিলাস-মণ্ডপে ক্লিওপেট্রার পার্শ্বে বসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ এই সকল সংবাদ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু প্রতিকারার্থ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার মতি বা প্রবৃত্তি হইল না। তিনি রণক্ষেত্রের অপরিহার্য্য প্রয়োজনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার সম্পদ্ ও বিপদের সেই অনিশ্চিত সন্ধিস্থলে পঁহুছিয়াও দৃক্পাতশূন্যভাবে চিরপদানত নর্ম্ম-সচিবের ন্যায়, ক্লিওপেট্রার অনুসরণে আলেক্‌-জেণ্ড্রিয়াতে গমনই অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করিলেন! তিনি আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় যাইয়া তথাকার অবাধ-আমোদ-প্রমোদের স্রোতে,—মনুষ্যত্ববিঘাতিনী বিলাসিতার আবিল প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিলেন; এবং প্রাচ্য কুহকিনীর মদিরিক নয়নের আবেশ-বিহ্বল দৃষ্টিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া, শুধুই অকাজে বা অপকাজে, তাঁহার তখনকার সেই মূল্যবান্ সময়, নিতান্ত অর্ব্বা-চীন ও অনভিজ্ঞ নিরক্ষরের ন্যায়, অযথা নষ্ট করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিলেন না!

অমন এণ্টনী এমন হইলেন কিরূপে? স্থূলদৃষ্টিতে ইহা একটা কার্য্যকারণশূন্য বশীকরণ প্রক্রিয়ার আভিচারিক মন্ত্রমোহ-রূপে প্রতিভাত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে, কারণশূন্য কার্য্য বা আকস্মিক ঘটনা নহে। ক্লিওপেট্রার অন্তর্দ্দর্শিনী দৃষ্টি, প্রখরা বুদ্ধি ও পরচিত্তবিনোদনের আশ্চর্য্য কৌশলই ইহার মূল কারণ।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের গুরুস্থানীয় প্রসিদ্ধনামা প্লেটো (Plato) স্তাবকতা বা মানব-মনোরঞ্জন-কৌশলকে, বহু চিন্তার পরে, চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, বোধ হয়, এবম্বিধ সহস্র প্রকারের কৌশল বা বিদ্যা ক্লিওপেট্রার নিত্য অভ্যস্ত ছিল। এণ্টনী কোন কারণে, গভীর চিন্তাযুক্ত মনে মুখশ্রী গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছেন। ক্লিওপেট্রা যেই তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, অমনি ক্লিওপেট্রার মুখখানিও গম্ভীর হইয়া উঠিল! ক্লিওপেট্রা দৃষ্টিমাত্রই যেন এণ্টনীর হৃদয়-পটের তৎ-সাময়িক সকলগুলি চিন্তার রেখাই পাঠ করিয়া ফেলিলেন এবং হৃদয়ের তদানীস্তন অবস্থার অনুরূপ এমন একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন যে, এণ্টনীর চিন্তাস্রোতে তন্মুহূর্ত্তেই একটা বিশেষ প্রীতিকর নূতন লহরী উঠিল। এণ্টনী প্রীত হইলেন। আবার কোন সময়ে এণ্টনী বিলাস-ঢল-ঢল প্রাণে, মুখচ্ছবিতে আমোদস্ফূর্ত্তির উৎস ছুটাইয়া ক্লিওপেট্রার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ক্লিওপেট্রা তখন বড় বিষাদ-বিরস বা গম্ভীর ভাবে অবস্থিত রহিলেও, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, তাঁহার বাহ্যমূর্ত্তিতে প্রমোদের উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠিল। তিনি অমনি নূতন নূতন আমোদের অভিনব প্রকার উদ্ভাবন করিয়া এণ্টনীর তদানীন্তন আমোদ-স্রোতে অভিনব তরঙ্গ তুলিয়া দিলেন। ঈদৃশ নট-নৈপুণ্যে ক্লিওপেট্রা জগতে অতুলনীয়া। তিনি এ অংশে, চিত্ত-বিনোদক অশেষবিধ উপায়ের খনি-স্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যেখানে এণ্টনী, সেইখানেই ক্লিওপেট্রা। এণ্টনী কায়া, ক্লিওপেট্রা ছায়া। ইহা যদি হয়, উভয়নিষ্ঠ প্রকৃত আন্তরিক প্রগাঢ়-অনুরাগ হইতে উদ্ভূত,—চিরপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় প্রেম-ব্রত,—সেই আত্মত্যাগের মহাযজ্ঞ, তাহা হইলে এ প্রেম, রাম-সীতার প্রেম না হইলেও সাবিত্রী সত্যবানের প্রেমরূপে সম্মানিত হইবার যোগ্য। কিন্তু এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার প্রেম সে শ্রেণীভুক্ত নহে। এণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে ছাড়িয়া তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে পারিতেন না। ক্লিওপেট্রা এণ্টনীকে তিলার্দ্ধ ছাড়িয়া থাকা সঙ্গত মনে করিতেন না। এণ্টনীর ছিল মোহ,—অহিফেণসেবী মদতীর মোহের মত মোহ; আর ক্লিওপেট্রার ছিল আশঙ্কা;—দূরদর্শিনী নীতি-পরায়ণার স্বার্থচিন্তাজনিত আশঙ্কার মত আশঙ্কা। ক্লিওপেট্রা প্রতিনিয়তই এণ্টনীর সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেন। দিবারাত্রির মধ্যে কোন সময়েই, এণ্টনীকে তাঁহার কাছ ছাড়া হইয়া থাকিতে দিতেন না। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই এই ভয় ছিল, পাছে তাঁহার এই যাদুমন্ত্রমুগ্ধ অতি সাধের বিদেশী পাখীটি প্রেমের পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উড়িয়া পলায়! রোমের অদ্বিতীয়-প্রতাপ বীর, বিপ্লব-কারী বক্তা ও সীজার-ঘাতী অপ্রতিহত-শক্তি ব্রুটাস্ প্রভৃতিরও ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী, হারকিউলিসের গর্ব্বিত বংশধর এণ্টনী আজি এইরূপে কুহকিনী রমণীর প্রেম-গারদে নজরবন্দী কয়েদী! জীবনে ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি?

ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর সঙ্গে পাশা খেলেন, মদ্যপান করেন, শিকারে বহির্গত হন; এবং এণ্টনী যখন অস্ত্রচালনা অভ্যাস

অথবা অন্য কোনরূপ বলব্যঞ্জক শারীরিক ব্যায়ামে নিরত থাকেন, তখন তিনি কাছে দাঁড়াইয়া তাহা দেখেন ও এণ্টনী প্রশংসা-যোগ্য কোন ক্রীড়া প্রদর্শন করিলেই, বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া, করতালি সহকারে, আনন্দ প্রকাশ করেন। এই ভাবেই আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে এরূপ বিলাস-স্পর্দ্ধী আমীরের জীবন যাপন করিতেন, যে তাহার অনন্ত প্রবাহে জলের মত অর্থ ব্যয়িত হইত। অশনে, বসনে, বিহারভ্রমণে ও আমোদ প্রমোদে মাসে মাসে সম্রাটের ভাণ্ডার উড়িয়া যাইত। এই সকল বিষয়ে ব্যয়ের প্রকারপ্রদর্শনার্থ এস্থলে ফিলোটাস্‌-বর্ণিত একটি ইতি-কথা প্রকটিত হইল। ইহা পাঠ করিলেই উহার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা পাওয়া যাইবে।

এণ্টনী ও তাঁহার অনুগৃহীত বন্ধু-বান্ধব ও পারিষদেরা সম্মিলিত হইয়া আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় একটা দল বা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। ঐ সমিতিটিকে 'Inimitable Livers' এর সমিতি এই বিচিত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। বোধ হয়, ঐ দলের লোকেরা যে ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহা কোন অংশে, সাধারণের সহজ-সাধ্য বা অনুকরণীয় ছিল না! সেই হেতুই ঐ সমিতি এই বিচিত্র নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই সমিতির প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যহ দলভুক্ত অন্যান্য লোকদিগকে ভোজন করাইতেন; এবং তাহাতে এই পরিমাণ

ব্যয়বাহুল্য হইত যে, তাহা সাধারণের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ফিলোটাস্ নামক 'এম্‌ফিসার' জনৈক চিকিৎসা ব্যবসায়ী প্লুটার্কের পিতামহ লেম্‌প্রিয়াস্‌কে প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি যখন কিশোর বয়সে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্রাবস্থায় ছিলেন, তখন রাজকায় পাচকের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকায়, তিনি একদিন নৈশভোজের বিপুল আয়োজন দেখিবার জন্য তৎ-কর্তৃক সাদরে আহূত হন। তিনি রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইলে পরে, নানাপ্রকার দ্রব্য-সম্ভার দর্শন করিয়া, একটু বিস্মিত-চিত্তে ঐ সকল দ্রব্য সামগ্রীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং একস্থানে আটটা বরাহের মাংস ভর্জ্জিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার পাচক বন্ধুকে বলিলেন, "নিশ্চয়ই, বোধ হয়, অদ্য তোমাদের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুব বেশী।" পাচক তাঁহার এই সরলতায় হাসিয়া উঠিল, এবং বলিল যে, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বারজনের বেশী নহে। তবে পাচিত হইবার পরে ভর্জ্জিত মাংসখণ্ডের গাত্রলগ্ন স্নেহ-পদার্থের লাল, নীল ইত্যাদি নানাবর্ণের আভাবিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিম্বগুলি পাচিত মাংসখণ্ডে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই, উহার প্রত্যেকটি ডিস্ আহারের জন্য উপস্থিত করিতে হয়; এবং এক মিনিট সময় এদিক ওদিক হইলেই সমস্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সে আরও বলিল যে, এণ্টনী হয়ত এখনই আহার করিতে পারেন, হয়ত এখন নাও পারেন, আবার হয়ত মদ্যপান করিতে করিতে গল্প জুড়িয়া দেওয়াতে

তাঁহার আহারক্রিয়া এখন বন্ধও থাকিতে পারে! এরূপ অবস্থায় তাঁহার জন্য অনেকগুলি ভোজ্য প্রস্তুত থাকা একান্ত আবশ্যক। কারণ, তিনি যে কোন্ সময়ে আহার করিবেন, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অথচ যখন আহার করিবেন, তখন সমস্ত আহার্য্যবস্তু সদ্য-প্রস্তুতবৎ থাকা আবশ্যক। এণ্টনীর দৈনন্দিন ভোজনও কিরূপ বহুব্যয়সাধ্য রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় নিত্য অনুষ্ঠিত হইত, এই ইতিকথা শ্রবণেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সাক্ষাৎ মদনদেব ও রতিদেবীর ন্যায় মিলিত হইয়া, এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা আলেক্জেণ্ড্রিয়াতে যে সকল ক্রীড়া, কৌতুক ও লীলা বা রঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার কোন কোনটি বড়ই বিচিত্র ও অদ্ভুত। বোগ্দাদের সম্রাট্ হারুণ-আল্-রসিদ, রাত্রি কালে তাঁহার অশেষ-গুণালঙ্কৃত বিচক্ষণ মন্ত্রী জাফরকে সঙ্গে লইয়া, দরিদ্রের বেশে নগর ভ্রমণ করিতেন; এবং প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া প্রজার মঙ্গল-কামনায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিবিধ অনুষ্ঠান করিতেন। অত্যাচারী দস্যু তস্করের হস্ত হইতে নিরীহ গৃহস্থের ধন প্রাণ রক্ষা করা হইত; বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, ক্ষুধাতুরকে ভোজ্য এবং দরিদ্রকে অর্থ দান কার্য্যেরও কতকটা এই নৈশ-ভ্রমণের সময়ই হইয়া যাইত। ছদ্মবেশী সম্রাট্কে কেহ চিনিত না, বিদেশী পর্য্যটক মনে করিত; অথচ অজানিতরূপে ইহাঁর কাছে প্রভূত উপকার পাইত বলিয়া, ইহাঁকেই দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত। সম্রাট্ এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায়, দস্যু ও তস্করের হাতে পড়িয়া, নৈশ-অন্ধকারে, রাজপথে আপনার প্রাণ

লইয়াও সময় সময় বিপন্ন হইতেন। কিন্তু তথাপি এইরূপ প্রচ্ছন্ন প্রজাহিত-ব্রতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও বিরাগ বা বিরক্তি জন্মিত না। আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরে এণ্টনীও রাত্রিকালে ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু এই ভ্রমণে কোন জাফর তাঁহার সঙ্গে থাকিত না। প্রাণের দোসর, কায়ার ছায়া ক্লিওপেট্রা তাঁহার সঙ্গিনী হইতেন। এণ্টনী পরিধান করিতেন, সামান্য ভৃত্যের পোষাক, ক্লিওপেট্রা পরিতেন নিম্নশ্রেণীস্থ পরিচারিকার পরিচ্ছদ। তাঁহাদিগের এই ছদ্মবেশে নৈশবিহার বা নৈশ-চারণের উদ্দেশ্য প্রজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ বা প্রজার কোনরূপ হিত সাধন নহে; ইহাতে প্রজার কোন উপকার হইত না,—হইত বরং যথেষ্ট উপদ্রব।

এণ্টনী ভৃত্যবেশে অগ্রে অগ্রে চলিতেন, ক্লিওপেট্রা পরিচারিকার বস্ত্রাবরণে গা ঢাকিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেন। তাঁহারা যে পথে গতি করিতেন, নিদ্রিত নগরের সেই দিকই ভৌতিক উৎপাত মনে করিয়া শশব্যস্তে জাগিয়া উঠিত। তাঁহারা নিদ্রিত নগরবাসীর দরজা জানালায় করাঘাত করিয়া নানারূপ উপদ্রব করিতেন। যেখানে এই কৌতুক দুঃসহ হইয়া উঠিত, সেখানে ঐ কৌতুকের ভাবেই তাঁহারা একটু বিপন্ন হইতেন। নৈশ-বিহার-ভ্রমণের ফলস্বরূপ সময় সময়, তাঁহাদিগকে নগরবাসী কর্ত্তৃক উত্তম মধ্যম প্রহারে আপ্যায়িত হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে হইত। যদিও অনেকেই জানিত যে, এই নৈশ-উৎপাতকারী অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা,

তথাপি তাহারা প্রহারের সময় হস্ত সঙ্কুচিত করিত না। না-জানি না-জানি ভাবে, নাগরিকেরা চোরের প্রাপ্য কিল ছদ্মবেশী দণ্ডদাতা রাজা ও রাণীর পৃষ্ঠে মনের সাধে বসাইয়া দিত, তাঁহারাও অচেনা ও অজানা ভাবে কৌতুক-প্রবণ প্রাণে সেই চোরা কিল হজম করিয়া চলিয়া আসিতেন। এ যে কিরূপ কৌতুক বিহার বা আমোদ, আলস্যের হাপরে বিলাসের জ্বলন্ত কয়লায় প্রাণটাকে গলাইয়া এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার ছাঁচে ঢালিয়া না লইলে, তাহা অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। অহোরাত্র রাজাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, অষ্টপ্রহর অশেষ রাজভোগে পরিতৃপ্ত রহিয়া এবং অবিশ্রান্ত সাদর-সম্ভাষণ, বিনীত অভিবাদন ও অন্য সহস্র প্রকার সুখ-সম্মানে সম্বর্দ্ধিত হইয়া, বোধ হয়, ঐ সকল প্রার্থনীয় সম্পদে, তাঁহারা একটু বিতৃষ্ণ ও বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই এই ছদ্মবেশে বিড়ম্বনা-ভোগ, মিষ্টান্নের মুখে তিন্তিড়ী আস্বাদনের ন্যায়, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ একটু রুচিকর ও হৃদ্য হইয়াছিল। তা, না হইলে, কোন অলস, অকর্ম্মা বা বিলাস-কীটেরও, বুদ্ধির সূত্রগুলি অচ্ছিন্ন ও অক্ষুণ্ণ থাকিতে, এমন অদ্ভুত কৌতুক-লালায় প্রবৃত্তি বা সাধ হইতে পারে না।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াবাসিগণ এণ্টনীর এই সমস্ত ক্রীড়া-কৌতুক ও লীলা-খেলাগুলিকে প্রীতি ও আমোদের চক্ষে দেখিত এবং অনেক সময় প্রফুল্লচিত্তে উহাতে যোগদান করিত। অধিবাসী এমন না হইলে, অধিরাজের স্থলবর্ত্তী অমন হইবেন কিরূপে? লোকে কথায় বলে, “যস্মিন্‌দেশে যদাচারঃ।” আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার

লোকেরা বলিত,—"এণ্টনী তদীয় জীবনের কৃষ্ণপক্ষটা রোমে অতিবাহিত করিয়াছেন,—আমোদ-স্ফূর্ত্তির বহির্ভূত অংশটুকু রোমে অভিনয় করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনের প্রমোদ-প্রফুল্ল শুক্লপক্ষ অর্থাৎ আমোদ-উৎসবের প্রাণ-ঢালা উচ্ছ্বাসটুকু যে তাহাদিগেরই ভোগার্থ সঞ্চিত রাখিয়াছেন, এজন্য তাহারা তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।" যে-ই যাহা বুঝুক, যে যেভাবে এই উন্মাদ-রঙ্গের, শিষ্টসম্মত সাধু ব্যাখ্যা দ্বারা উহার কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করুক না কেন, আলেকজেণ্ড্রিয়ার জলবায়ুতে ও ক্লিওপেট্রার সংসর্গে এণ্টনীর মতি, গতি ও রুচি প্রবৃত্তি কি পরিমাণ নীচগামিনী হইয়া পড়িয়াছিল, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনায়াসে বুঝিয়া লইবেন।

এণ্টনীর এই সমস্ত বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ ও অদ্ভুত অভিনয়-লীলার বর্ণনা করিতে গেলে, উহার শেষ সীমায় পঁহুছান কঠিন; কিন্তু তাঁহার মৎস্য ধরার কাহিনীটি কিছুতেই ভুলিবার কথা নহে। যদিও জগতে অনেকেই, অনেকের বড়শীতে, কখন স্বেচ্ছায় সাধ করিয়া, কখন বা অজ্ঞাতসারে না বুঝিয়া, মৎস্যরূপে আটকা পড়েন, তথাপি স্থলের বড়শীতে জলের মাছ গাঁথিয়া তোলা নিষ্কর্ম্মা লোকের পক্ষে বড়ই একটা আমোদজনক অনুষ্ঠান। এণ্টনীর একদিন বড়শীতে মৎস্য ধরিবার সাধ হইল। অতএব ক্লিওপেট্রার অব্যর্থ বড়শীতে চির-আবদ্ধ রোমের রাঘব, মিশরের চুণোপুটা শিকারে যাত্রা করিলেন! মৎস্যবহুল স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দর্শনার্থিনীরূপে ক্লিওপেট্রাও তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন। এণ্টনী

বড়শী ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার বড়শীতে একটি মাছও ধরা পড়িল না। এণ্টনী মাছ ধরিতে অক্ষম, ক্লিওপেট্রার চক্ষের সম্মুখে, তাঁহার এই অক্ষমতা প্রকাশে বড়ই লজ্জা বোধ হইল। এণ্টনী গোপনে তাঁহার বিশ্বস্ত ধীবরদিগকে ডাকাইলেন। ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন,—তাহারা যেন চুপে চুপে জলে ডুব দিয়া, তাহাদিগের পূর্ব্ব-ধৃত মৎস্যগুলি একে একে তাঁহার বড়শীতে গাঁথিয়া রাখিতে থাকে। এণ্টনী এইরূপ গুপ্ত বন্দোবস্ত করিয়া আবার যাইয়া বড়শী ফেলিলেন। এবার তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। যেই বড়শী ফেলিলেন, অমনই বড় বড় মাছ তাঁহার বড়শীতে আটকা পড়িল; তিনি সেই গুলিকে সবলে টানিয়া টানিয়া উঠাইতে আরম্ভ করিলেন। চতুরা ক্লিওপেট্রা অনায়াসে এ রহস্যের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথাই বুঝিয়া লইলেন। কিন্তু রহস্যভেদ করিলেন না, পঞ্চমুখে এণ্টনীর শিকার-দক্ষতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিনকার মৎস্য-ধরা এইভাবেই সম্পন্ন হইয়া গেল।

পরদিন পুনরায়, মৎস্যধরার আয়োজন হইল। কত লোকে চৈত্রের রৌদ্রে মাথা ফাটাইয়া জলাশয়ের তটে বড়শী লইয়া দিন কাটায়, কে তাহাদের খবর লয়? কিন্তু রাজারাজড়ার বড়শী-শিকারও জাতীয় উৎসবের মধ্যে গণ্য। এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা যেখানে মাছ ধরিবেন, সেখানে চারিদিক হইতে কৌতুক-দর্শনার্থী অসংখ্য লোকের সমাগম হইল। জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়া, পথ করিবার নিমিত্ত শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রহরী দণ্ডায়মান হইল। শরীর-রক্ষিগণ সতর্ক হইয়া চলিল। চারিদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ

উত্থিত হইল। ক্লিওপেট্রা, এণ্টনীর মৎস্যধরার আশ্চর্য্য কৌশল ও অদ্বিতীয় নৈপুণ্য দর্শনার্থ নগরবাসী বহু মান্য গণ্য ভদ্রলোককে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। তাঁহারা ছোট ছোট মাছ-ধরা ডিঙ্গিতে আরোহণ করিয়া চারিদিকে সমবেত হইলেন। এণ্টনী তাঁহার পূর্ব্বদিনের কৃত বন্দোবস্তের উপর নির্ভর করিয়া সগর্ব্বে বড়শী ফেলিলেন! ক্লিওপেট্রা যে তাঁহার চালাকির উপরে চতুরালির পরিপক্ক চাল দিয়া রাখিয়াছেন, তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না। যেই বড়শী ফেলিলেন, অমনি তাঁহার বোধ হইল যে, মাছে আধার গিলিয়াছে। এণ্টনীর নিযুক্ত ডুবরীদিগের মধ্যে ক্লিওপেট্রা তাঁহার একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চতুর ভৃত্য ক্লিওপেট্রার ইঙ্গিতক্রমে জীবিত মৎস্যের পরিবর্ত্তে এণ্টনীর বড়শীতে পণ্টাস্ হইতে আনীত, দীর্ঘকালরক্ষার্থ লবণাক্ত, একটা শুষ্ক মৎস্য গাঁথিয়া দিল। এণ্টনী তাঁহারই পূর্ব্বকৃত বন্দোবস্ত অনুসারে মৎস্য ধরা পড়িয়াছে মনে করিয়া সবলে ছিপ টানিয়া উঠাইলেন। ভাবিলেন এক, হইল আর! জীবিত মৎস্য বোধে সহর্ষে ছিপ উঠাইলেন, মৎস্য পাড়ে উঠিয়াই লবণাক্ত শুঁটকি হইয়া বসিল! প্রকৃত রহস্য এখন আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল! এণ্টনী অপ্রতিভ হইলেন। ক্লিওপেট্রা তাঁহাকে অপ্রতিভ দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিলেন; এবং তাঁহার দিকে এক বিদ্যুদ্দাম তুল্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"সেনাপতি মহাশয়, থামুন। বড়শী দিয়া মাছ ধরা আপনার উপযুক্ত নয়। এ সকল কাজ

আমাদিগের ন্যায় ফেরাস্ (Pharus) বা কেনোপাসের (Canopus) সামান্য রাজাদিগেরই উপযুক্ত ! নগর, প্রদেশ ও রাজ্য, এই সমস্তই আপনার উপযুক্ত ক্রীড়নক, বা আপনার যোগ্য শিকার।" অথবা প্লুটার্কের ভাষায় ;—

"Go General," said Cleopatra, "leave fishing to us, petty princes of Pharus and Canopus ; your games are cities, kingdoms, and provinces."

এণ্টনী যখন মিশরে এইরূপে আত্মহারার মত, অকিঞ্চিৎকর আমোদ উৎসবের হল্-হলায় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ঘূর্ণপাকে হাবুডুবু খাইতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহার নিকট দুটি দুঃসংবাদ পঁহুছিল, — একটি রোম হইতে, আর একটি আসিল সিরিয়া অঞ্চল হইতে।

এণ্টনীর ভ্রাতা লুসিয়াস্ ও তাঁহার স্ত্রী ফুল্‌ভিয়ার মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল ; তিনি রোমের সংবাদে জানিতে পারিলেন যে, অনেক বাদবিসম্বাদের পরে, তাঁহার ভ্রাতা ও পত্নী পরস্পর মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মনোমালিন্য ঘুচিয়া গিয়াছে। কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়া, সীজারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন, অদৃষ্টদোষে তাহার ফল ভাল হয় নাই। তাঁহারা যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে পরাভূত ও সীজারের বিক্রমে ইটালী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন ! সিরিয়ার সংবাদে শুনিতে পাইলেন, লেবিনাস্ ও পার্থিয়ানেরা, সিরিয়া ও ইউফ্রেটিস্ নদী হইতে লিডিয়া ও আয়োনিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে !

সংবাদ মর্ম্মান্তিক ও দুঃসহ। এণ্টনী প্রকৃতিস্থ থাকিলে, তাঁহার অশনি-নিনাদে একদিকে ইটালীর পর্ব্বত-বক্ষ মুহূর্ত্তেকে বিদীর্ণ হইত; অন্যদিকে পার্থিয়ানদিগের মদগর্ব্ব চক্ষের পলকে সঙ্কুচিত বা দমিত হইয়া আসিত। সে সম্ভাবনা এখন কোথায়? কিন্তু তথাপি এ দুঃসংবাদের এমনই মাহাত্ম্য যে, অপ্রকৃতিস্থ এণ্টনীরও বিলাস-আবেশে ঢুলু-ঢুলু নয়ন যুগল ক্ষণকালের তরে উন্মীলিত হইল! আকস্মিক ক্রোধের উদ্রেকে তাঁহার মদিরা-রাগ-রঞ্জিত নয়ন-রক্তিমায় দ্বিগুণিত অরুণ-আভা ফুটিয়া পড়িল! ক্লিওপেট্রা তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। তিনি ক্লিওপেট্রার মুখের দিকে চাহিয়াই যেন, মুখ ফুটিয়া ফুল্‌ভিয়ার নাম করিতে সাহস পাইলেন না। কিঞ্চিৎকাল প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ স্তম্ভিত রহিলেন; এবং যেন মানস-নয়নে পলায়মানা ফুল্‌ভিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, নীরব ভাষায়,—"ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আসিতেছি", এই বলিয়া আশ্বাস দিয়া, অগ্রে পার্থিয়ানদিগের বিরুদ্ধে অভিযানই বর্ত্তমান অবস্থায়, বিশেষতঃ ক্লিওপেট্রার চক্ষের সম্মুখে, অধিকতর সঙ্গত ও নিরাপদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। মাদকতার ঘুম-ঘোর ভঙ্গ হইল! ভীষণ রণ-শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। সৈন্য-দলের মধ্যে "সাজ সাজ" বলিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। এণ্টনী ক্লিওপেট্রার নিকট বিদায় লইয়া সর্ব্বাগ্রে পার্থিয়ানদিগের বিরুদ্ধে রণ-যাত্রা করিলেন। মিশরের প্রমোদ-নাট্যশালায় কিছুকালের তরে যবনিকা পাত হইল।

এণ্টনী সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া ফিনিসিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তিনি ফিনিসিয়ার উপকূলে রণতরিতে উপবিষ্ট

আছেন, এই সময়, জনৈক পত্রবাহক একখানি চিঠি লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। লিপিখানি ফুল্‌ভিয়ার। লিপি মর্ম্ম-স্পর্শিনী। ক্লিওপেট্রা কাছে নাই, এণ্টনীর নয়ন-প্রান্তে নির্ভয়ে অশ্রু উদ্গত হইল। তিনি পার্থিয়ানদিগকে উপেক্ষা করিয়া অমনি দুই শত রণতরী সহ ইটালী অভিমুখে তাঁহার গতি ফিরাইয়া লইলেন! রোমে এণ্টনীর বহু সুহৃৎ ও বন্ধুবান্ধব সসম্মানে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও সীজারের ভয়ে ইটালী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনেকে আসিয়া ইটালীর পথে এণ্টনীর সহিত মিলিত হইলেন। এণ্টনী প্রীতিভরে তাঁহা-দিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

এণ্টনী এই বন্ধুদিগের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, রোমের বর্ত্তমান অশান্তি ও বিপ্লবের প্রধান কারণ ফুল্‌ভিয়া। এ গৃহ-বিবাদে ফুল্‌ভিয়াই অপরাধিনী। ফুল্‌ভিয়া স্বভাবতঃই কলহ-প্রিয়া, কোপনস্বভাবা, প্রগল্‌ভা ভামিনী। সম্প্রতি তাঁহার এই স্বভাব অধিকতর উগ্রমূর্ত্তিতে ফুটিয়া পড়িয়াছিল। ইহার কারণ, এণ্টনীর ক্লিওপেট্রা-প্রেম। ক্লওপেট্রার সহিত এণ্টনীর ঐরূপ অবৈধ ব্যবহারে ফুল্‌ভিয়ার স্বাভাবিক ক্রুদ্ধ প্রকৃতি লুক্কায়িত ঈর্ষ্যার আগুনে দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ফুল্‌ভিয়া ভাবিয়াছিলেন, রোমে যদি একটা ঘোরতর রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এণ্টনী অবশ্যই ক্লিওপেট্রার দৃঢ় প্রেম-বন্ধনী ছিন্ন ফেলিয়া রোমে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইবেন। এই অভিসন্ধিতে বিধ্বস্ত রিয়াই, ফুল্‌ভিয়া সীজারের সহিত গোলযোগ উপস্থিত

করিয়াছিলেন। এই কাহিনী শুনিয়া, এণ্টনী ফুল্‌ভিয়ার প্রতি একটু বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইতেছিলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। তাঁহারা আরও কহিলেন,—দুর্ভাগিনী ফুল্‌ভিয়া এণ্টনী তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিতেছেন শুনিয়া, বহুদিন পরে,—এণ্টনীকে দেখিবেন আশায়, বড়ই আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। সিসিয়ান পর্য্যন্ত আসিয়া, আর আসিতে পারেন নাই। সেই-খানেই হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন! তাঁহার সকল অপ-রাধের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। এণ্টনী ইহা শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

শেক্ষপীর কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ফুল্‌ভিয়ার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে এণ্টনীর তমসাচ্ছন্নহৃদয়ে চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় মনুষ্যত্বের আভা ক্ষণকালের তরে ফুটিয়া পড়িয়াছিল; ফুল্‌ভিয়া আর ইহজগতে নাই, ইহা শুনিয়া তিনি অশ্রু-সিক্ত-নয়নে আর একবার সত্য ও ধর্ম্মের পথে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের উক্তি শেক্ষপীরকৃত এই চিত্রের সমর্থক নহে। ফুল্‌ভিয়ার মৃত্যু একপ্রকারে তাঁহার পক্ষে যেন একটা সুবিধাজনক দৈবঘটনারূপেই পরিণতি পাইল। ফুল্‌ভিয়ার মৃত্যুতে সীজরের সহিত এণ্টনীর পুনর্ম্মিলনের এক অভিনব দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। এণ্টনী অতঃপর রোমে আসিয়া পঁহুছিলেন। রণ-কোলাহল থামিয়া গেল। কোষ-নিবদ্ধ অসি বীর-কটিবন্ধে বিরাম লাভ করিল। সীজার সহাস্যমুখে এণ্টনীর সম্মুখীন হইলেন। বাক্যে, ইঙ্গিতে বা আকার প্রকারেও আর

বিন্দুমাত্র ক্রোধের ভাব প্রকটিত হইল না। উভয়েই উভয়কে প্রিয়মুখে সম্ভাষণ করিলেন। এ পর্য্যন্ত যত কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছিল, সীজার বুঝিয়াছিলেন, উহার সমস্ত দোষই ফুল্‌ভিয়ার। এণ্টনীও তাহাই বুঝিতে দিলেন। সমস্ত অপরাধ মৃতার স্কন্ধে চাপিয়া পড়িল। সুতরাং নির্দ্দোষ ও নির্ব্বিকার সীজার ও এণ্টনীর মধ্যে মনোমালিন্যের অন্য কোন কারণই রহিল না। উভয়ে প্রণয়ে ও সদ্ভাবে সম্মিলিত হইলেন। উদ্বেল বিপ্লবে শান্তি স্থাপিত হইল। এই প্রণয় ও সদ্ভাব যাহাতে আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরস্থায়ী রহে, এক্ষণে তজ্জন্য নূতন বন্দোবস্তের কল্পনা ও জল্পনা চলিতে লাগিল।

অক্টেভিয়া, সীজারের বৈমাত্রেয়ী ভগিনী। তিনি বয়সে সীজারের জ্যেষ্ঠা। অক্টেভিয়া তখন রোমে অসাধারণ গুণবতী ও যার-পর-নাই বুদ্ধিমতী রমণীরূপে সম্মানিতা ছিলেন। সীজার তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করিতেন ও ভাল বাসিতেন। অক্টেভিয়া এক্ষণ বিধবা। এণ্টনী বিপত্নীক হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে, অক্টেভিয়ার পতি লোকান্তরিত হইয়াছেন। সীজার মনে মনে এণ্টনীকে জ্যেষ্ঠার দ্বিতীয় বররূপে মনোনীত করিলেন। এণ্টনী এখন পত্নীহীন, এই শুভমুহূর্ত্তে অক্টেভিয়াকে যাহাতে এণ্টনীর সহিত পরিণয়-পাশে বদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তদর্থে তিনি বিশেষরূপে যত্নবান্ হইলেন। অক্টেভিয়ার নব-বৈধব্য হেতু শোকের ভাব তখনও অপনীত হয় নাই। সুতরাং সীজার হৃদয়ের দিক্ দিয়া না যাইয়া, বুদ্ধির দিক্ দিয়া এই প্রস্তাব

লইয়া ভগিনীর সম্মুখীন হইলেন। তিনিও রোমের শান্তির দিকে চাহিয়া, তখনই পুনর্বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতিদানে তত আপত্তি করিলেন না।

এণ্টনীর অন্য শত দোষ থাকিলেও প্রাণটা বড় সরল ছিল। তিনি সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, ক্লিওপেট্রার সহিত তাঁহার অবৈধ প্রণয় আছে সত্য, কিন্তু তাঁহাকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন, এ অপবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। তিনি কিছুতেই ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এণ্টনী সত্যবাদী, সীজার ইহা জানিতেন। অক্টেভিয়াও তাঁহার এই উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। এণ্টনীর বুদ্ধিমত্তা ও সদ্বিবেচকতা তাঁহার অন্ধ ভাল-বাসার উপরে এক সিঁড়ী ডিঙ্গাইয়া উঠিয়াছিল, ইহা বস্তুতঃই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! কিন্তু ক্লিওপেট্রার সেই মনোমোহন বিলোল-কটাক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এণ্টনী ইহা পারিতেন কি না, সন্দেহ। বোধ হয় নবপরিণয়ের বিনোদবেশ মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াই, তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্লিওপেট্রা-মত্ততা সাময়িকভাবে প্রসুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই বিবাহ-বন্ধন সকলেই অন্তরের সহিত ইচ্ছা করিলেন। কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি রহিল না। অসহিষ্ণুতা আত্যন্তিকী ইচ্ছার একটি বিশেষ ধর্ম্ম। উহা কাম্য বস্তুকে যত শীঘ্র সম্ভব, আপনার আয়ত্ত করিয়া লইতে চাহে। অথচ এই অধীরতার সম্মুখে, জানি না কি বিধিকৃত নিয়মবশে, প্রায়শই অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এ ক্ষেত্রেও

তাহাই ঘটিল। বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ এবং অন্য সকলেরই প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যে, এই বিবাহ-ক্রিয়া, এই শুভ অনুষ্ঠান ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সম্পন্ন হউক। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার পথে একটি পরিপন্থী উপস্থিত হইল। সে পরিপন্থী সিনেটের ব্যবস্থা। সিনেট নিয়ম করিয়াছিলেন যে, স্বামী বিয়োগের পর বিধবাগণ দশ মাস অতিবাহিত না হইলে, পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন না। অক্টেভিয়ার বিবাহে এই নিয়ম অন্তরায় স্বরূপ হইল। কিন্তু এ অন্তরায় কার্য্য স্থগিত রাখিতে সমর্থ হইল না। সিনেট যে জনসাধারণের প্রতিনিধি, সেই জন-সাধারণ যখন উৎসুক, সিনেটে যাঁহারা চালক, নায়ক ও কর্ত্তৃ-পুরুষরূপে সম্মানিত, কর্ম্মটি যখন তাঁহাদিগেরই মনোমত ও অভীপ্সিত, নির্জ্জীব নিয়ম ইহা দীর্ঘ সময় ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে কেন? অবশেষে "তেজীয়সাং ন দোষায়", যেন এই বিশেষ বিধির সম্মানরক্ষার্থ, সাধারণবিধি নীরব রহিতে বাধ্য হইল। মহাসমারোহে অক্টেভিয়া ও এণ্টনীর শুভ উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই সময়ে, সেক্‌সটাস্ পম্পে (Sextus Pompey) ইটালীতে বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিবাহের পরেই সীজার ও এণ্টনী উভয়ে মিলিত হইয়া, পম্পে যে স্থানে অবস্থিত ছিলেন, সসৈন্যে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। পম্পের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল। তাঁহারা উভয়েই আবার ইটালীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এণ্টনীর গৃহে একটি মিশরীয় গণক বাস করিত। সে গণনা করিয়া বলিল যে, সীজারের সংস্পর্শে থাকিলে, এণ্টনীর কোন দিক্ দিয়াই কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এণ্টনী গণকের কথায় বিশ্বাস করিলেন। অন্যান্য ঘটনাও গণকের এই উক্তির সমর্থন করিল। সুতরাং, এণ্টনী তাঁহার গৃহ-চালনার সমস্ত ভার সীজারের হাতে অর্পণ করিয়া, ইটালী পরিত্যাগ করিলেন। এণ্টনীর শীতকাল এথেন্সে অতিবাহিত হইল। তিনি এথেন্স হইতে তাঁহার সেনাপতি ভেন্‌টিডিয়াস্‌কে পার্থিয়ানদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। পার্থিয়ানগণ পরাভূত হইল। ইহার পর হইতেই এণ্টনী সীজারের অভিসন্ধি সম্বন্ধে নানারূপ অপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইলেন। উভয়ের মধ্যে পুনরায় অসদ্ভাবের কারণ উদ্ভূত হইল। পরস্পর অপ্রীতির সঞ্চার হইলেও সে অপ্রীতি দীর্ঘস্থায়িনী হইল না। কিছু দিন পরে, টেরেণ্টামে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎকার ঘটিল। বুদ্ধিমতী অক্টেভিয়া মধ্যস্থতা করিলেন; তাঁহার মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

উভয়ে প্রণয় সংস্থাপিত হইলে, এণ্টনী ও সীজার টেরেণ্টাম্ হইতে পরস্পরের নিকট প্রিয়মুখে বিদায়গ্রহণ করিলেন। সীজার সিসিলি-বিজয়াভিলাষে পম্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করি-লেন। এণ্টনীও তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী অক্টেভিয়া ও তাঁহার গর্ভজাত সন্তান এবং স্বর্গগতা পত্নী ফুল্‌ভিয়ার গর্ভজাত সন্তান-দিগকে সীজারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া জল-পথে, এসিয়া অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এ সময়, ক্লিওপেট্রা কোথায় ?—ক্লিওপেট্রা অবশ্যই মিশরে। তিনি এক একবার ভাবিতেন,—"হায় ! তবে কি তাঁহার অতি সাধের বুলি-ধরা টিয়াটি, চিরকালের তরে ডুরি কাটিয়া উড়িয়া গেল !" একবার ইহা ভাবিয়া নিরাশ হইতেন; আবার তাঁহার অলোকসামান্য মোহিনীশক্তির পানে আশ্বস্ত মনে তাকাইয়া হাতের ডুরি ধরিয়া টান দিতে থাকিতেন। অক্টেভিয়ার নব-পিঞ্জরে রুদ্ধ টিয়া সে টানে সময় সময় আকৃষ্ট হইলেও, ছুটিয়া আসিবার পথ পাইত না। দূরতা হেতু ডুরির আকর্ষণও তখন একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে গুরুতর কর্ম্মের অপরিহার্য্য প্রয়োজন, বহু দৈববিড়ম্বনা ও দুর্ঘটনার দায়, অন্য-দিকে উন্নত সীজার ও নবপরিণীতা বুদ্ধিশালিনী অক্টেভিয়ার সাহচর্য্য ও সৎসঙ্গ। এই সকল কারণে এণ্টনীর ক্লিওপেট্রার প্রতি লালসা ও অনুরাগ জাগরিত হইবার তত সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। এণ্টনীর প্রাণে, মিশরের কুয়াসা কাটাইয়া রোমের সূর্য্য আবার ক্ষণকালের তরে সমুদিত হইয়াছিল।

এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়িনী হইল না। এণ্টনী এসিয়ায় আসিয়া সিরিয়াতে উপস্থিত হইলেই, বিলাসিনী ক্লিওপেট্রার প্রেমানল ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি এখন রোমের জীবনপ্রদ জলবায়ু ছাড়িয়া আসিয়াছেন। স্ত্রী, পুত্র ও সীজারের সুপরামর্শের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন। আগুন এখন আর ধিকি ধিকি জ্বলিয়াই নিবৃত্ত রহিল না, একবারে প্রদীপ্ত শিখায় ফুটিয়া পড়িল। তিনি আর স্থির রহিতে পারিলেন না। বিখ্যাতনামা দার্শনিক

প্লেটো (Plato) একস্থানে মানবীয় আত্মাকে সারথি পরিচালিত দুইটি অশ্ব দ্বারা বাহিত রথের সঙ্গে তুলনা করিয়া গিয়াছেন। অশ্বদুটির একটি শিস্ট শান্ত, অপরটি অসংযত ও অবাধ্য। সারথি-শব্দ দ্বারা প্লেটো আমাদিগের বিবেক বা সদসদ্‌-বিচার-ক্ষমতাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদিগের দুর্দ্দম ইন্দ্রিয় তাঁহার বর্ণিত অবাধ্য ও অসংযত অশ্ব। এই প্লেটো-ব্যাখ্যাত, মানব-আত্মার পরিবাহক চঞ্চল ও বিদ্রোহী অশ্বের ন্যায়, এণ্টনীর মনোবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। একদিকে ভস্মে পরিণত হইল,—সুযুক্তি ও সুপরামর্শের স্বাস্থ্যকর স্মৃতি; অন্যদিকে ছিঁড়িয়া পড়িল,—সংযমের বন্ধুর বন্ধন! ক্লিওপেট্রাকে সিরিয়াতে লইয়া আসিবার নিমিত্ত এণ্টনীর বিশ্বস্ত দূত ফণ্টিনস্‌ (Fontins) ও কেপিটো (Capito) মিশরে প্রেরিত হইলেন।

ক্লিওপেট্রা এই আহ্বানের জন্য একপ্রকার প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তিনি যথাসময়ে সিরিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবারকার অভ্যর্থনায় পূর্ব্বকার সে আলোকের নৃত্য বা ভোজ-সমারোহের কথা নাই;—এবার আদান প্রদানের ঘন-ঘটায় অভ্যর্থনা কার্য্য সম্পন্ন হইল। ক্লিওপেট্রা সিরিয়াতে উপস্থিত হইলে এণ্টনী তাঁহাকে যে মূল্যবান্‌ উপহার প্রদান করিলেন, সম্রাটেরও তাহা স্পৃহণীয়। এণ্টনী তাঁহাকে ফিনিসিয়া (Phœnicia), কলি-সিরিয়া (Cœle-Syria), সাইপ্রাস্‌ (Cyprus), সিলিশিয়ার (Cilicia) এক বৃহৎ অংশ, এবং জুডিয়া (Judœa) ও আরবের (Arabia) কতক অংশ উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন!

এণ্টনী সম্রাটের প্রাণে সম্রাটের ন্যায় দান করিলেন। মিশরের গরীব রাণী ক্লিওপেট্রা এ দানের বিনিময়ে আর প্রতিদান করিবেন কি?—তিনি দিলেন,—তাঁহার বিম্বাধর-বিলম্বি মৃদুল হাসির এককোঁটা মধুর জ্যোৎস্না; আর দিলেন,—তাঁহার চটুল নয়নের মন-মাতান বিলোল-কটাক্ষ। মোহান্ধ এণ্টনী উহাতেই পরিতৃপ্ত! ক্লিওপেট্রার ঐ হাসি ও কটাক্ষটুকুর তুলনায় এণ্টনীর চক্ষে পৃথিবীর সাম্রাজ্যও তৃণের ন্যায় তুচ্ছ ও নগণ্য।

এণ্টনীর এই রাজসূয়-যজ্ঞোপযোগী মহাদানের কথা যে শুনিল, সেই বিস্মিত হইল। কিন্তু রোমানেরা যার-পর-নাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। এণ্টনীর পক্ষে এইরূপ দান যদিও অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব অনুষ্ঠান নহে,—যদিও তিনি ইতিপূর্ব্বে জুডিয়ার নরপতি এণ্টিগোনোয়াসের (Antigonous) শিরশ্ছেদ করাইয়া সর্ব্বপ্রথমে রাজ্যের অধীশ্বরকে দণ্ডিত করার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, এবং জুডিয়া-রাজের ন্যায় অসংখ্য নরপতিকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া, তাঁহাদিগের রাজ্য বাহিরের যারে তারে বিলাইয়া দিয়া, অদ্ভুত বদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন! তথাপি ক্লিওপেট্রার প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন রোমানদিগের চক্ষে বড় ঠেকিল। তাহারা ইহাতে অভিমানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে পরিমাণে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইল, তেমন আর কখনও হয় নাই। ক্লিওপেট্রার গর্ভজাত দুটি সন্তানকে এণ্টনী আপনার ঔরসজাত বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে পুত্রটির নাম রাখা হইল,—আলেক্‌জেণ্ডার, কন্যাটির নাম ক্লিওপেট্রা।

ডাক নাম (Surname) বা উপাধি স্বরূপ, তিনি পুত্রের নামের পশ্চাতে Sun অর্থাৎ সূর্য্য, ও কন্যার নামের পশ্চাতে Moon অর্থাৎ চন্দ্র শব্দ যোজনা করিয়া দিলেন। এণ্টনীর এইকার্য্যে রোমানদিগের ক্রোধানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা আর উহা উপেক্ষা করিতে পারিল না।

প্রেমান্ধ ব্যক্তি বিশ্বের সকল দিক্ হইতে সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া আপনার প্রেমাস্পদ প্রমদাকে সাজাইতে উৎসুক হয়। সে তাহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আকাশ হইতে তারার রজত-ফুল ও চাঁদের সোনালি আভা পাড়িয়া আনিতে প্রয়াস পায়; প্রিয়তমার কণ্ঠহারে মধ্যমণিরূপে গাঁথিয়া দিবার নিমিত্ত, বাসুকির মাথার মণি ছিঁড়িয়া আনিবার উদ্দেশে অতলের জলে ঝম্প প্রদান করে! রাজ্য বা সাম্রাজ্য দান আর তাহাব পক্ষে কত বড় কথা?

এক শ্রেণীর লোক আছে—তাহারা, কথার কারিকুরিতে অতি বড় জঘন্য কার্য্যেরও একটা সুরুচি-সঙ্গত সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া উহার সমর্থন করিয়া থাকে। তাহারা হয়ত বলিবে, রাজ্য গ্রহণ অপেক্ষা রাজ্য দানেই রোম-সাম্রাজ্যের মাহাত্ম্য ও গৌরব অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইহাও বলিতে পারে যে, নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন রাজ-বংশের উৎপাদনই পৃথিবীতে উচ্চ বংশ বিস্তারের প্রকৃষ্টতম উপায়। এণ্টনীর পূর্ব্ব পুরুষও এই ভাবেই হারকিউলিস্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। হার-কিউলিস্ তাঁহার সন্তান-উৎপাদিকা শক্তি একটি মাত্র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখিলে, পৃথিবী অনেক দিগ্বিজয়ী বীরের মুখদর্শনে

কৃতার্থ হইতে পারিত না। তিনি 'সলনে'র (Solon) আইনের ন্যায়, সন্তান-উৎপাদন সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ নীতির অনুসরণ না করিয়া, প্রকৃতির অনুমোদিত পথেই পরিচালিত হইয়াছিলেন। এবং এই কারণেই তাঁহা দ্বারা বহু উচ্চ পরিবার স্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল। যাহা হউক, ঈদৃশ তর্কের মীমাংসা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। এরূপ নীতির অনুসরণে পৃথিবী দানব-দৌরাত্ম্যেই বিদলিত হয়, না দেবের দয়া-ধর্ম্মে তরিয়া যায়, তাত্ত্বিকগণ তাহার মীমাংসা করিবেন। ইতিহাস বা ঐতিহাসিকের উহাতে অধিকার নাই।

এণ্টনী এই মহাদান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ক্লিওপেট্রাকে মিশরে পাঠাইয়া দিলেন। স্বয়ং আরব ও আরমেনিয়ার মধ্য দিয়া সৈন্য পরিচালনা করিলেন। এই সৈন্য পরিচালনার পথে তাঁহার সৈন্যদলের সহিত অন্যান্য সহযোগী সৈন্যদল আসিয়া সম্মিলিত হইল। শীত কাল। এক দিকে প্রখর হিমানীর তীব্র তাড়না, অন্যদিকে কুজ্ঝটিকা ও বৃষ্টি। কথা ছিল, সাইডন (Sidon) ও বেরিটাসের (Berytus) মধ্যে সাগরতটবর্ত্তী শ্বেতগ্রাম বা (White Village) নামক স্থানে ক্লিওপেট্রাও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। হিমানী, কুজ্ঝটিকা ও বৃষ্টির সাধ্য কি প্রেমোন্মাদ এণ্টনীর গতিরোধ করিবে? তিনি প্রাকৃতিক উৎপীড়নে উপেক্ষা করিয়া, তুষার বৃষ্টি ও কুয়াসার মধ্যেই সৈন্যচালনা করিলেন। ফল এই হইল যে, পথেই তাঁহার আট হাজার সৈন্য বিনাশপ্রাপ্ত হইল। তিনি অবশিষ্ট

সৈন্যদল লইয়া শ্বেতগ্রামে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ক্লিওপেট্রা তখনও শ্বেতগ্রামে পঁহুছেন নাই। এণ্টনী একটু ক্ষুব্ধ হইলেন।

এণ্টনী শ্বেতগ্রামে ক্লিওপেট্রার আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলেন। সময় যাইতে চাহে না। অদূরে সাগরের তরঙ্গ-গর্জ্জন শিবিরের চারিপাশে সেনা-নিবহের কলরব। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। প্রাণে অতৃপ্তি ও অশান্তি;—ক্লিওপেট্রা আসিতেছেন না। তিনি যাঁহার সঙ্গলাভের প্রত্যাশায়, তুষার-ঝটিকা মাথায় বহিয়া, অধীন সৈন্যদলের বল ও জীবনক্ষয় করিয়া নির্জ্জন শ্বেতগ্রামে আগমন করিলেন, সেই ক্লিওপেট্রার এত বিলম্ব হইতেছে কেন? এণ্টনী অধীর হইয়া উঠিলেন। সেকেণ্ড মিনিটের তুল্য, মিনিট ঘণ্টার সমান দীর্ঘ হইয়া উঠিল। সময়কে ফাঁকি দিবার নিমিত্ত, তিনি অবিশ্রান্ত মদ্যপানে বিভোর রহিলেন। তিনি ভোজনে উপবিষ্ট হইতেন, আহারে মন থাকিত না! বাহিরে সামান্য একটু শব্দ হইলেই,—ঐ বুঝি ক্লিওপেট্রা আসিয়াছেন, এই ভাবিয়া, ভোজন ও ভোজনের টেবিল ছাড়িয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিতেন! বাহিরে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া, নিরাশার দীর্ঘ-নিশ্বাসে মনের ভার যেন একটু লঘু করিয়া, আবার শিবিরে ফিরিয়া যাইতেন! শয়ন করিতেন, নিদ্রা আসিত না! কাহারও আগমনের শব্দ শ্রুত হয় কিনা, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উপাধান হইতে মাথা উঠাইয়া কান পাতিয়া থাকিতেন! শ্বেতগ্রামে এই-রূপে কয়েকটি দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্লিওপেট্রা বিহনে

এণ্টনীর পক্ষে উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য তুষ বা ভুষীর মত বিস্বাদ হইল, নবনীত-কোমল শয্যা গণ্ডার-চর্ম্মের ন্যায় কর্কশ হইয়া উঠিল। কাব্যে রস নাই, সঙ্গীতে মাধুরী নাই, কুসুমে সৌরভ নাই; তিনি যে মদিরার প্রসাদে সময়ের ভার লঘু করিতেন, সে মদিরার মাদকতাটুকুও যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল! শ্বেত-গ্রামের শিবির এণ্টনীর চক্ষে নির্জ্জন কারাবাসের ন্যায় ভয়াবহ হইয়া পড়িল!

এণ্টনীর গণনায়, এই বিরহ দুঃসহ,—সুতরাং সুদীর্ঘ হইলেও, কালের প্রকৃত হিসাবে তত দীর্ঘ নহে। দুই চারি দিনের মধ্যেই ক্লিওপেট্রা বন্দরে আসিয়া পঁহুছিলেন। এণ্টনীর কারাবৎ করাল শিবিরও অমনি বিনোদ-কুসুম-কুঞ্জে পরিণত হইল! ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর সৈন্যদিগের জন্য বহুবিধ পোষাক, পরিচ্ছদ ও ধনরাশি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সৈন্যগণ আনন্দ-ধ্বনি সহকারে ক্লিওপেট্রার অভ্যর্থনা করিল। কেহ কেহ বলেন যে, ক্লিওপেট্রা সৈন্যদিগের জন্য শুধু পরিচ্ছদ আনয়ন করিয়াছিলেন, ধনরাশি তাঁহার নহে। সৈন্যদলের মধ্যে ক্লিওপেট্রার যশ ও প্রতিপত্তি বাড়াইবার উদ্দেশে, এণ্টনী তাঁহার নিজ তহবিলের অর্থ-রাশি, ক্লিওপেট্রার নামে সৈন্যদিগকে দান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই উপায়ে ক্লিওপেট্রা সাধারণের, বিশেষতঃ সেনা-সম্প্রদায়ের বস্তুতই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মিডিয়ার রাজা ও পার্থিয়ার ফ্রে-এটিস্ (Phra-ates) সম্মিলিত শক্তিতে রোমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, জয়লাভ

করেন; এবং এই বিজয়লাভে রোমের কিছু সম্পত্তি তাঁহাদিগের হস্তগত হয়। এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা যখন শ্বেতগ্রামে অবস্থিত, তখন মিডিয়ারাজের দূত এণ্টনীর শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দূতের সংবাদ এই যে, যুদ্ধে জয়লাভের পরে, মিডিয়ারাজ ও ফ্রে-এটিসের প্রণয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই অসদ্ভাবের কারণ,—রোম হইতে বিজিত সম্পত্তির বিভাগ। অসদ্ভাব হইতে ঘোরতর বিগ্রহের সূত্রপাত হইয়াছে। মিডিয়ারাজ রাজ্যলোপের আশঙ্কায় ভীত। তিনি সাহায্যপ্রার্থী হইয়া এণ্টনীর সমীপে এই দূত প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা এই যে এণ্টনী তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া ফ্রে-এটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন

এণ্টনী মিডিয়ার শুভবার্ত্তাবাহী দূতকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন; এবং এই সংবাদে প্রকৃতই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মিডিয়ার ভীমকর্ম্মা অশ্বারোহী ও ধনুর্দ্ধারীদিগের বিক্রমেই পার্থিয়ানগণ বিক্রমশালী। ইহাদিগের বীরত্বেই এণ্টনী পার্থিয়ানদিগকে সমরে বিধ্বস্ত করিতে না পারিয়া, ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আইসেন। আজি সেই বীরসেনাদলের অধিরাজ তাঁহার স্বয়মাহূত সহায়! এই বিধি-প্রেরিত সুযোগে রাজ্যকামুক বীর এণ্টনী যার-পর-নাই উৎসাহিত হইবেন, বিচিত্র কি? স্থির হইল যে, তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে প্রস্তুত হইয়া, সসৈন্যে অরক্সস্ নদীতীরে মিডিয়ানদিগের সহিত মিলিত হইবেন, এবং ভীম-বলে নূতন প্রণালীতে পার্থিয়ান্‌দিগকে পুনঃ আক্রমণ

করিবেন। সুতরাং, পুনরায় আরমেনিয়া গমনের আয়োজন উদ্যোগ হইতে লাগিল।

এদিকে এণ্টনীর ক্লিওপেট্রা সম্পর্কে পূর্ব্বকথিতরূপ অসঙ্গত পক্ষপাতিতা হেতু, রোমের প্রায় সর্ব্বত্রই, তাঁহার সম্বন্ধে ঘৃণা, নিন্দা, বিরক্তি ও অসন্তোষের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। সাধারণের সমালোচনা অক্টেভিয়ার শ্রুতিগোচর হইল। বিবাহের অল্প পরেই পতি বিদেশগামী হইয়াছেন। সেই বিদেশে তিনি প্রসিদ্ধ-নামা বিদেশিনী কুহকিনীর কুহকে পড়িয়া, স্বদেশে এইরূপে নিন্দিত হইতেছেন, অক্টেভিয়ার প্রাণে ইহা সহিল না। তিনি পতির সমীপে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন। সীজারের নিকট বিদেশ-যাত্রার অনুমতি চাহিলেন। সীজার ভগিনীর এই অভিলাষ পূরণে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, সীজার শুধু ভগিনী অক্টেভিয়াকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তই যে, বিনা বাক্যব্যয়ে, তাঁহাকে বিদেশ-গমনে অনুমতি দিয়াছিলেন, এমন নহে; ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও একটি গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এণ্টনী ক্লিওপেট্রার জন্য যেরূপ উন্মত্ত, এ অবস্থায়, অক্টেভিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে, তিনি কিছুতেই অক্টেভিয়াকে উপযুক্ত আদর বা সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবেন না; খুব সম্ভব, অনাদর ও অসম্মানের সহিতই তাঁহাকে বিদায় করিবেন। এণ্টনী অক্টেভিয়ার প্রতি এরূপ অসঙ্গত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিলে, সীজারের পক্ষে উহা এণ্টনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার বেশ একটা অজুহাত স্বরূপ হইতে পারিবে।

পতিদর্শনার্থিনী অক্টেভিয়া এথেন্স নগরে পঁহুছিয়াছেন; এণ্টনী এই সংবাদ পাইয়াই, তাঁহার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, যে, তিনি সম্প্রতি পার্থিয়ান্দিগের বিরুদ্ধে নূতন অভিযানের ব্যাপারে বিশেষরূপে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত। অতএব তিনি ইচ্ছা করেন যে, অক্টেভিয়া এক্ষণে তাঁহার অপেক্ষায় এথেন্স নগরেই অবস্থান করুন। বুদ্ধিমতী অক্টেভিয়া পতির এইরূপ আচরণের প্রকৃত কারণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল; তিনি মনে মনে যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিলেন না। বরং পত্নী-ধর্ম্মের কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া, ও প্রাণগত ভালবাসার স্বাভাবিক আকর্ষণে মন ঢালিয়া দিয়া, প্রীতি ও প্রণয়ের ভাষায়ই পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তিনি এণ্টনীর সৈন্যদিগের জন্য পরিধেয় বস্ত্র, পরিচ্ছদ, অর্থ, খাদ্যদ্রব্য ও পশ্বাদি এবং এণ্টনীর জন্য দুই সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষদিগের জন্য নানাবিধ উপহার সামগ্রী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; এইগুলি কোন্ স্থানে পাঠাইবেন, তিনি বিনীতভাবে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এণ্টনীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদবাহক দূতের নাম নাইগার (Niger)। নাইগার এণ্টনীরই একজন হিতৈষী সুহৃৎ ছিলেন। এই উপলক্ষে নাইগার অক্টেভিয়ার গুণাবলী শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অক্টেভিয়ার ন্যায় ধীরস্বভাবা, স্নেহশীলা বুদ্ধিমতী প্রকৃতই প্রশংসা পাইবার যোগ্য পাত্রী।

এণ্টনী অক্টেভিয়ার পত্র পাইয়া কি করিবেন, কিছুই যেন ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি পত্নী অক্টেভিয়ার এইরূপে, বিনা সংবাদে, হঠাৎ তাঁহার অনুসরণে, এথেন্সে আগমন হেতু, তৎপ্রতি বিরাগ বা বিরক্তির ভাবও প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। পত্নী-দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় আনন্দ বা অনুরাগ প্রদর্শনেও তাঁহার সাহস হইতেছে না। রোমের তদানীন্তন অদ্বিতীয় কর্ত্তা প্রতাপান্বিত অগাষ্টাস্ সীজার অক্টেভিয়ার ভ্রাতা। অক্টেভিয়ার অবমাননায় সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইবে, এণ্টনী এই প্রকারের ভয়ে ভীত হইবার লোক নহেন। এণ্টনীর মত ব্যক্তি, শক্তিমান্ ও সশস্ত্র ক্রোধের উচ্ছ্রিত লৌহ-বজ্র অপেক্ষাও আহত প্রাণের এক ফোঁটা অশ্রুকেই অধিকতর ভয় করিতে অভ্যস্ত। অক্টেভিয়া অপরাধিনী নহেন। এই ব্যাপারে অপরাধ যদি কাহারও হইয়া থাকে, সে অপরাধ তাঁহার নিজের। তিনি পতি-ধর্ম্মে পতিত হইয়াছেন; কিন্তু অক্টেভিয়া যথার্থ পতি-হিতৈষিণী পতি-প্রাণা পত্নীর ন্যায়, পতি-দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন; তিনি কি বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন? কোন্ প্রাণে তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করিবেন? প্রাণের স্বাভাবিক টান প্রীতি ও অনুরাগের দিকে। কিন্তু ক্লিওপেট্রার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ক্লিওপেট্রার চক্ষের দিকে তাকাইয়া, সে প্রীতি অথবা অনুরাগই বা প্রকাশ করিবেন কোন্ সাহসে? ভয়, এদিকেও অশ্রুর,—ওদিকেও অশ্রুর। এণ্টনী "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় দিশাহারা হইয়া পড়িলেন!

এদিকে ক্লিওপেট্রার নিভৃত নেপথ্যে একটা অভিনব অভিনয়ের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্লিওপেট্রা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী বা প্রতিযোগিনী অক্টেভিয়াকে এত নিকটে সমাগত দেখিয়া মনে মনে যার-পর-নাই শঙ্কিত ও ভীত হইলেন। তাঁহার ভয় হইল, এই বুঝি বা তাঁহার কপাল ভাঙ্গিল। ভাবিলেন,—অক্টেভিয়া এণ্টনীর পরিণীতা পত্নী। তাঁহার প্রাণ উদার, চরিত্র বিশুদ্ধ। তিনি যদি তাঁহার ঐ উচ্চ শ্রেণীর সম্পর্কের সহিত, দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে একটা মন-মাতান ও প্রাণ-ভুলান যাদু মিশাইয়া লইতে পারেন; এবং সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া প্রীতি-স্নিগ্ধ মধুমাখা সরল ও সরস কথায় যদি এণ্টনীর প্রণয় ও স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, এই ভরা কোটেই ত অভাগিনী ক্লিওপেট্রার বাজী মাত হইয়া যাইবে! সুতরাং ক্লিওপেট্রা এ বিপদে আত্মরক্ষার এক বিচিত্র উপায় অবলম্বন করিলেন।

তিনি অক্টেভিয়া সম্বন্ধে বাক্যালাপে বিশেষ সতর্ক হইলেন। অক্টেভিয়ার প্রশংসা শুনিলে প্রীতি প্রকাশ করিতেন। নিজেও তাঁহার দুই একটা গুণের কথা আগ্রহের সহিত কহিতেন। অথচ আপনা আপনি নিজের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া, অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। অপূর্ণ আহারে শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। দ্রষ্টব্যে কোন রোগ নাই;—তবে ক্লিওপেট্রা এমন হইতেছেন কেন? অক্টেভিয়ার প্রতি ঈর্ষ্যা বা কোনরূপ বিদ্বেষ

বশতঃই কি এরূপ হইল?—না, তাহাও নহে। ক্লিওপেট্রা'ত তাঁহার সম্পর্কে প্রীতি ভিন্ন কখনও অপ্রীতির ভাব প্রকাশ করিতেছেন না? তবে একি হইল? তিনি আকারে প্রকারে বুঝাইলেন, এণ্টনী দীর্ঘদিনের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, তাঁহার বিরহ-আশঙ্কায়ই তাঁহার এই দশা ঘটিয়াছে; তিনি ক্রমে শীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন!

ক্লিওপেট্রা যেন এণ্টনী-প্রেমে আত্মহারা। এণ্টনী যখন তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতেন, তখন ক্লিওপেট্রা আবেশ-বিহ্বল নয়নে এণ্টনীর দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন, যেন এণ্টনীকে দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে না; এবং এণ্টনী যেই তাঁহার কক্ষ হইতে বহির্গত হইতেন, ক্লিওপেট্রার তখনই যেন সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ শিথিল ও অবসন্ন হইয়া আসিত, তিনি আকস্মিক মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকার বাহুমূলে ঢলিয়া পড়িতেন! তিনি এই অভিনয়ের কৌশলে রঙ্গালয়ের সুশিক্ষিতা সুনিপুণা অভিনেত্রীকেও পরাজিত করিয়াছিলেন! তাঁহার কৃত্রিম মূর্চ্ছায় শিবিরে একটা অকৃত্রিম কোলাহল পড়িয়া যাইত। এণ্টনী ত্রস্ত ব্যস্তভাবে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। চিকিৎসকের ডাক পড়িত। ক্লিওপেট্রা তাঁহার ইচ্ছাকৃত মূর্চ্ছা উপযুক্ত অবসরে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন; এবং এণ্টনীর দিকে চাহিয়া বলিতেন,—"না— এমন কিছু নয়, সেনাপতি, আপনি আপনার গুরুতর কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করুন। আমার ইহা আকস্মিক বায়ুর প্রকোপ

ভিন্ন আর কিছুই নহে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।” ক্লিওপেট্রা আরও একটা অভিনয় এই করিতেন যে, এণ্টনী হঠাৎ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলে, যাহাতে তাঁহার চক্ষে জল ধারা দেখিতে পান, তজ্জন্য বিশেষ যত্নসহকারে অনেক সময়, প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। এই অভিনয়ে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু, তথাপি তিনি এমন দক্ষতার সহিত ইহা সম্পন্ন করিতেন যে, কোন প্রসিদ্ধ নটরাজ বা নটরাণীর পক্ষেও তাহা সম্ভবপর কি না, সন্দেহ। ক্লিওপেট্রা যেই বুঝিতে পারিতেন যে, এণ্টনী তাঁহার অশ্রু-ধারা লক্ষ্য করিতেছেন, অমনি যেন ভাব গোপনের অভিপ্রায়ে, অর্থাৎ সেই অশ্রু-ধারা ও বিষণ্ণ মুখচ্ছবি এণ্টনীর কাছে লুকাইবার ভাণে, দৃষ্টিপথ অবরোধ করিয়া ঘুরিয়া বসিতেন!

এণ্টনী বাহিরে মিডিয়া যাত্রার আয়োজন উদ্যোগ করিতেছেন, অন্য দিকে ক্লিওপেট্রার কক্ষে আশঙ্কিত বিরহের নামে এই বিচিত্র অভিনয় চলিতেছে! ক্লিওপেট্রা মুখ ফুটিয়া না বলিয়া এইরূপে হাব-ভাবে যাহা এণ্টনী সমীপে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, তাঁহার অনুচর ও সহচরেরা তাহা এণ্টনী সমক্ষে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ফেলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ জ্ঞান করিল না। তাহারা ভালবাসার অত্যাচার ও আবদারের আবরণে গা ঢাকিয়া লইয়া, এণ্টনীকে পাষাণ-কঠোর নির্ম্মম বলিয়া, মৃদু-মধুর কণ্ঠে মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিত,—“অক্টেভিয়া এণ্টনীর স্ত্রী সত্য, ইহাতে কোন ভুল নাই। কিন্তু

অক্টেভিয়া তাঁহার ভ্রাতা সীজারের রাজ-নৈতিক সুবিধার জন্য এণ্টনীর সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন। এ কথারও কোন প্রতিবাদ নাই। যখন বিবাহিতা হইয়াছেন, তখন পরিণীতা পত্নীর যেরূপ সম্মান ও আদর প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহাও অক্টেভিয়া পাইতেছেন। সুতরাং অক্টেভিয়ার আর ভাবনা কি? কিন্তু ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে সে কথা নহে। এণ্টনীর জন্য ক্লিওপেট্রার ত্যাগ-স্বীকারের তুলনা নাই। তিনি বহু জাতির বহুমানাস্পদ একচ্ছত্রী রাণী হইয়াও এণ্টনীর উপপত্নী!—এবং সেই উপপত্নী-রূপে,—ঐ কলঙ্কিত নামে অভিহিত হইয়াও পরিতৃপ্ত! তিনি এণ্টনীকে সকল সময়েই দেখিতে পাইতেন, তাঁহার সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গ-সম্ভোগে প্রেমানন্দে আত্মহারা রহিতেন! এই প্রণয়-তৃষ্ণায়ই ক্লিওপেট্রা ঘৃণিত উপপত্নী নামে অণুমাত্র অপমান মনে না করিয়া, সাধ করিয়াই যেন উহা বরাঙ্গের আভরণরূপে বহন করিয়া আসিতেছেন; এবং এমন হেয় কার্য্যে লিপ্ত অধঃপতিত জীবনেও বিন্দুমাত্র বিরক্তি বোধ না করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সময় কাটাইতেছেন! সেই ক্লিওপেট্রার এই দুরবস্থা! যিনি এণ্টনীকে অবলম্বন করিয়া, এণ্টনীর প্রিয়মূর্ত্তিখানি চক্ষে দেখিয়া এখনও মর্ত্ত্যধামে বর্ত্তমান আছেন, অন্যথা যাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; সেই প্রেমোন্মাদিনী রমণীকে এণ্টনী একেবারে মারিবার পথে আনিয়া ফেলিয়াছেন! ক্লিওপেট্রাকে এই সঙ্গ-সুখের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে, তিনি কিছুতেই প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না! নির্দ্দয়

এণ্টনীর প্রণয়, পুরুষকার ও বীরত্বে শত ধিক্।” এণ্টনীর শ্রুতিগোচরে এইরূপ দুই চারিটা অম্ল-মধুর বাক্য তাহারা মাঝে মাঝেই শুনাইয়া দিতে লাগিল॥

ক্লিওপেট্রা-কৃত আশঙ্কিত বিরহ-বিষাদের নীরব অভিনয় দেখিয়া দেখিয়া এবং তাঁহার সহচর সহচরী, অনুচর ও অনুচরী-দিগের তথাবিধ উক্তি শুনিয়া শুনিয়া, সরল বিশ্বাসী এণ্টনীর প্রাণ গলিয়া গেল। তাঁহার পুরুষোচিত দৃঢ়তা ক্রমে এতদূর শিথিল ও মানসিক দৃষ্টিশক্তি এই পরিমাণ আবিল হইয়া পড়িল যে, তিনি বিশ্বাস করিলেন,—ক্লিওপেট্রা প্রকৃতই তাঁহার প্রেমে উন্মাদিনী এবং তিনি ক্লিওপেট্রাকে ছাড়িয়া গেলে, ক্লিওপেট্রা নিশ্চয়ই প্রাণে বাঁচিবেন না। তিনি প্রথমে ভুলিলেন,—পত্নী অক্টেভিয়ার প্রতি পতি-ধর্ম্ম, সুতরাং এথেন্সের পানে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না; তাহার পরে ভুলিলেন—বীর-ধর্ম্ম,—রাজনৈতিক কর্ত্তব্য; সুতরাং মিডিয়ার যুদ্ধযাত্রার কথাও আর ভাবিলেন না। এণ্টনী যদিও বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছিলেন যে, পার্থিয়ানেরা গৃহ-বিবাদ হেতু একেবারে উৎসন্ন যাইবার পথে; এবং ইহাই পার্থিয়ানদিগকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত অবসর; তথাপি তিনি, সাধের ক্লিওপেট্রা ফুলটি পাছে তাঁহার ক্ষণিক অদর্শনজন্য বিরহতাপে শুকাইয়া যায়; উহার স্বাস্থ্যভঙ্গ বা মৃত্যু ঘটে;—এই আশঙ্কায় গুরুতর রাজনৈতিক স্বার্থে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন! মিডিয়া-অভিযান পরবর্ত্তী গ্রীষ্মাগম পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। তিনি যেদিকে চাহিলেন, দেখিলেন, ক্লিওপেট্রার

বিষাদ-শীর্ণ অশ্রু-সিক্ত মুখ; যেদিকে কান পাতিলেন, শুনিলেন, ভাবী বিরহ-কল্পনায় ব্যাকুলা উন্মাদিনী ক্লিওপেট্রার মৃদু মন্দ বিষাদ-সঙ্গীত। তাঁহার নয়ন-ফলকে পলকে পলকে খেলিতে লাগিল,—ক্লিওপেট্রার সুষমা; তাঁহার অধর-নিঃসৃত বচনে মাধুরী ঢালিয়া দিল,—ক্লিওপেট্রার প্রেম-মহিমা; এবং তাঁহার চিন্তাস্রোতে তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিল,—ক্লিওপেট্রার বিনোদ-প্রতিমা! এণ্টনী অধীর হইলেন। তিনি সমর-সজ্জা খুলিয়া রাখিলেন। হাতের ধনুর্ব্বাণ ও কটিবন্ধের অসি ছুড়িয়া ফেলিলেন; এবং ক্লিওপেট্রাময় প্রাণে, ক্লিওপেট্রার অঞ্চলের-নিধি বা নর্ম্মসচিবরূপে, ক্লিওপেট্রার সঙ্গে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পরে এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা কিছু দিন আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় অবস্থান করিলেন। এই সময়ের প্রধান অনুষ্ঠান,—রাজকীয় ঘোষণা ও রাজ্যবণ্টন। ঘোষণার দরবার ও উহার কাহিনী পশ্চাৎ বিবৃত হইবে। এই ঘোষণাদি ঘটনার কিছু সময় পরে, এণ্টনী একবার আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া হইতে আর্‌মেনিয়া গমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিযান রণযাত্রীর নহে,—বরযাত্রীর। তিনি এই সময়ে, মিডিয়ায় যাইয়া মিডিয়া-রাজ্যের সহিত সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন। মিডিয়া-রাজের এক শিশু কন্যার সহিত ক্লিওপেট্রার গর্ভজাত একটি পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ সুস্থির করিয়া সন্ধির বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া লইলেন। ইহার পরে রোমের গৃহ-বিবাদের বিষয় তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া

পড়িল। সন্ধির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। এই স্বস্থান অবশ্যই রোম নহে,—বা রোমে এণ্টনীর গৃহ-প্রতিষ্ঠিত গৃহলক্ষ্মী অক্টেভিয়ার মন্দির নহে;—এ স্বস্থান আরমেনিয়ার প্রাসাদ এবং তথায় অস্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত ক্লিওপেট্রার প্রেম-কুঞ্জ বা প্রণয়-পিঞ্জর।

এদিকে পতি-দর্শন-প্রয়াসিনী অক্টেভিয়া পতির অনুমতিক্রমে তাঁহার অপেক্ষায় এথেন্সে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, এণ্টনী আসিলেন না; আর কোন সংবাদও পাঠাইলেন না। অবশেষে এথেন্সে যখন খবর পঁহুছিল যে, এণ্টনী মিডিয়া অভিযানের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, ক্লিওপেট্রার সঙ্গে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় চলিয়া গিয়াছেন, তখন এই সংবাদ শুনিয়াই, বুদ্ধিমতী সাধ্বী অক্টেভিয়ার নয়নপ্রান্তে এক ফোঁটা অশ্রু আপনি ফুটিয়া পড়িল। তিনি ক্রোধ করিলেন না;—প্রকৃত সতী কিছুতেই পতির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না। অভিসম্পাতের গরলেও তাঁহার রসনা কলুষিত হইল না;—ধৈর্য্যশীলা অক্টেভিয়ার পক্ষে ইহা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। মনে দুঃখ হইল। মনের দুঃখ তিনি মনেই চাপিয়া রাখিলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরে, অর্থাৎ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনার্থ এণ্টনীর আরমেনিয়া গমনের পূর্ব্বে, অক্টেভিয়া ক্ষুণ্ণমনে ও ভগ্নহৃদয়ে রোমে ফিরিয়া আসিলেন!

অক্টেভিয়া রোমে প্রত্যাগত হইলে, সীজারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। সীজার, তাঁহাকে এণ্টনীর গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র

অবস্থান করিতে বলিলেন। এণ্টনী অক্টেভিয়ার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সীজারের পক্ষে তাহা অসহ্য। ঐরূপ দুর্ব্যবহারের পরেও অক্টেভিয়া এণ্টনীর গৃহে বাস করিবেন, ইহা তাঁহার বিবেচনায় নিতান্তই লজ্জাজনক ও অপমানসূচক। সীজার এণ্টনীর গৃহ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠাকে বারংবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভ্রাতার এই অনুরোধ অক্টেভিয়ার নিকট প্রীতিকর বোধ হইল না। তিনি সীজারের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। তিনি কিছুতেই স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না।

অক্টেভিয়া পাশ্চাত্য রমণী এবং পাশ্চাত্য প্রথা-অনুসারে দ্বিতীয়বার পতি গ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার চিত্ত ও চরিত্র, বোধ হয়, কিঞ্চিন্মাত্রায় পাশ্চাত্য-দুর্লভ, আদর্শ-পতিব্রতা, হিন্দু মহিলার পবিত্র উপাদানে গঠিত ছিল। তিনি ভ্রাতার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না; বরং ভ্রাতাকেই অনুরোধ করিলেন। বলিলেন,—"ভাই, আমি তোমার কথা রাখিতে পারিলাম না, তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না। সীজারের ভগিনী স্বামীর বিরুদ্ধ-চারিণী হইতে অক্ষম। কিন্তু জ্যেষ্ঠা ভগিনীরূপে, তোমার কাছে মিনতি করিয়া বলি; তুমি ভাই—আমার একটি কথা রাখিবে। তুমি যদি রোমের মঙ্গল-কামনায় অথবা কোন রাজনৈতিক গুরুতর কারণে, এণ্টনীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাক বা তাঁহার বিরুদ্ধে সমর-যাত্রা একান্ত অপরিহার্য্য মনে কর, তাহা হইলে, অবশ্যই আমি কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু যাবৎ তিনি

আমাকে পরিত্যাগ না করিতেছেন, এবং আমি প্রাণে জীবিত আছি, তাবৎ সে সমর-প্রসঙ্গেও অক্টেভিয়াকে এণ্টনীর পত্নী বলিয়াই মনে রাখিও। আর যদি এণ্টনীর বিরুদ্ধে রণযাত্রার ঐরূপ কোন কারণ উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে, আমার প্রতি এহেন অসদ্ব্যবহার হেতু মনক্ষুণ্ণ হইয়া, তুমি তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিও না। সীজার, তোমার কাছে করযোড়ে কাকুতি করিয়া বলিতেছি, জ্যেষ্ঠার এই অনুরোধটি রাখিতে হইবে। ছি! তোমরা যদি এই তুচ্ছ কারণে যুদ্ধ কর, সমগ্র পৃথিবীর লোক তোমাদিগকে উপহাস করিবে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা লিখিত থাকিবে যে, রোমসাম্রাজ্যের পৃথ্বী-বিশ্রুত সেনাপতিদ্বয়ের একজন, সামান্য একটা স্ত্রীলোকের প্রতি অন্ধ আসক্তি হেতু উন্মত্ত হইয়া এবং আর একজন তেমনই তুচ্ছ অন্য একটা স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্যবহার জন্য ব্যক্তিগত বিদ্বেষে দেশের সুখ শান্তি ভুলিয়া গিয়া, একে অন্যের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করতঃ ঘোরতর আত্মকলহে লিপ্ত হইয়াছিল!—ছি! এমন কথা কানে শোনাও যার-পর-নাই ক্লেশকর ও লজ্জাজনক! মনে রাখিও, ভাই, তুমি রোমের অগাষ্টাস্ সীজার; আর তিনিও, বিধি-বিপাকে মতিভ্রষ্ট হইয়া থাকিলেও, এই রোমেরই মার্ক এণ্টনী।" অক্টেভিয়ার ঈদৃশ উক্তিতে সীজার প্রাণে স্পৃষ্ট ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন; এবং ভক্তিভরে জ্যেষ্ঠাকে অভিবাদন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অক্টেভিয়ার এই সকল উক্তি মৌখিক শিষ্টাচার নহে, প্রাণের কথা,—পতি-প্রাণা তেজস্বিনী পত্নীর হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব।

অক্টেভিয়া এণ্টনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং এণ্টনী যেন বাটীতেই অবস্থিত আছেন, এই ভাবে তাঁহার গৃহকর্ত্রী গৃহিণীরূপে বাস করিতে লাগিলেন। পরলোকগতা সপত্নী ফুল্‌ভিয়ার গর্ভজাত কয়েকটি সন্তান সেই বাটীতে ছিল। অক্টেভিয়া ফুল্‌ভিয়ার সন্তান কয়টিকেও আত্মগর্ভজাত সন্তানদিগের ন্যায় স্নেহে আবরিয়া রাখিলেন। তিনি আত্ম-সন্তানে ও ফুল্‌ভিয়ার সন্তানে, কোন অংশে বিন্দুমাত্রও তারতম্য করিতেন না। সকলকেই সমান রূপে ভাল বাসিতেন; একই স্নেহের চক্ষে সকলকে দেখিতেন। অক্টেভিয়ার উদার প্রাণের মধুর স্নেহে, ফুল্‌ভিয়ার সন্তানেরা মায়ের অভাব ও দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিল। শুধু ইহাই নহে। এণ্টনীর বন্ধু বা আশ্রিতজনদিগের মধ্যে কেহ কোনরূপ কর্ম্ম-প্রার্থী হইয়া রোমে উপস্থিত হইলে, অক্টেভিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, আপন বাড়ীতে লইয়া আসিতেন এবং সীজারের নিকট আগ্রহের সহিত অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করিয়া, যাহাতে সেই ব্যক্তির অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতেন। পতি-প্রাণা অক্টেভিয়ার পতিই একমাত্র গতি। তিনি গৃহে থাকিয়া প্রাণপণে পতির প্রিয় কার্য্যগুলি নীরবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। দেশান্তরে অবস্থিত, বিপথগামী পতির প্রিয়মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে চির-জাগ্রত রাখিয়া, সেই অশরীরা দেবোপম স্বামীর চরণে প্রেমভক্তির কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া, কোন প্রকারে প্রাণে পরিতৃপ্ত রহিলেন।

অক্টেভিয়া হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণে, প্রাণের সরল বিশ্বাসে, আপনার সতী-ধর্ম্ম রক্ষা ও পতির প্রতি কর্ত্তব্য পালন

করিতেন। কিন্তু অন্য প্রকারে, মানুষের অনায়ত্ত,—ন্যায় ও ধর্ম্মের অমোঘ বিচারে, কালে তাঁহার এই পতিপরায়ণতাই এণ্টনীর প্রভূত সম্মান-হানি ও গুরুতর অনিষ্টের কারণ স্বরূপ হইয়া উঠিল। এণ্টনীর ব্যবহারে রোমের জনসাধারণ সন্তুষ্ট ছিল না। অক্টেভিয়ার এইরূপ পতিনিষ্ঠা ও সতী-ব্রত-দর্শনে জনসাধারণের সেই অসন্তোষ দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল! অমন পশু-প্রকৃতি পতির এমন গুণবতী ভার্য্যা! লোকের মুখে মুখে এই বিস্ময়ের উক্তি রোমের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল! এণ্টনী যে এমন তদ্গত-প্রাণা পূত-চরিত্রা পত্নীর উপরে এতাদৃশ অসদ্ব্যবহার ও অত্যাচার করিতেছেন, তজ্জন্য সকলেই অন্তরের সহিত তাঁহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। এণ্টনী আলেক্জেণ্ড্রিয়াতে, ক্লিওপেট্রা ও ক্লিও-পেট্রার গর্ভজাত সন্তানদিগের মধ্যে যেরূপভাবে সম্পত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতেও রোমের জনসাধারণ উত্তেজিত ও এণ্টনীর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। এণ্টনী এইরূপে রোমের জাতীয় গৌরব একটা ইন্দ্রিয়পরায়ণা কুহকিনীর পদতলে বিসর্জ্জন দিতেছেন, ইহা মনে করিয়া, সমগ্র রোম যেন মরমে মরমে মরিয়া যাইতেছিল। ক্রমে এণ্টনীর প্রতিকূলে রোমে ভয়াবহ আন্দোলন ও আলোচনা উত্থাপিত হইল।

এদিকে কিন্তু এণ্টনী মোহ-মদে অবশ ও বিলাস-হিল্লোলে ঢল-ঢল হইয়া আলেক্জেণ্ড্রিয়ার আনন্দ-নিকেতনে নিত্য নূতন রঙ্গে ব্যাপৃত ছিলেন। আলেক্জেণ্ড্রিয়ায় মহাসমারোহে এক রাজকীয় ঘোষণার বৃহৎ অনুষ্ঠান হইয়া গেল। এই ঘোষণার

বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আলেকজেণ্ড্রিয়ার ক্রীড়া-ভূমিতে রৌপ্যময় প্লাট্‌ফরম্ বা মঞ্চে দুখানি বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত স্বর্ণ-সিংহাসন স্থাপিত হইল। উহার একখানিতে স্বয়ং এণ্টনী আর একখানিতে ক্লিওপেট্রা উপবেশন করিলেন। পাদদেশে আর কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল, ঐ সকল সিংহাসন ক্লিওপেট্রার সন্তানদিগের জন্য। চারিদিকে আলেক্‌-জেণ্ড্রিয়ার জনসাধারণ সমবেত। এণ্টনী ঐ উচ্চ মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া ক্লিওপেট্রাকে মিশর, সাইপ্রাস্, আফ্রিকা এবং কলিসিরিয়ায় সম্রাজ্ঞী বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

ক্লিওপেট্রা সম্রাজ্ঞীরূপে বিঘোষিত হইলে, সীজারের ঔরসজাত ক্লিওপেট্রার পুত্র সীজারিয়নকে ডিক্টেটারের পদে বরণ করা হইল। ইহার পরে, এণ্টনী ক্লিওপেট্রার গর্ভসম্ভূত, নিজের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় আলেক্‌জাণ্ডার ও টলিমিকে রাজাধিরাজ নামে অভিহিত করিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারকে আর্‌মেনিয়া, মিডিয়া ও, ভাবী বিজয়ের আশায়, পার্থিয়া প্রদান করা হইল; এবং টলিমিকে দেওয়া হইল,—ফিনিসিয়া, সিরিয়া ও সিলিসিয়া। ঘোষণার কার্য্য শেষ হইলে, ক্লিওপেট্রার পুত্রগণ, এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার যুগল স্বর্ণ-সিংহাসন সন্নিধানে উপস্থিত হইল। আলেক্‌জাণ্ডার পূর্ব্বেই মিডিয়ার জাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত ও টলিমি মাসিডোনিয়ার শিরস্ত্রাণে অলঙ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল। তাহারা নতজানু হইয়া পিতা মাতাকে অভিবাদন করিল। তাহারা অভিবাদন-অন্তে দণ্ডায়মান হইলেই, একজনকে আরমেনিয়ান্ ও অন্য জনকে

ম্যাসিডনীয় শরীর-রক্ষিগণ আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা এইরূপে অভ্যর্থিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

ক্লিওপেট্রা, এই সময়ে, একদিকে রাজ্যেশ্বরীরূপে সংবৰ্দ্ধিতা, অন্যদিকে, (New Isis) বা নব আইসিস্-দেবী নামে অভিহিতা হইলেন। জনসাধারণ তাঁহাকে এই দ্বিবিধভাবে অভ্যর্থনা করিল। ক্লিওপেট্রা আইসিস্-দেবীর পবিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, পূর্ব্বেই আইসিস্-দেবী সাজিয়া মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। মিশরের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবের নাম (Osiris) ওসিরিস্। ওসিরিস্ মিশরের ইন্দ্র। আইসিস্-দেবী এই ওসিরিসের পত্নী। সুতরাং আইসিস্ শচী-স্থানীয়া। এণ্টনী, যদিও ঐ সভাস্থলে ওসিরিসের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যান নাই, এবং আপনাকে ওসিরিসরূপে ঘোষণা করাও আবশ্যক জ্ঞান করেন নাই, তথাপি মিশরের লোকে, ভাব-ভঙ্গিতে, তাঁহাকে ওসিরিসের স্থলবর্ত্তী বলিয়াই, হয়ত মানিয়া লইয়াছিল।

ঘোষণার এই অভিনয় সম্পন্ন হইয়া গেলে, এই সংবাদ যথাসময়ে রোমে বিজ্ঞাপিত হইল। এণ্টনীর ঐরূপ ভয়াবহ ঔদ্ধত্য, অমন প্রকাশ্য আড়ম্বর সহকারে স্বদেশের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন এবং তৎসংসৃষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠানের সবিস্তর কাহিনী যখন রোমে আসিয়া পঁহুছিল, তখন একসঙ্গে চারিদিক হইতেই আহিত অভিমান-সম্ভূত ক্রোধের অনল ধা-ধা করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! সধবা অক্টেভিয়ার বৈধব্য-ব্রত হইল, এই অনলের ইন্ধন; আহুতি হইল,—এণ্টনীর নিত্য-প্রদর্শিত ক্লিওপেট্রা-প্রেম।

অক্টেভিয়ার কাকুতি-মিনতি ও এণ্টনীর বন্ধুবর্গের কৌশল ও কারিকুরি, কিছুতেই আর এই অনল-শিখা প্রশমিত রাখা সম্ভবপর রহিল না।

জনরবের বিস্তৃত, বিশৃঙ্খল ও অতিরঞ্জিত আন্দোলন, ক্রমে ঘনীভূত, শৃঙ্খলিত ও সূত্রনিবদ্ধ কথায় পরিণত হইয়া, রোমের মহাসমিতি সিনেটে উত্থাপিত হইল। সীজার সিনেটে জন-সাধারণের প্রতিনিধি পুরুষদিগের সমক্ষে, এণ্টনীর বিরুদ্ধে ধারা-বাহিকরূপে, পূর্ব্ববর্ণিত বিষয় উপলক্ষে, কতিপয় অভিযোগ উপ-স্থিত করিলেন। জনসাধারণ ভয়ানকরূপে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এণ্টনী, সীজার কর্ত্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের প্রত্যুত্তরে আত্মদোষ-ক্ষালনার্থ কোন কথা না বলিয়া, সীজারের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। এণ্টনীর অভিযোগ-নিচয়ের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই ঃ—"প্রথমতঃ সীজার এণ্টনীকে পম্পে হইতে গৃহীত সিসিলির অংশ প্রদান করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ সীজারকে যে রণ-তরী ধার দেওয়া হইয়াছিল, এপর্য্যন্ত তাহার একখানিও তিনি এণ্টনীকে ফিরাইয়া দেন নাই। তৃতীয়তঃ সীজার লিপিডাস্‌কে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা হইতে চ্যুত করিয়া নিজেই তাঁহার প্রাপ্য কর অধিকার করিয়া লইয়াছেন। সর্ব্বশেষ অভি-যোগ এই যে, সীজার সমস্ত ইটালী তাঁহার নিজের সৈন্যদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, এণ্টনীর সৈন্যদিগের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই।" সীজার এই সমস্ত অভিযোগের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। সীজার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"লিপিডাস্‌কে

রাজ্যশাসনে অক্ষম বলিয়াই পদচ্যুত করা হইয়াছে। এণ্টনী যদি সীজারকে স্বীয় সমর-লব্ধ আরমেনিয়ার ভাগ দেন, তাহা হইলে তিনিও এণ্টনীকে তাঁহার সমর-লব্ধ সম্পত্তির অংশদানে প্রস্তুত আছেন।" এতদ্ব্যতীত সীজার আরও নির্দ্দেশ করিলেন যে,—"ইটালীর ভূমির উপর এণ্টনীর সৈন্যগণের কোনই দাবি বা স্বত্ব নাই। যেহেতু এণ্টনীর সৈন্যেরা আপন বাহু-বলে যে মিডিয়া ও আরমেনিয়া রোম-সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছে, সে মিডিয়া ও আরমেনিয়ার উপস্বত্ব এণ্টনীর সৈন্যেরাই উপভোগ করিতেছে।"

এণ্টনী আরমেনিয়ায় উপস্থিত থাকিতে থাকিতেই সীজারের এই সকল প্রত্যুত্তরের লিপিবদ্ধ বিবরণ এণ্টনীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল। তিনি এই উত্তর পাইয়া আর কাল বিলম্ব করিলেন না,—ক্যানিডিয়াস্‌কে (Canidius) ষোল দল সৈন্য-সহ সমুদ্র অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। স্বয়ং ক্লিওপেট্রাকে সঙ্গে লইয়া ইফিসাসে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে, ইফিসাসে চারিদিক হইতে রণতরী সকল আসিয়া সমস্ত নৌ-বল একত্রীভূত হইতেছিল। কথা ছিল,—এই রণতরীর বহরে বোঝাই করা মালের জাহাজ সহ আট শত জাহাজ থাকিবে। এই আট শত জাহাজের মধ্যে ক্লিওপেট্রা দুই শত জাহাজ দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ক্লিওপেট্রা যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ বার হাজার টেলেণ্ট দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় সৈন্যদিগকে আহার্য্য যোগাইবার ভারও ক্লিওপেট্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এণ্টনী ডেমিট্রিয়াস্ প্রভৃতির পরামর্শে ক্লিওপেট্রাকে মিশরে যাইয়া যুদ্ধের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ক্লিওপেট্রার প্রাণে সেই ভয় ও সেই আতঙ্ক। তিনি এণ্টনীর সঙ্গ ত্যাগ করিলে, পাছে এই সুযোগে অক্টেভিয়া আসিয়া, তাঁহার বৈবাহিক বন্ধনের বিধিসঙ্গত স্বত্বে, এণ্টনীকে হাত করিয়া ফেলেন! এণ্টনীরূপ অঙ্গুরিটিকে হাতে পাইয়া যদি বলেন,—"অঙ্গুরি, তুমি কার?" অঙ্গুরিও যদি তাহার চির-সিদ্ধ অভ্যাসের বশে বলিয়া বসে,—"আগে ছিলাম ক্লিওপেট্রার, এখন তোমার।" তবেইত প্রমাদ! অক্টেভিয়া যদি এই ফাঁকে অনুরোধ উপরোধের বলে, এণ্টনী ও সীজারের মধ্যে পুনর্মিলন সংঘটন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে সমস্তই পণ্ড হইবে! তাহা হইলে, তাঁহার আশা ভরসা যত কিছু, সমস্তই চিরকালের তরে, অতল জলে ডুবিয়া যাইবে। অতএব ক্লিওপেট্রা কিছুতেই এণ্টনীকে ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন না।

কিন্তু এবার কি কৌশলে, কোন্ উপায়ের অনুসরণে এই আপতিতপ্রায় আপদের হাতে অব্যাহতি পাইবেন, ক্লিওপেট্রা তাহা ভাবিয়া অধীর হইলেন। উপায় উদ্ভাবনে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। ক্লিওপেট্রা কোন অবস্থাতেই দিশা-হারা হইবার পাত্রী ছিলেন না। এণ্টনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যানি-ডিয়াসের প্রতি তাঁহার চক্ষু পড়িল। ক্লিওপেট্রা স্বয়ং এণ্টনীর প্রস্তাবে কোন প্রতিবাদ করিলেন না; কোন অংশে অসম্মতিও দেখাইলেন না। বহু অর্থব্যয় করিয়া ক্যানেডিয়াস্কে হাত

করিয়া লইলেন। ক্যানিডিয়াস্ ক্লিওপেট্রার ইঙ্গিতক্রমে এণ্টনীকে বুঝাইলেন,—"ক্লিওপেট্রা এই যুদ্ধের জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন, তাঁহাকে যুদ্ধ পরিচালনার সম্মান হইতে বঞ্চিত করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ, মিশরীয় সৈন্য দ্বারাই এণ্টনীর নৌ-বলের অধিকাংশ পূর্ণ হইয়াছে। ক্লিওপেট্রা যুদ্ধের সময় উপস্থিত না থাকিলে, মিশরীয় সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ ও অসন্তুষ্ট হইতে পারে। যুদ্ধের সময়, সৈন্যদলের অসন্তোষ বস্তুতঃই বড় ভয়ানক কথা। এণ্টনীর অধীন রাজন্যবর্গের মধ্যে ক্লিওপেট্রাকে বুদ্ধি বিবেচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অসঙ্গত হয় না। তিনি একাকিনী দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া, সকল বিষয়েই বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এতকাল এণ্টনীর সহিত একত্র-বাস-নিবন্ধন এণ্টনীর মতিগতি ও রীতিচরিত্রও সম্যক্ বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। এমন একটা শক্তি ও সহায়কে এসময়ে দূরে সরাইয়া রাখা, কোন প্রকারেই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না।" ক্যানিডিয়াসের এই সকল উক্তি ও যুক্তিতে এণ্টনীর মত ফিরিল। এণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে মিশরে পাঠাইলেন না। তিনি সহাস্যমুখে ক্লিওপেট্রাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—"ক্লিওপেট্রা, আমার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এসময়ে তোমার মিশরে চলিয়া যাওয়া আমরা সঙ্গত মনে করিলাম না। কিন্তু, সমরাঙ্গণের গগন-বিদারি কর্কশ কোলাহল তোমার কোমল কর্ণে সহ্য হইবে ত ? বর্ত্তমান রণ-সমুদ্যমে তুমিই প্রধান শক্তিরূপে আমার সহায়

ও সঙ্গিনী। প্রিয়তমে, তুমি প্রফুল্লমনে সমর-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও তবে।”

ক্লিওপেট্রার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি প্রফুল্লমুখে ও প্রফুল্লমনে রণযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অচিরেই সমস্ত সৈন্য সমবেত হইল। এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা সমস্ত সৈন্য-সামন্ত-সহ সেমস্ নামক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যেস্থানে ক্লিওপেট্রা, সেইখানেই আমোদের তরঙ্গ ও বিলাসের হিল্লোল, এবং ইন্দ্রিয়ের পরিতর্পণার্থ অশেষবিধ উৎসব-রঙ্গের ঘন-ঘটা। তাঁহারা সেমসে পঁহুছিয়া যতপ্রকার আমোদ সম্ভবে, তাহারই অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে, আরমেনিয়া ও সিরিয়া প্রভৃতি স্থানের বহুসংখ্যক রাজন্যবর্গ যুদ্ধোপযোগি সর্ব্বপ্রকার উপাদান সহ সেমসে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই রণ-উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের রঙ্গময় ও রঙ্গময়ী অভিনেতা ও অভিনেত্রী ও সঙ্গীতজ্ঞ লোকদিগকেও সেমসে লইয়া আসিবার আদেশ ছিল। সভ্যজগতের প্রায় সকল অংশই যখন, নানারূপ দুঃখ-কষ্ট-জন্য আর্ত্তনাদ ও হাহাকারে উদ্বেজিত ও অশ্রুনীর পরিপ্লুত, তখন একমাত্র সেমস্ নামক ক্ষুদ্র দ্বীপটি প্রলয়-অনলের উপকরণ বুকে লইয়া, নৃত্য গীত ও হাস্য-পরিহাসের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল! বহুসংখ্যক নগর হইতে, এই উৎসবে বলিদানের নিমিত্ত, এক একটি করিয়া ষাঁড় প্রেরিত হইয়াছিল। চারিদিকের নৃপতিমণ্ডলী উপহার দ্রব্য-সম্ভার

লইয়া একে অন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন। লোকে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই আমোদ উৎসবের এতাদৃশ ঘটা দেখিয়া, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে,—যুদ্ধে জয়লাভ হইবার পূর্ব্বেই এই, না জানি যুদ্ধে জয় হইলে, কতই কি হইবে! উৎসব-রঙ্গ শেষ হইলে পরে এণ্টনী প্রিয়েন (Priene) নামক স্থানে, অভিনেতা ও গায়কদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অবশেষে সেমস্ হইতে জলপথে এথেন্স অভিমুখে যাত্রা করা হইল। এথেন্সে পঁহুছিয়া তাঁহারা আবার সাধারণের আমন্ত্রণরূপ প্রহসনের নূতন আমোদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

অক্টেভিয়া যখন এথেন্সে ছিলেন, তখন এথেন্সবাসী যতদূর সম্ভব সম্মানের সহিত তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল। অক্টেভিয়া এথেন্সে যার-পর-নাই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা শুনিতে পাইয়া, ক্লিওপেট্রার মনে অত্যন্ত ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইল। তিনি যেন সেখানে ততোঽধিক সম্মান লাভ করিতে পারেন, এই জন্য এথেন্সবাসীদিগকে দয়াদাক্ষিণ্য ও শিষ্টাচারে পরিতুষ্ট করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার যত্ন সফল হইল। এথেন্সবাসীরা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিল; এবং তাঁহাকে সাদরে ও সসম্মানে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত, কতিপয় নাগরিককে তাঁহার সমীপে পাঠাইয়া দিল। এই অভ্যর্থনাকারী নাগরিকদিগের অগ্রণী স্বয়ং এণ্টনী। এণ্টনী গ্রীক্ নাগরিকবেশে, নাগরিকদিগেরই দলভুক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি রোমসাম্রাজ্যের প্রভূতক্ষমতাশালী পুরুষ স্বনাম-

প্রসিদ্ধ এণ্টনীও নহেন, ক্লিওপেট্রার নিভৃত প্রেম-কুঞ্জের কোকিল বা প্রেমাস্পদ নাগরও নহেন; তখন বিছার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী সুন্দরের সন্ন্যাসী বেশধারণের ন্যায়, এণ্টনীও সর্ব্বতোভাবেই নিঃসম্পর্কিত নাগরিকের স্বত্বস্বামিত্বে ক্লিওপেট্রার দরবারে হাজির থাকিয়া, সময়োপযোগিনী বক্তৃতা দ্বারা ক্লিওপেট্রাকে অভিনন্দন করিলেন!

এদিকে, ঠিক্ এই সময়ে, রোমে এণ্টনীর আদেশ অনুসারে, একটা যার-পর-নাই হৃদয়-বিদারক মর্ম্মান্তিক অনুষ্ঠান হইল। পতি এণ্টনীই যাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও হৃদয়ের সর্ব্বস্ব সম্পদ্, এণ্টনী সেই পতিপ্রাণা দয়িতাকে তাঁহার গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত কতিপয় অনুচরকে রোমে পাঠাইয়া দিলেন। অক্টেভিয়াকে তাড়াইবার জন্য কোনরূপ আয়োজন উদ্যোগের প্রয়োজন হইল না। পতির আদেশ শুনিয়াই, রোরুদ্যমানা সতী নিজের ও ফুল্‌ভিয়ার গর্ভজাত শিশুসন্তানদিগকে লইয়া, পতিগৃহ ত্যাগ করিলেন! ফুল্‌ভিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাবালক হইয়াছিল, একমাত্র সে-ই এণ্টনীর বাটীতে রহিল। যাইবার সময়, অক্টেভিয়া তাঁহার অদৃষ্টে এত কষ্টও ছিল, এই বলিয়া বহু আক্ষেপ এবং পাছে বা তিনিই রোমের গৃহ-বিবাদের মূল কারণ হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায়, অত্যন্ত মনস্তাপ প্রকাশ করিলেন। রোমানেরা বিনা দোষে অক্টেভিয়ার এই অপমান, বিড়ম্বনা ও কষ্ট দেখিয়া, যার-পর-নাই ব্যথিত হইল। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও যেন, তাহারা অধিকতর মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিল, অমন

নীল-নদ ।

যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। তখনও সময়োপযোগি অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের বিশেষ অভাব ছিল। জনসাধারণও যুদ্ধের জন্য টেক্স বা কর দিতে একবারেই ইচ্ছুক ছিল না। সীজার সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ (Freeman) অর্থাৎ দাসত্ব- লাঞ্ছনে অলাঞ্ছিত স্বাধীন অধিবাসীদিগের নিকট তাহাদিগের আয়ের একচতুর্থাংশ এবং দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত স্বাধীন দাসশ্রেণীর কাছে তাহাদিগের আয়ের অষ্টমাংশ দাবি করিলেন। ইহাতে সকলেই সীজারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল! ইটালীতে এক ভয়াবহ বিপ্লব-কোলাহল উত্থিত হইল! সীজার প্রকৃতই একটু বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।

এণ্টনী যেমন তড়িদ্‌বেগে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন, যদি তেমনই তড়িদ্‌-গতিতে আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে, ফল অন্যরূপ হইত। সম্ভবতঃ সীজার সর্ব্বতোভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতেন। কিন্তু এণ্টনী তাহা করিলেন না। এই সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়া, এণ্টনীর পক্ষে বস্তুতঃই বড় একটা গুরুতর ও মারাত্মক ভ্রম হইল। সীজার সময় পাইলেন বলিয়াই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে সমর্থ হইলেন। নানারূপ কৌশলপূর্ণ মন্ত্রপ্রয়োগে ইটালীর গোলযোগ থামিয়া গেল। যুদ্ধার্থ প্রচুর অর্থের সংস্থান হইল! যিনি যুদ্ধের পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও, নাট্যাভিনয় দর্শনের সুখ-স্বাদগ্রহণে উৎসুক, এবং গায়িকা-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত-সুধা পান ও বীণা বাঁশরীর মনোমোহিনী মূর্চ্ছনা শ্রবণে অধীর ও উন্মত্ত, এই শ্রেণীর সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার চক্ষের উপর

দিয়া চলিয়া যাওয়া কোন অংশেই বিস্ময়কর বা আশ্চর্য্য-জনক ব্যাপার নহে।

টিটিয়াস্ (Titius) ও প্লেঙ্কাস্ (Plancus) এণ্টনীর দুইটি বড়ই বিশ্বস্ত বন্ধু ও প্রিয়সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহারা ক্লিওপেট্রার দুর্ব্যবহারে অপমানিত ও বিরক্ত হইয়া, এণ্টনীর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সীজারের সহিত মিলিত হইলেন। বন্ধুদ্বয় এণ্টনীর উইলের সংবাদ অবগত ছিলেন; তাঁহারা সীজারের নিকট সেই উইলের রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন! সেই উইল (Vestal virgin) অর্থাৎ সতীদেবীর মন্দিরে, আজন্ম-পূত-স্বভাবা কুমারীদিগের কাছে গচ্ছিত ছিল। সীজার ইহা জানিতে পারিয়া, স্বয়ং তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া উইলখানি লইয়া আসিলেন; এবং সুবিধামত স্থানে যত্নের সহিত রাখিয়া দিলেন। ইহার পরে, উপযুক্ত সময়ে সিনেট-গৃহে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্য-ভাবে ঐ উইল পাঠ করা হইয়াছিল।

সীজার সকলদিকের আট-ঘাট বন্ধ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তবে কথা এই যে, যুদ্ধ এণ্টনীর সঙ্গে—না, ক্লিওপেট্রার সহিত? ইহা একটা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ-ঘোষণা স্থিরীকৃত হইল। এণ্টনী এখন আর এণ্টনী নহেন। তিনি তাঁহার পুরুষকার শক্তি, ও ক্ষমতা যাহা কিছু ছিল, সমস্তই স্ত্রীলোকের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। এখন আর তাঁহাতে কোন পদার্থ থাকা সম্ভবপর নহে। সীজার স্পষ্ট দেখিতে

পাইলেন যে, এণ্টনী এখন মন্ত্র-মোহ-মুগ্ধ, অভেদ্য যাদুর দুশ্চ্ছেদ্য জালে বেষ্টিত পুরুষের ন্যায় শক্তিসামর্থ্যহীন ও সর্ব্বথা কৃপার পাত্র। তাঁহার নিজের উপরে নিজের কোনই প্রভুত্ব নাই! সুতরাং এ যুদ্ধযাত্রা এণ্টনীর বিরুদ্ধে হইতে পারে না। এ যুদ্ধ-যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্লিওপেট্রার খোজা ও অনুচর,—মার্ডিয়ান্ ও পথিনাস্ এবং তাঁহার সখী ও সহচরী,—কার্‌মিয়ন্ ও আইরিস্ প্রভৃতির বিরুদ্ধে। কারণ, ইহারাই ক্লিওপেট্রার, সুতরাং এণ্টনীরও পরিষদ্ বা সভাসদ ও রাজকার্য্য-পরিচালক সহায় সম্বল সুহৃদ্ ও সর্ব্বস্ব। যাহারা বয়োধর্ম্মে, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় বালিকা মাত্র,—ক্লিওপেট্রার বেশ-বিন্যাসকারিণী, সেই সকল পরিচারিকাই আবার সময়ান্তরে মন্ত্রী! সীজারের এই সকল উক্তি যুক্তি ও যুদ্ধঘোষণার প্রণালী শ্রবণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রোমের প্রতিনিধি সীজার কিরূপ গভীর ক্রোধ ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব হৃদয়ে লইয়া এই রণ-যাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন।

এণ্টনীর সময় মন্দ। তাঁহার অধঃপতনের অন্তিম দিন সন্নিহিত। তিনি গ্রহদোষে দুষ্ট। তাঁহার বুদ্ধি ও হৃদয়ের গতি এই সময়েরই অনুসরণ করিল। একদিকে, তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি তাঁহার মর্ম্ম-কৃন্তনের জন্য অসি নিষ্কোষিত করিল; অন্যদিকে, বিবিধ আকস্মিক দৈবদুর্ব্বিপাক, বিধাতার বজ্র তাঁহার মস্তকোপরি দোদুল্যমান, শতপ্রকারে যেন, তাহারই পূর্ব্বানুসূচনা করিতে লাগিল।

'পিসাউরাম' (Pisaurum) একটি উপনিবেশ,—Adriatic বা অদ্রিঅত্তিক সাগরতটে অবস্থিত। উপনিবেশটি এণ্টনী কর্ত্তৃক বহু অর্থব্যয়ে ও বহু যত্নে প্রতিষ্ঠিত। উহা আয়তনে তেমন বৃহৎ না হইলেও, দেখিতে বড়ই সুন্দর ও মনোরম ছিল! পিসাউরাম এণ্টনীর একটি অতি প্রিয় বিহার-নিকেতনরূপে আদৃত। পিসাউরামের অধিবাসিগণ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে। একদিন মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় গভীর শব্দ শ্রুত হইল। অকস্মাৎ পৃথিবীর বক্ষ ভীমবেগে কাঁপিয়া উঠিল। প্রবল ভূ-কম্পের প্রলয়-হিল্লোলে, এণ্টনীর অত সাধের উপনিবেশটি লোকালয়, গৃহ, উদ্যান ও মাঠ ইত্যাদি সমস্ত সমেত দেখিতে দেখিতে বিজয়াদশমীর প্রতিমার মত অদ্রিঅত্তিক সমুদ্রের অতল-গর্ভে অন্তর্হিত হইয়া গেল! এণ্টনী পেট্রেই নগরে অবস্থিত আছেন। পেট্রেই নগরে হারকিউলিসের একটা বৃহৎ ও সুন্দর মন্দির ছিল। মন্দিরের চূড়ায় হঠাৎ বজ্রপাত হইল। বজ্রের ভীষণ আরাবে সমগ্র পেট্রেই নগর থর-থর করিয়া নড়িয়া উঠিল! এণ্টনী তাঁহার সুখাসন হইতে চমকিয়া দাঁড়াইলেন! বজ্রের আগুনে মন্দির পুড়িয়া যাইতেছে, নগর-পথে অমনি এই আতঙ্ক-সূচক চীৎকার ও কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল! এথেন্স নগরে (Bacchus) বা মদন-দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদিন হঠাৎ তূর্ণভোর ঘূর্ণাবর্ত্তে, সেই মদন-মূর্ত্তি উড়িয়া গেল। উহা ভীষণ ঝটিকা বেগে ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইয়া জাইগান্টো-মাকেচিয়া হইতে বিদ্যুদ্‌গতিতে, নাট্যশালার মধ্যে নিপতিত হইল!

এণ্টনী হার্‌কিউলিস্ ও বেকাস্ বা মদন-দেবের সহিত বিশেষ সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি আপনাকে হারকিউলিসের বংশোদ্ভূত মনে করিয়া গৌরব করিতেন, বেকাস্ বা মদন-দেবের অনুকরণও তাঁহার জীবনের এক সর্ব্বপ্রধান উপলক্ষণ ছিল। এই হেতু লোকে তাঁহাকে (Younger Bacchus) বা 'ছোট মদনদেব' রূপে নির্দ্দেশ করিত।

শুধু ইহাই নহে, আরও অনেক দুর্ঘটনার সংঘটন ও দুর্নিমিত্ত প্রকটিত হইল। ইউমিনিস্ (Eumenes) ও এট্টালাসে (Attalus) এণ্টনী (Antoni) নামে দুটি অতি বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই দুই স্থানে,—এণ্টনী মূর্ত্তির সন্নিকটে আরও অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল। একদিন হঠাৎ ঝটিকা করাল উচ্ছ্বাসে গর্জ্জিয়া উঠিয়া, এণ্টনীর মূর্ত্তি দু'টিকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল! বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই মূর্ত্তির পার্শ্বদেশে অন্য যে সকল মূর্ত্তি ছিল, ঝটিকা সেগুলিকে স্পর্শও করিল না। এণ্টনীর নামের সহিত যাহার কোন না কোনরূপে কোন সম্পর্ক আছে, নিয়তির কি যেন এক বিচিত্র বিধানে, বাছিয়া বাছিয়া তাহারই উপর বিধাতার বজ্র ও বাত্যা প্রলয়-হুঙ্কারে নিপতিত হইতে লাগিল! ইহাতে এণ্টনীর বন্ধুবর্গ শিহরিয়া উঠিলেন! অন্য সমস্ত লোকও বিস্মিত হইয়া এণ্টনী সম্বন্ধে নানারূপ অশুভ কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল।

এলিয়ায় এণ্টনীর একটি অতি সুগঠিত সুন্দর প্রস্তর-মূর্ত্তি গৃহাভ্যন্তরে সংস্থাপিত ছিল। ঐ মূর্ত্তির সর্ব্ব অবয়ব হইতে

দরবিগলিতধারায় ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইতে লাগিল! বারংবার যত্নপূর্ব্বক উহা পুঁছিয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু তথাপি সে ঘর্ম্ম থামিল না। এলিয়ার লোক এই অশুভ চিহ্ন-দর্শনে ভীত হইল। ঘটনাটি প্রকৃত, কি লোকের সংস্কার বা কল্পনা-প্রসূত জনরব মাত্র, তাহা ঠিক্ করিয়া বলিবার উপায় নাই। কিন্তু বিশেষ অমঙ্গলসূচক ও বিস্ময়কর দুর্ঘটনা জ্ঞানে, সকলেই সে সময়ে একথা লইয়া আলোচনা করিয়াছিল। ভারতে, ভারতের প্রান্তস্থিত বঙ্গে, এখনও এই শ্রেণীর বহু সংস্কার বর্ত্তমান আছে। এখনও এদেশে কোন কোন স্থানে গৃহ-প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম কিংবা গোপাল প্রভৃতি প্রস্তর-বিগ্রহের অঙ্গে ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইয়া গৃহকর্ত্তার অমঙ্গল সূচনা করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর উক্তি, এদেশে অনেকেই অনেক সময়, কানে শুনিতে পান, কিন্তু স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ প্রায়শঃ কাহারও ঘটে না। সুতরাং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদানেও অনেকেই প্রস্তুত নহেন।

"ক্লিওপেট্রা এণ্টনিয়াস্" নামক প্রধান জাহাজেও একটা বিচিত্র দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইল। ঐ জাহাজের পশ্চাৎভাগে কতকগুলি চাতকপাখী বাসা করিয়াছিল। কোথা হইতে অন্য আর একদল চাতক উড়িয়া আসিয়া উহাদিগকে ভয়ঙ্কর আক্রোশে আক্রমণ করিল। উহাদিগের ডিম্ব ভাঙ্গিল, বাসা নষ্ট করিল এবং প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, আপনারা সেই স্থান অধিকার করিয়া লইল। ইহা দেখিয়া

সকলেই বিশেষ অমঙ্গল আশঙ্কায় মনে মনে ভীত ও কম্পিত হইলেন। এদেশেও এইরূপ বহু সংস্কার আছে। বাড়ীর কাছে, একজাতীয় পেচক ডাকিলে, অশুভজনক কুলক্ষণ সূচিত হয়। আবার 'জালালি কবুতর' আসিয়া ঘরে বাসা লইলে, কোন কোন গৃহস্থ, এখনও আসন্ন শুভ-কল্পনায় আনন্দিত হইয়া উঠেন।

এণ্টনী একদিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন, অন্যদিকে স্বর্গ মর্ত্ত্যের সমস্ত উপাদানই একসঙ্গে মিলিত হইয়া বিবিধ দৈব-উৎপাতের দ্বারা এণ্টনীর কি যেন একটা ভাবী ভীষণ পরিণামের কথা কহিতেছিল। এণ্টনী এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া কি মনে করিলেন জানি না, কিন্তু অন্য সকলের মনেই কিরূপ একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল,—কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া রহিল।

এদিকে এক প্রকার সমগ্র রোমই এণ্টনীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত। শত্রুপক্ষের ত কথাই নাই; যাঁহারা নিরপেক্ষ বা মিত্রপক্ষ, তাঁহাদেরও অনেকে এক্ষণে তাঁহার বিপক্ষদলের অন্তর্ভুক্ত; প্রায় সকলেই তাঁহার ব্যবহারে দুঃখিত ক্লিষ্ট ও বিরক্ত। এণ্টনীর বিরুদ্ধে যে সকল কথা লইয়া রোমে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছিল, তাহার কতকগুলি সত্য, কতকগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে মিথ্যা হইলেও, শত্রুকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও সুকৌশলে প্রচারিত এবং কতকগুলি জনরবের স্বাভাবিক গতিতে অতিরঞ্জিত।

সীজার এণ্টনীর কতিপয় বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার যে উইল হস্তগত করিয়াছিলেন, যথাসময়ে তিনি তাহা সিনেটে

সর্ব্বজন-সমক্ষে পাঠ করিলেন। এণ্টনী তাঁহার মৃত্যুর পরে, তদীয় মৃতদেহের সৎকারসম্বন্ধে উইলে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই সিনেট-গৃহে বিশেষরূপ আলোচনা হইল। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"যদি রোমে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও রোমে যেন তাঁহার সমাধি হয় না। রোমে মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ, ফোরাম (Forum)এর মধ্য দিয়া বহিয়া আনিয়া আলেক্জেণ্ড্রিয়ায় ক্লিওপেট্রার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।" উইলের এই উক্তি পঠিত হইবামাত্রই সিনেটের চারিদিক হইতে "ছি, ছি, ধিক্, ধিক্," রব উত্থিত হইল। উইল পাঠের পরে, কেল্‌ভিসিয়াস্ (Calvisius) নামক সীজারের একটি অনুচর ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে এণ্টনীর বিরুদ্ধে আরও কতকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করিল। সেগুলি এইঃ—(১) এণ্টনী পারগেমাসের (Pergamus) পুস্তকালয় ক্লিওপেট্রাকে দান করিয়াছেন। এই পুস্তকালয়ে দুই লক্ষ দুর্লভ গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল! (২) এণ্টনী কোন একটা বিশেষ প্রতিজ্ঞা-পূরণার্থ সর্ব্বসাধারণের একটা অতি বড় বৃহৎ ভোজে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে ক্লিওপেট্রার পদ-মর্দ্দন বা পাদ-সংবাহন করিয়াছিলেন। (৩) এফিসিয়ানেরা আসিয়া ক্লিওপেট্রাকে রাজ্যেশ্বরী রাণী বলিয়া অভিবাদন করিল! এণ্টনীর তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, তিনিই তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। (৪) এণ্টনী যখন বহু রাজন্যবর্গ ও সামন্তসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দরবার-গৃহে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ উপবিষ্ট

রহেন, তখনও যদি ক্লিওপেট্রার মুক্তাসদৃশ ধাতব দ্রব্য ও স্ফটিক-নির্ম্মিত সুন্দর আবরণবদ্ধ প্রেমলিপি আসিয়া পহুঁছে, তিনি অমনি ঐ দরবার-গৃহেই উহার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া, যেন সমস্ত জগতের নিকট প্রেমিক নামে পরিচিত হইবার নিমিত্তই উহা পড়িতে আরম্ভ করেন। (৫) ফার্‌নিয়াস্ (Furnius) রোমের একজন অতি উচ্চকল্পের বাগ্মী এবং অন্য প্রকারেও অতীব সম্মানার্হ ব্যক্তি। তিনি একদিন সাধারণের প্রাণে উদ্দীপনার তরঙ্গ তুলিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন। এণ্টনীও বক্তৃতাস্থলে আসীন ছিলেন। এই সময়ে ক্লিওপেট্রা নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, জানিতে পারিয়া, এণ্টনী অমনি তাঁহার আসন হইতে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, কেশাকর্ষণে মস্তকের গতির ন্যায়, কিওপেট্রার পিছে পিছে ছুটিয়া চলিলেন! কেল্‌ভিসিয়াস্ কর্ত্তৃক উত্থাপিত এই সকল অভিযোগকে অনেকে কল্পিত বলিয়া উপেক্ষা করি-লেন। অনেকে আবার ইহার উপরেও বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ ও টীকা টিপ্পনী করিয়া এই সকলের গুরুত্ব বাড়াইতে যত্নপর হইলেন।

এণ্টনীর বিশ্বস্ত বন্ধুবর্গ, এণ্টনীর ক্লিওপেট্রা-মত্ততায় চিত্তে ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হইলেও, এই সময়ে তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ রোমের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা, এণ্টনীর মঙ্গল-কামনায়, তিনি যাহাতে রোমের শত্রুরূপে পরিগণিত ও ক্ষমতাচ্যুত হইয়া না পড়েন, তজ্জন্য তাঁহাকে সৎপরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে,

আপনাদিগের মধ্য হইতে জেমিনিয়াস্ নামক এক ব্যক্তিকে এণ্টনীর সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। জেমিনিয়াস্ (Geminius) গ্রীসে উপস্থিত হইলেই, ক্লিওপেট্রা তাঁহাকে অক্টেভিয়ার গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিলেন। এই সন্দেহের ফল এই দাঁড়াইল যে, তিনি অত্যন্ত অসম্মান ও অবজ্ঞার ভাবে গৃহীত হইলেন। নৈশ-ভোজের সময়, তাঁহাকে অত্যন্ত নীচ লোকের আসনে বসান হইল! তিনি এণ্টনীর মঙ্গল-উদ্দেশ্যে এই সমস্ত অবমাননা নীরবে সহিয়া লইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, একবার যদি কোন প্রকারে এণ্টনীর সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ক্লিওপেট্রার কৌশলে কিছুতেই তিনি এণ্টনীর দেখা পাইতেছেন না। একদিন নৈশ-ভোজের সময়, কোন কার্য্য উপলক্ষে, এণ্টনী জেমিনিয়াসের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন; হঠাৎ চারি চক্ষে সাক্ষাৎকার হইল। এণ্টনী অমনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেন আসিয়াছ, তাহার মূল কারণ খুলিয়া বল।" জেমিনিয়াস্ বলিলেন,—"সে অনেক কথা। সে সকল আমি এখন খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, নেশাই এখন মস্তিষ্কে অধিকতর প্রবলরূপে কার্য্য করিতেছে। তবে এখন মোটের উপর এই একটি সংক্ষিপ্ত কথা বলা যাইতে পারে যে, ক্লিওপেট্রা এখন কিছুদিনের জন্য মিশরে ফিরিয়া গেলে সকল দিকেরই মঙ্গল।" এণ্টনী ইহা শুনিয়া ভ্রূকুটি সহকারে একটু ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিলেন। ক্লিওপেট্রা বলিয়া উঠিলেন,—"জেমিনিয়াস্, তুমি যে কঠোর

দণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্ব্বেই মনের গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া বলিলে, ইহা তোমার পক্ষে একপ্রকার ভালই হইল।”

জেমিনিয়াস্ বন্ধুর ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে ভীত হইলেন না। তিনি পুনরপি উপযুক্ত অবসরে, এণ্টনীর সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহাকে সকলদিকের সকল কথাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। বলিলেন,—“রোমে তিনি সর্ব্বত্রই নিন্দিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রভুত্ব ও ক্ষমতা যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এখনও সাবধান হউন, যদি বিলুপ্তপ্রায় ক্ষমতা ও যশের পুনরুদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে, ক্লিওপেট্রাকে অবিলম্বে মিশরে প্রেরণ করুন।” জেমিনিয়াসের এই বন্ধুজনোচিত সুপরামর্শে, এণ্টনীর বিপথগামী মন ফিরিল না। তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। অপিচ, ক্লিওপেট্রা তাঁহার অভিসন্ধি অবগত হইয়া, তাঁহাকে নানাপ্রকারে এতদূর অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিলেন যে, তিনি অবশেষে রোমে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

এণ্টনীর আরও অনেক যথার্থ হিতৈষী বন্ধু এইরূপে ক্লিওপেট্রার চাটুকারগণ কর্ত্তৃক, সহস্রপ্রকারে উৎপীড়িত ও বিড়ম্বিত হইয়া এণ্টনীর নিকট হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। এই তাড়িতদিগের মধ্যে মেকাস্‌সিলানাস্ (Macus Silanus) এবং ঐতিহাসিক ডিলিয়াস্‌ও (Delius) ছিলেন। ডিলিয়াস্ বলেন,—ক্লিওপেট্রা তাঁহার বিরুদ্ধে যে মনে মনে একটা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতেছেন, এবং তাঁহাকে বিপন্ন করিবার নিমিত্ত দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইতেও প্রস্তুত হইয়াছেন,

ইহা তিনি সর্ব্বপ্রথমে চিকিৎসক গ্লেঙ্কাসের (Glancus) মুখে শুনিতে পান। ডিলিয়াসের অপরাধ এই যে, তিনি একদিন নৈশ-ভোজের সময়, ক্লিওপেট্রাকে বলিয়াছিলেন,—সীজারের বালকভৃত্যও রোমে উৎকৃষ্ট (Falernian) ফেলারনিয়ান্ মদ্য পান করিতে পায়; আর এখানে থাকিয়া, তাঁহাদিগের ন্যায় ভদ্রলোকেরাও বিশ্রী অম্লস্বাদবিশিস্ট অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মদ্য পান করিয়া থাকেন। ক্লিওপেট্রা ইহাতেই তাঁহার উপর যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হন; এবং ক্রমে অশিষ্ট ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে এই পরিমাণ নিগৃহীত করেন যে, তিনি অবশেষে রোমে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়া পড়েন।

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে, এণ্টনীর পক্ষে যে সকল রণপোত ছিল, উহার সংখ্যা পাঁচ শতের কম নহে। রণপোতগুলি সমস্তই সমর-উপকরণে পরিপূর্ণ ও বিচিত্র কারু-কৌশলে অলঙ্কৃত ছিল। প্রায় সকলগুলি তরিতেই আট কিংবা দশটা দাঁড়ের বন্দোবস্ত। কিন্তু এই সকল রণতরির বিশেষ অভাব এই ছিল যে, কোন রণ-তরিতেই নিপুণ ধনুর্দ্ধর বা সমর-দক্ষ যোদ্ধার সংখ্যা উপযুক্তরূপ ছিল না। সীজারের রণতরির সংখ্যা, মাত্র দুই শত পঞ্চাশ-খানি। বাহ্যিক শোভা-সম্পদ্ ও সাজসজ্জার আড়ম্বরে, এণ্টনীর জাহাজের তুলনায় সীজারের জাহাজ কিছুই নহে। স্বর্ণ-সিংহাসন-শায়িনী বিলাসিনী রাজরাণী ও নিরাভরণা কর্ম্ম-নিপুণা ভার-বাহিনী কুলীরমণীতে যে পার্থক্য, এণ্টনীর রণতরি ও সীজা-রের রণতরিতেও সেই পার্থক্য। কিন্তু বাহ্যিক শোভায়

হীনপ্রভ হইলেও, সীজারের রণতরিগুলি দুর্দ্ধর্ষ বীরসেনায় পরিপূর্ণ ছিল।

এণ্টনীর স্থল-সৈন্যে পদাতির সংখ্যা এক লক্ষ ও অশ্বারোহী বার হাজার। সীজারেরও অশ্বারোহী বার হাজার, কিন্তু পদাতি আশী হাজারের বেশী নহে। এণ্টনীর পক্ষে তাঁহার সুবিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাজন্যবর্গের অনেকে, স্বয়ং সসৈন্যে, তাঁহার সাহায্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; অনেকে সেনাপতি ও সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্থল-যুদ্ধে এণ্টনীর বল অপরিসীম। স্থল-পথে এণ্টনীর সম্মুখীন হইতে সীজার বস্তুতই মনে মনে বিশেষ একটু শঙ্কিত ও ভীত ছিলেন।

এণ্টনী চিরদিনই সুদক্ষ সেনানায়ক এবং জীবনে অসংখ্য যুদ্ধে স্বয়ং সৈন্যচালনা দ্বারা জয়লাভ করিয়া, সমর-ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। স্থল-যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভের সম্ভাবনা খুব বেশী,—ইহা তিনি বুঝিতে না পারিয়াছিলেন, এমন কথা নহে। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, তাঁহার প্রভুরূপিণী ক্লিওপেট্রার সখ সাধ ও ইচ্ছা অন্যরূপ। ক্লিওপেট্রা যুদ্ধজাহাজগুলি নিজের ইচ্ছামত সজ্জিত করিয়া, রণ-প্রয়োজনে এণ্টনীকে দান করিয়াছেন। তাঁহার জাহাজই যুদ্ধজয়ের যশোভাগী হইবে, ক্লিওপেট্রার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা প্রথমতঃ অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। এণ্টনী ক্লিওপেট্রার কাছে এমনই দাস-খত দিয়া বসিয়াছেন যে, তিনি রণকার্য্যের সুবিধা অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াও, এই মেয়েলী খেয়ালের অন্যথাচরণে সমর্থ হইলেন না!

তিনি ক্লিওপেট্রার অনুরোধে জল-যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন।

এণ্টনীর জাহাজগুলিতে যে পরিমাণ সৈন্য থাকা আবশ্যক, তাহার অর্দ্ধেকও ছিল না। নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ ইহা দেখিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেই হইবে। তাঁহারা গ্রীসে যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই নৌ-সেনারূপে জাহাজে টানিয়া তুলিতে লাগিলেন। এইরূপে গ্রীসের অনেক গো ও গর্দ্দভ-রক্ষক রাখাল, বহু কৃষীবল হলধর এবং অসংখ্য মুটে মজুর নৌ-সেনা সাজিয়া জাহাজে চড়িয়া বসিল!

এইরূপে নৌ-সেনা সংগ্রহ করিয়াও, সেনার অভাব পূর্ণ হইল না। অনেকগুলি জাহাজ খালি পড়িয়া রহিল। এণ্টনীর জল-যুদ্ধের আয়োজন কিরূপ, এই ঘটনা দ্বারাই তাহা অনুমিত হইবে।

এণ্টনীর এইরূপ রণোদ্যোগের সময়, সীজার তাঁহার বীর-সৈনিকপূর্ণ দুর্ভেদ্য রণ-তরির বহর লইয়া টেরেণ্টামে (Tarentum) অবস্থিত ছিলেন। তিনি টেরেণ্টাম্ হইতে এণ্টনীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যুদ্ধে আর বৃথা কালবিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি এক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তেই সমরাঙ্গণে এণ্টনীর সহিত সাক্ষাৎকার কামনা করিতেছেন। সীজার ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন যে, এণ্টনী দয়া করিয়া, বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সন্নিকট হইতে, তাঁহার সৈন্যগুলিকে, অশ্বারোহণে যাইতে একদিন সময় লাগে, এই পরিমাণ দূরে সরাইয়া রাখুন, যেন সীজার সুবিধা মত তাহার সৈন্য সমাবেশ করিয়া লইতে পারেন।

বর্ত্তমান সময়ে, রণ-ব্যাপারে, বিচক্ষণ সেনাপতিগণ অনুক্ষণ বিপক্ষদিগের অভাব ও খুঁত কোন্ দিকে, শুধু তাহাই খুঁজিয়া ফিরেন; এবং বিপক্ষের অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যেন বিপক্ষ অসুবিধাজনক স্থানে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া, বিপুল বল ও শক্তি সত্ত্বেও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। পুরাতন-কালে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল না। তখন উভয় পক্ষ পরস্পর পরামর্শ ও বলা-বলি করিয়া, আপন আপন সুবিধা মত স্থানে সেনা-সন্নিবেশ দ্বারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারিত। ইহাতে একপক্ষ অন্য-পক্ষকে বাধা প্রদান করা কাপুরুষের কার্য্য মনে করিত। একজনকে পাঁচ জনে আক্রমণ করিলে, তাহারা ভীরু নামে বীরসমাজে চিরকালের তরে অপাংক্তেয় হইয়া যাইত। এই জন্যই অভিমন্যুর প্রতি সপ্তরথীর আক্রমণ, ভারতে অমন নিষ্ঠুর ও নিন্দিত অনুষ্ঠান হইয়া রহিয়াছে। কেহ রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে, প্রকৃত বীর তাহাকে আঘাত করিতেন না। নিরস্ত্রের উপরে অস্ত্রধারী কখনও অস্ত্র উত্তোলন করিতেন না। প্রাচীন সময়ে, ভারতের ন্যায়, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য স্থানেও এই শ্রেণীর সামরিক বীর-নীতি প্রচলিত ছিল। এতাদৃশ বীর-রীতির অনুসরণেই সীজার এণ্টনীর কাছে ঐরূপ আবদার করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এণ্টনী এই শিষ্ট অনুরোধের প্রতিদানে শিষ্টতার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন না,—গর্ব্বের আশ্রয় লইলেন। এণ্টনী যদিও বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং জুলিয়াস্ সীজারের সৌহার্দ্দ্যবদ্ধ

পার্শ্বচর, তথাপি নব্য যুবা অক্টেভিয়াস্ সীজারকে, সমবয়স্ক প্রতিযোগীর ন্যায়, দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্থাৎ একাকী তাঁহার সহিত হাতা-হাতি বিগ্রহের জন্য, আহ্বান করিতে লজ্জা অনুভব করিলেন না। ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যদি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বানে একান্তই অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, সীজার যেন ফারসেলিয়াতে (Pharsalia) এণ্টনীর সম্মুখীন হন। যে স্থানে একদিন জুলিয়াস্ সীজার ও পম্পে তাঁহাদের ভাগ্য-পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আজি এণ্টনী ও অক্টেভিয়াস্ সীজারের ভাগ্য-পরীক্ষাও সেই স্থানেই হউক।

এই আহ্বান কার্য্যে পরিণত হইল না। সীজার অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। এণ্টনী রণতরি সহ একটিয়াম্ (Actium) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সুযোগে সীজার আইওনিয়ান্ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ইপিরাসের (Epirus) অন্তর্গত টরাইন্ (Toryne) বা লেড্‌ল্ (Ladle) নামক একটি সুবিধাজনক স্থান আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লইলেন। এণ্টনী এই চালে সীজারের জয় দেখিতে পাইয়া, যার-পর-নাই দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন; কারণ, এই সময়ে এণ্টনীর সঙ্গে পদাতিক সৈন্য মাত্রই ছিল না। কিন্তু ক্লিওপেট্রা এই ঘটনাকে অবজ্ঞার ভাবে উড়াইয়া দিলেন। তিনি এণ্টনীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—"সীজার লেড্‌ল্ অধিকার করিয়া-ছেন বলিয়া, সত্যই নাকি একটা বড় ভয়ের কথা হইয়া পড়িয়াছে!"

এইভাবে এক্‌টিয়ামের পথে এণ্টনীর উদ্বেগজনক নিশি প্রভাত হইয়া গেল। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পরে, এণ্টনী দেখিতে পাইলেন যে, শত্রুপক্ষ অচিরেই তাঁহার সম্মুখীন হইবার উদেযাগ করিতেছে! এণ্টনী চিন্তিত হইলেন। তাঁহার রণতরিগুলি তখনও যুদ্ধের উপযোগী লোকজনে পরিপূর্ণ নহে। তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। এই অবস্থায়, সীজারের রণদক্ষ তরিসমূহ তাঁহার অপ্রস্তুত রণতরি-নিবহের উপর আপতিত হইলে, এ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, যদি তাঁহার রণতরি সমূহ পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, তাহা হইলে, তিনি নিতান্তই বিপন্ন হইয়া পড়িবেন। এই আশঙ্কায় এণ্টনী জাহাজে যে সকল দাঁড়ী, মাঝি ও বালক ছিল, তাহাদিগকে সিপাহীর পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া লইলেন; তাহাদিগের হস্তে অস্ত্র-শস্ত্র তুলিয়া দিলেন; দাঁড়গুলিকে প্রত্যেক তরির দুই পার্শ্বে তোলাইয়া, জাহাজগুলিকে শত্রু পক্ষের সম্মুখীন করিয়া রাখিলেন; এবং সিপাহীরূপী দাঁড়ী মাঝিগুলিকে এমন ভাবে দাঁড় করাইয়া দিলেন, যেন দূর হইতে দেখিলে জাহাজগুলিকে সেনাদলে পরিপূর্ণ ও যুদ্ধার্থ সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। এণ্টনীর কৌশল সার্থক হইল। সীজার আক্রমণ করিতে যাইয়াও, এই অবস্থা দেখিয়া, শঙ্কিত মনে ফিরিয়া আসিলেন। এণ্টনী এইরূপ যুদ্ধ-উপকরণের কৃত্রিম প্রদর্শন দ্বারা শত্রুপক্ষকে প্রতারিত করিয়া এক্‌টিয়ামের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই এক্‌টিয়ামের জল-যুদ্ধেই অবশেষে এণ্টনীর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

বিশ্বস্ত সেনাপতি ডমিটিয়াস্ তখনও এণ্টনীর সঙ্গে ছিলেন। ক্লিওপেট্রার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এণ্টনী ডমিটিয়াসের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। কিন্তু কোন্ সূত্রে, কোন্ আকর্ষণী আসিয়া ডমিটিয়াসের হৃদয়ের উপর কার্য্য করিল, বুঝা যায় না। এই সময়, একদিন ডমিটিয়াস্ একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গীতে আরোহণ করিয়া সীজারের নিকট চলিয়া গেলেন! এণ্টনী ডমিটিয়াসের এই ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন ও তাঁহার উপর যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু, তাঁহার কোন অনিষ্ট করিলেন না;---তাঁহার দ্রব্য সামগ্রী, বন্ধুবান্ধব ও ভৃত্য প্রভৃতি লোকজন সকলকেই অক্ষতদেহে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই, ডমিটিয়াস্ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। বিশ্বস্ত সুহৃৎকে এই ভাবে পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নের প্রাণে, তিনি সেই আশ্রয়দাতা সুহৃদেরই বিপক্ষ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন! এই দুষ্ক্রিয়া-জন্য অসহ্য অনুতাপ, না কোনরূপ দৈহিক পীড়া, তাঁহার এই অকাল মৃত্যুর কারণ স্বরূপ হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

এণ্টনী চিরদিনই বীরকার্য্যে ও সমর-ধর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞ ও পরিপক্ক নায়করূপে সম্মানিত ছিলেন। তিনি তাঁহার রণতরির প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞানে অসমর্থ, এমন কথা নহে। তিনি ঐ সকল সাজের জাহাজ এবং ঐ সকল জাহাজের যোদ্ধা-রূপে কতকগুলি সাজের পুতুল লইয়া, জল-যুদ্ধে সীজারের সম্মুখীন হওয়া কিরূপ বিপজ্জনক, অনায়াসেই তাহা বুঝিয়া

লইলেন; সুতরাং স্থলসৈন্যের দিকেই তাঁহার নয়ন ও মন আকৃষ্ট হইল। তিনি স্থল-যুদ্ধে জয়ের আশা স্থাপন করিয়া, স্থল-যুদ্ধের বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এণ্টনীর বন্ধুবর্গের মধ্যে যে দুই চারি জন তখনও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তন্মধ্যে সেনাপতি কেনেডিয়াস্‌ই সর্ব্বপ্রধান। তিনি এখনও তাড়িত হন নাই। কারণ, ক্লিওপেট্রা তাঁহার অনুকূল। ক্লিওপেট্রা বিস্তর টাকা ঘুষ দিয়া, নিজের মতলব উদ্ধারার্থ কেনেডিয়াস্‌কে কিনিয়া লইয়াছিলেন; এবং এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখা হইয়াছিল। কেনেডিয়াস্ ক্লিওপেট্রার উৎকোচে তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিলেও, প্রভুর মঙ্গলামঙ্গলে উদাসীন ছিলেন না। এক্ষণে তাঁহার মনেও প্রভু-ভক্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন যে, ক্লিওপেট্রার এ সময়ে মিশরে চলিয়া যাওয়া সর্ব্বাংশেই যুক্তি-সঙ্গত ও মঙ্গল-জনক। এণ্টনীরও এখান হইতে থ্রেস্ ও মাসিডনিয়ায় চলিয়া গিয়া, স্থল-যুদ্ধে ভাগ্য-পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধার্থ এই দু'টি স্থান মনোনীত করিবার বিশেষ একটা কারণ এই ছিল যে, ঐ অঞ্চলে জিটার (Getar)এর জনৈক রাজা ডাইকোমিজ (Dicomes) প্রভূত সৈন্যবল দ্বারা এণ্টনীর সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সীজার সিসিলিয়ান্‌দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জল-যুদ্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এ অবস্থায় জল-যুদ্ধে সীজারের আহ্বানে অগ্রসর হইয়া, এণ্টনীর ন্যায় একজন পৃথী-বিশ্রুত সেনাপতির পক্ষে, স্থল-সৈন্য-পরিচালনা

দ্বারা যে লাভ হইবার কথা, তাহা নষ্ট করা এবং স্থল-যুদ্ধে অপরিসীম বিক্রমশালী অথচ নৌ-যুদ্ধে অনভিজ্ঞ সাহসী সৈন্য-গুলিকে জানিয়া শুনিয়া সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন দেওয়া, কোন প্রকারেই সমীচীন নহে। অতএব সীজারের আহ্বানে কর্ণপাত না করিয়া এণ্টনীর সমুদ্র হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত। তিনি যদি জল ছাড়িয়া স্থলে ব্যূহ রচনা করিয়া ভ্রূভঙ্গিশূন্য বীরের ন্যায় সীজারের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত থাকেন, তাহাতে তাঁহার কোনই লজ্জা বা অপমানের কথা নাই। কেনেডিয়াসের এই সকল যুক্তিসঙ্গত সুপরামর্শ এণ্টনীর কাছে উপেক্ষিত হইল না। এণ্টনী মনে মনে স্থল-যুদ্ধেরই কল্পনা আঁটিয়া তাঁহার প্রেমরাজ্যের রাণী ক্লিওপেট্রার অভিমতি, অভিরুচি বা অনুজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, "ভবী কিছুতেই ভুলিবার নয়।"—কোন যুক্তিই ক্লিওপেট্রার কাছে খাটিল না। তিনি নৌ-যুদ্ধেরই পক্ষপাতিনী রহিলেন। জয়পরাজয় সম্বন্ধে তাঁহার বলিবার উপযোগী কোন যুক্তি বা হেতুবাদ ছিল না। তিনি যে কারণে নৌ-যুদ্ধের জন্য জেদ করিতে লাগিলেন, তাঁহার পক্ষে সে কারণ অতীব গুরুতর হইলেও, মুখ ফুটিয়া লোকের কাছে বলিবার বিষয় নহে। স্থল-যুদ্ধ বাধিলেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এণ্টনীর সঙ্গ ছাড়িয়া মিশরে চলিয়া যাইতে হইবে। তিনি এণ্টনীর কাছ ছাড়া হইয়া এণ্টনীকে অরক্ষিতভাবে, অক্টেভিয়ার প্রবলপ্রতাপান্বিত ভ্রাতা সীজারের সম্মুখীন হইতে দিবেন,—সীজারের একহাতে

বিগ্রহের ভয়াবহ ব্রহ্ম-অস্ত্র, আর একহাতে অক্টেভিয়ার প্রেম-নাগপাশ! বীর এণ্টনী ব্রহ্ম-অস্ত্রে ভীত না হইলেও, তাঁহার প্রেমিক প্রাণপাখীটি অতি সহজেই প্রেমের নাগ-পাশে বাঁধা পড়িতে পারে। যুদ্ধে পরাজিত হওয়া অপেক্ষাও ক্লিওপেট্রার হিসাবে ইহা অধিকতর আতঙ্কজনক গুরুতর কথা। অতএব বিধাতার সৃষ্টি উলটিয়া গেলেও তিনি এণ্টনীর সঙ্গ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। জল-যুদ্ধ হইলে সঙ্গত্যাগের প্রয়োজন হইবে না। পরাজয়ের আশঙ্কা খুব বেশী বটে; কিন্তু পরাজয়ে ক্লিওপেট্রার আসিবে যাইবে কি? তবে এক আশঙ্কা—পরাজয়ের পরে এণ্টনী যদি সীজারের হাতে বন্দী হন। তিনি দেখিলেন, জল-যুদ্ধে সে পক্ষে একটু বিশেষ সুবিধা এই যে, পরাজয়ের সম্ভাবনা ঘটিলেই, তিনি অতি সহজে এণ্টনীকে লইয়া পলায়ন করিতে পারিবেন। অতএব, ক্লিওপেট্রার মত পরিবর্ত্তিত হইল না। তাঁহার আবদার জগৎ বিপর্য্যস্ত হইলেও টলিবার নহে;—তিনি জীবনে কখনও উহা টলাইতে অভ্যস্ত ছিলেন না। সুতরাং, তিনি নৌ-যুদ্ধেরই সমর্থন করিলেন। কেবল হারিলে যাহাতে সহজে পলায়ন করা যায়, তাহার পথটা অগ্রেই দেখিয়া শুনিয়া খোলসা করিয়া রাখিলেন। ক্লিওপেট্রার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ এণ্টনীর সাধ্য নহে। অতএব জল-যুদ্ধই স্থিরীকৃত হইল।

এই সময়ে, এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে তাহাতে বিনা যুদ্ধেই সীজারের অভীষ্টসিদ্ধি ও ক্লিওপেট্রার সমস্ত অভিসন্ধি

ব্যর্থ হইবার মত হইয়াছিল। এণ্টনীর শিবির ও তাঁহার রণ-তরির বহর এই উভয়ের মধ্যে পাদচারে গমন-উপযোগী ক্রমশঃ সরু এক টুকরা ভূমি সমুদ্রের ভিতরে যাইয়া পড়িয়াছিল। এই পথে, অনেক সময়ই, অরক্ষিতভাবে এণ্টনী শিবির হইতে জাহাজে ও জাহাজ হইতে শিবিরে যাতায়াত করিতেন। সীজার কোন ভৃত্যের মুখে এই গুপ্ত সংবাদ অবগত হইয়া, ঐ পথে এণ্টনীকে ধরিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিলেন। সীজারের লোকেরা ঐ পথের পার্শ্বে লুক্কায়িতভাবে এণ্টনীর আগমন প্রতীক্ষায় রহিল। তাহারা অতি সহজেই এণ্টনীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত, কিন্তু তাহাদিগের অতিরিক্ত অধীরতাহেতু সে উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া গেল। এণ্টনীর অগ্রে অগ্রে অন্য একটি লোক যাইতেছিল, তাহারা উহাকেই এণ্টনী ভাবিয়া ধরিয়া ফেলিল। ইহাতে পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রকৃত এণ্টনী সতর্ক হইলেন; এবং এই গোলযোগে শত্রুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। তাঁহাকে সেদিন বহুকষ্টে পলাইয়া পার পাইতে হইয়াছিল।

জল-যুদ্ধে ভাগ্য পরীক্ষা করা স্থির সঙ্কল্প হইলে, এণ্টনী বাছিয়া বাছিয়া ষাটখানি জাহাজ রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত রণতরিতে আগুন ধরাইয়া দিলেন। সুরক্ষিত ষাটখানির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও বৃহৎ জাহাজগুলিকে তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কুড়ি হাজার সৈন্য ও দুই সহস্র ধনুর্দ্ধারী দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইলেন। এণ্টনী এইরূপে জল-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এই সময়, তাঁহার একান্ত বিশ্বাসী অথচ বহুযুদ্ধদর্শী জনৈক সাহসী যোদ্ধা

তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, আপনার গাত্র-আবরণ খুলিয়া ফেলিল এবং সেই অনাবৃত অঙ্গে দৃশ্যমান অসংখ্য শুষ্ক ক্ষতচিহ্নে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে দেখাইয়া দিয়া, এণ্টনীকে তারস্বরে কহিল ;—"দেখুন, সেনাপতি মহাশয়, আমার অঙ্গের এই ক্ষত-চিহ্নগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। সাধুতা ও সাহসিকতার পরিচায়ক ঈদৃশ ক্ষত-চিহ্নধারী বহুসমরদর্শী ব্যক্তিদিগের প্রতি কি আপনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না ? আপনি এই শ্রেণীর মৃত্যুভয়-বিহীন যোদ্ধাদিগকে অবিশ্বাস করিয়া, জোয়ার ভাটায় ভাসমান কতকগুলি কীটদষ্ট জীর্ণ কাষ্ঠের উপর জয়ের আশা ন্যস্ত করিতেছেন ! করযোড়ে কাকুতি করিয়া বলিতেছি, আপনি এখনও এসঙ্কল্প ত্যাগ করুন। জল-যুদ্ধ করিতে হয়, জলচরেরা তাহা করুক ;—মিশরের কুম্ভীর ও ফিনিসিয়ার সিন্ধুঘোটকেরা যাইয়া জল-যুদ্ধের কন্দুক ক্রীড়ায় ব্যাপৃত হউক। কারণ, উহাতে তাহারাই বিশেষরূপে অভ্যস্ত। আমরা ভূ-চর, আমাদিগকে ভূমিতে বিচরণ করিবার অবসর দান করুন ; —আপনি আমাদিগকে স্থল-পথে লইয়া চলুন,—সিংহ ও শার্দ্দূলের বিক্রম জলে নহে,—স্থলে। আমরা চিরদিনই স্থল-পথে যুদ্ধ করিয়াছি। স্থল-যুদ্ধেই শত্রুর গ্রাস হইতে বল পূর্ব্বক জয়-শ্রীকে কাড়িয়া আনিয়াছি ; অথবা জয়ের অন্বেষণে শত্রুর শাণিত কৃপাণে আত্ম-বিসর্জ্জন অভ্যাস করিয়াছি। আমরা মরিতেও শিখিয়াছি স্থল-যুদ্ধে,—সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিতেও শিখিয়াছি স্থল-যুদ্ধে। তাই বলিতেছি, আপনি স্বয়ং আমাদিগকে স্থল পথে চালনা করুন।"

• সৈনিকের এই আন্তরিক আগ্রহ, উৎসাহ ও পৌরুষ-ব্যঞ্জক উক্তি শুনিয়া এণ্টনীর শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত ও হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর প্রদান করিলেন না ;—কেবল প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টি, সুপ্রসন্ন মুখচ্ছবি ও শিরঃ-কম্পন দ্বারা তাহাকে আরও অধিকতর উৎসাহিত করিলেন। সৈনিকের কথায় তাঁহার মনোগত সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হইল না। সামান্য একটা সৈনিকের উক্তিতে এণ্টনী ক্লিওপেট্রার অনুমোদিত কল্পের অন্যথা করিবেন, ইহা সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব। যদিও জল-যুদ্ধে তাঁহার নিজের মনেও জয়ের আশা ছিল না, তথাপি বন্ধুবর্গ ও সৈনিকদিগের সুপরামর্শে পরিচালিত হইবার পথ পাইলেন না।

সমুদ্রের একদিকে এণ্টনীর, অন্য দিকে সীজারের রণতরি। তরিতে তরিতে রণ-শিঙ্গা বাজিয়া উঠিয়াছে ; ধনুকের টঙ্কার ও বীর-ভুজের ভীষণ বাহ্বাস্ফোটন ধ্বনিত হইতেছে ; কিন্তু তথাপি যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে না। তরঙ্গায়িত ও উদ্বেল সাগর-বক্ষ সমর-কার্য্যের প্রতিকূল। প্রথম দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল। পরবর্ত্তী তিন দিবসও সাগর প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল না। সুতরাং রণ-কার্য্য স্থগিত রহিল। পঞ্চম দিবসে সরিৎ-পতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলে, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এণ্টনী সৈন্যদিগকে পঞ্চমুখে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তিনি বলি-লেন,—তাহারা স্থল-যুদ্ধে যেরূপ নির্ভীকচিত্তে ও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া থাকে, জল-যুদ্ধেও যেন সেইরূপ নির্ভয়ে তেমনই উৎসাহের সহিত অস্ত্রচালনা করে।

সীজারের জাহাজগুলি ওজনে লঘু, হাল্কা ও দ্রুতগামী। এণ্টনীর জাহাজসমূহ সর্ব্বতোভাবেই বিপরীত ভাবাপন্ন। এণ্টনীর তরিশ্রেণী বন্দরের মুখে এমন নিশ্চল ও স্থির হইয়া রহিল যে, সীজার মনে করিলেন, বোধ হয় এণ্টনীর জাহাজগুলি ঐ স্থানে নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। এণ্টনী শত্রুপক্ষকে এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী, সুতরাং নিশ্চেষ্ট রাখাই সুবিধাজনক মনে করিলেন; কিন্তু তাঁহার নিয়তি অপ্রসন্ন, দেবতা তাঁহার প্রতি প্রতিকূল। নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কিছুকাল থাকার পরেই, এণ্টনীর সৈন্যগণ এতদূর অসহিষ্ণু ও অধীর হইয়া উঠিল যে, এণ্টনীর নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদের একাংশ সীজারকে আক্রমণ করিয়া বসিল। সীজারের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, এণ্টনীর জাহাজের গতি এমনই ধীর ও মন্থর যে, দূর হইতে উহা সচল কি অচল, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া লইবার উপায় নাই। তিনি এই অবস্থাকে নিতান্তই সুবিধাজনক মনে করিলেন। অতএব তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, ক্রমশঃ এণ্টনীর বৃহৎ ও মন্থর-গতি জাহাজগুলিকে বন্দরের বাহিরে আনিয়া আপনার লঘু-গতি তরিশ্রেণী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন।

এণ্টনীর বীর সেনাপতিবৃন্দ ও মৃত্যু-ভয়-বিহীন সৈন্যগণ এইরূপে শত্রুকর্তৃক ব্যূহ-বেষ্টিত হইয়াও বিমুখ হইল না; প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, এমন সময়, হঠাৎ ক্লিওপেট্রার কি ঐন্দ্রজালিক ইঙ্গিতে

মৈশরীয় ষাট খানি রণতরি একসঙ্গে রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ক্লিওপেট্রা ঐ ষাট খানি রণতরি লইয়া দ্রুতবেগে পিলোপনেসস্ অভিমুখে পলায়নের পথ করিলেন। ক্লিওপেট্রার এই আকস্মিক পলায়নে এণ্টনীর জাহাজগুলি কতদূর বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল, যোদ্ধ্বর্গ কিরূপ ভগ্নোৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এমন কি, ইহা দেখিয়া শত্রুপক্ষও বিস্মিত হইল!

সীজারের এই সামুদ্রিক পলাশীতে বিপন্ন সিরাজরূপ এণ্টনীর পক্ষে, এই দুঃসময়ে, দুই চারিটি বীর-প্রাণ মোহনলালের কণ্ঠ গর্জ্জিয়া না উঠিয়াছিল এমন নহে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। সে গর্জ্জনে মীরজাফরের স্থলবর্ত্তিনী কুহকিনী ক্লিওপেট্রা কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। বঙ্গীয় পলাশীর মীরজাফর হইয়াছিলেন রিপু-প্রদর্শিত রাজ্যলোভের বশ, আর এই গ্রীক্ সমুদ্রের মিরজাফর ছিলেন, স্বভাবতই রিপুকুল-ভোগ্য বিলাস-মদিরার কাল্পনিক আবেশে অবশ। ক্লিওপেট্রা, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কোন দিকে না তাকাইয়া, প্রাণ লইয়া পলায়নের পথ দেখিলেন। ক্লিওপেট্রা চলিয়া যাইতেছেন, এণ্টনী আর কাহার মুখ চাহিয়া রহিবেন? তিনি দেশ, কাল, পাত্র, যুদ্ধ ও সৈন্য, সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার হাতের ধনুর্ব্বাণ ও কটিবন্ধের অসি, কোথায় খসিয়া পড়িল, দৃক্‌পাতও করিলেন না। তিনি অমনি যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার যে সকল বিশ্বস্ত ও বীর সৈনিকগণ, সঙ্কুল সংগ্রামে রক্ত-প্লুত কলেবরে,

প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিল, তিনি তাহাদিগের পানেও আর ফিরিয়া চাহিলেন না ;—আত্মহারা উন্মাদ বা কলের পুতুলের মত ক্লিওপেট্রার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন !

এণ্টনী কোন্ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ আচরণ করিলেন, তাহা মনোবিজ্ঞানের একটা জটিল সমস্যা বটে। এ যদি হয়, প্রেমের আকর্ষণ, প্রাণে প্রাণে মিশামিশি,—অভিন্ন-হৃদয়িকতার ভাব,—তাহা হইলে, একনিষ্ঠ না হইয়া,—উভয়নিষ্ঠ হওয়াই ইহার পক্ষে স্বাভাবিক কথা ছিল। প্রেমিক এণ্টনীর যেমন ক্লিওপেট্রা প্রেমাস্পদ, প্রেমিকা ক্লিওপেট্রারও আবার তেমনই এণ্টনী প্রেমাস্পদ। এ যদি হইত, এই শ্রেণীর পরস্পরনিষ্ঠ প্রেমের একটা সাংঘাতিক ক্রীড়া, তাহা হইলে, ক্লিওপেট্রা এণ্টনীকে শত্রুব্যূহের মধ্যে অজস্র শরজালের সম্মুখে এরূপ-ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া, তাঁহার সৈনিক বলের একাঙ্গ ছিড়িয়া লইয়া পলায়ন করিলেন কিরূপে ?—এণ্টনীও যদি প্রকৃত প্রেমিক, তাহা হইলে তিনিই বা রণস্থলে ক্লিওপেট্রাকে না দেখিয়াই, এমন কাপুরুষবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিলেন কিরূপে ? তিনি বরং প্রিয়তমাকে এরূপে শত্রুর গ্রাস হইতে নিরাপদে দূরে সরিয়া পড়িতে দেখিয়া, আপনি অধিকতর নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইতেন ; এবং এসময়ে স্ত্রীলোকের অঞ্চলের আশ্রয়ে প্রাণ বাঁচাইতে না যাইয়া, অধিকতর সাহস, উৎসাহ ও বীরত্বের সহিতই রণকার্য্যে ব্রতী হইতেন, এবং রণস্থলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও অধিকতর উন্মুক্ত হৃদয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেন।

বস্তুতঃ ইহা প্রকৃত প্রেমের খেলা নহে। ইহা একদিকে সুখ-লালসাপূর্ণ জঘন্য স্বার্থপরতা, অন্য দিকে সুখ-লালসা-প্রণোদিত অধঃপতনের মহামোহ। ইহা প্রাণের সহিত প্রাণের বন্ধন,—বা হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ নহে। ইহা প্রাণশূন্য জড় লৌহের উপরে যাদুকরের করস্থিত অয়স্কান্তের অমোঘ প্রভাব। এই শ্রেণীর একটা অন্ধশক্তির অনিবার্য্য আকর্ষণে পড়িয়াই এণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, রণস্থলে আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলেন না;—ক্লিওপেট্রার পাছে পাছে ছুটিয়া চলিলেন!

ক্লিওপেট্রা এণ্টনীকে তাঁহার পাছে পাছে আসিতে দেখিয়া, তাঁহার জাহাজে কিরূপ একটা সঙ্কেতচিহ্ন প্রদর্শন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে, এণ্টনী আর অগ্র পশ্চাৎ, ডান বাঁ, উর্দ্ধ বা অধঃ, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, ক্লিওপেট্রার জাহাজে আসিয়া চড়িয়া বসিলেন! জাহাজে উঠিলেন বটে, কিন্তু কি এণ্টনী, কি ক্লিওপেট্রা, কেহই কাহারও মুখাবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। বুঝি বা এতক্ষণে মনুষ্যোচিত বুদ্ধির ঈষৎ একটু আভা, স্বাভাবিক একটা লজ্জার ভাব উভয়ের হৃদয়েই স্ফুরিত হইয়াছিল। ক্লিওপেট্রা আনত-আননে চুপ করিয়া রহিলেন। এণ্টনীও গভীর বিষাদে গম্ভীর হইয়া, হস্তদ্বারা মুখ অর্দ্ধ-আবরিয়া লইয়া, জাহাজের অগ্রভাগে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। পলায়নের পথে, চরম অধঃপতনের দিকে অক্ষতদেহ জাহাজগুলি অবিশ্রান্তগতি ভাসিয়া চলিল! ক্রমে তিন বার সূর্য্যের উদয় ও

অস্ত হইল। তিন বার অন্ধকার আসিয়া, এণ্টনীর দুঃসহ পরিভব-ক্রোধ ও আহত অভিমানের বিকৃত বিকার ঢাকিয়া লইয়া, সেই অবস্থায়ও যেন দয়া করিয়া, তাঁহার লজ্জা রক্ষা করিল। তিন বার প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উজ্জ্বল আলো এণ্টনীর নয়ন ও মন ঝলসাইয়া ঝলসাইয়া আধ-পোড়া করিল; এবং সাগরের তরঙ্গ ও সেই তরঙ্গ-বিহারী মকর ও তিমিঙ্গিলদিগকে তাঁহার দুরবস্থা দেখাইয়া দিয়া, রক্তিমরাগে সাগরের নীল জলে মিশিয়া গেল। এণ্টনী তিন বার মুখ ঢাকিয়া নয়ন মুদিয়া অর্দ্ধ-মৃতের ন্যায় রহিলেন এবং তিন বার অন্ধকারের কোলে মাথা রাখিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন! তিনি এই তিন দিন জাহাজের অগ্রভাগ ছাড়িয়া উঠিলেন না। ক্লিও-পেট্রাও তাঁহার কামরার বাহিরে আসিলেন না। তিন দিন পরে, জাহাজ টেনারাসে (Tænarus) পহুঁছিল।

জল-যুদ্ধের ভীষণ কলরব, অস্ত্র-ঝন্ঝনা, সীজারীয় সৈন্য-দলের সেই সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় হুহুঙ্কার, এবং বিপন্ন এণ্টনীর সৈন্যদলের আর্ত্তনাদ, তিন দিনের পথ ব্যবধানে, কবে কোথায় নিবিয়া গিয়াছে! যুদ্ধের ফল যাহা হইয়াছে, এণ্টনী অবশ্যই তাহা বুঝিয়াছেন। এমন অবস্থায়, যিনি স্ত্রীলোকের দায়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে পারেন, সেই অধঃপতিত জনের বীর-ব্রত-ভঙ্গ জন্য ক্ষোভ ও স্মৃতির দংশন আর কতকাল স্থায়ী হইবে?—ক্রমে ক্লিওপেট্রার মুখচ্ছবি তাঁহার মোহান্ধ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। এ কয়দিন তাঁহার সহিত ক্লিওপেট্রার সাক্ষাৎকার হয় নাই। প্রাণ তজ্জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল! টেনারাসে

পহুঁছিলে, ক্লিওপেট্রা ও এণ্টনীর সখী-স্থানীয়া পরিচারিকারা, সময় বুঝিয়া, মান-ভঞ্জনের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। সকল দেশেই প্রেমিক-প্রেমিকার এইরূপ মান-অভিমানে সালিসী মীমাংসায় পটু বাক্-চাতুরীতে অদ্বিতীয়া মধ্যস্থ-স্থানীয়া সখী বা দূতী দুর্লভ নহে। যেমন নূতন প্রেমের অঙ্কুরে নেপথ্য হইতে উহার গোড়ায় জল-সেচন তাহাদের পক্ষে একটা বিশেষ আমোদজনক অনুষ্ঠান, তেমন আবার পুরাতন প্রেমের সূতায় পেঁচ লাগিলে, তাহা খুলিয়া দেওয়াও তাহাদের অন্যতম প্রীতিকর কার্য্য। সহচরীদিগের চেষ্টায় অচিরেই খট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল। ক্লিওপেট্রার সহিত এণ্টনীর সাক্ষাৎকার হইল। ক্রমে নয়নে নয়নে সম্মিলন ও বাক্যের বিনিময় হইতে থাকিল এবং অচিরেই উভয়ের মধ্যে একত্র আহার, বিহার ও শয়ন প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কিছু দিন পরে, এণ্টনী রণস্থল হইতে পলায়িত হতাবশিষ্ট কতিপয় বন্ধুর মুখে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার নৌ-বল সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত ও নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু স্থল-সৈন্যের কোন অনিষ্ট হয় নাই। এইরূপে নিয়তির অদৃষ্ট-পটে ভীষণ শোণিতাক্ষরে এণ্টনীর ভয়াবহ পরিণামের সূচনা প্রদান করিয়া, এক্‌টিয়ামের জল-যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

স্থল-সৈন্য অস্পৃষ্ট, অবিকৃত ও দৃঢ় রহিয়াছে, শুনিয়া এণ্টনীর মুখে ক্ষণকাল সবিষাদ হর্ষ-চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। ভাবিলেন,—হায়, আমি আমার সবল বাহুতে উপেক্ষা দেখাইয়া, দুর্ব্বল ভুজে জয়ের আশা স্থাপন করিয়াছিলাম, তাই এই বিড়ম্বনা! তাই আজি

চিরজয়ী এণ্টনী টেনারাসে পলাতক!—যাহা হউক, তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না, সেনাপতি কেনিডিয়াস্‌কে (Canidius) মাসিডনিয়ার মধ্য দিয়া এসিয়া অভিমুখে সৈন্যচালনা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অবশেষে স্বয়ং টেনারাস্ হইতে জল-পথে আফ্রিকা গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তরি ভাসাইবার আয়োজন উদ্যোগ সমস্ত হইল।

এণ্টনীর বন্ধুবর্গ ও আশ্রিতদিগের একদল রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। বৃহৎ একদল এণ্টনীর সময় মন্দ বুঝিয়া, বিপক্ষের পক্ষাশ্রিত হইয়াছিল। যে কয়েকজন এখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই, তিনি তাহাদিগের সকলকেই আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং বহু ধন-রত্নপূর্ণ একখানি বড় জাহাজের সমস্ত মূল্যবান্ বস্তু, তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া বলিলেন,—"এণ্টনীর সাহচর্য্যে এখন বিপদ, দুঃখ ও ক্লেশ ভিন্ন আর কিছুরই প্রত্যাশা নাই; ভাই সকল, তোমরা এই বেলা আপন আপন পথ দেখিয়া চল, কোন নিরাপদ স্থানে যাইয়া শান্তিতে বাস কর।" তাহারা অশ্রু-সিক্ত-নয়নে ও গদ্‌গদ কণ্ঠে ধনরত্ন গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিল। কিন্তু আজীবন সুহৃৎ-পালক বন্ধু-বৎসল এণ্টনী বন্ধুদিগের এই ব্যবহারে স্নেহবশে যেন একবারে গলিয়া পড়িলেন। তিনি যার-পর-নাই স্নেহমাখা মধুর বচনে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া এই সকল ধনরত্ন গ্রহণে বাধ্য করিলেন; এবং তাহাদিগকে করিন্থে (Corinth) এণ্টনীর যে এজেণ্ট বা কার্য্যাধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার আশ্রয়ে যাইয়া অবস্থান করিতে

বলিলেন। শুধু বলিলেন, এমন নহে। যত দিন সীজারের সহিত পুনর্ম্মিলন সংঘটিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বন্ধুবর্গ যাহাতে নিরাপদে ও সুখে স্বচ্ছন্দে করিন্থে বাস করিতে পারে, তৎপ্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত, তাঁহার সেই এজেণ্ট বা কর্ম্ম-সচিবের প্রতি আদেশ-পত্র দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। কিন্তু এই আদেশ-পত্রের ফল যাহা হইল, তাহা নিতান্তই দুঃখজনক; এজেণ্ট এণ্টনীর আদেশ পালন করিবে কি, সে-ই সকলের আগে যাইয়া সীজারের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল!

একৃটিয়ামের জল-যুদ্ধে এণ্টনীর প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার জাহাজগুলিরও প্রায় সমস্তই শত্রুর আক্রমণ ও সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের দিন অপরাহ্ণে চারিটা বাজিতে না বাজিতেই, এণ্টনীর রণতরিসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণে ভঙ্গ দেয়। সীজার বলেন,— তিনি এই সময়ে, এণ্টনীর প্রায় তিন শত জাহাজ বন্দী করিয়াছিলেন। যাঁহাকে ধরিবার জন্য সীজারের এত আয়োজন উদ্যোগ ও প্রয়াস; সেই এণ্টনী যে পলায়ন করিয়াছেন,— ক্লিওপেট্রার বিলাস-মধু-লুব্ধ পোষা পাখী যে, রণস্থল, রণতরি ও রণোন্মত্ত বীর-প্রাণ সৈন্যদলকে পরিত্যাগ করিয়া, পলায়নের পথে ক্লিওপেট্রার সঙ্গ ধরিয়াছে, সীজার, সীজারের সৈন্যদল এবং এণ্টনীর স্বপক্ষীয় সেনাদিগেরও অনেকেই প্রথমতঃ তাহা টের পান নাই। এণ্টনীর সৈন্যেরা যখন তাঁহার পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ করিল, তখনও এণ্টনীর ন্যায় আজন্ম-বিজয়ী, চির-জয়শ্রী-

বিলসিত বিখ্যাত সেনাপতি যে এইরূপ অবস্থায় পলাইয়া যাইবেন, ইহা তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। জল-যুদ্ধে পরাজিত হইবার পরেও, প্রায় এক সপ্তাহ কাল, হতাবশিষ্টেরা একত্র দলবদ্ধ হইয়া এণ্টনীর পক্ষেই ছিল।

কিন্তু সত্য কতদিন লুক্কায়িত রহিবে? এণ্টনীর পলায়ন-রহস্য ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এণ্টনীর বিশ্বস্ত বীর সৈন্যগণ তাঁহার পুনর্দর্শন-আশায় নিরাশ হইল! অবশেষে নৈশ-অন্ধকারের আবরণে স্থল-সৈন্যের অধিনায়ক কেনিডিয়াস্ (Canidius) এবং অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেনাগণ এক্ষণে নিরুপায় ও নিরাশ্রয়। তাহারা এখন আর বীচি-বিক্ষুভিত সাগর-বক্ষে বিপক্ষ ও বিজয়ী রণতরির দৃষ্টিপথে, কাহার মুখ চাহিয়া, আশ্বস্ত ও স্থির রহিবে? তাহারা বাধ্য হইয়াই সীজারের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিল!

এণ্টনী স্থল-সৈন্যের পরিচালনার্থ কেনেডিয়াস্‌কে পাঠাইলেন সত্য, কিন্তু স্থল-যুদ্ধেও তিনি আর এখন তেমন উৎসাহী বা মনোযোগী হইতে পারিলেন না। এই পরাজয়ে, তাঁহার হৃদয় মন এতদূর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে, আর যেন কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি জল-পথে জাহাজ চালাইয়া লিবিয়াতে (Libya) পহুঁছিলেন। এই স্থানে পহুঁছিয়া এণ্টনী ক্লিওপেট্রার সহিত পৃথক্ হইলেন। ক্লিওপেট্রাকে পেরেটো-নিয়ামের (Paraetonium) পথে মিশরে পাঠাইয়া দিলেন।

ক্লিওপেট্রাকে মিশরে পাঠান হইল,—কুহকিনী তাঁহার স্কন্ধ হইতে, ক্ষণকালের তরে হইলেও, অবতরণ করিল বটে, কিন্তু সময় থাকিতে করিল না, এণ্টনী সেই এণ্টনী থাকিতে পলকের তরেও ডাইনীর দৃষ্টি ছাড়িল না। ক্লিওপেট্রা মিশরে গেলেন, কিন্তু এণ্টনী সে পথে পা দিলেন না; তিনি আফ্রিকার এক বিষাদময় নির্জ্জন মরুপ্রান্তরে অবতরণ করিলেন।

মরুর সুবিস্তৃত কঙ্কর-কলেবরে কোথাও প্রকৃতির সুস্নিগ্ধ শ্যামলশোভা নয়নগোচর হয় না; উহার সর্ব্বত্রই যেমন বিষাদের ধু-ধু দৃশ্য! এণ্টনীর নিরাশ হৃদয়েও আজি তেমনই অননুভূতপূর্ব্ব বিষাদেরই আশা-বারিশূন্য কঙ্করাকীর্ণ অনন্ত বিস্তার! তিনি আপন হৃদয়ের প্রতিকৃতি মরুর অঙ্গে, ও মরুর প্রতিবিম্ব আপনার হৃদয়ে নিরীক্ষণ করিয়া, নীরবে ও ধীর-পাদ-বিক্ষেপে মরুর পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এণ্টনীর এই অন্তর্বহিস্থিত মরুময় জগতে মাঝে মাঝে মৃগতৃষ্ণিকা-রূপিণী ক্লিওপেট্রার স্মৃতি আবার নবীভূত অরুণ-কিরণে ঝলমল করিয়া তৃষিত এণ্টনীকে যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া দূরে-দূরে সরিয়া-সরিয়া চলিতেছিল। এণ্টনী সম্ভবতঃ এখন উহাকে মরুর মরীচিকা বুঝিয়াই উহা হইতে নয়ন ও মন আপাততঃ ফিরাইয়া ফিরাইয়া রাখিতেই প্রয়াসপর রহিলেন।

মরু নির্জ্জন। নির্জ্জন স্থানই এক্ষণে এণ্টনীর বিশেষ প্রিয়। তাঁহার যেমন ভয় একাক্ষ দিবসের বিশ্ব-বিকাশিনী নির্লজ্জ দৃষ্টিতে, তেমন আতঙ্ক দ্বিনেত্র মানবের দোষ-সন্ধিৎসু কুটিল নয়নালোকে!

তিনি এক ভাল বাসেন, আঁধার—আর ভাল বাসেন, বিজনের নীরব তিরস্কার। এণ্টনীর সঙ্গে দুটি মাত্র সঙ্গী। একজনের নাম আরিষ্টক্রেটিস্ (Aristocrates), আর এক জনের নাম লুসিলিয়াস্ (Lucilius)। আরিষ্টক্রেটিস্ জাতিতে গ্রীক্ ও নানা তত্ত্বে অধীতি প্রগাঢ় পণ্ডিত। লুসিলিয়াস্, ফিলিপির যুদ্ধে ব্রুটাসের পক্ষে ছিলেন। সেই যুদ্ধের সময়, ইনি স্বয়ং,—স্বেচ্ছায় ব্রুটাস্ সাজিয়া, ব্রুটাস্ নামে নিজের পরিচয় দিয়া, শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন। ইনি ধরা পড়িলে, এই রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, ব্রুটাস্‌কে প্রাণে বাঁচাইবার নিমিত্ত,—ব্রুটাস্ যেন এই সুযোগে রণস্থল হইতে নিরাপদে পলাইয়া যাইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে, ইনি আপন স্কন্ধে এই বিপদ টানিয়া আনিয়াছিলেন। এণ্টনী ইহার প্রভুভক্তি দেখিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইলেন; এবং ইঁহাকে প্রাণে না মারিয়া আপনার বিশেষ বিশ্বস্ত পার্শ্বচররূপে গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি লুসিলিয়াস্ এণ্টনীর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। এণ্টনীর অবস্থা এখন প্রতিকূল। তাঁহার বন্ধু ও অন্তরঙ্গরূপে চির-আদৃত সুহৃদ্‌বর্গ, এখন চারিদিকে চৈত্র-বায়ু-তাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায়, অজস্র ঝরিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু এ দুঃসময়েও লুসিলিয়াস্ এণ্টনীর পার্শ্ব হইতে এক পাও নড়েন নাই। ইনি রণাঙ্গনের অস্ত্র-ঝন্-ঝনায় এণ্টনীর সাহসিক পার্শ্বচর, পলায়নের সময়েও দুঃখভারাক্রান্ত অনুচর, আজি মরুর এই প্রতপ্ত প্রান্তরেও তাঁহার নীরব সহচর! এই দুইটি প্রিয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে এণ্টনী, অর্দ্ধক্ষিপ্তের ন্যায়, দিশাশূন্যভাবে মরু-

প্রান্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন! কালের কি অদ্ভুত গতি! নিয়তির কি বিচিত্র লীলা! পৃথিবীর সমস্ত কুবের-ভাণ্ডার একস্থ হইয়াও যাঁহার দৈনন্দিন ব্যয়ের সঙ্কুলন করিতে পারে নাই; রাবণের শয়ন-কক্ষ-বিলাসিনী সুরসুন্দরীদিগের মত, অসংখ্য পার্থিব রূপসী, বিনোদ কুসুম-মালার ন্যায়, সর্ব্বক্ষণ যাঁহার গল-দেশে বেষ্টিত থাকিয়া,—বিশেষতঃ তাহারা ক্ষণে ক্ষণে, ক্লিওপেট্রার কটাক্ষ-বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ-আলোকে অস্টপ্রহর উদ্ভাসিত রহিয়াও, যাঁহার অপরিসীম সুখ-লালসার বিন্দুমাত্র তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় নাই, তিনিই আজি বিষাদময় মরু-প্রান্তরে দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান! ইতিহাসের পটে এদৃশ্য বিরল নহে, কিন্তু তথাপি ইহা যে নিতান্তই মর্ম্মস্পর্শী তাহাতে আর সন্দেহ কি?

লিবিয়া এণ্টনীর অধীন প্রদেশ। এই স্থানে এণ্টনীর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এণ্টনী তত্রত্য মরুপ্রদেশে বিচরণ সময়ে, শুনিতে পাইলেন যে, লিবিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিয়াছেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া এতদূর উত্তেজিত ও উদ্বেজিত হইয়া উঠেন যে, তিনি আত্মহত্যার জন্য হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাংঘাতিক আঘাত হইবার পূর্ব্বেই তিনি সঙ্গীয় সহচরদ্বয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন। এই ঘটনার পরে, এইরূপ মানসিক অবস্থায়, এণ্টনীর পক্ষে এইরূপে মরু-প্রদেশে ভ্রমণ, সহচরেরা কোন প্রকারেই সঙ্গত মনে করিলেন না। সুতরাং, তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া অচিরেই আলেক্জেণ্ড্রিয়ায় চলিয়া গেলেন।

এণ্টনী আলেক্জেণ্ড্রিয়ায় পহুঁছিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ক্লিওপেট্রা এক অতি বড় বৃহৎ ও অত্যদ্ভুত সাহসিকতার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। এণ্টনী নিজেই বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বিষবৃক্ষে একটি একটি করিয়া ফল ফলিতে লাগিল; এবং সেই সকল পরিপক্ক বিষ-ফল একত্র সঞ্চিত হইয়া, তাঁহারই অন্তিম ভোজের আয়োজন করিল!

একদিকে ভূমধ্যসাগর, আর একদিকে লোহিতসাগর; মধ্য-স্থলে সুয়েজযোজক। সুয়েজযোজক পূর্ব্বকালে এসিয়া ও আফ্রিকার যোজক-বন্ধনী বা অঞ্চল-গ্রন্থিরূপে বিরাজমান ছিল। সুয়েজযোজকের পথে আফ্রিকার লোক পদব্রজে এসিয়ায় আসিতে পারিত। সুয়েজের পথে গমন সময়ে বাম পার্শ্বে, অনতিদূরে, ভূমধ্যসাগর ঘোর গর্জ্জনে নৃত্য করিত; ডান পার্শ্বে লোহিতসাগরের তরঙ্গ হেলিয়া দুলিয়া খেলিয়া বেড়াইত। ক্লিওপেট্রা যখন মিশরের রাণী, তখন অবশ্যই বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী বুদ্ধি, জাহাজ গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত, ভূমধ্যসাগর হইতে লোহিতসাগর পর্য্যন্ত সুয়েজযোজকের মধ্য দিয়া খাল কাটিয়া, অথবা প্রকৃতি-কল্পিত সুয়েজযোজককে কৃত্রিম সুয়েজ-প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া, আফ্রিকা ও এসিয়ার বন্ধন-গ্রন্থিচ্ছেদ করিবার কল্পনা করে নাই। এক্ষণে সুয়েজযোজকের মধ্য দিয়া খাল কর্ত্তিত হইয়াছে; ক্লিওপেট্রার সময়ে, বলা বাহুল্য যে, এরূপ কোন খাল ছিল না। খাল থাকিবে কি, এতাদৃশ খাল-কাটার কল্পনাও, তখন কাহারও মনে জাগরিত হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে

ক্লিওপেট্রার মনে, কল্পিত প্রয়োজনের অনুরোধে, একটা বিচিত্র নূতন অভিসন্ধির উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন যে, পরাক্রান্ত সীজারের প্রতাপে তাঁহার পক্ষে মিশরে শান্তিতে অবস্থান সম্ভবপর হইবে না। তাঁহার রণতরি বা বিলাস-বজরার পক্ষেও ভূমধ্যসাগরে বিচরণ সুখ-শান্তিকর হইতে পারিবে না। কিন্তু সুয়েজের উপর দিয়া যদি তাঁহার জাহাজগুলিকে টানিয়া আনিয়া লোহিতসাগরে নামান যায়, তাহা হইলে, তিনি ঐ সকল জাহাজের যোগে এমন দূরবর্ত্তী অপরিচিত রাজ্যে যাইয়া পহুঁছিতে পারিবেন যে, সেখানে দাসত্ব-লাঞ্ছনেরও আশঙ্কা থাকিবে না, স্বয়মাহূত ভাবে কাহারও সহিত রণ-ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। খুব সম্ভবতঃ জীবনের অবশিষ্টকাল বেশ একটু শান্তিতেই অতিবাহিত করিতে পারিবেন। এণ্টনী আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় আসিয়া দেখিলেন, ক্লিওপেট্রা তাঁহার মনঃ-কল্পিত এই দুঃসাহসিক অনুষ্ঠানে, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব পণ ও সমস্ত জনবল অকাতরে নিয়োজন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্পা হইয়াছেন।

সুয়েজযোজকের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ স্থানের বিস্তার তিন শত ফার্‌লঙ্। ক্লিওপেট্রা কর্ত্তৃক নিযুক্ত লোকেরা ঐ সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া একখানি রণতরিকে লোহিতসাগরে আনিয়া নামাইল! কিন্তু বিধি যখন বাম,—দৈব যখন প্রতিকূল, তখন গ্রহদোষে দুষ্ট ভাগ্যহীন মানবের পক্ষে, শঙ্করও সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করেন, জ্যোৎস্নার অমৃতধারায়ও গরল উদ্গিরিত হয়! জলের জাহাজ অমিত বহিঃশক্তিপ্রয়োগে স্থল ডিঙ্গাইয়া, ফিরিয়া আবার জলে

ভাসিল সত্য, কিন্তু এই শুভসংবাদ শ্রবণে ক্লিওপেট্রার নিরাশ-শুষ্ক-হৃদয়ে ক্ষণিক আশার আভা ফুটিতে না ফুটিতেই, পেট্রা-নিবাসী আরবী দস্যুগণ উহা অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল! কেহ কেহ বলেন,—পেট্রার আরবেরা যে জাহাজে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল, সে জাহাজ সুয়েজের পথে টানিয়া আনা হয় নাই;—লোহিতসাগরেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ক্লিওপেট্রার উৎসাহ ভঙ্গ হইল। তিনি জানিতেন, এণ্টনীর স্থল-সৈন্য অবিকৃত ও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। স্থল-সৈন্য যে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, এই দুঃসংবাদ তখনও এণ্টনীর সমীপে আসিয়া পহুঁছে নাই; সুতরাং ক্লিওপেট্রা সেই সেনাবলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভূমধ্যসাগরের জাহাজ সুয়েজের বন্ধুর পথে লোহিতসাগরে টানিয়া আনিবার বিরাট কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া, নিজ রাজ্যেরই পথঘাট সমস্ত বিশেষরূপে সুরক্ষিত করিবার সঙ্কল্পে, দৃঢ় মনঃসংযোগ সহকারে, নিয়োজিত হইলেন।

এই সকলের কোন অনুষ্ঠানেই এণ্টনীর বিক্ষিপ্ত মন ফিরিয়া আর স্থির হইয়া বসিল না। এণ্টনী ফেরসের (Pharos) নিকটে একটি ক্ষুদ্র অথচ মনোরম বাস-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই গৃহটি জনসমাগমশূন্য নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত ছিল। এই সময়ে, এণ্টনী ঐ নির্জ্জন কুটীরটিকেই আপনার উপযুক্ত বাসস্থান মনে করিয়া, বিশ্রামের আশায়, সেই স্থানে যাইয়া মাথা লুকাইলেন।

এণ্টনী কোন কালেই একা থাকিতে ভালবাসিতেন না। তাঁহার বাসভবন, অহোরাত্র, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় ও সুহৃদ্‌বর্গের সমাগমে উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত রহিত। ভোজন-গৃহে বন্ধুজনের হাস্য, পরিহাস ও আনন্দকোলাহল, শয়নকক্ষে অন্তরঙ্গ স্বজনের মৃদু মধুর সংলাপ ও বিলাসমন্দিরে সুহৃদ্‌জনের কৌতুক-রঙ্গ, যাঁহার দৈনিক জীবন-যাত্রার অপরিহার্য্য উপাদান,—সেই এণ্টনী আজি জনশূন্য নিভৃত অরণ্য-নিবাসের অনুরাগী! তিনি এক্ষণে সর্ব্বতোভাবেই মনুষ্য-সংসর্গ ত্যাগের নিমিত্ত মনে-প্রাণে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, বন্ধুতার কোন মূল্য নাই। অধিকাংশ বন্ধুই মধুলুব্ধ মধুকর বা বসন্তের কোকিল। ফুলের মধু নিঃশেষ হইলে, ভ্রমর ভ্রমেও আর সে ফুলের খবর লয় না, বসন্ত ফুরাইয়া গেলে, কোকিলও আর কুহুরবে নিদাঘের জ্বালা-দগ্ধ নীরবকুঞ্জ মুখরিত করিতে প্রয়াসপর হয় না। অনেক বন্ধু আবার এতদূর বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন যে, ফুলের মধু ফুরাইয়া গেলে, সেই ত্যজ্য ফুলে বিষাক্ত হুল ফুটাইয়া চলিয়া যায়!

বন্ধুবর্গের প্রায় সকলেই এণ্টনীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। শুধু ত্যাগ নহে, অনেকে শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল! এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতার একসঙ্গে অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়া, এণ্টনীর প্রাণে সমগ্র মানবজাতির প্রতিই যেন গভীর ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল। সেবক ও পরিচারক

ভিন্ন, সুহৃদের ভাবে কেহ তাঁহার সন্নিহিত হইলেই তিনি ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বসিতেন! এই সময়, তিনি মানুষের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, ইতিহাস ও শেক্ষপীরের কাব্যে বর্ণিত মানব-বিদ্বেষী টাইমন্ (Timon)এর ন্যায় ক্রোধ ও ঘৃণার দুঃসহ বিকার বুকে লইয়া, নির্জ্জন গৃহে অবস্থিত রহিলেন। বলা বাহুল্য যে, টাইমন্ ও এণ্টনীর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে অনেকাংশেই বড় বিচিত্র সাদৃশ্য ছিল।

এণ্টনী এইরূপে নির্জ্জন গ্রাম্য-গৃহে দিন যাপন করিতেছেন, এই সময় একদিন, তাঁহার সেনাপতি কেনিডিয়াস্ স্বয়ংই ভগ্নদূতের ন্যায় তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং বিষণ্নবদনে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে, এণ্টনীকে তাঁহার সমস্ত স্থল-সৈন্য বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়াছে, এই দুঃসহ দুঃসংবাদ শ্রবণ করাইলেন। এণ্টনীও নিশ্চল অবস্থায় বসিয়া উহা শ্রবণ করিলেন। ইহার পরে দু'দিন যাইতে না যাইতে, সংবাদ আসিল যে, জুডিয়ার শাসনকর্ত্তা হিরড্ (Herod) তাঁহার সমস্ত সৈন্য সামন্ত লইয়া সীজারের সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন! এইরূপে ক্রমে ক্রমে, তাঁহার সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ সমস্ত রাজগণই সীজারের পক্ষভুক্ত হইয়াছেন। এণ্টনী ক্রমে ইহা শুনিতে পাইলেন। বাহিরের কোন দিক্ হইতেই এখন আর তাঁহার কোনরূপ সাহায্য পাইবার পথ রহিল না।

এণ্টনীর এখন বিপৎপাতে ভাবনা নাই, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ক্ষোভ নাই। তিনি, একটির পর একটি করিয়া, নিত্য এইরূপ নূতন নূতন

বিপদের বার্ত্তা পাইলেন। তাঁহার চিত্ত বিন্দুমাত্রও বিকল, বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইল না। অনাহত শরীর সামান্য সূচিকাঘাতের সম্ভাবনায়ও শিহরিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু শর-শয্যায় যাঁহার শয়ন, নূতন শরাঘাতে তাঁহার আর আশঙ্কা কি ?—ভয় ও ভাবনার স্থান কোথায় ? এণ্টনী স্থির ও ধীরভাবে এই সমস্ত বিপদবার্ত্তা ও অমঙ্গল সংবাদ শুনিতে শুনিতে, টাইমনের সেই বিশ্বদ্রোহী ভীষণ ভাব, তাঁহার হৃদয়-পট হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, দোষ মানুষের নহে, দোষ তাঁহার সময়ের, দোষ অপূর্ব্বদৃষ্ট ভবিতব্যের। বিধাতা তাঁহার প্রতি বাম। দৈব তাঁহার প্রতিকূল। অতএব, তিনি প্রাবৃটের ক্ষণিক মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় ঐ নির্জ্জন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ; এবং পুনরায় আনন্দ-নিকেতন আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় চলিয়া গেলেন। অন্তিম বর্ত্তিকার শেষ রশ্মি যেন আবার তেমনি উজ্জ্বল প্রভায় জ্বলিয়া উঠিল।

এণ্টনী আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় উপস্থিত হইলেই, এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার প্রিয় রাজধানী আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া আবার উৎসব-আড়ম্বর ও ভোজসমারোহে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি বারংবার ক্লিওপেট্রা-প্রাসাদে, নাগরিকদিগকে বিশেষ আদর সহকারে আমন্ত্রণ করিয়া, মহা সমারোহের সহিত ভোজন করাইলেন। এই সময়ে নগরে যে আমোদ উৎসবের ব্যাপক প্রবাহ বহিল, তাহা অল্পদিনে নিবৃত্ত হইল না। এবারকার আমোদে, আড়ম্বর বিষয়েও কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটিল না।

ইতিপূর্ব্বে ক্লিওপেট্রা ও এণ্টনী আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে বন্ধুবর্গের একটা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। উহার নাম রাখা হইয়াছিল, (Inimitable livers) বা অনুপম-জীবীর সমিতি। এই সমিতির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। স্বয়ং এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা ঐ সমিতির সভ্য ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা আর একটি সমিতি গঠন করিলেন। এই নূতন সমিতির নাম রাখা হইল,—'The companions in death' অর্থাৎ আসন্নকালের সঙ্গী বা শ্মশান-বন্ধুর দল। এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার সুহৃদ্‌ ও বন্ধুগণ এই সমিতির সভ্য হইলেন। আহার, বিহার ও আমোদ উৎসবের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। যদিও এই সমিতির সহিত মৃত্যুর ভয়াবহ নাম সম্পৃক্ত, যদিও এই সমিতির গায়ে শ্মশানের গন্ধ লাগিয়াছিল, তথাপি ইহাতে আড়ম্বর ও সুখ-লালসার পরিতর্পণার্থ সর্ব্ববিধ আয়োজন উদ্যো-গের কোন অংশেই, পূর্ব্বসমিতির তুলনায়, ত্রুটি লক্ষিত হইল না। উৎসব ও আমোদ-তরঙ্গ পুনরায় প্লাবন-বেগে উছলিয়া চলিল।

এই আমোদ-হিল্লোলের মধ্যে ক্লিওপেট্রা এক অতি ভয়াবহ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি, না জানি, কি এক গূঢ় অভিসন্ধিতে অতি প্রচ্ছন্নভাবে, বিষতত্ত্ববিৎ, বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত বিষ-বৈদ্য দ্বারা বিবিধ প্রাণনাশক বিষের শক্তি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাছিয়া বাছিয়া নানাজাতীয় সদ্য প্রাণ-নাশক বিষাক্ত উদ্ভিজ্জ সংগ্রহ করাইলেন। মিশরের বিচারালয়ে যে সকল অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, ক্লিওপেট্রা

ঘাতকের হস্ত হইতে তাহাদিগকে লইয়া আসিতেন; এবং নিজের সংগৃহীত বিষাক্ত উদ্ভিজ্জ দ্বারা, আপনার চক্ষের উপরে, তাহাদিগের প্রাণনাশ করাইতেন। কোন্ বিষে, কত ক্ষণে, কি ভাবে, সেই দণ্ডিত হতভাগারা প্রাণত্যাগ করে, স্বয়ং নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি এইরূপে দেখিতে পাইলেন যে, যে বিষের কার্য্য যত দ্রুত, যে বিষ-প্রয়োগে অতিদ্রুত মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, সে বিষে মৃত্যু-যন্ত্রণা ততই অসহ্য কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। সমস্ত শরীর ভয়ানকরূপে কম্পিত হইতে থাকে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীষণ যাতনা পাইয়া, অবসন্ন দেহ ঢলিয়া পড়ে। কিন্তু যেগুলি তত তীব্র বা তেমন দ্রুত প্রাণঘাতী নহে, সেগুলি অতি ধীরে ধীরে কার্য্য করে, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দ্বার খুলিয়া দেয়।

ক্লিওপেট্রা প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জ বিষের পরীক্ষা করিয়া, পরে ঐ উপায়ে জান্তব বিষেরও গুণ পরীক্ষা করিলেন। তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এক একটি হতভাগ্যকে নিকটে আনাইয়া এক এক প্রকারের বিষধর দ্বারা তাহাকে দংশন করাইতেন, এবং কত-ক্ষণে, কি প্রণালীর যন্ত্রণা ভোগের পর, উহার ক্লিষ্ট দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া রাখিতেন। কিছুদিন ব্যাপিয়া, প্রায় প্রতিদিনই এই পরীক্ষার কার্য্য চলিল। একদিন তিনি দেখিলেন,—একটি লোক কোন এক জাতীয় বিষধর কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া কোনই যন্ত্রণা অনুভব করিল না। ধীরে ধীরে উহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু এই

অবসাদে কোন ক্লেশ নাই। দীর্ঘ অনিদ্রা বা শারীরিক শ্রম বা ক্লান্তির পরে যখন নিদ্রার প্রথম আবেশ হয়, তখন সমস্ত শরীরে যে প্রকারের একটা সুখ-প্রীতিকর অবসাদের ভাব ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে থাকে, এও সেই শ্রেণীর অবসাদ। দষ্ট-ব্যক্তি ধীরে ধীরে শয়ন করিল। ধীরে ধীরে তাহার অলসিত চক্ষু দু'টি মুদিত হইয়া আসিল। তাহার এই ঘুম ভাঙ্গিবার নিমিত্ত, ক্লিওপেট্রার উপদেশ মত, অশেষ চেষ্টা করা হইল, কিন্তু ঘুমের আবল্য কিছুতেই ছুটিল না; বরং গভীর নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাইলে, সে যেমন তাহাতে যার-পর-নাই বিরক্তি ও উপদ্রব বোধ করিতে থাকে, এব্যক্তিও সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে, তাহার মুখে নাকে গণ্ডে ও ললাটে মুক্তা-চূর্ণের ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নিঃসরিত হইল। ক্রমে সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিল। অবশেষে আরামে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই নিদ্রাই মহানিদ্রা; আর সে জাগিল না। ক্ষণকাল পরে দেখা গেল, ঐ নিদ্রার মধ্যেই তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে।

যে বিষধরের দংশন এইরূপ আরাম ও শান্তিতে মৃত্যু আনয়ন করিল, ক্লিওপেট্রা সেই বিষধরটিকে নিকটে আনিয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন, উহা আফ্রিকার সেই সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ কালসর্প বা এস্প (Asp) নামে পরিচিত, অতি ক্ষুদ্র আয়তনের একপ্রকার সরীসৃপ। উহার দংশন অব্যর্থ ও অমোঘ। কিন্তু তজ্জন্য মৃত্যু কোন অংশেই ক্লেশপ্রদ নহে।

ইহার পরে ক্লিওপেট্রা বিষ-প্রয়োগ ও বিষধরের দংশন জন্য মৃত্যু-যন্ত্রণা দর্শনের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন।

এলেক্‌সিস্ (Alexis) লেওডিকাশে (Laodicus) বাস করিতেন। এলেক্‌সিস্ গ্রীক্‌ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত। রোমে কোন সূত্রে এণ্টনীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল; এবং সেই অবধি তিনি এণ্টনীর পারিপার্শ্বিকরূপে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। এলেক্‌সিস্ ক্লিওপেট্রার পক্ষ হইয়া, অন্যান্য বহুলোকের সহিত একযোগে, এণ্টনী যাহাতে অক্টেভিয়ার হাতে না পড়িতে পারেন, তদর্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এণ্টনী যখন শুনিতে পাইলেন যে, জুডিয়ারাজ হিরড্ সীজারের সহিত মিলিত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন তিনি এই এলেক্‌সিস্‌কে হিরডের মতি ফিরাইবার নিমিত্ত জুডিয়াতে পাঠাইয়া দেন। এলেক্‌সিস্ জুডিয়ায় যাইয়া হিরডের মতি ফিরাইবার নিমিত্ত কোন চেষ্টা করিলেন না;—নিজেই বরং ফিরিয়া বসিলেন;—অর্থাৎ এণ্টনীকৃত সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া হিরডের সঙ্গে যোগদান করিলেন; এবং হিরডের দূত হইয়া, হিরডের স্বার্থ সম্বন্ধীয় কথা লইয়া সীজারের কাছে গমন করিলেন। তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যখন হিরডের বন্ধু হইলেন, তখন সীজার তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তিনি ভাবিয়া গেলেন এক, ফল হইল আর। হিরডের স্বার্থ তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিল না। সীজারের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই, তাঁহার পায়ে বেড়ী পড়িল; এবং অল্পদিনের মধ্যেই সীজারের

আজ্ঞায় তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। এণ্টনী এই বিশ্বাসঘাতকের হত্যা-সংবাদ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন !

মিশরে, একদিকে ভোগতৃষ্ণায় অতৃপ্ত এণ্টনী তখনও কোন প্রকারে ক্লিওপেট্রার কাম্য-কাননে কামদেবের কমনীয় জীবন যাপন করিতে পারেন কি না, তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছেন, অন্যদিকে ক্লিওপেট্রা বিষ-মূল, বিষ-ফুল, বিষ-বল্লরী ও বিষ-ফলের উদ্যান রচনা করিয়া, বিবিধ তীব্র বিষধর-ফণী-মণ্ডিত মণি-মন্দিরে, নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত ও দুর্লভ হীরকাদি বিবিধ রত্ন-খচিত মণি-মালা গলে দোলাইয়া বিষ-রাণী সাজিয়া বসিয়া আছেন; এবং হতাবশিষ্ট মৈশরীয় সৈন্য দ্বারা মিশরের পথ-ঘাট সুরক্ষিত করিয়া লইবার উপায় কল্পনা করিতেছেন; অপরদিকে রোমে সীজার, এণ্টনীর সর্ব্বাঙ্গীন অধঃপতন ও বিনাশ-সাধন-সঙ্কল্পে, রাজনীতির নিভৃত নিকুম্ভিলায় মন্ত্রপূত আহুতি প্রদান করিতেছেন। তাঁহার অব্যর্থ মন্ত্রবলে, এণ্টনীর অধিকৃত রাজ্যসমূহ, একটির পর একটি করিয়া খসিয়া পড়িয়া সীজারের পদানত হইতেছে। এণ্টনীর বন্ধুবর্গ ও সৈন্যনিচয় দলে দলে সীজারকে অভিনন্দন করিয়া, "জয় সীজারের জয়" রোমের এই ব্যাপক সঙ্গীতে তান যোজনা করিতেছে। এণ্টনীর পক্ষের সকলেই সীজারের আনুগত্য স্বীকার করিল; এণ্টনী আর বাকী থাকিবেন কেন ? তিনিও তাঁহার সেই হারকিউলীয় গর্ব্ব ও সেই দুর্জ্জয় অভিমান, ক্লিওপেট্রার প্রেম ও মিশরের বিলাস-হিল্লোলে ভাসাইয়া দিয়া, আশ্রিত শরণাগতের প্রাণে বিজয়ী সীজারের কাছে দূত প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন।

ক্লিওপেট্রাও সেই সঙ্গে সীজারের কৃপাপ্রার্থিনী হইয়া, তাঁহার নিকট আপনার স্বতন্ত্র প্রার্থনা-পত্র পাঠান স্থির করিয়া লইলেন। এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার বন্ধুবান্ধবদিগের প্রায় সমস্তই তখন তাঁহা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দূতরূপে কাহাকে পাঠাইবেন? এমন বিশ্বস্ত লোক কে? অবশেষে ইউফ্রোনিয়াস্ (Euphronius) নামক ক্লিওপেট্রার সন্তানদিগের জনৈক শিক্ষককেই বিশ্বাসী বুঝিয়া সীজার সমীপে পাঠান স্থিরীকৃত হইল। ক্লিওপেট্রা তাঁহার সন্তানদিগের জন্য মাত্র মিশর রাজ্যটুকু প্রার্থনা করিলেন। এণ্টনী কোন রাজ্য যাচ্ঞা করিলেন না, অন্য কিছুই চাহিলেন না, কেবল মিশরে একজন সাধারণ লোকের ন্যায় বাস করিবার অনুমতি মাত্র প্রার্থনা করিলেন; সেই সঙ্গে আরও বলিয়া পাঠাইলেন যে,—ইহাও যদি সীজারের অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, এথেন্সে চলিয়া যাইয়া এবং কর্ম্ম-জীবন হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া, সেইখানে তিনি যেন নিরাপদে অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে পারেন, সীজার অন্ততঃ এই অনুগ্রহটুকু করুন।

অক্টেভিয়া যেমন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও রমণী-জন-বরণীয় বিবিধ গুণের আধাররূপে তদানীন্তন রোমে অদ্বিতীয়া ছিলেন,—অগাষ্টাস্ সীজারও তেমন অশেষ পৌরুষ-গুণের আশ্রয়-পুরুষ-রূপে ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি এণ্টনীর সম্বন্ধে উচ্চপ্রাণতা এবং হৃদয়িক উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দানে সমর্থ হন নাই। এণ্টনী শক্তিসামর্থ্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং রোমসাম্রাজ্যের একার্দ্ধভাগী; এই হেতু, প্রতি-

যোগিতার ভাবে সীজার এণ্টনীর প্রতি একটুকু ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন না, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। তবে কথা এই যে, ঈর্ষ্যা থাকিলেও, তাঁহার আত্মা এই পরিমাণ কলুষিত ছিল না যে, তিনি সেই ঈর্ষ্যার দায়ে, স্বাভাবিক মহত্ত্বে জলাঞ্জলি দিতে পারেন। অক্টেভিয়া, পতি এণ্টনী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত অপমানিত ও বিড়ম্বিত এবং অবশেষে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াও, এণ্টনীকে অভিসম্পাত করেন নাই। তিনি তখনও রোমের কোন নিভৃত পল্লীতে এণ্টনীর মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া, এণ্টনীর ধ্যানে নিবিষ্টপ্রাণা রহিয়া, তপস্বিনীর জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু পৌরুষধর্ম্মী সীজার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রতি এণ্টনীর ঐ দুর্ব্যবহার কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি অক্টেভিয়াকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিতেন। একটা কুলটা কুহকিনীর অনুরোধে, দেবোপমা জ্যেষ্ঠার প্রতি এণ্টনীর ইচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা, সীজারের প্রাণে প্রকৃতই অসহ্য হইয়াছিল। আহত অভিমান ঘৃণা ও ক্রোধ এমন ভাবে তাঁহার হৃদয় ও মন গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল যে, তিনি আর কোন প্রকারেই এণ্টনী সম্বন্ধে দয়া বা ক্ষমা-ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে সমর্থ ছিলেন না। তাঁহার ক্রোধান্ধ হৃদয়, এণ্টনীর প্রতপ্ত শোণিত পান করিবার নিমিত্তই যেন নিষ্ঠুর রাক্ষসের ন্যায় তৃষার্ত্ত হইয়াছিল!

এণ্টনীর দূত সীজারের দরবারে উপস্থিত হইল। সীজার এণ্টনীর প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না। কিন্তু ক্লিওপেট্রার

প্রার্থনায় এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন যে, ক্লিওপেট্রা যদি মিশরে এণ্টনীকে হত্যা করাইতে পারেন, অথবা যদি তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি সীজার্ হইতে সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহই প্রত্যাশা করিতে পারেন।

ডাইওন্ (Dion) নামক জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, শুধু একবার নহে, এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা বারংবার দয়া ভিক্ষা করিয়া সীজার সমীপে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এবং প্রত্যেক বারই বহু মূল্যবান্ সামগ্রী সীজারের নিকট উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে এণ্টনী তাঁহার পুত্র এণ্টিলাস্‌কে (Antyllus) অসংখ্য সুবর্ণ-খণ্ড উপহার সহ সীজারের দরবারে পাঠাইয়া দেন। এইবার সীজার প্রকৃতই নীচাশয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি এণ্টনীর উপহৃত সুবর্ণ-খণ্ডগুলি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার একটি প্রার্থনাও পূর্ণ করিলেন না। এণ্টিলাস্ বিষণ্নবদনে সীজারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মিশরে চলিয়া আসিলেন।

সীজার, এণ্টনী সম্পর্কে নীচাশয়তার একশেষ প্রদর্শন করিলেও, দূরদর্শী নীতিজ্ঞের উপযোগি তীব্র দৃষ্টি বিষয়ে বঞ্চিত হয়েন নাই। এণ্টিলাস্‌কে বিদায় দিয়াই, তাঁহার মনে এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, এণ্টিলাসের কথা শুনিয়া এণ্টনী পাছে নিরাশায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন, এবং স্পেন কিংবা গলে যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য-চালনায় প্রবৃত্ত হন, অথবা ক্লিওপেট্রাকে বুদ্ধি দিয়া মিশরের জগদ্দুর্লভ ধনভাণ্ডার ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন—

এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি ঈদৃশ দুর্ঘটনার প্রতিকূলে চাল দিবার অভিসন্ধিতে, অলীক স্তোক-বাক্যে এণ্টনী ও ক্লিও-পেট্রাকে প্রবুদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত, আপনার অধীন ও একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর থির্‌সাস্ (Thyrsus) নামক এক ব্যক্তিকে দূত-রূপে ক্লিওপেট্রার দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। থির্‌সাস্, তরুণ-বয়স্ক সীজারের দরবার হইতে, ক্লিওপেট্রার ন্যায় রূপ-বিলসিতা গর্ব্বিতা রাণীর দরবারে গমন করিলেন। থির্‌সাস্ কোন অংশেও এহেন দৌত্যকার্য্যের অনুপযুক্ত ছিলেন না। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই, ক্লিওপেট্রার দৈহিক রূপলাবণ্য ও নানারূপ মনোমোহিনী শক্তির একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

ডাইওন্ বলেন যে, সীজার থির্‌সাস্‌কে দৌত্যকার্য্যে বরণ-সময়ে, তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়া দিলেন,—"তুমি কথায় কথায় মৃদু মৃদু আশার আভাস দিয়া আসর গরম রাখিবে।" তিনি আরও বলিয়া দিলেন,—"তুমি অতি নির্জ্জনে ক্লিওপেট্রার সহিত দেখা করিয়া, তাঁহাকে বলিবে যে, সীজার আপনার ভুবন-বিখ্যাত রূপ-গুণের কথা শুনিয়া প্রকৃতই মোহিত হইয়াছেন। তিনি আপনার সাক্ষাৎকার কামনায় যার-পর-নাই উৎসুক ও লালায়িত আছেন। এই কথা এমন দৃঢ় অথচ মধুর কণ্ঠে, এমন কৌশলপূর্ণ বাক্‌চাতু-র্য্যের সহিত তাঁহাকে শুনাইবে যে, তিনি যেন ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপনে সমর্থ হন।"

সীজার এইরূপ বহু উপদেশ দিয়া থির্‌সাস্‌কে বিদায় করি-লেন। তাঁহার মনে আশা ছিল যে, ক্লিওপেট্রা এই বাক্যে

নিশ্চিতই প্রলুব্ধ হইবেন ; এবং তরুণ-বয়স্ক বিজয়ী প্রণয়ী সীজারের প্রণয়-প্রত্যাশায়, প্রৌঢ়বয়স্ক পরাজিত ও পুরাতন প্রণয়ী এণ্টনীকে পথের কণ্টক মনে করিয়া, তাঁহাকে হত্যা করিতেই উৎসুক হইয়া উঠিবেন। ভাগ্যহীনের কোন আশাই সফল হয় না বলিয়া, ভাগ্যবানের সকল আশাই যে সাফল্য লাভ করিবে, এমন কথা নহে। সীজারের এ আশা সফল হইল না। তাঁহার এ অভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া গেল।

থিরসাস্ আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে যাইয়া, প্রভুর আদেশ ও উপদেশ অনুসারে, বিশেষ কৌশলের সহিত দৌত্য-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এতদুপলক্ষে সীজারের দূতের সহিত ক্লিওপেট্রার বহুক্ষণব্যাপি নির্জ্জন সাক্ষাৎকার চলিতে লাগিল। এইরূপ দেখা সাক্ষাৎকার, দিবসে দশবার হইত। এণ্টনী, সীজার-প্রেরিত দূতের ক্লিওপেট্রা সহ সাক্ষাৎকারের বার ও সময় পরিমাণ, প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া, একান্ত অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন। এরূপ অবস্থায়, এণ্টনীর ন্যায় প্রেমোন্মাদের ক্রোধে অধীর ও আত্মহারা হওয়া, কোন অংশেই, বিচিত্র বা বিস্ময়কর ঘটনা নহে। এণ্টনী ঐ দূতকে ধরিয়া আনিয়া খুব কয়েক ঘা চাবুক লাগাইয়া দিতে অনুমতি করিলেন। এইরূপ প্রহারে আপ্যায়িত করিয়া, এণ্টনী একখানি পত্রসহকারে, সীজারের নিকট তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লিখিয়া দিলেন,—বিবিধ দৈবদুর্ব্বিপাক ও নানারূপ দুঃখজনক দুর্ঘটনা হেতু তাঁহার মন অতিশয় বিক্ষিপ্ত ও যার-পর-নাই ক্রোধ-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তিনি সীজা-

রের প্রেরিত দূতের ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে না পারিয়াই, তাহাকে কশাঘাত করিয়াছেন। সীজার যদি এই কর্ম্মের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, হিপার্‌কাস্ (Hipperchus) নামক তাঁহার একটি লোক সীজারের ক্ষমতার মধ্যেই অবস্থিত আছে, যদি প্রবৃত্তি হয়, এবং সীজার ইহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে, তিনি হিপার্‌কাস্‌কে এইরূপে চাবুক মারিতে পারেন।

ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর এই অনুষ্ঠানে চিত্তে একটু সঙ্কুচিত ও সংক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি এণ্টনীর ঈর্ষ্যানল প্রশমিত ও আত্মদোষ প্রক্ষালিত করিবার অভিপ্রায়ে, এণ্টনীর প্রতি অপরিসীম যত্ন সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্লিওপেট্রার ব্যবহার ক্রমেই বড় কোমল মধুর ও হৃদয়হারি হইয়া উঠিল। ক্লিওপেট্রার জন্মদিন উপস্থিত হইল। তিনি নিজের জন্মদিনের উৎসব, আপনাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া, কোন প্রকারে নির্ব্বাহ করিলেন। কিন্তু এণ্টনীর জন্মদিন উপলক্ষে একথা রহিল না। ক্লিওপেট্রার আদেশে এণ্টনীর জন্মদিন-উৎসব মহা আড়ম্বর ও সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইল। এই উৎসব উপলক্ষে যে সকল গরীব ভদ্রলোক নিমন্ত্রিতরূপে উৎসব-স্থানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা ধনী বড় মানুষ হইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন।

সীজার যখন দেশান্তরে এণ্টনীর সহিত রণ-ব্যাপারে সংলিপ্ত, তখন সীজার-পত্নী এগ্রিপা (Agrippa) রোমেই অবস্থিত ছিলেন। এণ্টনী জল-যুদ্ধে পরাজিত ও পলায়নপর হইলে,

এগ্রিপা বারংবার সীজারের সমীপে রোমের সংবাদ লিখিতে লাগিলেন। রোমে গোলযোগ উপস্থিত। সীজারের অবিলম্বে রোমে উপস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এগ্রিপার পত্রে, এই সংবাদ ও অনুরোধ পুনঃ পুনঃ সীজারের সমীপে পহুঁছিল; সুতরাং সীজার, শীত কালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, গ্রীস্ ছাড়িয়া রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রোমের এই গোলযোগের সহিত এণ্টনীর জীবন-প্রসঙ্গের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং এণ্টনীর জীবন-চরিত-আখ্যায়িকায় এই গোলযোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এগ্রিপা যে এত ব্যাকুলতার সহিত বারংবার পত্র লিখিয়া সীজারকে রোমে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছিলেন, ইহার ভিতরে ব্যক্তিগত ভাবে এগ্রিপার মনে কোন ভয় কিংবা আশঙ্কা ছিল কি না, বলা যায় না। সীজার মধুর কথায় মিষ্ট পসারা সাজাইয়া, ক্লিওপেট্রার নিকট পুনঃ পুনঃ বিশ্বস্ত দূত পাঠাইতে-ছিলেন। দূতের সহিত ক্লিওপেট্রার গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল। আবার ক্লিওপেট্রার দূতও পুনঃ পুনঃ সীজারের দরবারে ক্লিওপেট্রার অনুকূল বিবিধ আবেদন ও আবদারের কথা লইয়া উপস্থিত হইতেছিল। ইহা দেখিয়া, ক্লিওপেট্রার প্রণয়োন্মাদ প্রেমিক এণ্টনীর মনে যেরূপ সন্দেহ ভয় ও ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইতেছিল, সীজার-পত্নী এগ্রিপার মনেও সেইরূপ একটা খট্‌কা বা গোল-যোগ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব কথা নহে। যে রোমের জুলিয়াস্-পত্নী একদিন মিশরীয় কুহকিনীর মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ পতির পানে

তাকাইয়া বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন; মিশরীয় মায়া-রাক্ষসীর প্রণয়ানলে এণ্টনী হেন পতিকে আহুতি প্রদান করিয়া, আজি যে রোমীয় রমণীর আদর্শস্থানীয়া নাথবতী সতী অক্টেভিয়া দুঃখ-তাপ-দগ্ধ দীনহীনার ন্যায় অনাথার জীবন যাপন করিতেছেন, সেই রোমের পতিসর্ব্বস্বা এগ্রিপা যদি পতি অগাষ্টাস্কে সেই কুহকিনীরই কুহক-মন্ত্রের গণ্ডীর অভ্যন্তরে অবস্থিত দেখিয়া, মনে মনে একটুকু বিচলিত ভীত বা শঙ্কিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহা তেমন একটা বিস্ময়কর বিচিত্র কথা কি?

সীজারের শীতকাল রোমে অতিবাহিত হইল। শীত ঋতুর অবসানে, বসন্ত-সমাগমে এণ্টনীরূপ পাশ্চাত্য মদন পাশ্চাত্য ধূর্জ্জটি সীজারের কোপানলে কিরূপে ভস্মীভূত হইবে, শীতকালের রণ-বিরাম সময়ে, নিয়তির পটে যেন তাহারই অনতিক্রমণীয় রেখা-পাত হইয়া রহিল। ঐ সময়ে মিশরে এণ্টনী অসাময়িক বসন্তের অন্তিম উৎসব করিয়া লইলেন।

শীত অতিবাহিত হইলেই সীজারের রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং সিরিয়ার পথে এণ্টনীর বিরুদ্ধে রণ-যাত্রা করিলেন। তাঁহার সেনাধ্যক্ষগণ ঐ উদ্দেশ্যে আফ্রিকার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন। পেলুসিয়াম্ এণ্টনীর অধীন ছিল। সিলিউকাস্ (Seleucus) পেলুসিয়ামে এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার প্রতিনিধি কার্য্যাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত ছিলেন। সীজার সসৈন্যে পেলুসিয়ামের সন্নিহিত হইলে, সিলিউকাস্, সীজারের হস্তে নগর সমর্পণ করিলেন। মিশরে জনরব প্রচারিত হইল

যে, সিলিউকাস্ ক্লিওপেট্রার ইঙ্গিত বা আদেশ অনুসারেই, এই বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছেন। এণ্টনী সম্ভবতঃ এই জনরবে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তথাপি ক্লিওপেট্রা আপনার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সিলিউকাসের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ধরিয়া এণ্টনীর হাতে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—যদি এণ্টনী উচিত মনে করেন, তাহা হইলে, ইহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। এণ্টনী কর্ত্তৃক এই নিষ্ঠুর কাপুরুষের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল কি না, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ এণ্টনী এই নিরপরাধদিগকে ক্ষমা করাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন।

সীজার নিকটস্থ হইয়াছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া, এণ্টনী তখনও তাঁহার যে কিছু সেনাবল অবশিষ্ট ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে ক্লিওপেট্রাও একটা ভয়াবহ বহ্নি-উৎসবের আয়োজন উদ্যোগে মনোনিবেশ করিলেন। ক্লিওপেট্রা আইসিস্ (Isis) দেবীর মন্দিরসমীপে কতকগুলি অসাধারণ উচ্চ ও বৃহৎ আয়তনের মনুমেণ্ট বা স্মৃতি-স্তম্ভ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মনুমেণ্টগুলি যেমন উচ্চ, তেমনই বিবিধ কারুকার্য্যে যার-পর-নাই মনোহর। ক্লিওপেট্রা এই সকল মনুমেণ্টে মণি মুক্তা হীরা ও হস্তী-দন্ত-নির্ম্মিত বিবিধ মূল্যবান্ বস্তু, এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি তাঁহার যে কিছু সম্পত্তি ছিল, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই ধনরাশির ভিতরে স্তূপীকৃত শণ পাট ও অসংখ্য উল্কা বা মশালও সঞ্চিত করিয়া রাখা হইল।

সীজার এই জতুগৃহ-সজ্জার সংবাদ শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া তিনি একটু বিচলিত ও শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, ক্লিওপেট্রা হঠাৎ কোন সাংঘাতিক বিপদ্‌পাতের ভয়ে, পাছে, অগ্নিসংযোগে সমস্ত ধনরত্ন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে, তাঁহার পক্ষে মিশর-বিজয় সর্ব্বতোভাবেই নিরর্থক হইয়া পড়িবে। অতএব, তিনি একদিকে যেমন দ্রুতগতি সেনাচালনা করিয়া নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; অন্যদিকে আবার ক্লিওপেট্রা সমীপে দূতের পরে দূত প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে নিত্য নূতন আশায় উৎফুল্ল, ও প্রীতিমধুর আশ্বাস-বাক্যে আশ্বস্ত রাখিতে প্রয়াসপর রহিলেন। সীজারের এই কৌশলে মুগ্ধ থাকিয়াই হউক, অথবা স্বেচ্ছাবশেই হউক, ক্লিওপেট্রা মনুমেণ্টে রক্ষিত ধনভাণ্ডারে অগ্নি-সংযোগরূপ কোন ভীষণ অনুষ্ঠান করিলেন না। সীজার সৈন্য সামন্ত সহ হিপো-ড্রোমি (Hippodromi) নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এণ্টনী এই সময়ে হঠাৎ একবার সীজারকে আক্রমণ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সীজারের অশ্বারোহী সৈন্যদল শ্রেণীভঙ্গ হইয়া পড়িল। অবশেষে সীজারের সমগ্র বাহিনীই এ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, পরিখার মধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। এণ্টনী এই ক্ষণিক জয়ে উৎফুল্ল হইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া, ক্লিওপেট্রাকে দেখিতে পাইয়া, সেই রণ-সাজে সজ্জিত

অবস্থায়ই, তাঁহাকে বাহুযুগলে বেষ্টন করিয়া চুম্বন করিলেন। এই বিজয়-সম্ভাষণের শুভ মুহূর্ত্তে এণ্টনী একটি সৈনিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—'আজিকার যুদ্ধে এই বীর সৈনিকই আমার সর্ব্বপ্রধান অবলম্ব স্বরূপ হইয়াছিল। এই সৈনিক রণস্থলে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, প্রকৃতই আমাকে প্রীত ও মোহিত করিয়াছে।' ক্লিওপেট্রা ইহা শুনিয়া সহাস্যমুখে ঐ সৈনিককে সমীপস্থ হইতে ইঙ্গিত করিলেন। সৈনিক অবনতমস্তকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তাহাকে একটি সুসজ্জিত উরস্ত্রাণ বা বক্ষোবেষ্টন বর্ম্ম এবং একটি স্বর্ণমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ বা শিরোভূষা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন। সৈনিক পুরুষ সসম্ভ্রমে ও বিনীতভাবে এই পুরস্কার গ্রহণ করিল। এই পুরস্কার লাভের পর, অধিক সময় অতিবাহিত হইল না। ঐ রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই, এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা কর্ত্তৃক অমন সাদরে পুরস্কৃত সৈনিক পুরুষ, সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, সীজারের শরণাপন্ন হইল। এণ্টনী পরদিন ইহা শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বলিলেন না। তাঁহার অধর-প্রান্তে কেমন একটা বিষাক্ত হাসি ফুটিয়া আবার অমনি মিশিয়া গেল। গ্রহদোষে দোষী জনের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার,—অপকার; পুরস্কারের প্রতিদান,—অভিসম্পাত বা তিরস্কার। কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ, ভয়ে ও লজ্জায়ই বুঝি বা তাদৃশ বিধিবিপাকে বিপন্ন হতভাগ্যদিগের সন্নিহিত হইতেও সাহস পায় না। নিত্য নবাবির্ভূত বিশ্বাস-ঘাতকের দুর্ব্বহ ভারে ধরিত্রী মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইয়া উঠে।

এই পরাজয়ে, সীজারের বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না, এণ্টনীও তাঁহার প্রনষ্ট গৌরবের এক কণিকা পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। এণ্টনীর ক্ষণিক বিজয়-উল্লাসে ভাটা লাগিতে না লাগিতেই, সীজার আবার সৈন্যসামন্তসহ পূর্ণাবয়বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এণ্টনীর সেনাদল তখন ছত্রভঙ্গ। তিনি তখনও যে অল্পসংখ্যক সেনার অধিনায়ক ছিলেন, তাহাদিগের একাংশ ভগ্নোৎসাহ ও নিরুদ্যম, অপরাংশ বিশ্বাসঘাতক ও ছদ্মবেশী কালসর্প। তাহারা নামে তাঁহার, কাজে সীজারের। কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন, কাহাকে পারেন না, এখন আর তিনি ইহাও বুঝিয়া লইতে সমর্থ নহেন। কিন্তু তিনি হার্কিউ-লিসের বংশধর ; সুতরাং এখনও তাঁহার আপন বাহুবলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস আছে। অতএব, তিনি সীজারকে হাতা-হাতি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তিনি সীজারের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, উভয় পক্ষীয় সৈন্যসামন্ত দর্শকরূপে দণ্ডায়মান রহুক, এবং এই বীরদর্শকমণ্ডলীর মধ্যে, তাঁহার ও সীজারের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতে থাকুক। যুদ্ধের অবসানে ঐ যুদ্ধের ফলানুসারেই সাম্রাজ্যের বিলি-ব্যবস্থা হইবে।

সীজার এণ্টনীর এই প্রস্তাব পরিগ্রহ করিলেন না। এণ্ট-নীও দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত দুর্জ্জয় অভিমানের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ,—দুর্য্যোধন নহেন, সীজারও ভীম-ভূজ-রক্ষিত ধর্ম্মের অবতার যুধি-ষ্ঠির নহেন। এক্ষেত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষীণসূত্রে সাম্রাজ্যের ভার দোলাইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে কিরূপে? সীজার এই অসম-

সাহসিকতার কর্ম্মে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি এই পরিণাম-চিন্তা-জনিত সঙ্কোচ বা শঙ্কার ভাব প্রকাশ করিলেন না; শত্রুজনোচিত নিষ্ঠুর ও নীরস উক্তিতে মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন,—'দ্বন্দ্বযুদ্ধে কেন,—এই উপায় ব্যতীতও এণ্টনীর জীবন শেষ করার পক্ষে আরও বহু উপায় কিংবা পথ আছে।' এই উক্তির পরে, এণ্টনী আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের নামও করিলেন না। তিনি তখন গভীররূপে পরিণাম চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, যুদ্ধ করিয়া যেরূপ সম্মানের সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারিবেন, সেরূপ মৃত্যু অন্য কোন উপায়েই সংঘটিত হইতে পারে না। বিলাসের আপাতমধুর বিষ-কুম্ভে ডুবিয়া রহিলেও এণ্টনীর প্রাণটা, আশৈশব হারকিউলিসের আদর্শে গঠিত, এই সিদ্ধান্ত হইবামাত্রই এণ্টনীর প্রসুপ্ত বীর-প্রাণ আবার জাগিয়া উঠিল। তিনি জলে ও স্থলে, আর একবার ভাগ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এণ্টনীর রণতরীসমূহ সাগর-বক্ষ ছাইয়া তরঙ্গ-গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল। তাহার স্থল-সৈন্য বূহবদ্ধ হইয়া সীজার-সম্ভাষণে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সমস্ত প্রস্তুত। নিশি প্রভাতেই, জলে ও স্থলে, এক সঙ্গে, নিয়তির শেষ পরীক্ষা হইবে। এণ্টনীর এখন আর বিষাদ নাই, বিপরিণামের আশঙ্কা-জনিত চিন্তাও নাই। তিনি অদৃষ্টের শেষ খেলা কি, তাহা যেন কি এক দিব্য-দৃষ্টি বলে দেখিয়া লইয়া নির্ভীক, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া বসিয়াছেন। নৈশ ভোজের আয়োজন হইল। এণ্টনী বুঝিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ

ভোজ। প্রভাতে যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত। এই পরাজয়ের পর আবারও পরিভব ক্লেশে,—ঘৃণা লজ্জা ও অবমাননার ক্রোড়ে মাথা গুজিয়া হার্‌কিউলিসের বংশধর, রোমান্ বীর এণ্টনী জীবিত থাকিবেন, ইহা অসম্ভব! সুতরাং মৃত্যুও নিশ্চিত। এণ্টনী মরিবেন,—কিন্তু ভীরু কাপুরুষের ন্যায় মরিবেন না। তিনি বীর-শয্যায় শয়ন করিবেন;—ভীষ্মের শর-শয্যাই, প্রেমরাগ-রঞ্জিত-বিলোল-বিলাসাঙ্কিত স্বর্ণখট্টাশায়ী এণ্টনীর অন্তিম শয়ন হইবে। তিনি মরিবেন,—কিন্তু যতি-ব্রত তাপসের মত ফলমূলাহারে বা নিরাহারে মরিবেন না। তদীয় জীবনের এক দিকের আদর্শ হার্‌-কিউলিস্, আর এক দিকের আদর্শ বেকাস্ (Bacchus) বা মদন দেব। তিনি সেই মদনের মত, বাসন্তী প্রমোদ-হল-হলায় মদিরার মদির-উৎসবে হাসিয়া খেলিয়া ঢলিয়া পড়িবেন। অত-এব, তিনি ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন,—"আজিকার নৈশ-ভোজে আমার জন্য বাছা বাছা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিবে। অতিবড় দুর্লভ মদ্যের প্রবাহ আমার পান-পাত্রে ঢালিয়া দিবে। ইহাতে কিছুমাত্র কৃপণতা করিও না। আজিকার নৈশ-ভোজনই আমার শেষ ভোজ। কাল, হয় ত, তোমরা আর এণ্টনীর সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে না,—অন্য প্রভুর অধীন হইয়া, তাঁহারই আদেশ পালনে বাধ্য হইবে। আর আমি মৃত্যুকে আশ্রয় করিয়া, মৃত্তিকা আলিঙ্গনে মাটীর শরীর মাটীতে মিশাইয়া পড়িয়া থাকিব। তখন আমার শবদেহটাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুজ্ঞানে ঘৃণায় কেহ স্পর্শও করিবে না।

তাই বলিতেছি, এণ্টনীর শেষ অনুরোধ তোমরা যত্নের সহিত পালন করিবে।”

এণ্টনীর এই নিরাশ উক্তি ভৃত্য ও অনুচরবর্গের মর্ম্ম স্পর্শ করিল! তাহারা ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। এই উক্তিতে তাহাদিগের প্রাণে পাছে কোনরূপ ভয়ের ভাব প্রবল হইয়া উঠে, এই আশঙ্কা করিয়া এণ্টনী পুনরপি বলিলেন,—“তোমাদিগের কাহাকেও কল্য আমি আমার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইব না,—তোমাদিগকে আমার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেও অনুরোধ করিব না। জয়লাভ বা কোনরূপে শান্তির পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত, আমি এই যুদ্ধে যাইতেছি না। মৃত্যুই আমার সঙ্কল্প, মৃত্যুর অন্বেষণেই আমার এই রণ-যাত্রা। যাহাতে আমি, সম্মানের সহিত, প্রকৃত বীরের ন্যায়, রণ-ক্ষেত্রে চিরদিনের তরে শয়ন করিতে সমর্থ হই, তাহাই আমার একমাত্র আন্তরিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।”

এণ্টনীর এই নির্বেদ ও নিরাশ ভাব। নগরবাসী ভীত, বিষণ্ন ও চিন্তামগ্ন। কাল মিশরের ভাগ্যে কি ঘটিবে, কে জানে? কালিকার যুদ্ধে কাহার ভাগ্য কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে, কে বলিতে পারে? নগরবাসীর অদৃষ্টে কি আছে, অনিশ্চিত। এই চিন্তা, কল্পনা ও জল্পনায় আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার অর্দ্ধনিশি অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে বিষাদ-ভাবনায় অবসন্ন নগরী স্বভাবের তাড়নায় নিদ্রায় নীরব ও নিস্তব্ধ হইল। কথিত আছে, এই সময়ে নানাবিধ বাদ্যসম্বলিত সঙ্গীতধ্বনি ও মদন-উৎসব-নিরত

একদল লোকের উচ্ছ্বসিত আনন্দ কোলাহলে সহসা নগরবাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। নৃত্যগীত ও উৎসবের এই উন্মত্ত নৈশ-উচ্ছ্বাস, মিছিলের প্রণালীতে, নগর-পথে বহিয়া গিয়া, শত্রুপক্ষীয় শিবিরের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী দ্বারে পহুঁছিলে, সেই উৎসব-মত্ততা ও কোলাহল উচ্চতর মাত্রায় উত্থিত হইয়া, হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল। 'এই ভয়াবহ সঙ্কট সময়ে, কে, কি উদ্দেশ্যে, এই নৈশ-উৎসব করিল, নগরবাসী তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু যাঁহাদিগের চিন্তাশীলা বুদ্ধিতে কল্পনার খেলা একটুকু বেশী, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এত দিন এণ্টনী পদে পদে "বেকাস্" বা মদন-দেবেরই অনুকরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন; সম্ভবতঃ, এণ্টনীর চির-আরাধ্য সেই মদন-দেবও আজি দুঃসময় দেখিয়া, এণ্টনীকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং এইরূপে ঘোর নিশীথ-অন্ধকারে উৎসব-সঙ্গীতে দিগ্বলয় প্রতি-ধ্বনিত করিয়া, শত্রুপক্ষের আশ্রয় লইয়া কৃতার্থ হইলেন!

এক পক্ষ ভাবিল,—"আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া এমনই অন্ধকারে ডুবিয়া থাকুক,—এ শর্ব্বরী যেন আর প্রভাত হয় না। আমরা অন্ধকারে মাথা লুকাইয়া বিলাসিতার নিকুম্ভিলায় পূর্ণাহুতি ঢালিয়া লই।" আর এক পক্ষ ভাবিল,—"এখনই প্রফুল্ল দিবালোকে দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক, অন্ধকার যামিনী, শেষ যাম্ অতীত হইবার পূর্ব্বেই, প্রভাত হইয়া যাউক, আমরা মিশরের রাজলক্ষ্মীকে কুহকিনীর গ্রাস হইতে কাড়িয়া লইয়া নিশ্চিত হই।" প্রভাত কখনও দুর্ব্বলের কাকুতিতে ধীরগতি, অথবা প্রবলের প্রার্থনায়

ত্বরিতগতি হইতে অভ্যস্ত নহে। প্রভাত কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। এণ্টনী, প্রাচীর-কোলে ঊষার অরুণিত মুখচ্ছবি দেখিবা মাত্রই, তাঁহার পদাতিক সৈন্য চালনা করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন; এবং বিদ্যুদ্-বেগে নগর-বহিস্থ একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া লইয়া, জল-যুদ্ধের ফলাফল পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত অবস্থিত রহিলেন।

সীজার তাঁহার রণতরির দুর্ভেদ্য ব্যূহ মধ্যে বিরাজিত ছিলেন; এণ্টনী দেখিলেন,—তাঁহার রণতরিসমূহ সীজারের যুদ্ধ জাহাজ-গুলির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। তরিগুলি যেরূপ ভীমবেগে অগ্রসর হইতেছে, দেখিয়া বোধ হইল যে, এই আক্রমণের বেগ সীজারের তরি কখনও সহিয়া লইতে পারিবে না। আশা, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়েও, জীবের নয়ন-সান্নিধ্যে, তাহার ভেল্‌কীর পট খুলিয়া শেষ খেলাটি একবার খেলিয়া লইতেই ভালবাসে। এণ্টনীর নিরাশ প্রাণ ক্ষণিক আশার চমকে একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু ভাগ্যহীন এণ্টনী ভাবিলেন এক, হইল আর। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার রণতরিসমূহ ইরম্মদ-গতিতে সীজারীয় তরি-শ্রেণীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়াই থামিয়া গেল। তরিস্থিত অস্ত্রধারী যোদ্ধৃবর্গ অস্ত্রচালনা করিল না; দাঁড়গুলি উত্তোলিত হইল;—জাহাজের লোকেরা হাতের অস্ত্র শস্ত্র নামাইয়া রাখিয়া, সীজারকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। এই অভিবাদনের পর, আর মুহূর্ত্তেকও বিলম্ব হইল না, এণ্টনীর জাহাজগুলি, সর্ব্বতো-ভাবে সীজারের হইয়া, সীজারের রণতরির সঙ্গে সঙ্গে হেলিয়া

তুলিয়া নগর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এণ্টনী সাগর-বক্ষ হইতে তাঁহার বিষাদ-ক্লিস্ট বিস্মিত নেত্র ফিরাইয়া আনিয়া, নিম্নচারী স্থল-সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন,—ঠিক্ এই সময়েই, তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যদলও তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া দড়-বড়-গতি সীজারের পক্ষে চলিয়া যাইতেছে! বাকি রহিল কেবল পদাতিকের দল। পদাতিকের দল কিছুক্ষণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত, বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল! পদাতিক দল পরাজিত হইলে, এণ্টনী সেই উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিলেন; এবং অবিশ্বাসিনী ক্লিওপেট্রার বিশ্বাস-ঘাতকতাই এই অবস্থার মূল, উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্লিওপেট্রা অবিশ্বাসিনী, এই ভয়াবহ সন্দেহের সঞ্চারে, এণ্টনীর স্মৃতিপটে, হয় ত সেই সময়ে, শেক্ষপীরের নাট্যোল্লিখিত জুলিয়াস্ সীজারের সেই প্রসিদ্ধ উক্তির মত—"হা, ব্রুটি, তুমিও! তবে সীজারের পতন হউক," এই শ্রেণীর একটা ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি ক্ষিপ্তবৎ নগরে প্রবেশ করিলেন।

সীজারের দূত পুনঃ পুনঃ ক্লিওপেট্রার নিকট যাতায়াত করিতেছিল। দূত কি কথা লইয়া আসিত, এবং প্রত্যুত্তরে কোন্ কথা লইয়া যাইত, কেহই তাহা জানিত না! অথচ রণ-ক্ষেত্রে এণ্টনী যে সকল সৈন্য সামন্তের উপর নির্ভর করিয়া, সীজারের সম্মুখীন হইলেন, তাহারা পরাজয়ের পূর্ব্বেই দলে দলে সীজারের আশ্রয় গ্রহণ করিল! এই অবস্থায়, অন্য

লোকের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, এণ্টনীর মত প্রেমোন্মাদের মনেও সন্দেহের ক্ষণিক উদ্রেক বিস্ময়াবহ ঘটনা নহে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ক্লিওপেট্রা এণ্টনী সম্পর্কে অবিশ্বাসিনী বা অপরাধিনী কি না, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ কোনই মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। প্রথমতঃ এণ্টনীর মত অন্য লোকের মনেও গভীর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। অনেকেই মনে করিয়াছিল,—ক্লিওপেট্রা হয় ত এই প্রৌঢ় বয়সে, নবীন যুবা অগষ্টাস্ সীজারের সঙ্গে গোপনে গোপনে আবার একটা অভিনব প্রেম-লীলার অভিনয় উদ্দেশ্যে, তদনুরূপ নেপথ্য-বিধানে নিরত হইয়াছেন। প্রকৃত কথা যাহাই হউক না কেন, ক্ষণকালের জন্য এণ্টনীর হৃদয় কিন্তু, এইরূপ একটা বিসদৃশ সন্দেহেই অধীর ও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।

এণ্টনী ক্ষিপ্তবৎ প্রাসাদাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছেন। শুধু ইহাই নহে, তিনি মুখে স্পষ্টাক্ষরে ক্লিওপেট্রাকে বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া গালি দিতে দিতে আসিতেছেন। ক্লিওপেট্রা ইহা শুনিতে পাইয়া, এণ্টনী পাছে হঠাৎ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায়, অমনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার নবনির্ম্মিত মনুমেণ্টে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন। তিনি মনুমেণ্টে প্রবেশ করিয়াই লৌহ অর্গল দ্বারা মনুমেণ্টের সমস্ত দ্বার দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন; এবং "ক্লিওপেট্রা মরিয়া গিয়াছে,"—এই সংবাদ বলিবার নিমিত্ত একটি দূতকে দ্রুতবেগে এণ্টনীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

হঠাৎ এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ শুনিতে পাইয়া, এণ্টনী বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন। ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে একটা উৎকট সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাসের ভাব জন্মিয়াছিল, তাহা অমনি অন্তর্হিত হইয়া গেল;—দুঃসহ শোক সমস্ত ধুইয়া পুছিয়া অচিহ্ন করিয়া ফেলিল। এণ্টনীর ক্ষিপ্ততা,—ক্রোধজনিত প্রজ্বলিত বহ্নির উগ্রভাব ত্যাগ করিয়া, শোকের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হইয়া উঠিল। এণ্টনীর বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দু-ই অতি দ্রুতগতিতে স্ফুরিত ও তিরোহিত হইত। তিনি দূতের এই উক্তি শ্রবণ মাত্রই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং যার-পর-নাই অধীর হইয়া পড়িলেন। দুই চক্ষে অনল-ধারার মত দু'টি অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হা! ক্লিওপেট্রা, তুমি নাই! তুমিও এই বিপদ সময়ে আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে! তবে এণ্টনী,—এণ্টনী—তবে আর কেন বিলম্ব করিতেছ? যাঁহার জন্য এখনও তোমার বাঁচিবার সাধ ছিল,—এত ভাগ্য-বিপর্য্যয়েও তুমি জীবন ধারণের কারণরূপে, যাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছিলে, অদৃষ্ট বা নিয়তি আজি তাঁহাকেও তোমার বুক হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে!—তবে আর কেন,—তবে আর এণ্টনী অপেক্ষা করিতেছ, কাহার জন্য?"—এইরূপে বহু বিলাপ-পূর্ণ প্রলাপ বলিতে বলিতে এণ্টনী তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার বর্ম্ম চর্ম্ম ইত্যাদি সমস্ত সমর-সজ্জা দুই হাতে অঙ্গ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার মুখ

ও চক্ষু দিয়া হৃদয়ের দ্রবীভূত বহ্নি যেন শত শিখায় ফুটিয়া পড়িতে লাগিল!—তিনি ঊৰ্দ্ধনেত্রে আকাশের পানে তাকাইয়া আবার বড় গলায়, উচ্ছ্বসিত প্রাণে কহিলেন,—"ক্লিওপেট্রা, প্রাণাধিকে, তুমি তনুত্যাগ করিয়াছ! ভালই করিয়াছ। এ তোমার মত দূরদর্শিনী বুদ্ধিমতীর উপযুক্ত কৰ্ম্মই বটে। কিন্তু তোমার বিয়োগ-দুঃখে, বিরহ-ভাবনায় যে আমি এই মনস্তাপ করিতেছি, তাহা নহে। কারণ, আমি জানি, আমি অতি শীঘ্রই আবার তোমার সহিত মিলিত হইব। কিন্তু এই চিন্তা, অনুতাপ ও আত্ম-গ্লানিই আমাকে আজি অপরিসীম কষ্ট দিতেছে যে, একটি স্ত্রীলোক যে সাহস প্রদর্শন করিতে পারিল, পৃথিবীর একজন সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, সেই সাহস প্রদর্শনে এত কাল-বিলম্ব করিল, এখনও এইরূপ বৃথা বিলাপ পরিতাপের আশ্রয় লইয়া যেন একটু পশ্চাৎপদ, সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত রহিল! এণ্টনীর পক্ষে ইহা বস্তুতই বড় লজ্জার কথা ও বিড়ম্বনার বিষয়!—না—আর না।"

এণ্টনী এই কথা কহিতে কহিতে ইরস্‌কে (Eros) ডাকিলেন। ইরস্ এণ্টনীর একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য। এণ্টনীর আহ্বানে ইরস্ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এণ্টনী কহিলেন,—"ইরস্, তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে ত? অদ্য তোমার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের শুভ দিন উপস্থিত। বাছা, সত্বর তোমার অসি নিষ্কোষিত কর।"

এণ্টনী ইরস্‌কে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, যখন আত্মহত্যার প্রয়োজন হইবে, তখন এণ্টনী

ইঙ্গিত করিলেই সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, অমনি তরবারির আঘাতে এণ্টনীকে কাটিয়া ফেলিবে। এণ্টনী আজি ইরস্‌কে সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। এণ্টনীর ইঙ্গিত মাত্রই চির-অনুগত, আজ্ঞাধীন সত্য-প্রতিজ্ঞ ভৃত্য ইরস্ শাণিত অসি নিষ্কোষিত করিল; এবং এণ্টনীর স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ড-মূর্ত্তিতে অগ্রসর হইল।

এণ্টনী ইরস্‌কে তাহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া, নয়ন মুদিয়া সাংঘাতিক প্রহারের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রহারের শব্দ শুনিলেন, কিন্তু সে প্রহার তাঁহার অঙ্গে নহে। তিনি চমকিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; দেখিলেন,—ইরসের দ্বিখণ্ডিত রক্তাক্ত কলেবর তাঁহার চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতেছে! ইরস্ এণ্টনীকে আঘাত করে নাই। প্রতিজ্ঞা যাহাই করিয়া থাকুক না কেন, সে প্রভুর সেবা করিতে শিখিয়াছে, প্রভু-হননে তাঁহার অভ্যাস নাই। সে এণ্টনীর আজ্ঞাপালন করিতে পারে নাই। উত্তোলিত অসির প্রহারে আপনি সে আপনাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে!

এণ্টনী স্থির, ধীর ও গম্ভীর। তাঁহার চক্ষে একটি পলক পড়িল না। এই ভয়াবহ আকস্মিক দৃশ্যে তাঁহার শরীরের একটি পেশীও স্পন্দিত হইল না। কিন্তু তাঁহার দুই ফোঁটা অশ্রু ইরসের প্রতপ্ত শোণিত-স্রোতে মিশিয়া গেল। তিনি ইরসের মৃতদেহের পানে তাকাইয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"ইরস্, তুমি বেশ কাজ করিয়াছ। এ তোমার মত বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ভৃত্যেরই উপ-

যুক্ত। যদিও তুমি প্রভু-হননরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালনে হৃদয়ে বল পাইলে না, তথাপি আপনাকে হত্যা করিয়া, কিরূপে মরিতে হয়, তোমার প্রভুকে তাহাই শিখাইয়া গেলে।" এই কথা বলিতে বলিতেই এণ্টনী সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ আপনার উদরে বসাইয়া দিয়া একটা কৌচের উপরে শুইয়া পড়িলেন! উৎস-মুখোত্থিত জল-ধারার ন্যায় আঘাতের মুখ হইতে শোণিত উছলিয়া উছলিয়া পড়িতে লাগিল! তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইতে পারে, আঘাত তত দূর সাংঘাতিক নহে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইল। কিছুক্ষণ পরে, রক্তস্রোত একটু রুদ্ধ হইয়া আসিলে, তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন। চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, তাঁহার আশ্রিত পার্শ্বচর ও পরিচারকবর্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, রহিয়াছে; এবং যে যেরূপে যতটুকু পারিতেছে, ঐ অবস্থায় তাঁহাকে আরামে রাখিবার জন্য যত্ন করিতেছে। কিন্তু এণ্টনীর তখন আর আরাম বা শান্তিলাভের কোনই প্রত্যাশা বা সম্ভাবনা নাই। উদরে সাংঘাতিক ক্ষত,—দৈহিক আরামের অবসর নাই। মনে একদিকে দুঃসহ পরিভব-দুঃখ, অন্যদিকে শোকের জ্বালা, মনের মধ্যেও দুশ্চিকিৎস্য ক্ষত,—সেখানেও শান্তির প্রত্যাশা নাই। সংজ্ঞালাভের পর, যন্ত্রণা অপরিসীম হইয়া উঠিল। যাহারা তাঁহার নিকটে ছিল, তিনি করযোড়ে তাহাদিগের জনে জনের কাছে, কাতরে কাকুতি করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"ভাই সকল, এ বৃথা চেষ্টা আর করিও না;—সেবা শুশ্রূষার এ বিফল প্রয়াস পরিত্যাগ কর। কোন প্রকার

আরাম বা শান্তি এণ্টনীর পক্ষে এক্ষণ অসম্ভব কথা। মৃত্যুই এখন আমার পরম শান্তি। আমার পরম যথার্থ বান্ধব যদি এখানে কেহ থাকিয়া থাক, তাহা হইলে, আমার এই যন্ত্রণার যাহাতে সত্বর একেবারে অবসান হয়, তাহারই চেষ্টা কর, ইরস্ যাহা পারে নাই, তোমাদের কেহ তাহা কর।” এণ্টনী কৃত এইরূপ আকুল-প্রাণের করুণ প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল! এণ্টনী শূন্যগৃহে পড়িয়া রহিলেন এবং আর্ত্তনাদে সমগ্র প্রাসাদ নিনাদিত করিয়া, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন!

এই সময়ে, ধীর পাদ-বিক্ষেপে, সেইস্থানে ডাইওমিডিস্ (Diomedes) প্রবেশ করিলেন। ডাইওমিডিস্ ক্লিওপেট্রার সেক্রেটারী। তিনি বিনীত ভাবে এণ্টনীর সম্মুখীন হইয়া, অবনত-মস্তকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি ক্লিওপেট্রার আদেশ অনুসারে, তাঁহাকে মনুমেণ্টে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। “তবে কি আমার ক্লিওপেট্রা এখনও জীবিত!”—এই বলিয়া এণ্টনী ডাইও-মিডিসের মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। সেই মৃতদেহে যেন পলকের তরে প্রাণ আবার ফিরিয়া আসিল! সেই মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও যেন হর্ষের একটা ক্ষণিক চমক ফুটিয়া উঠিল! নিজের বলে উঠিবার সাধ্য নাই। তিনি অতঃপর যার-পর-নাই ব্যগ্রভাবে ভৃত্যদিগকে বলিতে লাগিলেন,—“ক্লিওপেট্রা যেখানে, ধরা-ধরি করিয়া আমাকে তোমরা সত্বর সেইখানে লইয়া চল।” এণ্টনী উঠিলেন। ভৃত্যবর্গ বাহুতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে

মনুমেণ্টের দিকে লইয়া চলিল। অর্দ্ধমৃত এণ্টনী এই ভাবে বড় কষ্টে মনুমেণ্টের দ্বারে পহুঁছিলেন। কিন্তু ক্লিওপেট্রা কিছুতেই প্রাসাদের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবেন না। ক্লিওপেট্রার চক্ষে তখন বিশ্বসংসার বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন। তিনি কাহাকেও আর বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং দ্বার খোলা হইল না। ক্লিওপেট্রা গবাক্ষ-পথে সেই পর্ব্বতোপম উচ্চ প্রাসাদ হইতে অতি দৃঢ় একগাছি রজ্জু ফেলিয়া দিলেন। এণ্টনীকে ঐ রজ্জুতে দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া গবাক্ষ-পথে প্রাসাদে উঠাইয়া লওয়া স্থিরীকৃত হইল।

নিম্নস্থিত পরিচারকেরা রজ্জুর একপ্রান্তে এণ্টনীকে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। ক্লিওপেট্রা তাঁহার অতিবড় ভালবাসার সখী-সদৃশী দু'টি পরিচারিকা ব্যতীত আর কাহাকেও সেই মনুমেণ্টে প্রবেশ করিতে দেন নাই। ক্লিওপেট্রা সেই দু'টি পরিচারিকার সহযোগে এণ্টনীকে টানিয়া উপরে উঠাইতে আরম্ভ করিলেন। তখনকার সেই বিচিত্র করুণ দৃশ্য যে দেখিল, তাহারই চক্ষে অশ্রু ঝরিল। এণ্টনীর এইরূপ রোমহর্ষণ মর্ম্মান্তিক বিড়ম্বনা দর্শনে, বোধ হয়, তখন পিরামিডের পাষাণ-বক্ষও বিদীর্ণ হইতে চাহিয়াছিল। এই দৃশ্য যাহারা নিম্নে দাঁড়াইয়া দেখিল,—তাহারা একবাক্যে সকলেই বলিয়া উঠিল,—"ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না।" এক দিকে এণ্টনীর রক্তাক্ত কলেবর শূন্যে লম্বমান; লম্বিত দেহ হইতে ঝর ঝর করিয়া শোণিত বিন্দু বৃষ্টির ফোঁটার মত নিম্নে ঝরিয়া পড়িতেছে;

এণ্টনীর আধ জীবিত শব ঊর্দ্ধদিকে গবাক্ষ-পথে চক্ষু রাখিয়া, যেন ক্লিওপেট্রাকে আলিঙ্গন করিবার আকাঙ্ক্ষায়, কম্পিত বাহু দু'টি প্রসারিত করিয়া, তখনও যে সামান্য শক্তিটুকু অবশিষ্ট ছিল, তদ্দারা উপরে উঠিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে! অন্যদিকে ক্লিওপেট্রা সঙ্গিনীদ্বয়ের সহিত, সমগ্র বল প্রয়োগ করিয়া রজ্জুর দিকে ঝুকিয়া পড়িয়া, মস্তক মাটিতে ঠেকাইয়া খুঁটি করিয়া, বহু কষ্টে এণ্টনীকে টানিয়া উপরে তুলিতেছেন! স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ একজন লোককে ঐ পরিমাণ উঁচে টানিয়া উঠান, যার-পর-নাই কষ্টসাধ্য কর্ম্ম। ক্লিওপেট্রা এক-প্রকার অসাধ্য সাধনায় ব্যাপৃত। নিম্ন হইতে দর্শকগণ, রজ্জু ধরিয়া টানিবার সময়, ক্লিওপেট্রাকে উচ্চৈঃস্বরে উৎসাহ দিয়াছিল; এবং তাঁহার তাদৃক্ প্রাণপণ চেষ্টায় যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল!

অবশেষে বহুকষ্টে, গবাক্ষ-পথে এণ্টনীকে উপরে উঠান হইল। ক্লিওপেট্রা, উন্মাদিনীর ন্যায়, আকুল প্রাণে তাঁহাকে বুকে আবরিয়া লইলেন; এবং অতি সাবধানে রজ্জুর বন্ধন খুলিয়া ফেলিয়া যত্নের সহিত তাঁহাকে সুকোমল শয্যাতলে শোয়াইয়া রাখিলেন। কিন্তু ইহা করিয়াই, তাঁহার তৃপ্তি হইল না,—তিনি তাঁহার নিজের পরিধেয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া এণ্টনীর সমস্ত শরীর ঢাকিয়া দিলেন; এবং এণ্টনীর আহত স্থান হইতে দুই হাতে শোণিত তুলিয়া লইয়া আপনার মুখে চখে সেই শোণিত মাখিয়া এক ভয়াবহ অস্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন!

ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর তথাবিধ দুরবস্থা ও যার-পর-নাই শোচনীয় দশা দেখিয়া এতদূর মর্ম্মাহত ও অধীর হইয়াছিলেন যে, বোধ হয়, আপন দুরবস্থার বিষয়, তখন আর তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও ঠাঁই পায় নাই। তিনি পাগলিনীর মত এণ্টনীর গলা ধরিয়া,—"আমার স্বামী, আমার প্রভু, আমার সম্রাট্, আমায় ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ ?"—এই বলিয়া তারস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ক্লিওপেট্রার নয়নজল ও কাতর-বিলাপ তখনও এণ্টনীর পক্ষে অসহনীয়। তিনি সেই মুমূর্ষু অবস্থায়ও ক্লিওপেট্রার শোক অপনোদনার্থ যথাশক্তি যত্ন করিলেন ; এবং তৃষাতুর বলিয়াই হউক, অথবা সত্বর যন্ত্রণার অবসান সাধনার্থই হউক, মদ্যপান করিতে চাহিলেন। মদ্য আনীত হইল। এণ্টনী মদ্যপান করিয়া ক্লিওপেট্রাকে এই উপদেশ প্রদান করিলেন যে, তিনি যেন এরূপে শোকাকুল না রহিয়া, যাহাতে যতদূর সম্ভব সসম্মানে নিজ বিষয়ের সুনিষ্পত্তি বিধান করিতে পারেন, তজ্জন্য ধীর ও স্থিরভাবে প্রাণপণ যত্ন করেন। সীজারের বন্ধুবর্গের মধ্যে যদি কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন বা নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে, তিনি প্রকিউলিয়াসের (Proculeius) প্রতি নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করিতে পারেন। এণ্টনী আরও বলিলেন যে, তাঁহার বর্ত্তমান ভাগ্য-বিপর্য্যয় দর্শনে ক্লিওপেট্রা যেন প্রাণে ও মনে এইরূপ মর্ম্মাহত ও হতাশ হইয়া না পড়েন। ক্লিওপেট্রার মত বীর-মনোমোহিনী রাজ্যেশ্বরীর পক্ষে শোকাকুলা হওয়া নিতান্তই লজ্জাজনক বিড়ম্বনা! ক্লিওপেট্রার বরং ইহা স্মরণ করিয়া আনন্দিত

হওয়াই উচিত যে, তাঁহার প্রিয়তম এণ্টনী তাঁহার সমস্ত জীবন ভরিয়া, অনন্যসাধারণ সৌভাগ্য ও সুখ-সম্পদ্ সম্ভোগ করিয়াছেন ; এবং অন্য সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অধিকতর গৌরবান্বিত ও ক্ষমতাপন্ন জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। পরিণামে, দৈব-বিপাকে, যদিও তাঁহাব অধঃপতন ঘটিয়াছে সত্য, তাহাও অগৌরবের সহিত নহে ;—রোমান্, রোমান্ কর্ত্তৃকই পরাভূত হইয়াছে।

বলিতে বলিতে এণ্টনীর জিহ্বা অবশ হইয়া আসিল,—তাঁহার দৃষ্টি-পথে, ধীরে ধীরে অন্ধকার-রাহু মুখ-ব্যাদন করিয়া আসিয়া, ক্লিওপেট্রার অশ্রুসিক্ত ক্লিষ্ট মুখ-চন্দ্র খানি গ্রাস করিয়া ফেলিল ; সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় অদৃশ্য হইল ! এণ্টনী নয়ন যুগল নিমীলিত করিয়া মহানিদ্রায় শয়ন করিলেন ! ক্লিওপেট্রার হৃদয়-বিদারি চীৎকার-ধ্বনি সুদূর-ধ্বনিত অস্ফুট আরাবের ন্যায় তাঁহার কর্ণ-কুহরে একবার মাত্র প্রবেশ করিল ; ইহার পরে তিনি আর কিছু শুনিলেন না ! রাজরাজেশ্বর এণ্টনী, প্রাচীন রোমের পৃথ্বী-প্রসিদ্ধ বীর, বাগ্মী ও বিলাসী এণ্টনী,—চক্ষের পলকে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন ! ক্লিওপেট্রার প্রেম-পিঞ্জর শূন্য করিয়া সাধের পাখী আজি কোন্ পথে কোথায় উড়িয়া গেল ! ক্লিওপেট্রার কোন কল, কৌশল ও মায়া-চাতুরীই আর তাঁহাকে রাখিতে সমর্থ হইল না। ক্লিওপেট্রা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় সীজারিয়ন্ যুগ।

সীজার তাঁহার শিবিরে দরবার-গৃহে সচিববর্গ সহ উপবিষ্ট আছেন। এই সময়, একটি লোক একখানি শোণিতাক্ত ছুরিকা হস্তে লইয়া, উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সেই দরবার-গৃহের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইল। তিনি লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ঐ ব্যক্তি এণ্টনীর জনৈক শরীর-রক্ষী। এণ্টনী নিজের উদরে ছুরিকা বসাইয়া দিবার পরে, যখন রক্ষিগণ কর্ত্তৃক ক্লিওপেট্রার মনুমেণ্টের দিকে বাহিত হইতেছিলেন, তখন ঐ শরীর-রক্ষী তাৎকালিক গোলযোগের সুযোগে, এণ্টনীর উদর হইতে সেই ছুরিকাটি বাহির করিয়া লইয়া, নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অবশেষে, সে গুপ্তভাবে সীজারের নিকট পলাইয়া যাইয়া, সর্ব্বাগ্রে সীজারের কাছে, এণ্টনীর মৃত্যুরূপ শুভ সংবাদ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে, সীজারের শিবির-দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তাহার উক্তির সমর্থনার্থ চিহ্ন বা অভিজ্ঞানস্বরূপ রক্ত-মাখা ছুরিকাখানি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সম্ভবতঃ, এই দীনচিত্ত সৈনিকটি বখ্‌সিস্ বা পুরস্কার প্রাপ্তির লোভরূপ উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াই এই কার্য্য করিয়াছিল! কিন্তু দুর্ভাগার আশা সফল হইল না। সীজার তাহাকে কোন পুরস্কার প্রদান করিলেন না। তিনি

এণ্টনী সংক্রান্ত এই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ নীরবে শ্রবণ করিলেন; এবং শ্রবণমাত্রই দরবার-গৃহ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শিবিরের কোন নিভৃত কক্ষে নীরবে চলিয়া গেলেন। যে এণ্টনী বৈবাহিক সম্বন্ধে তাঁহার অতি বড় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সাম্রাজ্য-শাসনে সহযোগী; এবং রণক্ষেত্রে আজি দুর্দ্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, এক সময়ে বহু যুদ্ধ এবং বিপদ-সঙ্কুল সামরিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মে অদ্বিতীয় সহায়, সুহৃদ্, পার্শ্বচর ও সঙ্গী ছিলেন, আজি সেই বন্ধুর এরূপ শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ হঠাৎ শুনিতে পাইয়া, সীজারের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি নীরব অশ্রুতে ক্ষণকাল সেই বিপন্ন বন্ধুর অন্তিম তর্পণ করিয়া লইলেন। কিছু ক্ষণ পরে, তিনি আর এই বৃথা পরিতাপে সময়ক্ষেপ করা সঙ্গত মনে না করিয়া, দরবার-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শোকের সঙ্গে সঙ্গে, বোধ হয়, এণ্টনীর ঈদৃক্ বিপরিণাম-সংঘটনে, সীজারের হৃদয়ে একটু অনুতাপেরও উদ্রেক হইয়াছিল। কারণ, তিনি জানেন, এণ্টনীকে এইরূপ আত্মহনন চেষ্টায় তিনিই প্রকারান্তরে বাধ্য করিয়াছেন! দরবার-গৃহে যাইয়া, সম্ভবতঃ তিনি অনুতপ্ত হৃদয়কে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্তই, তাঁহার সহিত এণ্টনী যে বিসদৃশ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক মনে করিলেন। এণ্টনীর দুর্দ্দশা-দর্শনে রোমানেরা যাহাতে উত্তেজিত হইয়া না উঠে, পূর্ব্বেই তৎসম্পর্কে একটু সতর্কতা অবলম্বনও, বোধ হয়, তাঁহার একটু সুদূরলক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দরবার-গৃহে উপস্থিত হইয়া, এণ্টনীর

নিকট যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, সেইগুলি পাঠ করিলেন এবং সকলকে বুঝাইলেন,—তিনি নিরবচ্ছিন্নই ন্যায় ও ধর্ম্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নম্র ভাষায় কথা কহিয়া পাঠাইয়াছেন, আর সেই সকল কথার প্রত্যুত্তরে, এণ্টনী কিরূপ গর্ব্বিত ও কর্কশ উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছেন। তিনি নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে চিঠিগুলি পাঠ করিলেন, বন্ধুবর্গও নীরবে ও বিষণ্ণভাবে বসিয়া সীজারের সমস্ত কথা শুনিলেন।

সীজারের চিত্তে এইক্ষণে অতি গুরুতর কয়েকটা আশঙ্কার উদয় হইল। মিশরের ধন-ভাণ্ডারটিকে অক্ষুণ্ণভাবে হস্তগত করা, সীজারের মনোগত প্রধান আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয় অভিলাষ, ক্লিওপেট্রাকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করা। জয়-লব্ধ সম্পদরাশির মধ্যে, যদি তিনি সশরীরে জীবন্ত ক্লিওপেট্রাকে রোমে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার এই জয়ের গৌরব ও মাহাত্ম্য দশগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তাঁহার ভয় যে, এণ্টনীর মৃত্যুতে এক্ষণে ক্লিওপেট্রা শোকসন্তপ্ত নিরাশ-হৃদয়ে, সহসা আত্মজীবনের উপর একটা সাংঘাতিক অনুষ্ঠান করিয়া বসিতে পারেন। অথবা ধন-ভাণ্ডারটি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইতে পারে। তাহা হইলে, তাঁহার সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাই পণ্ড হইয়া যাইবে। অতএব তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, প্রকিউলিয়াস্‌কে (Proculeus) ক্লিওপেট্রার সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রতি এই উপদেশ

রহিল যে, তিনি ক্লিওপেট্রাকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করিবেন।

এণ্টনীর দেহ-পিঞ্জর হইতে যে মুহূর্ত্তে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই প্রকিউলিয়াস্ মনুমেণ্টের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লিওপেট্রা, পূর্ব্ব হইতেই যাহাতে প্রকিউলিয়াস্ কিংবা অন্য কোন রোমান্ রাজপুরুষের ক্ষমতাধীন হইয়া না পড়েন, তৎসম্পর্কে বিশেষ সাবধান ছিলেন। প্রকিউ-লিয়াস্ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত, তিনি ইহা জানিতে পারিয়াই, অশ্রু সম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু কিছুতেই মনুমেণ্টের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন না। ক্লিওপেট্রা মনুমেণ্টের ভিতরে দৃঢ়অর্গলবদ্ধ সুরক্ষিত দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া, বাহিরে ভূমির উপর দণ্ডায়মান প্রকিউলিয়াসের সহিত বাক্যালাপের বন্দোবস্ত করিলেন। দ্বার দৃঢ়বদ্ধ রহিলেও, শব্দ-শ্রুতির কোনরূপ অন্তরায় ছিল না। ক্লিওপেট্রা যত কথা বলিলেন,—উহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সন্তানগণ যেন রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত না হয়,—তাহারা যেন নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। এই কথাই তাঁহার সকল প্রার্থনার সার কথা। প্রকিউলিয়াস্ প্রত্যুত্তরে যাহা কহিলেন,—উহারও সার মর্ম্ম এই যে, ক্লিওপেট্রা একটু স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকুন,—একটু সাহস অবলম্বন করুন। সীজার হইতে তাঁহার কোনই ভয় বা আশঙ্কার কারণ নাই। তিনি নিঃসন্দেহচিত্তে সর্ব্ববিষয়েই সীজারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন। প্রকিউলিয়াস্

মুখে এরূপ আলাপ করিলেন, অথচ সূক্ষ্মদর্শী নয়নের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে, রাজা পরীক্ষিতগঠিত লৌহ-মন্দিরের ন্যায়, সেই প্রবেশ-ছিদ্রশূন্য রন্ধ্র-বিবর্জ্জিত প্রাসাদের সমস্ত দিক্ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইলেন। এই প্রাসাদে কোন্ পথে কি ভাবে প্রবেশ করা যাইতে পারে, তাহা বিলক্ষণরূপে দেখিয়া লইয়া প্রকিউ-লিয়াস্ সীজার সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পরে, গেলাস্ (Galuss) নামক অন্য আর এক ব্যক্তি সীজারকর্ত্তৃক ক্লিওপেট্রা সমীপে প্রেরিত হইলেন। এবারে কথার আড়ম্বর একটু বেশী চলিল। গেলাস্‌ও পূর্ব্ববৎ দ্বারের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া, অনেক দূর ছান্দিয়া বাঁধিয়া, কথা আরম্ভ করিলেন। ক্লিওপেট্রা ভিতর হইতে কথার উত্তর দিতে থাকি-লেন। আজ রাজ্যসম্বন্ধে অনেক গুরুতর কথা উঠিল। সীজারের সঙ্গে ক্লিওপেট্রার একটা স্থায়ী নিষ্পত্তি কি প্রণালীতে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বহু আশাজনক বিষয়ের অব-তারণা হইল। গেলাসের কথা ও আশ্বাস বাক্যের আর পরিসমাপ্তি নাই। অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া আলাপ চলিল। ক্লিও-পেট্রা গেলাসের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত, এই সময়ে, বাহিরে মই অর্থাৎ বাঁশের সিঁড়ী ফেলিয়া যে গবাক্ষ-পথে এণ্টনীকে উপরে টানিয়া উঠান হইয়াছিল, সেই পথে গুপ্তভাবে প্রকিউ-লিয়াস্ প্রাসাদে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্রে প্রকিউলিয়াস্; তাঁহার পশ্চাতে দুইটি পরিচারক। তিন জন বিশেষ সাবধানতার সহিত মই-যোগে প্রাসাদে আরোহণ করিয়া,

নিঃশব্দ পাদ-সঞ্চারে, ক্লিওপেট্রা যে স্থানে দাঁড়াইয়া গেলাসের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন! ক্লিওপেট্রার সহিত যে দুটি পরিচারিকা ছিল, তাহার একজন তিনটি অপরিচিত পুরুষকে চৌরের ন্যায় ক্লিওপেট্রার সন্নিহিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ—হা দুর্ভাগিনী ক্লিওপেট্রা, তুমি ত বন্দিনী হইলে!" শ্রুতিমাত্র ক্লিওপেট্রা চমকিয়া উঠিলেন; এবং বিদ্যুদ্‌বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন অনুচরদ্বয় সহ প্রকিউলিয়াস্ তাঁহার সম্মুখে। প্রকিউলিয়াস্‌কে দেখিয়াই তিনি তাঁহার বক্ষোবেষ্টন-বস্ত্র হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বহির্গত করিলেন। ক্লিওপেট্রা, প্রয়োজন পড়িলে যেন অনায়াসে আত্মহত্যা করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে, এই ছুরিকাখানি সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। প্রকিউলিয়াস্ ক্লিওপেট্রার হস্তে শাণিত ছোরা দেখিবামাত্রই, এক লাফে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, ছোরা-সহ তাঁহার দুখানি হাত ধরিয়া ফেলিলেন; এবং ক্লিওপেট্রার চখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছি-ছি-ছি লজ্জার কথা! ক্লিওপেট্রা, তোমার এই কাজ!!—এই কর্ম্ম দ্বারা তুমি ত তোমার নিজের প্রতি ঘোরতর অন্যায় আচরণই করিতেছিলে, কিন্তু তা ছাড়া, আরও একটা বড় গুরুতর অন্যায় করিতে চলিয়াছিলে নির-পরাধ সীজারের প্রতি! সীজারের হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশের এমন শুভ সুযোগ ও এতাদৃশ উপযুক্ত পাত্র সম্ভবে না, তুমি আজ একটা জঘন্য লৌহ ফলকের আশ্রয়ে

তাঁহাকে তাঁহার সেই সাধে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিলে; এবং যে সেনাপতি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দয়াবান্ ও কোমল-প্রাণ, তুমি সেই সেনাপতিকে অকারণে হৃদয়শূন্য নির্দ্দয় অসুর বা ঘৃণ্য বিশ্বাস-ঘাতকরূপে পৃথিবীর নিকট প্রতিপন্ন করিয়া, তাঁহাকে চির-কালের তরে নিন্দনীয় করিতে যাইতেছিলে! ধিক্ তোমাকে!—ধিক্ তোমার এইরূপ আত্মহত্যার বুদ্ধিকে!" এই বলিয়া প্রকিউ-লিয়াস্ ক্লিওপেট্রার হাত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইলেন; এবং তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তরে কোথাও কোনরূপ বিষাক্ত দ্রব্য লুক্কায়িত আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্লিওপেট্রার পরিধেয় বস্ত্রাদি তন্ন তন্ন করিয়া ঝাড়িয়া দেখিলেন। কিন্তু আর কোন প্রাণ-নাশক সাংঘাতিক বস্তু, তাঁহার নিকটে পাইলেন না। মনুমেণ্টের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সীজারের লোক জন প্রাসাদ-রক্ষক প্রহরীরূপে মনুমেণ্ট ঘেরিয়া রহিল। ক্লিওপেট্রা কোন কথা বলিলেন না, অবসন্ন-প্রাণে কৌচের উপরে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

এই ঘটনার পরক্ষণেই সীজার ইপাফ্রোডিটাস্ (Epaphroditus) নামক তাঁহার একজন অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তিকে ক্লিওপেট্রার সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। ইপাফ্রোডিটাসের প্রতি এই আদেশ রহিল যে, তিনি যেন ক্লিওপেট্রার প্রতি যার-পর-নাই, শিষ্টতা, ভদ্রতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া, কথাবার্ত্তা বলেন; এবং ক্লিওপেট্রা যাহাতে কোন প্রকারে আত্মহত্যা করিতে না পারেন, তৎপ্রতি যেন বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া চলেন।

এপর্য্যন্ত বিজয়ী সীজারের শিবির নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত ছিল। তিনি নগর-বহিস্থ শিবির হইতেই ক্লিওপেট্রার কাছে পুনঃ পুনঃ দূত পাঠাইতেছিলেন। ইপাফ্রোডিটাস্ ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে সীজারের অনুমতি অনুসারে কার্য্য করিতেছেন, এই সময়ে, সীজার আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরে প্রথম প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন। এরিয়াস্ আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি সীজারের একান্ত অনুগ্রহভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। সীজার এরিয়াসের হাত ধরিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াবাসী দেখুক, তাহাদিগের স্বনগরবাসী এরিয়াসের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে! সীজার নগরপ্রবেশ করিয়া নগরের প্রসিদ্ধ ক্রীড়া-ভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত নগরবাসী সীজারের ভয়ে তটস্থ। সীজার ক্রীড়া-ভূমির মঞ্চে (Platform) দণ্ডায়মান হইলে, ভয়গ্রস্ত নগরবাসিগণ আপন আপন ধন মান ও প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইল। তিনি তাহাদিগকে অভয় দিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। বলিলেন,—"এই নগরের স্থাপয়িতা আলেক্‌জাণ্ডারের গৌরব ও সম্মান, নগরের সৌন্দর্য্য ও আয়তন এবং বন্ধুবর এরিয়াসের মনস্তুষ্টির জন্য, আমি নগরবাসীদিগকে সর্ব্বপ্রকার দোষ ও অপরাধ হইতে মুক্তি প্রদান করিলাম। তোমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজ নিজ গৃহে সুখে ও শান্তিতে অবস্থান কর।" অমনি ভয় ও ভাবনায়

শুষ্ক-কণ্ঠ অসংখ্য নগরবাসীর মুখ হইতে সীজারের জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

এরিয়াস্ তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রসাদে সীজারের নিকট বিশেষ সম্মানিত হইলেন। এরিয়াসের অনুরোধে নগরবাসী বহুলোকের প্রাণরক্ষা হইল। এই সকল লোকের মধ্যে ফিট্‌স্ ষ্ট্রেটাস্ (Fits Sratus) নামক একব্যক্তি ছিলেন। ফিট্‌স্ ষ্ট্রেটাস্ মিশরীয় নৈয়ায়িকদিগের একজন। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক মণ্ডলীতে তাঁহারই মুখের জোর খুব বেশী ছিল। মৌখিক তর্কে অসাধারণ ক্ষমতা থাকিলেও তিনি উচ্চ বিদ্যা-লয়ের (Academy) দার্শনিকরূপে সম্বর্দ্ধিত হইতে পারেন, তাঁহার এতাদৃশ কোন গুণগ্রাম বা অধিকার ছিল না। সীজার তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার কোন প্রার্থনাতেই কর্ণপাত করেন নাই। এই ক্ষোভে ও মনস্তাপে তিনি কাল পোষাক পরিয়া, সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু রাখিয়া নিম্ন উদ্ধৃত বাক্যটি উচ্চৈঃস্বরে কহিতে কহিতে এরিয়াসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কথাটি এই,—

"The wise, if they are wise, will save the wise" অর্থাৎ জ্ঞানবানেরা যদি প্রকৃত জ্ঞানী হন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা জ্ঞানবান্‌দিগকে রক্ষা করিবেন। সীজার, ইহা শুনিতে পাইয়া, পাছে এরিয়াসের উপর কোনরূপ দোষারোপ ঘটে, এই আশঙ্কায়, অবশেষে, এই বচন-বাগীশ তার্কিকের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।

নগর প্রবেশের পর সীজারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম হইয়াছিল,—ক্লিওপেট্রার সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহার প্রাণ, মান ও ধর্ম্ম রক্ষার্থ বিবিধ ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান। ক্লিওপেট্রা কিভাবে সীজারকে গ্রহণ করিলেন; সীজার তাঁহার সহিত কি রূপ আচরণ করিলেন; এবং ক্লিওপেট্রার শেষ পরিণাম কি হইল; ইহাই এই গ্রন্থের চরম কথা বা শেষ কাহিনী। উহা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, সীজারের অনুষ্ঠিত নীতির কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানার্থ, এস্থলে ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পরবর্ত্তি-ঘটনা-সংক্রান্ত দুই একটি জ্ঞাতব্য কথার সংক্ষেপে অবতারণা করা যাইতেছে।

এণ্টনীর পুত্রদিগের মধ্যে ফুলভিয়ার গর্ভজাত এণ্টিলাস্‌কে তাঁহার শিক্ষক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ধরাইয়া দেয়। এণ্টিলাস্ নিহত হন। এণ্টিলাসকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তাঁহার ঐ নরাধম শিক্ষক, সময় সুযোগ বুঝিয়া, এণ্টিলাসের কণ্ঠে পরিহিত কণ্ঠ-মালার ভিতরে একটি বহুমূল্য মণি ছিল, তাহা চুরি করিয়া পকেটে ভরিয়া রাখিয়াছিল। সে তখন ধরা পড়ে নাই; কিন্তু পরিশেষে ধৃত ও বিচারার্থ প্রেরিত হয়! কিছুতেই সে তাহার দোষ স্বীকার করে না। কিন্তু অবশেষে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে, ক্রুশকাষ্ঠে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ক্লিওপেট্রার সন্তানবর্গ ও তাঁহাদিগের অনুচরগণের নিমিত্ত একটি পরিপক্ক পরিরক্ষক নিযুক্ত হইল। তাঁহারা বিশেষ সম্মান ও শিষ্টতার সহিত পরিরক্ষিত রহিলেন। ক্লিওপেট্রার পুত্রদিগের মধ্যে সীজারিয়ন্ প্রসিদ্ধ ডিক্টেটার সীজারের ঔরসজাত পুত্ররূপে

পরিচিত ছিলেন*। ক্লিওপেট্রা সীজারিয়নের সমভিব্যাহারে প্রচুর অর্থ দিয়া, তাঁহাকে ইথিওপিয়ার পথে ভারতবর্ষে চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। হ্রোডম্ (Rhodom) সীজারিয়নের শিক্ষক। হ্রোডম্ও পূর্ব্ববর্ণিত শিক্ষকের ন্যায়ই, অসাধু ছিলেন। শিক্ষক সীজারিয়ন্‌কে ভারতবর্ষে যাইতে নিষেধ করিয়া, তাঁহাকে ফিরাইয়া আলেকৃজেণ্ড্রিয়ায় লইয়া আসিল। শিক্ষক তাঁহাকে বুঝাইল,—"তুমি ভারতবর্ষে পলাইয়া গেলে, বঞ্চিত ও বিপন্ন হইবে। সীজার তোমাকেই রাজা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।" সীজারিয়ন্ এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সীজারের নিকটে উপস্থিত হইলেন! সীজার, সীজারিয়ন্ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে এরিয়াসের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এরিয়াস্ নাকি বলিয়াছিলেন,—"Too many Cæsars not well"—অর্থাৎ একটির বেশী দুটি সীজার থাকা তত ভাল নয়। এই পরামর্শের ফল নিতান্তই দুঃখজনক হইল। ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পরে সীজারিয়ন্‌কে হত্যা করা হইয়াছিল।

সীজার নগর প্রবেশের অচিরকাল পরেই এণ্টনীর সৎকারার্থ মনোযোগ বিধান করিলেন। বহু রাজারাজড়া ও সেনাপতিবৃন্দ উপযুক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত সীজার-সমীপে এণ্টনীর মৃতদেহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সীজার ক্লিওপেট্রার নিকট হইতে এণ্টনীর দেহ কাড়িয়া আনা কোন প্রকারেই সঙ্গত মনে করেন নাই। ক্লিওপেট্রার প্রার্থনা-অনুসারে, তিনি তাঁহাকেই এই

কার্য্যের জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিলেন। ক্লিওপেট্রা প্রকৃত সম্রাটের ন্যায় জাঁকজমক ও আড়ম্বর সহকারে রাজকীয় সমাধি স্থলে এণ্টনীর মৃতদেহ সমাহিত করিয়া রাখিলেন।

ক্লিওপেট্রা তাঁহার এই দুঃসহ বিপদ্, নিদারুণ শোক ও ঘোরতর বিড়ম্বনার সময়, অবিশ্রান্ত বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে, তাঁহার বক্ষস্থল ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এরূপ করাতে তাঁহার বক্ষস্থল ফুলিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ক্ষত স্থান সমূহের প্রদাহ ও অসহনীয় যন্ত্রণা হেতু তাঁহার বক্ষস্থল ফুলিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ক্ষতস্থান সমূহের প্রদাহ ও অসহনীয় যন্ত্রণা হেতু তাঁহার ঘোরতর জ্বর হইল। জ্বর হওয়াতে ক্লিওপেট্রা মনে মনে একটু প্রীতির আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি এই ঠিক্ করিয়া লইলেন যে, জ্বরের হেতুবাদে আহার ত্যাগ করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে, বিনা বাধা-বিপত্তিতে, অনায়াসে মরিয়া যাইতে পারিবেন। অলিম্পাস্ (Olymyus) ক্লিওপেট্রার চিরবিশ্বস্ত গৃহ-চিকিৎসক। তিনি অলিম্পাসের নিকট তাঁহার মনের অভিসন্ধি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন; এবং কাতরপ্রাণে তাঁহার কাছে এই ভিক্ষা চাহিলেন যে, তিনি যাহাতে এই উপায়ে নির্ব্বিঘ্নে জীবন-লীলা শেষ করিতে পারেন, অলিম্পাস্ যেন তৎসম্পর্কে তাঁহার সহায় থাকেন। অলিম্পাস্ নিজেই এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সীজার ক্লিওপেট্রার পীড়া ও তাঁহার আহারে অরুচির কথা শুনিতে পাইলেন। শুনিয়াই তাঁহার মনে গভীর সন্দেহের

উদ্রেক হইল। ক্লিওপেট্রা রীতিমত ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ না করিলে, সীজার তাঁহার সন্তানদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন, এমন কি, তাঁহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেও সঙ্কুচিত হইবেন না,—ইত্যাদিরূপ ভয়প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ভয় প্রদর্শনে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সন্তানদিগের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, ক্লিওপেট্রা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। অনাহারের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। ক্লিওপেট্রা, পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে, ঔষধ পথ্য ও মাংস ইত্যাদি, তাহারা যে কোন ভোজ্য বস্তু আনিয়া দিত, তাহাই গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্তান-স্নেহের এমনই মহিমা যে, উহার আঁচে রাক্ষসীর প্রাণও গলিয়া যায়, পাষাণের বুকও নবনীতের মত কোমল হইয়া পড়ে।

বিশেষতঃ, অবস্থা-বিপাকে, ক্লিওপেট্রা এখন আর সে ক্লিওপেট্রা নহেন। ক্লিওপেট্রার প্রাণটা আশৈশব যে ছাঁচে গঠিত ছিল, এখন যেন আকস্মিক দুঃখের অরুন্তুদ দহনে পুড়িয়া পুড়িয়া, নূতন আর একটা ছাঁচে ঢালার মত হইয়া উঠিল। যে ক্লিওপেট্রা, একদিন পতি-নামে পরিচিত ভ্রাতাদিগকে, একটির পর একটি করিয়া, আপনার সুখ-লালসার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই; যিনি পৃথ্বীবিখ্যাত বীরপুরুষদিগকে প্রণয়ের কুহকে ভুলাইয়া, উপপতির আসনে বসাইয়াছেন; এবং উপপতির আসনে বসাইয়া, পরিশেষে তাঁহাদিগকে আত্ম-প্রয়োজনে বিড়ম্বিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ জ্ঞান করেন নাই; সন্তাননিচয়

যাঁহার ক্রোড়ে, পুতুল-খেলার পুতুলের মত, থাকে কিংবা যায়, এইরূপ উদাসীনতার ভাবে অবস্থিত ছিল; যিনি এতকাল বিচিত্র লীলাময়ী অভেদ্য মায়াচাতুরী বা দুর্ভেদ্য কুহকজালে সমাচ্ছন্ন কুহকিনী রাজ্ঞীর বিদ্রূপাত্মক নিন্দনীয় নামে সর্ব্বত্র পরিচিতা ছিলেন,—সেই ক্লিওপেট্রাই আবার আর এক রকমের জীব হইয়া উঠিয়াছেন। সেই ক্লিওপেট্রা, আজি পতি-পরায়ণা বিধবার প্রাণে, এণ্টনীর মৃতদেহ দর্শনে, এণ্টনীর পরিণীতা ও স্নেহ-প্রীতিময়ী স্ত্রীর ন্যায় উন্মাদিনী সাজিয়াছেন! আবার অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া, সন্তানের অকল্যাণ আশঙ্কায়, তাঁহার নিজের মনের দৃঢ় সঙ্কল্পকে অসার কল্পনার ন্যায়, অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছেন! রোমের ভয়াবহ রাষ্ট্রবিপ্লব, এণ্টনীর ন্যায় রাজরাজেশ্বর উপপতির সর্ব্বনাশের আশঙ্কা ইত্যাদি দুর্দ্দম ও দুঃসহ অমঙ্গল সম্ভাবনায়ও যাঁহার বজ্রসঙ্কল্প টলিতে জানিত না,—আজি সেই সঙ্কল্প সন্তান-বাৎসল্যের কাছে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইল! এ পরিবর্ত্তন বস্তুতই বড় বিস্ময়াবহ ও বিচিত্র! কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (Wordsworth) ভাষায় বলিতে গেলে, ক্লিওপেট্রার সম্বন্ধেও ইহা অনায়াসেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে,—"A deep distress hath humanised her soul"—অর্থাৎ গভীর দুঃখই তাঁহার হৃদয়কে মনুষ্যোচিত কমনীয়তা, ভালবাসা ও করুণার সুস্নিগ্ধ রসে পরিপ্লুত করিয়াছিল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, সীজার স্বয়ং যাইয়া ক্লিও-পেট্রার সহিত দেখা করিলেন। এক ব্যক্তির সহিত অন্য আর

এক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত ভাবে, অবস্থাবিশেষে, বৃহৎ কথা হইলে হইতে পারে, জাতিসাধারণের হিসাবে উহা কিছুই নহে। তবে রাজারাজড়াদিগের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎকারের অর্থ ইহা অপেক্ষা একটু গুরুতর বটে! কিন্তু মিশরের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঘটনাচক্রে, মিশরে এক একজন রোমান্ বীর বা প্রধান রাজপুরুষের সহিত, রাণী ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার সাক্ষাৎকার, আর ঐ দেশের ইতিহাসে এক একটা যুগ-প্রবর্ত্তক নূতন অধ্যায়ের প্রবর্ত্তনা, একই কথা হইয়া পড়িয়াছিল। কতিপয় বৎসরের অতীত ঘটনা, তথাপি এখন মনে পড়িতেছে। এই আলেক্‌-জেণ্ড্রিয়া নগরে প্রসিদ্ধ ডিক্‌টেটার দিগ্‌বিজয়ী জুলিয়াস্ সীজারের প্রাসাদে কিশোরী ক্লিওপেট্রা, যখন বিকাশ-উন্মুখ রূপ ও যৌব-নের স্ফুরন্ত বরণ-ডালা লইয়া অর্থিনার দীনবেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—যখন গালিচার কদর্য্য কর্কশ আবরণের ভিতর হইতে, সীজার-প্রাসাদে, ত্রয়োদশীর চন্দ্র-কলার ন্যায়, রূপের জ্যোৎস্না সহসা ফুটিয়া পড়িয়াছিল, মিশরের সেই একদিন, সেই এক বিচিত্র দৃশ্য দেখাইয়া গিয়াছে। তখন হইতে মিশর-ইতিহাসে এক অভিনব যুগের সূচনা হইয়াছিল। সে যুগের নাম 'সীজা-রিয়ন্' যুগ। সে যুগে মিশরের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ক্লিওপেট্রার প্রেম-নিগড়-নিবদ্ধ, তদানীন্তন মিশর রাজ-লক্ষ্মীর আরাধ্য ও উপাস্য, রোমান্ ডিক্টেটার সীজার। সীজার তখন মিশর-সিংহাসনের অদ্বিতীয় নিয়ামক, মিশর রণ-ক্ষেত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রথী। সীজা-রের ব্যবস্থাই মিশরের অমোঘ রাজ-বিধি; সীজারিয়ন্ তখন

মিশরের রাজ-নন্দন। এই সীজারিয়ন্ যুগের অবসানে, আবার ক্লিওপেট্রার সহিত, আর একটি রোম্যান-বীর, ক্ষমতাপন্ন সেনাপতি বা প্রধান রাজপুরুষের সাক্ষাৎকার হইল। এই রাজপুরুষের নাম এণ্টনী। ক্লিওপেট্রা তখন রূপ, যৌবন ও প্রেম-কলায় পূর্ণ বিকশিত,—মৈশর-চন্দ্রমা তখন ষোলকলায় পরিপূর্ণ। এবারকার রোমান্ রাজপুরুষও পূর্ব্ববৎ বিচারকের স্থলবর্ত্তী। কিন্তু, ক্লিওপেট্রা এবার পূর্ব্বের ন্যায় বাদিনী নহেন,—প্রতি-বাদিনী—অভিযোক্ত্রী নহেন,—অভিযুক্তা। এ সাক্ষাৎকারের স্থানও মিশরের আলেক্জেণ্ড্রিয়া নহে,—এসিয়ার সিলিসিয়া। এ সমাগমে, ক্লিওপেট্রার যান বা বাহন গালিচার গাঁঠরী নহে,—রাজরাজেশ্বরীর বিহার-যোগ্য বিলাস-তরি,—তরির পশ্চাদ্ভাগ স্বর্ণ-মণ্ডিত দাঁড় রজত-নির্ম্মিত অদৃষ্টপূর্ব্ব সখের পান্সী। এই সাক্ষাৎকারের পরে মিশরে আবার আর একটা নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা হইল। এই যুগের নাম এণ্টনীয় যুগ।—অথবা মিশ-রের মদন-পর্ব্বাহ বা বাসন্ত-বাসর। এই যুগের রাজা মদন, রাণী রতি, রাজপ্রতিনিধি বসন্ত। রাজকার্য্য,—আলোক, আড়-ম্বর, অভিনয়, নৃত্য, গীত, হাবভাব এবং পান ভোজন। এক্ষণে মিশরের সেই বিলাস-প্রমোদময় বাসন্ত যুগেরও অবসান ঘটিয়াছে। আজি আবার ক্লিওপেট্রার সহিত তৃতীয় আর একটি রোমান্ বীর বা বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান্ রাজপুরুষের সাক্ষাৎ-কার হইল। এ সাক্ষাৎকারে মিশরের সেই রূপসী রাণী, সেই চিরসুখ-লালসিতা বিলাসিনী বিগত-যৌবনা প্রৌঢ়া, অথবা

শোক-দুঃখ-জীর্ণা জরতী—অস্তাচল-শায়িনী দিবালোক-ভীতা চন্দ্রমার ন্যায় হীনপ্রভা ও মলিনা ;—অথবা ব্যাধ-ভয়-ভীতা চকিত-নয়না দাবদগ্ধা হরিণী। ক্লিওপেট্রা এবার সাক্ষাৎকার-প্রয়াসিনী অর্থিনী নহেন,—পরওয়ানা-প্রাপ্তা প্রত্যর্থিনীও নহেন,—বন্দিনী অথবা কুরর-বিরহিতা পিঞ্জর-রুদ্ধা কুররী পক্ষিণী। সাক্ষাৎকারের স্থান, রাজপ্রাসাদ নহে,—সেনাপতির শিবিরও নহে,—প্রাসাদ-রূপী কারাগার! এই উপকরণ ও উপলক্ষণে এবার আবার মিশরে কোন্ যুগের অবতারণা হইবে, মিশরবাসী তাহা জানে না। কিন্তু বাসন্ত যুগের পর, কালপর্য্যায়ে নিদাঘ-যুগের আবির্ভাবই সম্ভবপর ও স্বাভাবিক। মেঘচ্ছায়াশূন্য মিশরীয় নিদাঘের তীব্র দাবদাহে, না জানি, এবার কত সুখের লতা অকালে ঢলিয়া পড়িবে, কত বিলাসের ফুল মুকুলেই শুকাইয়া যাইবে! ভীত মিশরবাসীকে এই নবপ্রবর্ত্তিত যুগের ভবিষ্য ফলাফল, সে সময়ে, কেহই বলিয়া দিতে পারেন নাই। আমরাও এইক্ষণ, ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষার্থ, কল্পনার আশ্রয়ে, কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকের তাদৃশ কৌতুক-তৃষ্ণার পরিতর্পণে সমর্থ হইলাম না।

একবস্ত্র-পরিহিতা ক্লিওপেট্রা, খড়ের গদিতে সামান্য শয্যায় শয়ান আছেন। তাঁহার দুঃখ-ভাগিনী সহচরিদ্বয় পার্শ্বদেশে উপবিষ্টা। ক্লিওপেট্রার কেশরাশি আলুলায়িত, মুখমণ্ডল শ্রীহীন,—কেমন একটা উদ্দেশ্যবিহীন উন্মত্ততা ও মতিচ্ছন্নতার প্রতিকৃতি স্বরূপ। তাঁহার দৃষ্টি অর্থশূন্য ও অনন্ত শূন্যে নিবদ্ধ। চক্ষু দু'টি যেন মস্তকে বসিয়া গিয়াছে। কথা কহিতে কণ্ঠস্বর কম্পিত

হইতেছে। পরিধানে সূক্ষ্মবস্ত্র। বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে, উহার ভিতর দিয়া শরীরের ত্বক পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। তিনি নিজেই মনের আবেগে বক্ষে যে সকল আঘাত করিয়াছিলেন, সেই আঘাতের চিহ্নগুলি আবরণ-বস্ত্রের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার প্রাণটি যেমন অসহনীয় ক্লেশে ক্লিষ্ট, তাঁহার শরীরটাকেও তাহা অপেক্ষা কম ক্লিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে না। রূপ-গৌরবে চির-গৌরবিণী ক্লিওপেট্রা, তাঁহার সমস্ত অবয়ব সহ আজি মেঘাবৃত পূর্ণিমা যামিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। জ্যোৎস্নার কম কলেবর সকল দিকে মেঘাচ্ছন্ন, তথাপি, এই শোচনীয় অবস্থায়ও, সেই মোহিনী,—যৌবন-সুষমার সেই স্বাভাবিক সরল ও সবল কান্তি, যেন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সমীরচ্ছিন্ন মেঘান্তরবর্ত্তী চন্দ্রলেখার মত, পূর্ব্বকার সেই মোহিনী ও সেই সৌন্দর্য্যের আভা, মুখ, চোখ্ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি হিল্লোলে, এখনও যেন, এক একবার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-কণারূপে উছলিয়া পড়িতে প্রয়াসপর হইতেছে।

সীজার ক্লিওপেট্রার বিশ্রাম-আগারে প্রবেশ করিলেন। ক্লিওপেট্রা তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতি দ্রুত লম্ফ দিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং মনের সমস্ত গৌরব ও অভিমান ভুলিয়া গিয়া, সীজারের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার 'এলোমেলো' ও 'উস্কোখুস্কো' কেশরাশি, চামরের ন্যায়, তাঁহার সপাদুক চরণে লুণ্ঠিত হইল! সীজার তাঁহাকে সাদরে ধরিয়া উঠাইলেন; এবং যেমন ছিলেন, তেমনি ভাবে, তাঁহাকে বিশ্রাম-

শয্যায় আরামে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন; ক্লিওপেট্রা শয্যায় আসীন হইলে, সীজার আপনি যাইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট হইলেন।

সীজার, বিজয়ী বীরের প্রাণে, বন্দিনী ক্লিওপেট্রার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যান নাই। স্বার্থের সহিত সম্পৃক্ত থাকিলেও, তাঁহার এই সাক্ষাৎকার কার্য্যের উদ্দেশ্য অসৎ নহে। তিনি দুঃখিনী রাণী ক্লিওপেট্রার প্রাণে সান্ত্বনা দান করিতে গিয়াছেন। আশা ভরসা দ্বারা ক্লিওপেট্রার মৃতবৎ হৃদয়কে পুনরুৎফুল্ল করা যায় কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। সীজারের শিষ্টতা দর্শনে ক্লিওপেট্রা একটু সাহস পাইলেন; এবং আত্মদোষ ক্ষালনার্থ ঈষৎ একটু বাক্‌চাতুরীর পথ অবলম্বন করিলেন। বিনীতভাবে বলিলেন,—"মহামান্য সীজার, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ধরিতে গেলে, আমি প্রকৃত প্রস্তাবে, কোন অপরাধ করি নাই। আমার কৃত বা আমার নামে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম আমার অপরাধরূপে আপনার নিকট অনুমিত হইয়াছে, তাহা আমি বাধ্য হইয়া, এণ্টনীর ভয়ে করিয়াছি; এণ্টনীর অনুরোধে ও ভয়েই সীজারের প্রতিকূলে আমাকে অনেক কার্য্য করিতে হইয়াছে। সে দোষ যেন আমার উপরে চাপিয়া না পড়ে, আপনার কাছে আমার ইহাই একমাত্র ভিক্ষা ও আবেদন"। সীজার মিষ্টমুখে, শিষ্টতা রক্ষা করিয়াও, ক্লিওপেট্রার প্রত্যেক উক্তিরই প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। প্রতিবাদে ক্লিওপেট্রা, একপ্রকার নিরুত্তর ও জব্দ হইয়া আসিলে, সীজার আলাপের স্রোত

প্রণালী পরিত্যাগ করিলেন। ক্লিওপেট্রাও তর্কের পদ্ধতি পরিহার করিয়া, অনুনয় ও বিনয়ের আশ্রয় লইলেন। ক্লিওপেট্রা, তখন সকল কথা রাখিয়া, কাতরপ্রাণে ও করযোড়ে, সীজারের কাছে, নিজ জীবন ভিক্ষা ব্যতীত যেন আর কিছুই চাহিতেছেন না, কথাবার্ত্তায়, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্লিওপেট্রা তাঁহার ভাণ্ডারে যে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, উহার একটা সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আপনি সেই তালিকা সীজারের হস্তে প্রদান করিলেন। সিলুকাস্ (Seleucus) ক্লিওপেট্রার ভৃত্য ও পরিচারকদিগের সর্দ্দার। সে, এই সময়ে, ঐ স্থানে উপস্থিত ছিল। মানুষকে দুঃসময়ে পড়িলে, কি না দেখিতে, কি না শুনিতে, কি না সহিতে হয় ? তখন কটি-বেষ্টনী সুখদ সূত্রও যেন সর্প হইয়া দংশন করিতে চাহে ! এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার অন্তিম বিপদ-সময়ে, ঈদৃশ ঘটনার সহস্র দৃষ্টান্ত লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছিল। ভৃত্য সিলুকাস্ও, এই সময়ে, সত্যের নামে, কৃতঘ্নতার একটা অভিনব গর্ভাঙ্কের অভিনয় করিল ! সে তাহার আজীবন সেবনীয়া রাজ্যেশ্বরী কর্ত্রীঠাকুরাণীর চক্ষের সম্মুখে, সীজারকে দেখাইয়া দিল যে, ক্লিওপেট্রা আরও বহু মূল্যবান্ পদার্থ এই তালিকাভুক্ত করেন নাই। ক্লিওপেট্রা সীজারকে প্রতারিত করিবার অভিসন্ধিতে ঐ সকল জিনিষ লুকাইয়া রাখিয়াছেন। ভৃত্য সিলুকাস্, নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায়, তাঁহার মুখের উপরে, তাঁহার বিরুদ্ধে সীজার-সমীপে এই অভিযোগ উত্থাপিত করিলে, ক্লিওপেট্রা আর সহ্য

করিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন-প্রান্তস্থিত বিষাদের অশ্রু প্রখর সৌর-করে শিশির-বিন্দুর মত, চক্ষের পলকে শুকাইয়া গেল। মুখ-মণ্ডল অগ্নি-শিখা উদ্গিরণ করিল। নয়ন-তারা বিঘূর্ণিত হইল। বিপন্ন অবলা ও রমণী-জনোচিত লজ্জা ও ভয় মুহূর্ত্তেকে কোথায় অন্তর্হিত হইল! শৃঙ্খলিত সিংহী সহসা গর্জ্জিয়া উঠিল। ক্লিওপেট্রা ক্রোধভরে লাফাইয়া উঠিয়া, চামুণ্ডার প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে, সেই দুষ্ট ভৃত্যের কেশাকর্ষণ করিলেন; এবং তখনও তাঁহার শরীরে যে শক্তিটুকু ছিল, সেই শক্তির সম্যক্ প্রয়োগে উহার মুখের উপরে পুনঃ পুনঃ মুষ্টি-প্রহার করিতে লাগিলেন। সীজার ইহা দেখিয়া মৃদু মন্দ হাস্য-সহকারে গম্ভীরভাবে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ক্লিওপেট্রার হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। সীজার তাঁহাকে থামাইবার চেষ্টা করিলে, ক্লিওপেট্রা চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া কহিতে লাগিলেন,—"সীজার, এ বস্তুতই অসহ্য। হতভাগিনী ক্লিওপেট্রা এখন শোচনীয় দশা-গ্রস্তা ও বিপন্না সত্য; কিন্তু তথাপি সীজারের ন্যায় রাজাধিরাজও যখন স্বয়ং তাহার গৃহে পদার্পণ করিয়া, এখনও তাঁহাকে সম্মানিত করিতেছেন, তখন ইহা কি নিতান্তই অসহনীয় পরিতাপ ও মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় নয় যে, সেই ক্লিওপেট্রারই অন্নে চিরপুষ্ট একটা সামান্য ভৃত্য, আজি স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কতকগুলি খেলনা তালিকাভুক্ত করা হয় নাই দেখিয়া, বহু মূল্যবান্ বস্তু লুকাইয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া, অভিযোগ করিল! বস্তুতঃ যাহা রাখা হইয়াছে, সেগুলি অতি অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তু। নিশ্চয় জানিবেন,

সীজার, আমার এই শোক-দুঃখে জর্জ্জরিত পোঁড়া তনুর শোভা বাড়াইবার জন্য আমি ওগুলি লুকাইয়া রাখি নাই; রাখিয়াছি, প্রয়োজন পড়িলে, উপহার দিব বলিয়া। অক্টেভিয়া ও লিভিয়াকে এক দিন দুঃখিনী ক্লিওপেট্রার সামান্য উপহাররূপে উৎসর্গ করিব বলিয়াই, আমি ঐ সকল আমার নিজের নিকট রাখিয়াছি। তাঁহাদের প্রসাদাৎ আপনার কৃপা অর্জ্জনে যদি অধিকারিণী হইতে পারি, তাঁহাদের অনুরোধ উপরোধে, আমার প্রতি যদি আপনার এই দয়া ও অনুগ্রহের ভাব চির অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি; যাহাতে এক সময়ে আমার এই মহান্ উপকারের পথ পরিষ্কার হইতে পারে, সেই আশা-কল্পে আমার এই অনুষ্ঠান কি একান্তই অকর্ত্তব্য ?"

সীজার ক্লিওপেট্রার কথা শুনিয়া যার-পর-নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার মনে এই ধারণা দৃঢ় হইল যে, ক্লিওপেট্রা এক্ষণে প্রকৃতই প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে উৎসুক। সীজার লুক্কায়িত জিনিষগুলি তালিকাভুক্ত করিলেন না। ক্লিওপেট্রাকে ঐ সকল জিনিষ আপন ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। বলিলেন,—"এই সকল জিনিষ তোমারই রহিল। তুমি সীজার হইতে কোনই ভয় বা আশঙ্কা করিও না। আমি নিশ্চিত বলিতেছি,—তুমি মনেও যে সম্মান পাওয়ার আশা কর নাই, আমি ততোধিক সম্মানের সহিত তোমাকে রক্ষা করিব।" ক্লিওপেট্রার সহিত, ইহার পরে, নানা প্রসঙ্গে তাঁহার আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ক্লিওপেট্রাকে তাঁহার মনঃ-কল্পিত ভীষণ সঙ্কল্প হইতে

ফিরাইয়া হাত করিতে পারিয়াছেন, সীজার মনে মনে ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া, বড়ই আনন্দিত হইলেন; এবং প্রফুল্লমুখে ক্লিওপেট্রার নিকট বিদায় লইয়া, আপন শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি ক্লিওপেট্রার কৌশলে একে আর বুঝিয়া প্রতারিত হইয়া আসিলেন কি না, তিনি তখন ইহা ভাবেন নাই। পাঠকেরও এখন সে কথা ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই শোকাকীর্ণা দুর্দ্দশাপন্না বিষাদিনী ক্লিওপেট্রার সে রূপরাশি সে কুহক-কলার পূর্ণপ্রভা না থাকিলেও, রূপের সে মন-ভুলান মাধুরীটুকু এখনও একবারে তিরোহিত হয় নাই। সে অনল এখন নিবু-নিবু হইলেও জ্বলিতেছিল, এখনও দুই একটি পতঙ্গ উহার আশে পাশে ছট্‌ফট্‌ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে ভালবাসিত। এস্থলে এই শ্রেণীর একটি পতঙ্গের কথা বলিব। সে পতঙ্গ কর্ণিলিয়াস্ ডোলাবেলা (Cornelius Dolabella)। ডোলাবেলা বয়সে যুবক। সীজারের পার্শ্ব-চরদিগের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্ম-সচিব। তিনি ক্লিওপেট্রার রূপ-মাধুরীতে মোহিত হইয়া, তাঁহার প্রতি হৃদয়ে একটু আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্লিওপেট্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট যুবকের মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিতে পারে নাই। ক্লিওপেট্রা ভাব বুঝিয়া, তাঁহার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, সীজারের শিবিরে যখন যাহা হয়, তিনি গোপনে ক্লিওপেট্রাকে সেই সংবাদ প্রেরণ করিবেন। ডোলাবেলা এই বন্দোবস্ত অনুসারে বিশেষ প্রীতির সহিত কার্য্য করিতেছিলেন। যখন যে কথা হইত, তিনি

ক্লিওপেট্রার কাছে আসিয়া বলিয়া যাইতেন। [illegible]-ভঙ্গের পুরস্কার,—ঐ উপলক্ষে ক্লিওপেট্রার সাক্ষাৎকার [illegible]। একদিন ডোলাবেলা গোপনে ক্লিওপেট্রাকে জানাইলেন, [illegible] সত্বরেই সিরিয়ায় ফিরিয়া যাইবেন; এবং দিন [illegible] মধ্যেই ক্লিওপেট্রাকে, তাঁহার সন্তানবর্গ সহ, সেই দিকে [illegible] দেওয়া হইবে। ক্লিওপেট্রা ইহা জানিতে পারিয়া, সী[illegible] নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি [illegible] স্বর্গগত এণ্টনীর সমাধি-স্থলে উপস্থিত হইয়া, তদী[illegible] আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা ও তাঁহার প্রতি হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন; সীজার দয়া করিয়া তাঁহার এই প্রার্থনা অনুমোদন করুন। সীজার ক্লিওপেট্রার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে প্রীতির সহিত সম্মত হইলেন। সীজারের আদেশ অনুসারে পরিচারকেরা ক্লিওপেট্রাকে এণ্টনীর সমাধি-স্থলে লইয়া গেল।

ক্লিওপেট্রা তাঁহার সঙ্গিনী ও সখীগণে পরিবৃত হইয়া সমাধি-স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি এখন আর সে কুহকিনী রাণী নহেন, বিয়োগ-দুঃখ-কাতরা প্রেমান্ধিনী পাগলিনী। প্রেমোন্মাদিনী, আজি চিরপ্রিয় প্রেমিকের সমাধি আলিঙ্গন ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুনঃ পুনঃ উহা চুম্বন এবং সেই স্বর্গ-গত প্রেম-দেবতাকে শোক-মিশ্র ভক্তির উচ্ছ্বাসে, উদ্দেশে অভিবাদন করিতে আসিয়াছেন!—যাঁহার বিচিত্র জীবনে কখনও হৃদয়ের আবেগে অশ্রু ঝরিয়াছে কি না সন্দেহ, যিনি জীবনে কখনও রুমালে

অশ্রু মার্জ্জন সময়ে, উহা প্রেমের অশ্রু, না মন-মাতান প্রেম-কুহকের মন্ত্রপূত বারি বিন্দু, নিজেও তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই,—আজি তাঁহারই নয়ন যুগলে, বিপদ-বারণ-বিদারিত হৃদয়-গোমুখী হইতে উৎসারিত প্রেম-ভাগীরথীর তরল ধারা উছলিয়া ছুটিল! ক্লিওপেট্রা সমাধির সন্নিধানে জানুপাত করিয়া, করযোড়ে ঊর্দ্ধ-নয়নে কহিতে লাগিলেন,—"এণ্টনী, প্রিয়তম, প্রাণাধিক, আমার হৃদয় মন ও প্রাণ কিরূপ আকুল ও অধীর, তা' কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না?—অল্পদিন হইল, আমি আমার এই হস্ত দ্বারা তোমাকে সমাধিস্থ করিয়াছি। তখন এ হস্ত দ্বয় স্বাধীন ছিল; কিন্তু এখন পরাধীন,—পরায়ত্ত,—শৃঙ্খলিত। কারণ, আমি আর এখন মিশরের রাণী নহি, টলিমি বংশের সেই ক্লিওপেট্রা বা তোমার মত পুরুষ-সিংহের প্রণয়িনী নামেরও যোগ্যা নহি,—আমি এখন সীজারের বন্দিনী! আমি স্বাধীনভাবে যে করে তোমাকে সমাধিস্থ করিয়াছিলাম, আজি পরাধীন অবস্থায় বিপক্ষ পক্ষের রক্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই করে তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে আসিয়াছি। ধর লও, প্রিয়তম, এই তোমার ক্লিওপেট্রার শেষ উপহার। আমি পাছে দুঃসহ শোক-দুঃখে অভিভূত হইয়া, আমার এই ঘৃণনীয় অঙ্গের কোনরূপ হানি ঘটাই,—অটুট ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আমাকে না পাইলে, পাছে সীজারের মনোভীষ্ট সিদ্ধ না হয়; তোমার উপর সীজার যে জয়লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য রোমে যে বিজয়-উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে, সেই বিজয়-উৎসবে জয়-চিহ্ন

স্বরূপ আমি যাহাতে রোমের রাজ-পথে প্রদর্শিত হইতে পারি ; এবং পাছে কোন দৈহিক অত্যাচার সাধন দ্বারা আমি এই প্রদর্শনের সম্যক্ উপযুক্তা না থাকি, এই আশঙ্কায় আমার উপরই এই পাহারার ব্যবস্থা !—আর না—আর আমার নিকট হইতে, প্রিয়তম, কোনরূপ অন্তিম-তর্পণের প্রত্যাশা করিও না। তোমার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার শেষ নিদর্শন-স্বরূপ, ইহাই আমার অন্তিম প্রার্থনা। তোমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ইহাই ক্লিওপেট্রার শেষ সম্মান-প্রদর্শন। সে আর তোমার নিকটে রহিতে পারিতেছে না,—অতি শীঘ্রই বহুদূরে স্থানান্তরিত হইতেছে ! যখন তুমি জীবিত ছিলে, তখন সৃষ্টি উল্‌টিয়া গেলেও, কিছুতে আমাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে নাই। কিন্তু মৃত্যুই যেন এখন আমাদিগকে পৃথক্ করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে। তুমি রোমে জন্মিয়াছিলে, মিশরে সমাধিলাভ করিয়াছ। আমি মৈশরী হইয়াও, তোমার দেশে সমাহিত হওয়া ভিন্ন, অন্য কোন অনুগ্রহ, তোমার দেশীয়দিগের নিকট আশা করিতে পারি না। ঊর্দ্ধ জগতের উচ্চশ্রেণীস্থ দেবগণ আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন ;—সেখানে আমাদিগের কোন প্রত্যাশা নাই। তুমি অবশ্যই লোকান্তরে পৃথিবীর নিম্নতরস্থিত দেবগণের সহিত একত্র বাস করিতেছ,—তাঁহাদের যদি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ দানে শক্তি থাকে, অথবা তাঁহারা তাদৃশ অনুগ্রহদানে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের শক্তি-সাহায্যে তুমি এই করিও, তোমার ইহলোক-বাসিনী এই জীবিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিও না। তুমি এই

করিও,—আমাকে যেন বিজয়-উৎসবের শোভা-বর্দ্ধনার্থ রাজ-পথে বাহিত হইয়া তোমার পরাজয়জনিত-লজ্জা ও অগৌরব বৃদ্ধি করিতে না হয়;—নাথ, প্রাণেশ্বর—তোমার এই চির-অনুগতা প্রেমাধীনী সঙ্গিনীকে তোমারই কাছে লুকাইয়া রাখ। তোমার সঙ্গে আমাকে সমাধিস্থ হইতে দাও।—আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য,—প্রকৃতই আমার প্রাণের কথা।—তুমি পরলোক-বাসী দেবতা;—তুমি অবশ্যই আমার অন্তর দেখিতে পাইতেছ। আমার যত প্রকার অরুন্তুদ দুঃখ ও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, সেই সকলের মধ্যে,—যে অল্প সময়টুকু তোমাকে ছাড়িয়া রহিয়াছি,—ইহার ন্যায় অসহনীয় কষ্ট আমাকে আর কিছুতেই দিতে পারে নাই।”

ক্লিওপেট্রা কিছুক্ষণ এইরূপে বিলাপ পরিতাপ করিয়া, বিবিধ কুসুম-মালায় সমাধিস্থান সুসজ্জিত করিলেন। হৃদয়ে অসহনীয় অনুতাপের তুষানল ও দুঃসহ শোকের উচ্ছ্বাস, নয়নে শোকাশ্রুর দর-বিগলিত ধারা;—ক্লিওপেট্রা এই অবস্থায় উন্মাদিনীর ন্যায় বাহু-বেষ্টনে সমাধিকে আলিঙ্গন করিয়া, অশ্রু-সিক্ত অধরে বার বার উহা চুম্বন করিলেন। ইহার পরে তিনি হঠাৎ কি যেন স্মরণ করিয়া আর সেস্থানে রহিলেন না। দ্রুতগতি প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

ক্লিওপেট্রা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া ষোড়শ উপচারে স্নানের বন্দোবস্ত করিলেন। স্নানান্তে বিবিধ উপাদেয় উপচারে পূর্ণ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। এই সময়, একটি গ্রাম্য লোক, একটা ঝুড়ী হাতে করিয়া ক্লিওপেট্রার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত

হইল। প্রহরীরা তাহাকে বাধা দিয়া, উহার ভিতরে কি আছে, জিজ্ঞাসা করিল। ঐ লোকটি ঝুড়ীর সর্ব্ব-উচ্চস্তরস্থিত পাতার আবরণ সরাইয়া, প্রহরীদিগকে দেখাইল,—ঝুড়ীটি ডুমুর ফলে পরিপূর্ণ। প্রহরিগণ ডুমুরগুলি খুব বড় ও সুন্দর বলিয়া প্রশংসা করিলে, ঐ লোকটি ঈষৎ একটু হাসিয়া, তাহাদিগকে কতকগুলি ডুমুর লইতে বলিল। কিন্তু তাহারা তাহা লইল না। তবে উহাতে সন্দেহের কিছু নাই দেখিয়া, ঐ লোকটিকে ডুমুর লইয়া নির্ব্বিবাদে ভিতরে চলিয়া যাইতে অনুমোদন করিল। লোকটি ক্লিওপেট্রাকে ডুমুর উপহার দিয়া, কোন্ সময়, কোন্ পথে চলিয়া গেল, কেহই আর তাহার কোন সংবাদ লইল না।

ক্লিওপেট্রা আহারের পরে, ডুমুর-বাহককে বিদায় দিয়া, স্বহস্তে সীজারের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া, বন্ধ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এই সমস্ত হইয়া গেলে, তিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা দুইটিমাত্র সহচরী ব্যতীত অন্য সকলকেই তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির করিয়া দিয়া, দৃঢ়রূপে দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া রহিলেন। ক্লিওপেট্রা এই ভাবে শয়ন-কক্ষে নির্জ্জনে কি করিলেন, জগতের কেহই তাহা জানিল না।

ক্লিওপেট্রার পত্র-বাহক পত্র লইয়া সীজারের সমীপে উপস্থিত হইল। সীজার ক্লিওপেট্রার পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। দেখিলেন, ঐ পত্রে ক্লিওপেট্রা মৃত্যুর পরে এণ্টনীর সহিত একত্র সমাহিত হইবার নিমিত্ত, প্রাণ-স্পর্শি কাতর বচনে, আকুল-প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়াই, সীজার চমকিয়া

উঠিলেন। ক্লিওপেট্রা কি করিতে যাইতেছেন, তাহা অনুমান করিয়া লইতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। তিনি প্রথমতঃ অতি ব্যগ্রতা হেতু, স্বয়ংই ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার কি কারণে, মত পরিবর্ত্তিত হইল। স্বয়ং না যাইয়া, ক্লিওপেট্রা কি করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আসিবার নিমিত্ত, অন্য লোকের, প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। সীজারের দূতগণ অশ্বারোহণে বিদ্যুদ্‌বেগে ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে যাইয়া পহুঁছিল। পহুঁছিয়া যাহা দেখিল, তাহা যার-পর-নাই ভয়াবহ ও বিস্ময়কর!

তাহারা যাইয়া দেখিল,—বাহিরের প্রহরিগণ নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্তচিত্তে বসিয়া আপন আপন দৈনিক আহার ও বিশ্রামের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছে। তাহাদিগের মনে কোন সন্দেহ নাই। কক্ষের অভ্যন্তরে কি হইতেছে, না হইতেছে, সে বিষয়ে তাহারা কোনই আশঙ্কা করে নাই। সীজারের দূতদিগকে এমন ত্রস্ত ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তাহারা ভীত হইল; এবং তাড়াতাড়ি যাইয়া, ক্লিওপেট্রার কক্ষের কবাট সবলে উদ্ঘাটন করিয়া দেখিতে পাইল, যে, ক্লিওপেট্রা রাজ্ঞী-জনোচিত, বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত বিবিধ মহার্হ বসন-ভূষণে সজ্জিতা হইয়া, একটি অতি সুদৃশ্য স্বর্ণময় আস্তরণে প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ পড়িয়া আছেন। তাঁহার দেহে প্রাণ নাই। তাঁহার সহচরিদ্বয়ের নাম আইরিস্ (Iris) ও কার্‌মিয়ন্ (Charmion)। আইরিস্, ক্লিওপেট্রার

পদতলে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, আইরিস্ তাহার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গিনী হইয়াছে। কারমিয়নও মুমূর্ষু,—কিন্তু তখনও দেহ হইতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যায় নাই। সে বহুকষ্টে মস্তক উত্তোলন করিয়া, তাহার রাণীর মাথায় মুকুট পরাইবার ছলে, কম্পিত-করে, সেই মুকুট খানি ধরিয়া রাখিয়াছিল। সীজারের প্রেরিত দূতদিগের মধ্যে একজন এই দৃশ্য দেখিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল; এবং কারমিয়নের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কারমিয়ন্, তোমার রাণীর পক্ষে ইহা কি বড় ভাল কাজ হইয়াছে?" কারমিয়ন্ ক্ষীণকণ্ঠে, অথচ একটু তেজস্বিতার সহিত, উত্তর করিল,—"বেস কাজ হইয়াছে। বংশপরম্পরাক্রমে যাঁহারা রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিণীর পক্ষে রোমে বন্দিনী হইয়া যাওয়া অপেক্ষা, এ অতি উত্তম কাজ হইয়াছে।" এই বলিতে বলিতে কারমিয়নও শয্যার পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল। চির-জীবনের প্রিয়সঙ্গিনিদ্বয় তাঁহাদিগের রাণীর বিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়াই, বুঝি লোকান্তরেও সেই চিরপ্রিয়-কারিণী রাণীরই পরিচর্য্যার্থ তাঁহার সঙ্গিনী হইল! পরিচারিকা নীচজাতীয়া তুচ্ছ লোক হইলেও, কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্ম ও প্রভু-ভক্তিতে, বোধ হয়, অনেক নাম-করা বড় লোক হইতেও অনেক বড় ছিল। লোকান্তরে ক্লিওপেট্রার গতি যাহাই হইয়া থাকুক, নিরক্ষরা পরি-চারিকা দু'টি যে, কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্মে, সেই পরলোকরূপ অদৃশ্য পরদেশে, অনেক রাণীরও উপরে আসন পায় নাই, সে কথা কে বলিবে?

উপসংহার।

বিধি-লিপি বা নিয়তি ক্লিওপেট্রার জন্য যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, ক্লিওপেট্রা, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সেই পথের অনুসরণ করিয়া, জ্বালাদগ্ধ পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। সীজারও তাঁহার প্রিয়-মনোরথ সিদ্ধ হইল না বলিয়া, যার-পর-নাই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। চির-প্রসিদ্ধ কুহকিনী ক্লিওপেট্রার জন্য পৃথিবীর লোকের কিছু না হইলেও, মিশরের চক্ষে এক বিন্দু জল ঝরিল। আর ঝরিল সেইখানে,—যেখানকার মনুষ্যত্ব অপেক্ষাকৃত কোমল উপাদানে গঠিত; যে মনুষ্যত্ব রাবণের শরাহত ক্লিষ্ট দেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ক্ষণকালের তরে, সীতা-রামকেও বিস্মৃত হইয়া, রাবণ হেন দুর্জ্জনের জন্যও একবার ব্যথিত হয়; যে মনুষ্যত্ব ভগ্ন-উরু মহামানী কুরু-পতির বিড়ম্বনা দর্শনে, আত্ম-বিস্মৃতের ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করে,—সে মনুষ্যত্ব এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, যে কোন প্রকারেও, একবারে অস্পৃষ্ট রহিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত কথা।

ক্লিওপেট্রা কি ভাবে, কি কৌশলে, কি প্রণালীতে সতর্ক প্রহরী ও পরিচারকদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া, আত্মহত্যা সাধন করিলেন, কেহ তাহা জানিল না। সেই স্থান ও শব পরীক্ষা করিয়াও, কেহ সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। কল্পনা ও জল্পনা-পটু সমালোচকগণ কর্ত্তৃক ক্লিওপেট্রার মৃত্যু সম্বন্ধে বিবিধ উপন্যাস কল্পিত, জল্পিত ও বিবৃত হইতে লাগিল।

অনেকেই অনুমান করিলেন যে, ক্লিওপেট্রার কোন বিশ্বস্ত পরিচারক কর্ত্তৃক ডুমুর ফলের ভিতরে পত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় একটি এস্‌প্‌ বা কালসর্প আনীত হইয়াছিল। ব্রহ্মশাপের সাফল্য সম্পাদনার্থ যেমন অবারিত-দ্বার আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ বদরি ফলের অভ্যন্তরে সদ্য-প্রাণঘাতী কীটরূপী তক্ষককে লইয়া গিয়াছিলেন, এস্থলেও তেমনই ক্লিওপেট্রার বিধি-নির্দ্দিষ্ট নিয়তি পূরণার্থ, অবারিত-দ্বার নিয়তির দূত কর্ত্তৃক ডুমুর ফলের ভিতরে লুক্কায়িত ভাবে কালসর্প আনীত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই অনুমানই মূলে ঠিক্। কিন্তু অনুমানের উপরে আবার অনেকগুলি আনুমানিক অলঙ্কারের যোজনা ঘটিয়াছিল। সেগুলির বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি সংক্ষেপে এস্থলে সেগুলিরও উল্লেখ করা যাইতেছে;—কেহ বলেন, ক্লিওপেট্রা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি জানিবার পূর্ব্বেই যেন এস্‌প্‌ তাঁহার উপর বিষ-দন্ত বসাইয়া দিতে পারে। কেহ বলেন,— কার্য্যকালে এ বন্দোবস্ত রক্ষিত হয় নাই। ক্লিওপেট্রা কয়েকটি ডুমুর ফল উঠাইয়াই এস্‌প্‌ দেখিতে পান এবং অমনি শিহরিয়া উঠিয়া, ভীতি-বিমূঢ়-চিত্তে বলিয়া ফেলেন,—"ওমা, এইতো সেই কালসর্প—সেই ভয়ঙ্কর এস্‌প্‌!"—এই বলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া আপনার অনাবৃত হস্ত, উহার দংশন লইবার জন্য, উহার মুখের কাছে বাড়াইয়া দেন। কেহ বলেন,—এ কথা ঠিক্ নহে। ক্লিওপেট্রা এস্‌প্‌টিকে ডুমুরের ঝুড়ী হইতে উঠাইয়া, একটা পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন, এবং যে পর্য্যন্ত উহা তাঁহার বাহু জড়াইয়া

ধরিয়া, তাহাকে দংশন না করিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত একটি স্বর্ণময় পিন উহার শরীরে বারংবার ফুটাইয়া, উহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এ সকল কিছুই নহে ;—ক্লিওপেট্রা একটা শূন্য-গর্ভ ছুরিকার খাপের মধ্যে বিষ ভরিয়া রাখিয়া, সেই খাপটিকে মস্তকের কেশরাশি দ্বারা জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। মনুমেণ্টের সমস্ত স্থান খুঁজিয়া দেখা হইয়াছিল, কিন্তু কোথাও এস্‌প্‌ বা কালসর্পের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। তবে কথিত আছে যে, প্রাসাদের সম্মুখভাগে,—যে দিকে প্রাসাদের গবাক্ষগুলি বিন্যস্ত ছিল, সেই দিকে,—সমুদ্রের বালুকাময় বেলাভূমিতে, এস্‌প্‌ চলিয়া গেলে বালুকাতে যেরূপ দাগ থাকা সম্ভবপর, সেইরূপ দাগ কাহারও কাহারও নয়নগোচর হইয়াছিল। সূক্ষ্ম পিন দিয়া বিদ্ধ করিলে, যেরূপ অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম ছিদ্র হয়, কেহ কেহ ক্লিওপেট্রার বাহুতে সেইরূপ দুইটি অস্পষ্ট দাগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। লোকের অনুমান এক কথা,—সত্য-প্রিয় ইতিহাসের সাক্ষ্য আর এক কথা। ইতিহাসের লক্ষ্য ঘটনার প্রতি,—কল্পনা বা অনুমান তাহার ক্ষেত্র নহে। সুতরাং ইতিহাস ক্লিওপেট্রার মৃত্যু সম্বন্ধে স্বয়ং কোন অনুমান বা কল্পনার ধার ধারে নাই। অন্যের কল্পনা ও অনুমানের প্রকার প্রদর্শন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তবে, এই পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক সত্য যে, এই সময়ে, অর্গলিত-দ্বার মনুমেণ্টের ভিতরে স্বর্ণ-আস্তরণের উপরে ক্লিওপেট্রার রাজরাণীর ন্যায় সজ্জিত শব শয়ান অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর কারণ বিষ ; এবং সে বিষ-প্রয়োগও তাঁহার আত্মকৃত অনুষ্ঠান।

সীজার কিন্তু এস্‌পের দংশনে ক্লিওপেট্রার মৃত্যু ঘটিয়াছে, এই অনুমানের উপরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর এই প্রণালীতে তাঁহার অধিকতর বিশ্বাস হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ হয়। কারণ, তদীয় বিজয়-উৎসবের মিছিলে ক্লিওপেট্রার প্রতিমূর্ত্তি-প্রদর্শনে, উহার বাহুমূলে কালফণী বেষ্টন করিয়া দংশনার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত এই দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছিল।

সীজার, যদিও ক্লিওপেট্রার এইরূপ অনাশঙ্কিত আকস্মিক মৃত্যুতে একটু কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার ন্যায় উচ্চ রাজপুরুষের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি ক্লিওপেট্রার অসাধারণ মানসিক বল ও তাঁহার আত্মার মহিমা-বিষয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা করিলেন। ইহার পরে, তিনি ক্লিওপেট্রার অন্তিম প্রার্থনা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করিয়াছিলেন। সীজার ক্লিওপেট্রার দেহ প্রকৃত রাজোচিত আড়ম্বর ও সমারোহের সহিত এণ্টনীর পার্শ্বে সমাধিস্থ করিতে আদেশ করিলেন। ক্লিওপেট্রার জীবন-সঙ্গিনী সহচরী দু'টির, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াও সীজারের অভিপ্রায় অনুসারে, সসম্মানে সম্পন্ন হইল। ক্লিওপেট্রা উনচল্লিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তিনি এই সময়ের মধ্যে দ্বাবিংশতি বর্ষকাল স্বয়ং রাণীরূপে রাজ্যশাসন করেন এবং ইহার পরে শেষ চতুর্দ্দশ বৎসর, এণ্টনীর অংশ-ভাগিনীরূপে এণ্টনীর অধিকৃত সমগ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। এণ্টনীর বয়ঃক্রম সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন,—তিনি তিপ্পান্ন বৎসর

জীবিত ছিলেন। কাহারও মতে, তিনি ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সের পরে, মানুবলীলা সংবরণ করেন।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার সঙ্গে সঙ্গেই মিশর-ইতিহাসের ক্লিওপেট্রা-পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইল। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার এক কন্যার নাম ক্লিওপেট্রা রাখা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু অবস্থা-বৈগুণ্যে পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত এই বালিকার তেমন কোন সম্পর্ক ঘটিতে পারে নাই। মিশরের টলটলায়মান টলিমি-সিংহাসনও, ইহার পরেই, একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুতরাং ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার কন্যা ক্লিওপেট্রা, ক্লিওপেট্রা-পর্য্যায়ে সপ্তম স্থান লাভ করিয়াও, লোক-সমাজে পরিচিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন না।

ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রা হইতেই জগতে ক্লিওপেট্রা নামের বিশেষ পরিচয়। ক্লিওপেট্রাকুলে, ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার মত রূপ ও সেই রূপের অঙ্গে মায়া-চাতুরী-বিলসিত অমন মন-মাতান মাধুরী, এবং অপরিসীম ভোগ-লালসা ও সেই লালসার সঙ্গে বুদ্ধির অমন জ্বলন্ত প্রতিভা, মনের অদম্য সাহস ও তেজস্বিতা, একীভূত দেহে এক বিগ্রহরূপে, অমন ষোলকলাপূর্ণভাবে বিকশিত না হইলে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য অসংখ্য রাজা ও রাণীদিগের সহিত, টলিমি-ইতিহাসের ক্লিওপেট্রা নামও সময়-স্রোতে ঘটনার আচ্ছাদনে, অলক্ষিত অবস্থায়ই ভাসিয়া ফিরিত। তাহা হইলে, কবিতাও অমন আগ্রহের সহিত বরণ-ডালা লইয়া, ক্লিওপেট্রার অভিনন্দনে, টলিমি-সিংহাসনের সন্নিহিত হইত না; নাটকও অমন ব্যগ্র-ভাবে, শেক্ষপীরের আলোক-বর্ত্তিকা করে লইয়া, উপযুক্ত পাত্র-

পাত্রীর অন্বেষণে মিশর-ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইতে যাইত না। টলিমি-সিংহাসনের উপপত্তি, সম্পত্তি, আপত্তি ও বিপত্তি, এক-প্রকারে ধরিতে গেলে, এ সমস্তই এই ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার প্রসাদাৎ। ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রার জীবনবৃত্ত যথাসম্ভব প্রকটিত হইল। ক্লিওপেট্রা নামের গৌরব কোথায়, বিজ্ঞ পাঠক তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ক্লিওপেট্রা, কন্যা, ভগিনী, পত্নী বা মাতা, এই সকলের কোন মূর্ত্তিতেই জগতে নারীকুলের ভজনীয়া বা অনুকরণ-স্থানীয়া হইতে পারেন নাই; রাজ্যেশ্বরী রাণীরূপেও তিনি আদর্শরূপিণী ছিলেন না; তথাপি ক্লিওপেট্রা ভুলিবার বস্তু নহেন। জগতে ক্লিও-পেট্রারও কোন আদর্শ ছিল না; ক্লিওপেট্রাও কোন ব্যক্তির আদর্শ হন নাই। ক্লিওপেট্রার উপমানও ক্লিওপেট্রা,—উপমেয়ও ক্লিওপেট্রা। ক্লিওপেট্রা চিরকালই, ক্লিওপেট্রারূপে প্রসিদ্ধা, এবং এই হেতু, ক্লিওপেট্রারূপেই চিরস্মরণীয়া।

যাঁহার কাহিনী কহিতে গিয়া সত্য-ব্রত ইতিহাস, এক এক-বার, শিষ্টতার সীমা-লঙ্ঘন-ভয়ে, সত্যের সাদা অঙ্গেও রঙের একটা আবরণ দিয়া লওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছে,—আবার কখন কখন অতীতের সেই স্পষ্ট-বাদী নির্ভীক সাক্ষী, চকিত-চিত্তে চমকিয়া উঠিয়া, অনুসন্ধিৎসুর তীব্র জেরায়,—এ—ও—তা—একটা কিছু বলিয়া সারিয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছে; কবিতা যাঁহার ঢল-ঢল রূপের নূতন নূতন কুহক-লীলায়, কখনও আত্ম-হারাবৎ ঝঙ্কার দিয়াছে, কখনও বা সরমে মুখ ঢাকিয়া, সুরুচির সম্মান-রক্ষার্থ, ধীর-পাদ-বিক্ষেপে নেপথ্যের দিকে সরিয়া পড়িতে

চেষ্টা করিয়াছে; এবং কখনও বা ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া, ত্রিতন্ত্রীর তার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বেসুরে বাজিয়াছে; যাঁহার রাজত্ব সময়ে, আমোদ-প্রমোদপূর্ণ দুর্ব্বহ ভারে ভারাক্রান্ত মিশর, কখনও কম্পিত, কখনও কল-কল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; এবং যাঁহার জীবন-নাটকের কৃত্রিম অনুকৃতি বা অভিনয়-দর্শনে, এখনও সময় সময়, পৃথিবীর রঙ্গ-গৃহনিচয় উন্মাদিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছে, সে ক্লিওপেট্রা কদাপি ভুলিবার সামগ্রী নহেন।

ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচার ও কাব্যের অভিসম্পাত-মিশ্র আশীর্ব্বাদ-প্রসাদে এখনও যাঁহার নামে সভ্যদেশে বিলাসিনীর বিলাস-উদ্যানে 'ক্লিওপেট্রা ফুল' ফুটিতেছে, সৌখীনের কারখানায় 'ক্লিওপেট্রা সাবান', 'ক্লিওপেট্রা রুমাল' ও 'ক্লিওপেট্রা নিব' প্রস্তুত হইতেছে; এবং কারু কর্ম্মকারের 'ক্লিওপেট্রা হার', এখনও ভূষণ-বিলাসিনী মদিরেক্ষণার বিলোল-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে; সেই ক্লিওপেট্রার বিষোদ্গারে **নীতি** ভীতা, ব্যথিতা ও বিবশা হইয়া ঢলিয়া পড়িতে পারে; তাঁহার ভুবন-ভুলান কণ্ঠ-ধ্বনিতে মায়াবিনী পুতনার কপট স্বর শুনিতে পাইয়া, অপক্ষপাতী **ন্যায়**, এক টানে তাহার হৃদয়-শোণিতের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত শুষিয়া লইবার নিমিত্ত, সংহার-রসনা প্রসারণ করিতে পারে; সেই রাজ-শক্তি ও সেনা-বল-রক্ষিতা মনোমোহিনীর মোহন-আবরণে, শূর্পণখার বিকট ও বিকৃত লালসা নিরীক্ষণ করিয়া, **ধর্ম্মও** কোদণ্ডে টঙ্কার দিয়া, ভীষণবেশে দণ্ডায়মান হইতে পারেন! কিন্তু তথাপি বলি,—ক্লিওপেট্রা ভুলিবার বস্তু নহেন। ইতিহাস

তাঁহাকে ভুলিবে না,—মানুষ তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। মানুষ চিরদিন তাঁহাকে স্মরণ করিবে,—চিরদিন তাঁহার আলেখ্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে দেখিবে। অমন রূপের ডালি, মায়ার পুতলী, অমন কুহকিনী মায়া-রাক্ষসী, বা অমন মণি-ভূষণা ভুজগী, সিংহাসনের উচ্চতম মঞ্চে আসীনা, এবং অপরিমিত ধন-বল, অসংখ্য জন-বল ও বীরাগ্রগণ্যের ভীমভুজে অহোরাত্র সুরক্ষিতা হইলেও, কর্ম্মময়ের কর্ম্ম-ভূমিতে,—কর্ম্মের অকাট্য ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে তাঁহার শেষ পরিণাম কোথায়, মানুষ অনন্ত কাল, একে অন্যকে তাহা দেখাইয়া দিয়া, সময় থাকিতে সাবধান হইতে বলিবে। যেমন, পৃথিবীতে রাবণ জন্মধারণ করে বলিয়াই রামের অমন গৌরব বাড়ে;—রামের পদরজঃ-স্পর্শে পাষাণী মানবী হয়, কাষ্ঠের তরি সোনা হইয়া যায়, এবং দস্যু রত্নাকর, ঋষি বাল্মীকি হইয়া, রামায়ণের অমৃত-ধারায় পৃথিবী প্লাবিত করিতে সমর্থ হন,—তেমন, মর্ত্ত্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে, ক্লিওপেট্রার মত রাজ-গৌরবে গৌরবিণী রমণীর অধিরোহণে, এক একবার উৎসবের শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠে বলিয়াই, দুর্ভাগিনী দেস্‌দিমোনা ও রেবেকার মত দুঃখ-দগ্ধা প্রেম-তাপসীদিগের অভ্যর্থনার্থ, স্বর্গের পুণ্যময় দেব-সিংহাসনে, চিরকালের তরে, পূজার পদ্মাসন প্রস্তুত হইয়া রহে।

সমাপ্ত।